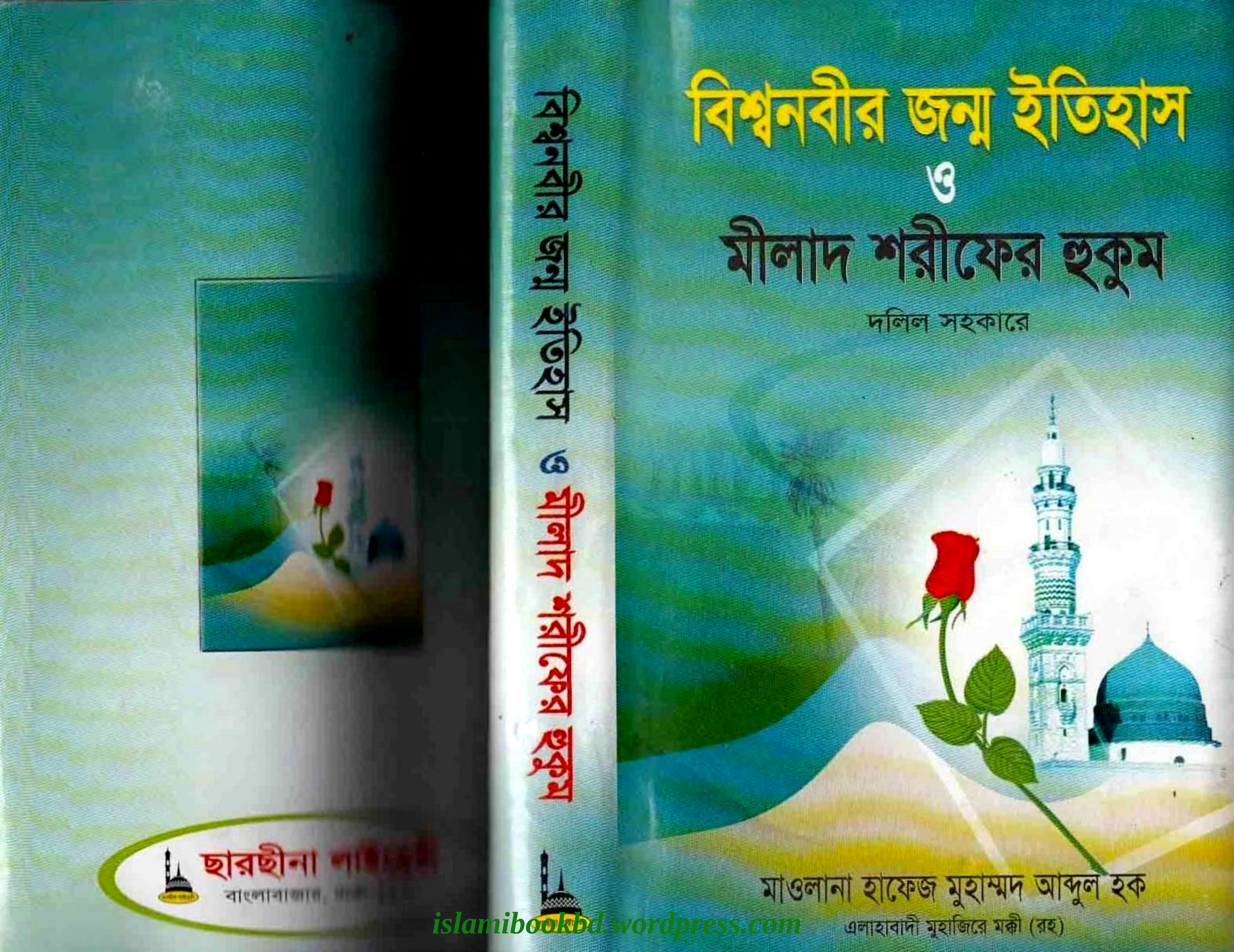


বিশ্বনবীর জন্ম ইতিহাস
ও
মীলাদ শরীফের হুকুম
দলিল সহকারে
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল হক
এলাহাবাদী মুহাজিরে মক্কী (রহ)
বিশ্বনবীর জন্ম ইতিহাস ও মীলাদ শরীফের হুকুম
ছারছীনা
বাংলাবাজার,

বিশ্বনবীর জন্ম ইতিহাস
ও
মীলাদ শরীফের হুকুম

[দলীল সহকারে]

(দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে
মাওলুদিন্ নাবীয়্যিল আযম কিতাবের অনুবাদ)

মূল

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মক্কী (রহ.)

অনুবাদ

মাওলানা কারামত আলী নিযামী

[মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন
ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা
বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক]

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

ছারছীনা লাইব্রেরী

৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মুহাঃ আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৮ইং

বর্ণবিন্যাস
শওকত কম্পিউটার
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ ২৬০ টাকা

মুদ্রণ
মিরাজ প্রেস
বংলাবাজার-ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

নেছারিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার
রাজশাহী

দেওয়ান ষ্টোর
বড় মসজিদ রোড
টাঙ্গাইল

দারুল বুহুছ লাইব্রেরী
মাদ্‌রাসা রোড, সোবহানীঘাট
সিটেল

এছাড়াও
বাংলাদেশের
প্রতিটি ধর্মীয়
লাইব্রেরীতে
পাওয়া যায়।

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

এ অধমকে যে আল্লাহ তায়ালা এ বরকতময় কিতাবখানা অনুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন, সেজন্য সর্বাগ্রে জানাচ্ছি তার কাছে অসংখ্যবার শুকরিয়া। মূল গ্রন্থখানা মুফতী হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (রহ.)-এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর প্রায় সতেরশত কিতাব ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের লাইব্রেরীতে দান করা হয়। ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ কিতাবগুলো নেয়ার সময় কিছু কিতাব অতিপুরাণ ও ব্যবহার অযোগ্য হওয়ার কারণে ফেলে রেখে যায়। পরে তা তার প্রতিষ্ঠিত কুলুটোলা জামে মাসজিদের তাকে রাখা হয়। যেহেতু ঐ মসজিদের তৃতীয় তালায় আমি বিগত পাঁচ বছর যাবৎ অবস্থান করছি। আমি ঐ ফেলে রাখা কিতাবগুলো থেকে কয়েকখানা কিতাব সংগ্রহ করি। তার মধ্যে "আদ্‌ দুর্‌রুল মুনাজ্জাম ফী হুকমে আমলে মাওলাদিন নাবীয়্যিল আজম" নামে একখানা কিতাব রয়েছে, যা হিজরী ১২৯৩ সনে প্রথম প্রকাশ পায়। পাঠকদের কাছে বক্ষমান "বিশ্বনবীর জন্ম ইতিহাস ও মীলাদ শরীফের হুকুম" নামক গ্রন্থখানা ঐ কিতাবেরই বাংলা রূপায়ণ। কিতাবখানার পাঁচটি অধ্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী সম্বলিত দু'শতাধিক হাদীস সন্নেবেশিত হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলোতে মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থখানা বর্তমান যুগের আলেম সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য গ্রন্থ। তারা এ গ্রন্থখানা পাঠ করলেই এর মর্যাদা উপালব্ধি করতে পারবেন। পাঠকবর্গের কাছে দীনের খেদমতের তাওফীক দানের জন্য দোআর প্রার্থী হয়ে বিদায় নিচ্ছি। ইতি

খাকসার

কারামত আলী নিযামী
কলুটোলা জামে মাসজিদ (৩য় তলা)
তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
সাং নেছারাবাদ, পোঃ বাসণ্ডা
থানা ও জিলা : ঝালকাঠী
তাং ১৮/৮/০৫ইং

হাদীয়াতুস্ সওয়াব

ছারছীনার শায়খে আযম আল্লামা হযরত মাওলানা
নেছার উদ্দিন আহমদ (রহ.) ও তার আওলাদগণ
এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসার
সাবেক শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও ভক্তিভাজন ওস্তাদ
হযরত মাওলানা আহমাদুল্লাহ (রহ.)
প্রমূখের আত্মার মাগফিরাত কামনায়
ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে।

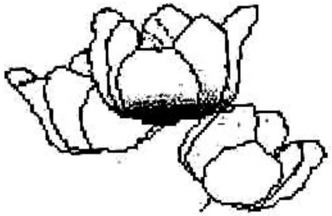
অনুবাদক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিজের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ কারুর আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেননি এবং তাতে কাফেরদের তাঁর সম্পর্কে নিন্দা ও খারাপ আলোচনারও উল্লেখ নেই।

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ . (رواه البخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের সর্বোত্তম যামানায়ই আমার জন্ম ও প্রেরণ হয়েছে। আর যামানার মাহাত্ম্য (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকে) পর্যায়ক্রমে যুগের পর যুগ ধরে এসেছে। এমনকি যে যামানায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সে যামানাই সর্বোত্তম যামানা। (বুখারী)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কালটি হচ্ছে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কালের মধ্যে সর্বোত্তম সময়। কেননা তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ পাকের প্রিয় পাত্র। তাঁর কারণেই সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি। তিনি হলেন, সৃষ্টিকুলের জন্য করুণার আধার ও সর্বশেষ নবী। যেহেতু সমস্ত মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিভূ রূপে তিনি দুনিয়াতে প্রকাশ পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের নির্দেশ হয়েছিল। তাই তাঁর প্রকাশ কালটি এ সম্পর্কের কারণেই কালের মধ্যে সর্বোত্তম কালের মহত্ত্ব লাভ হয়। হয়ত কোন ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ পুণ্য দিন প্রকাশ লাভ করার কারণে তিনি এ মহত্ত্ব লাভ করেছিলেন। মুলতঃ তা নয়। মানুষ যে দিনটিকে খুব সম্মানিত মনে করত সেদিনে তাঁকে মানুষরূপে এ দুনিয়ায় প্রকাশ করা হয়নি।

(٢) عن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل واصطفى من ولد اسمعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم

- (رواه مسلم والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح)

(২) হযরত ওয়াছিলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈলকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। আর ইসমাঈলের বংশের সন্তানদের মধ্যে কিনানার সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। আর কিনানার সন্তানদের মধ্যে কুরাইশকে সর্বোচ্চ মান সম্মান দিয়েছেন। আর কুরাইশের সন্তানদের মধ্যে হাশেমকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর হাশেমের বংশ ও সন্তানদের মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। (মুসলিম, তিরমিযী)

(٣) عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الخلق واختار بنى ادم واختار من بنى ادم العرب واختار من العرب مضر واختار من المضر قريشا واختار من قريش بنى هاشم واختارنى من بنى هاشم فانا من خيار الى خيار

- (رواه البيهقى، طبرانى و ابونعيم)

(৩) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করে তার মধ্যে হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের সম্মানিত করেছেন। আর আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে আরবকে সম্মানিত করেছেন। আর আরব এর মধ্যে বনী মুদ্বারকে সম্মানিত করেছেন। আর মুদ্বারের সন্তানদের মধ্যে কুরাইশকে সম্মানিত করেছেন। আর কুরাইশের সন্তানদের মধ্যে বনী হাশেমকে সম্মানিত করেছেন। আর বনী হাশেমের মধ্যে আমাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন। সুতরাং আমি বংশ পরম্পরায় সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মানিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে সমাসীন। (বায়হাকী, তিবরানী, আবু নাঈম)

(٤) عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العرب مضر وخير مضر بنو عبد مناف وخير بنى عبد مناف بنو هاشم وخير بنى هاشم بنو عبد المطلب والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله ادم الا كنت فى خيرهما .

(رواه طبقات ابن سعد)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আরবীয়দের মধ্যে উত্তম হচ্ছে মুদ্বার গোত্র। আর মুদ্বার গোত্রের মধ্যে উত্তম হচ্ছে আবদি মনাফের বংশ। আবদি মুনাফের বংশের মধ্যে উত্তম হচ্ছে হাশেমের বংশ। আর হাশেমের বংশের মধ্যে উত্তম হচ্ছে আবদুল মুত্তালিবের পরিবার। আল্লাহ তাআলা যখন থেকে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, তখন থেকেই আমি উত্তমদের মধ্যে ছিলাম। (তাবকাতে ইবনে সাআদ)

(٥) عن ابن عباس رضى الله عنه ان قريشا كانت نورا بين يدى الله تعالى قبل ان يخلق ادم بالفى عام يسبح ذالك النور وسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله ادم القى ذالك النور فى صلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهبطنى الله الى الارض فى صلب ادم وجعلنى فى صلب نوح وقذفنى فى صلب ابراهيم لم يزل الله ينقلنى من الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتى اخرجنى من بين ابوى لم يلتقيا على سفاح قط .

(رواه مسند ابن عمر العدنى)

(৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে কুরাইশ আল্লাহ পাকের সামনে একটি নূররূপে ছিল। এ নূর তখন আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করত। ফিরেশতারাও সেই তাসবীহ পাঠ করত। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন এ নূর তাঁর পৃষ্ঠদেশে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থান অবস্থায় পৃথিবীতে অবতরণ

করালেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হযরত নূহ (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে উপনীত করলেন। এমনিভাবে বংশানুক্রমে স্থানান্তরিত করতে করতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে পৌছান। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে সম্মানিত বংশ পরম্পরায় পবিত্র হেরেমে স্থানান্তরিত করলেন। অবশেষে আমাকে আমার পিতা-মাতা থেকে মানব রূপে জন্মদান করান। আমার পিতা মাতা কখনো ব্যাভিচারের পাপাচারিতায় নিপতিত হননি। (মুসনাদে ইবনে উমর আল্ আদানী)

(٦) عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَى رَبِّىْ (اَىْ فِىْ غَايَةِ الْقُرْبِ الْمَعْنَوِىِّ مِنْهُ) قَبْلَ خَلْقَ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةِ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ (قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ يَجْتَمِعُ مِنْ هٰذَا مَعَ مَافِىْ حَدِيْثِ عَلِىٍّ اَنَّ النُّوْرَ النَّبَوِىَّ جِسْمٌ قَبْلَ خَلْقِهِ بِاِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ وَزِيْدَ فِيْهِ سَائِرَ قُرَيْشٍ وَاَنْطَقَ بِالتَّسْبِيْحِ - (رواه احكام ابن قطان)

(৬) হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের সামনে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে একটি নূর রূপে ছিলাম। অর্থাৎ তার অতি নিকটবর্তীতে নূর আকারে অবস্থান করতাম। (ইবনে কাতান বলেন, এ বর্ণনাকে যদি আলী ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসের সাথে মিলান হয় তাহলে নূরে মুহাম্মদী হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির বার হাজার বছর পূর্বে একটি দেহ রূপে ছিল বলে প্রমাণিত হয়) আর সে নূর দ্বারাই কুরাইশকে সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ নূরই তাসবীহ পাঠ করত। (আহকামে ইবনে কাতান)

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سَفَاحٍ - (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে পরম্পরা ধারায় বৈবাহিক সূত্রে মিলনের ফলে মানব রূপে আমার পিতা-মাতা থেকে জন্মলাভ করেছি। ব্যভিচার বা যিনার মাধ্যমে নয়।

(ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِىْ مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَئٌ وَمَا وَلَدَنِىْ اِلَّا نِكَاحَ الْاِسْلَامِ اَىْ نِكَاحٍ كَنِكَاحِهِ فِىْ كَوْنِهِ بِعَقْدِ الصَّحِيْحِ يَبِيْحُ الْوَطَاءِ وَاِنْ لَمْ يَجْمَعْ شَرَائِطَ الْاِسْلَامِ اَلْاٰنَ اِذِالْمَقْصُوْدُ نَفِى الْفُجُوْرِ فَشَمَّلَ الزَّوَاجُ وَغَيْرِهِ وَدَخَلَ فِيْهِ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّهَا كَانَتْ مَلِكًا لِاِبْرَاهِيْمَ بِاتِّفَاقِ الْمُؤَرِّخِيْنَ وَهَبَتْهَا سَارَةً - (رواه الطبرانى)

(৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে জাহিলী যুগের ব্যভিচারী ও যৌন অপকর্ম দ্বারা জন্ম দেয়া হয়নি। বরং আমাকে বিবাহের ইসলামী নিয়মানুসারে (বৈধ পন্থায় জন্ম দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ এমন বিবাহ, যে বিবাহের আকদ ও সম্বন্ধ ছিল বিশুদ্ধ এবং যার ফলে যৌন ক্রিয়াও বৈধ হয়। যদিও সে বিবাহে ইসলামী শর্তাবলীর সবগুলোর সমাবেশ ছিল না এবং পূর্ণাঙ্গও ছিল না। তাই এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসব ব্যভিচারী পন্থায় হওয়াকে প্রতিহত করা ও মুক্ত করা। সুতরাং এ কথা দ্বারা বিবাহ ও বিবাহ নয় সবই বুঝায়। অতএব এ অর্থে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতাকে তার পিতার জন্য বৈধ হওয়ার বিধান পাওয়া যায়। কেননা, সকল ঐতিহাসিকদের মতে হযরত হাজেরাকে প্রথমতঃ হযরত সারাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে হাদীয়া দান করা হয়। অতঃপর হযরত হাজেরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে তিনি তার স্বামীকে মালিকানা সহ দান করেন। (তাবারানী)

(٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سَفَاحٍ - (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(৯) হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বৈবাহিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেছি। ব্যভিচারী ও যৌন অপকর্মের নিয়মে নয়। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(١٠) عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنُ الْحُسَيْن رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اُخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنِ اٰدَمَ لَمْ يُصِبْنِيْ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ لَمْ اَخْرُجْ اِلَّا مِنْ طَهَرَةٍ - (رواه ابن سعد)

(১০) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বৈবাহিক নিয়মের মিলন থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। ব্যভিচার ও যৌন অপকর্মের মিলনের ফলশ্রুতিতে নয়। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাল থেকে শুরু করে কোন কালেই যৌন অপকর্ম আমার জন্মকে স্পর্শ করেনি। আমার জন্ম পুরোপুরিভাবে পবিত্রতম নিয়মে হয়েছে। (ইবনে সায়াদ, মুসান্নিফে ইবনে আবী শাইবাহ)

(١١) عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لُدْنِ اٰدَمَ اِلٰى اَنْ وَلَدَنِيْ اَبِيْ وَاُمِّيْ لَمْ يُصِبْنِيْ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ -
(رواه مسند ابن العمر العدنى)

(১১) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বিশুদ্ধ বৈবাহিক মিলনের নিয়মে জন্ম গ্রহণ করেছি, ব্যভিচারী ও যিনার নিয়মে জন্ম হইনি। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাল থেকে এ পর্যন্ত পরম্পরা ধারায় এসে আমার পিতা-মাতা আমাকে জন্ম দিয়েছেন। জাহিলী যৌন অপকর্ম ও ব্যভিচার আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। (মুসনাদে ইবনুল উমর আল আদানী, তাবারানী আওসাত গ্রন্থ, আবূ নাঈম, ইবনে আসাকির)

(١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْتَقِ اَبْوَايَ قَطُّ عَلٰى سِفَاحٍ لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِيْ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلٰى اَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى مُهَذَّبًا لَا يَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ اِلَّا كُنْتُ فِيْ خَيْرِهِمَا - (رواه ابو نعيم)

(১২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পিতা মাতাকে কক্ষনো যৌন অপকর্ম বা ব্যভিচার স্পর্শ করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা আমাকে সর্বদা পবিত্র ও মহান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠদেশ হতে পবিত্রতম গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত করেছেন। আমি সব সময়ই পবিত্র ও নির্ভেজাল ছিলাম। যেখানে গিয়ে বংশধারা দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়েছে সেখানে আমি সর্বোত্তম শাখায়ই থাকতাম। (আবূ নাঈম)

(١٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا اَنَّ اللّٰهَ حِيْنَ خَلَقَ الْخَلْقَ بَعَثَ جِبْرَئِيْلَ فَقَسَّمَ النَّاسَ قِسْمَيْنِ فَقَسَّمَ الْعَرَبَ قِسْمًا وَقَسَّمَ الْعَجَمَ قِسْمًا وَكَانَ خَيْرَةُ اللّٰهِ مَنْ فِي الْعَرَبِ ثُمَّ قَسَّمَ الْعَرَبَ فَقَسَّمَ الْيَمَنَ قِسْمًا وَقَسَّمَ مُضَرَ قِسْمًا وَقُرَيْشًا قِسْمًا وَكَانَتْ خَيْرَةُ اللّٰهِ فِيْ قُرَيْشٍ ثُمَّ اَخْرَجَنِيْ مَنْ خَيْرِ مِنْ اَنَا مِنْهُمْ -

(رواه الطبرانى وحسن العراقى اسناده)

(১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মরফু সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করলেন, তখন ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি এসে সমস্ত মানবকুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। একভাগ আরবীয় অন্য ভাগ অনারবীয়। এ দু'ভাগের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আরবীয়দেরকে সম্মানিত ও উচ্চমর্যাদা দান করলেন। অতঃপর আরবীয়দেরকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন। এক ইয়ামানী দ্বিতীয় মুদ্বার তৃতীয় কুরাইশ। এদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। অতঃপর সে সব লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করে সম্মানিত করলেন, তাদের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। (তাবারানী, ইরাকী এর সনদকে হাসান বলেছেন)

(١٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِيْ زَانِيَةٌ يَعْنِيْ قَطُّ مُنْذُ خَرَجْتُ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ وَلَمْ نَزَلْ تَنَازَعَنِيْ الْاُمَمُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ حَتّٰى خَرَجْتُ مِنْ اَفْضَلِ حِيْنَ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمٌ وَزُهْرَةٌ - (رواه ابن سعد و ابن عساكر)

(১৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত আদম আলাইহিস

সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন বের হয়েছি, তখন থেকে আমাকে কোন ব্যভিচারিণী প্রসব করেনি। আমি সব কালেই বড় বড় ও মর্যাদাবান সম্প্রদায়েতে পর্যায়ক্রমে জন্ম গ্রহণ করে আসছি। অবশেষে আমি আরবের দুই সম্মানিত গোত্র থেকে জন্ম লাভ করেছি, যার নাম হচ্ছে হাশেমী গোত্র ও যোহরাহ গোত্র। (ইবনে সাআদ ও ইবনে আসাকির)

(১৫) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ خَلْقَهٗ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِىْ اٰدَمَ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ الْعَرَبَ ثُمَّ اخْتَارَنِىْ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ اَزَلْ خِيَارًا مِنْ خِيَارَ الاٰمَنِ اَحَبَّ الْعَرَبِ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ـ (رواه الطبرانى)

(১৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে আদম সন্তানদেরকে অর্থাৎ মানব জাতিকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর মানব জাতির মধ্যে আরবীয়দেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর আরবদের মধ্যে আমাকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। আমি সর্বদা ও সর্বকালে সম্মানিতদের মধ্যে থেকেই সর্বোচ্চ সম্মানিত রয়েছি। অতএব তোমরা জেনে রাখ যে, যারা আরবীয়দেরকে ভালবাসে তারা আমাকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে। আর যারা আরবীয়দের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। (তাবারানী, আওসাত গ্রন্থ)

(১৬) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عنه صلى الله عليه وسلم عَنْ جِبْرَئِيْلَ قَالَ اَقْلَبْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ اَرَ رَجُلاً اَفْضَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ اربنى افْضَلُ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ ـ (رواه ابونعيم)

(১৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি ফিরিশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আমি পৃথিবীর প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সর্বত্র ঘুরেছি এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কোন লোক দেখিনি। আর হাশেমী গোত্রের তুলনায় উত্তম কোন গোত্র আমি পাইনি। (আবু নাঈম, দালায়েল গ্রন্থে, তাবারানী আওসাত গ্রন্থে, ইমাম আহমদ, বায়হাকী দাইলামী প্রমুখ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার প্রমাণ তার ভাষাতেই দেদীপ্যমান)

(১৭) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلاَّ غَفَرْتَ لِىْ وَفِىْ نُسْخَةٍ لَمَّا بِفَتْحِ اللَّامِ وَشَدِّ الْمِيْمِ بِمَعْنٰى اِلاَّ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اَخْلُقْهُ (اَىْ جَسَدِهٖ فَلَايُنَافِىْ اَنَّهٗ خَلَقَ نُوْرَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ) قَالَ يَا رَبِّ لِاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ بِيَدِكَ (اَىْ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ كَاُمٍّ وَاَبٍ) وَنَفَخْتَ فِىَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَرَاَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَا تَضِيْفُ اِلٰى اِسْمِكَ اِلاَّ اَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقْتَ يَا اٰدَمُ اَنَّهٗ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَىَّ وَاِذْ سَاَلْتَنِىْ (تعليلية وبسوالك اياى) بِحَقِّهٖ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ ـ (رواه البيهقى ورواه الحاكم وصححه وذكره الطبرانى وزاد فى اخره وهم اخرالانبياء من ذريتك)

(১৭) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে ভুলবশত যখন অপরাধ প্রকাশ পেল, তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ এখন পর্যন্ত আমি তাকে মানব রূপে সৃষ্টি করিনি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যখন কোন মাধ্যম ছাড়া নিজ কুদরতে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার কায়ায় আপনার প্রাণ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি আমার

মাথা উপরের দিকে উত্তোলন করে আরশের পায়ায় "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত দেখতে পেলাম। তখন আমি জানলাম যে, এ ব্যক্তি সৃষ্টিকুলের মধ্যে আপনার কাছে খুব প্রিয়। কেননা, আপনি তাঁর নামকে নিজের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্যই বলেছে, নিশ্চয়ই সে আমার নিকট অত্যধিক প্রিয়। তুমি যেহেতু ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য মুহাম্মদের অসীলা দিয়েছ। তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মদের কারণেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বায়হাকী, হাকেম এ হাদীসটি সংকলন করে সহীহ বলেছেন, তাবারানীও এ হাদীসটি তার সংকলণে উল্লেখ করেছেন। তবে "তোমার সন্তানদের মধ্যে মুহাম্মদই হচ্ছে নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী" এ কথাটি অতিরিক্ত বলেছেন)

(١٨) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَرَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفَسِكُمْ (بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ اَنْفَسَكُمْ نَسْبًا وَصَهْرًا(اَىْ جِهْتُ الْاَبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ) وَحَسْبًا (اَىْ شَرْفًا) لَيْسَ فِىْ اَبَائِىْ مِنْ لَدُنْ اٰدَمُ سَفَّاحٌ كُلُّنَا (اَىْ اَنَا وَاَبَائِىْ) نِكَاحٌ (اَىْ ذُوْنِكَاحٍ) ـ (رواه ابن مردويه)

(১৮) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفَسِكُمْ আয়াত পাঠ করলেন। এ আয়াতের انفسكم শব্দটির ف হরফটিকে যবর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নসব ও পিতা-মাতার দিক থেকে সর্বোত্তম। আর সম্মান ও মর্যাদায়ও সকলের তুলনায় অনেক উন্নত। কেননা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আগমনের কোন স্তরেই যৌন অপকর্ম ও ব্যভিচার হয়নি। আমরা সকলে অর্থাৎ আমি ও আমার সমস্ত পিতা-মাতা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (ইবনে মারদুবীয়াহ)

(١٩) عَنْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرُهُمْ فِى الْبَعْثِ ـ (رواه ابن سعد)

(১৯) হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টির

দিক থেকে আমি সর্ব প্রথম এবং নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার দিক থেকে আমি তাদের সর্বশেষ। (ইবনে সাআদ)

(٢٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرُهُمْ فِى الْبَعْثِ ـ

(رواه ابن لال)

(২০) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবীকুলের মধ্যে সৃষ্টির দিক থেকে আমিই সর্ব প্রথম এবং প্রেরণের দিক থেকে আমি তাদের সর্বশেষ। (ইবনে লাল, হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হাসান থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

(٢١) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ سَاَخْبَرَكُمْ عَنْ ذَالِكَ اِنِّىْ دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَرُوْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَائَتْ وَكَذَالِكَ اُمَّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيْنَ وَاِنَّ اُمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا اَضَاءَتْ لَهٗ قَصْرَ الشَّامِ ـ (رواه احمد، بزار، طبرانى، حاكم، بيهقى، ابو نعيم)

(২১) হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তখন থেকে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং নবীকূলের সর্বশেষ নবী, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম মাটির সাথে মিশ্রিত ছিল। আমি তোমাদের আরো জানাচ্ছি যে, আমি হচ্ছি আমার পিতা নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল এবং নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। আর আমার মাতার স্বপ্ন। নবীদের মাতাগণ এভাবেই স্বপ্ন দেখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা তাঁকে প্রসবের সময় এমন এক নূর প্রকাশ পেতে দেখলেন, যার আলোতে সিরিয়ার মহলগুলো দেখা যাচ্ছিল। (আহমদ, বায্যার, তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী, আবু নাঈম)

(٢٢) عَنْ اَبِىْ الْعُجَفَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَتْ اُمِّىْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ سَطَعُ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَائَتْ لَهُ قُصُوْرَ بَصْرٰى ـ (رواه ابن سعد)

(২২) হযরত আবুল উজাফা (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার মাতা আমাকে ভূমিষ্ঠ করার সময় তার থেকে এমন এক নূরের টুকরা উদ্ভাসিত হতে দেখলেন, যার আলোতে বসরার মহলগুলো আলোকময় দেখা যাচ্ছিল। (ইবনে সাআদ)

(٢٣) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اِنِّىْ وَلَدْتُّ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَاَحَدٌ سواتى ـ (رواه الطبرانى فى الاوسط)

(২৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার রবের নিকট এত সম্মানিত যে, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি। (তাবারানী ফীল আওসাত, আবু নাঈম, খতীব, ইবনে আসাকির, মুহাদ্দিস যিয়া এ হাদীসটিকে তার মুখতার কিতাবে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)

(٢٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْرَبُ الْعَرَبِ وَلَدْتُّ فِىْ قُرَيْشٍ وَنَشَأْتُ فِىْ بَنِىْ سَعَدٍ فَاِنِّىْ يَاْتِيْنِىَ اللَّحْنْ ـ (رواه الطبرانى)

(২৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বিশুদ্ধভাষী। আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আর বনী সাআদ গোত্রে লালিত পালিত হয়েছি। অতএব অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা আমার দ্বারা কিভাবে হতে পারে?(তাবারানী)

(٢٥) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىَ الْخَزْرَجِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وَلَدْتُّ فِيْهِ وَاُنْزِلَتْ عَلَىَّ فِيْهِ النَّبُوَّةَ اَىْ اَنَّهُ اَوَّلُ يَوْمٍ اُوْحِىَ اِلَىَّ فِيْهِ ـ رواه مسلم لفظه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدَتْ فِيْهِ

وَيَوْمَ بُعِثْتُ فِيْهِ اَوْ اَنْزَلَ عَلَىَّ فِيْهِ ـ فَالْمُصَنَّفُ نَقَلَهُ بِمَعْنَاهُ اِنْتَهَتْ مَعَ شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ بِاَخْتِصَارٍ ـ

(২৫) হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী খাযরাজী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমার প্রতি নবুওয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ঐ দিনটিতে প্রথম আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে এরূপভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি এবং এ দিনেই আমি নবী রূপে প্রেরিত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ দিনেই আমার প্রতি প্রথম কুরআন নাযিল করা হয়েছে। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, সহীহ মুসলিম, মুসান্নিফ আবী শায়বা এ হাদীসটির মর্ম বর্ণনা করেছেন। মাওয়াহিবে লাদুনিয়ার গ্রন্থকার আল্লামা যুরকানীর ব্যাখ্যাসহ হাদীসটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্ম বিষয় অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অধ্যায় আমরা নমুনা স্বরূপ অল্প কয়েকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে উল্লেখ করলাম। মহান আল্লাহ তাআলা তাওফীক দাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাফিরদের নিন্দাবাদ ও মন্দ আলোচনার প্রেক্ষিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিজের নসবনামা ও জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনায় মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٢٦) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ

فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً . ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرَهُمْ نَفْسًا . رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن

(২৬) হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওদায়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কাফেরদের থেকে যেন কিছু বিরূপ সমালোচনা ও কথাবার্তা শুনে তাঁর কাছে এসে তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর আরোহণ করে উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে, তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি হচ্ছি আবদুল্লাহর পুত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করে আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর সৃষ্টিকুলকে দুটি দলে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম দলে রেখেছেন। অতঃপর অনেক গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে উত্তম গোত্রে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অনেক পরিবার সৃষ্টি করে আমাকে সর্বোত্তম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে এবং সত্তাগত ভাবেও সম্মানিত করেছেন। (তিরমিযী এ হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে হাসান হাদীস নামে অভিহিত করেছেন)

(٢٧) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قُرَيْشًا جُلُوْسًا فَتَذَكَّرُوْا حَسْبَهُمْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوْا مِثْلَكَ مِثْلُ نَخْلَةٍ فِىْ كُبُوَّةٍ مِّنَ الْاَرْضِ (وَهِىَ الْكَنَاسَةِ وَالتُّرَابِ الَّذِىْ بِكُنَسٍ مِّنَ الْبَيْتِ) فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ مِنْ خَيْرِفِرْقِهِمْ وَخَيْرَ الْفَرِيْقَيْنِ ثُمَّ خَيَّرَالْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ مِن خَيْرِ الْقَبِيْلَةِ ثُمَّ خَيَّرَ الْبُيُوْتَ فَجَعَلَنِىْ مِنْ خَيْرِبُيُوْتِهِمْ فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا .

(رواه امام ترمذى)

(২৭) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাফির কুরাইশগণ এক সভায় বসে নিজ নিজ বংশীয় কৌলিন্য সম্পর্কে আলোচনা করছে। তারা আপনার সম্পর্কে একটি উদাহরণ বর্ণনা করছে। যেমন

একটি খেজুর গাছ যা ঘরের আবর্জনা স্তুপে জন্ম নিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানবকুল সৃষ্টি করে অনেক দলে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম দলে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদেরকে বহু পরিবারে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব আমি তাদের তুলনায় সত্তাগতভাবে এবং পরিবারের দিক থেকেও সর্বোত্তম। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান নামে অভিহিত করেছেন)

(٢٨) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَىِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعَبِ بْنِ لُوَىِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضَرِ بْنِ كِنَانَةْ اِبْنِ خُزَاعَةْ اِبْنِ مُدْرِكَةْ اِبْنِ اِلْيَاسِ بْنِ مُضَرِ بْنِ نَزَارْ . وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ اِلَّاجَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِىْ خَيْرِهِمَا فَاَخْرَجْتُ مِنْ بَيْنِ اَبْوَىَّ فَلَمْ يُصِبْنِىْ شَىْءٌ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَدُنْ اٰدَمُ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلٰى اَبِىْ وَاُمِّىْ فَاَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبًا وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ اَتَمُّ . (رواه بيهقى)

(২৮) হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণে বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুর্‌রা ইবনে কাআব ইবনে লুঈ ইবনে গালিব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নদ্বর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাআহ ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদ্বার ইবনে নাযার। যেস্থানে গিয়ে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়েছে সেখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের মধ্যে উত্তম দলে রেখেছেন। আমি আমার পিতামাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি। জাহিলিয়াতের কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। হযরত আদমের যুগ থেকে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার জন্ম বৈবাহিক মিলনের ফসল আমি। আমি ব্যভিচারের ফসল নই। অতএব আমি সত্তাগত ভাবে এবং বংশের দিক থেকে তোমাদের সকলের থেকে উত্তম। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তার জ্ঞান পুর্ণাঙ্গ। (বায়হাকী—দালায়েলে নবুওয়াত গ্রন্থ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারুর আবেদনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ (اَلصَّحَابِىُّ اِبْنُ الصَّحَابِىْ) رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِىْ اَفْدِيْكَ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ فَقَالَ يَاجَابِرُاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرُ نَبِيِّكَ عَنْ نُوْرِهِ (اِضَافَتِ تَشْرِيْف وَاَشْعَارِ بِاَنَّهُ خُلِقَ عَجِيْبٌ وَاَنَّ لَهُ شَانًا لَهُ مُنَاسِبَتِهِ مَا اِلَى الْحَضْرَتِ الرَّبُوْبِيَّةِ عَلٰى حَدِّ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَنُفِخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَهِىَ بَيَانِيَّةٌ اَىْ مِنْ نُوْرِهُوَ ذَاتِهِ لَابِمَعْنَى اَنَّهَا مَادَّةً خُلِقَ نُوْرِهِ مِنْهَا بَلْ بِمَعْنٰى تَعَلُّقَ الْاِرَادَةِ بِهِ بِلَاوَاسِطَةِ شَيْئٍ فِىْ وُجُوْدِهِ شَرْحِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ) فَجَعَلَ ذَالِكَ نُوْرُ يَدُوْرُ بِا الْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَاشَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَاجنى ولا انسى ـ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةُ اَجْزَاءٍ (اَىْ زَادَ فِيْهِ لَااَنَّهُ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوِ الظَّاهِرِ اَنَّهُ حَيْثُ صُوْرِهِ بِصُوْرَةٍ مُّمَاثَلَةٍ بِصُوْرَةِ الَّتِىْ سَيَصِيْرُ عَلَيْهَا لَا يَقْسِمُ اِلَيْهِ وَلَا اِلٰى غَيْرِهِ شَرْحُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنْيَةَ لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ) فَخَلَقَ مِنْ جُزْءِ الْاَوَّلِ اَلْقَلَمُ وَمِنَ الثَّانِىْ اَللَّوْحُ وَمِنَ الثَّالِثِ اَلْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةُ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ حَمْلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِىْ اَلْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَقِيَّةَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةُ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ اَلسَّمٰوَاتُ وَمِنَ الثَّانِىْ اَلْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ اَلْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةُ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ

نُوْرِ الْاَبْصَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (بِمَعْنٰى بَصَائِرِ اَوِالْاَعَمِّ مِنْهَا ومن الحسية لم يعتبر الابصار الكفار لانهم لما فقدوانفعها كانت مضرة عليهم لامنفعة لهم شرح المواهب للعلامة الزرقانى) وَمِنَ الثَّانِىْ نُوْرِ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرِ اَلْسِنَتِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ الحديث قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَارِىْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَارِىْ فِىْ رِسَالَةِ الْمَوْرِدِ الرَّوِىْ فِىْ مَوْلِدِ النَّبِىِّ بَعْدَ نَقْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ ـ وَقُلْتُ يُشِيْرُ اِلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى قَوْلُهُ تَعَالٰى اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ اَىْ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ) كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ـ الاية ـ (رواه عبد الرزاق فى مصنفه شرح المواهب اللدنية)

(২৯) সাহাবী ও সাহাবীর পুত্র হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পিতা মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করছি, আপনি বলুন, সর্বাগ্রে কোন বস্তুটি সৃষ্টি করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জাবির! আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন নিজের নূর থেকে। (এ নূরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার স্বত্ত্বার নূরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ ইঙ্গিতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ মহত্ত্ব প্রমাণ হয় এবং বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কটির ধরণ কিরূপ এবং তার দৃঢ়তা কতখানি। তাঁর সৃষ্টি হচ্ছে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। যেমন وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهٖ আয়াতে সম্মান সুচক সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। সারকথা হচ্ছে এ ইঙ্গিত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে বুঝায়। কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৃষ্টি যে, বিনা মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে এ ইঙ্গিত দ্বারা সে মর্ম বুঝান হয়নি।এ ব্যাখ্যা আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)। অতঃপর এ নূর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী চলতে থাকে। তখন লাওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, জিন ও মানুষ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করতে ইচ্ছা

করলেন, তখন ঐ নূরকে চারভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি করলেন। তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে একভাগ দ্বারা আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসী সৃষ্টি করলেন। তৃতীয় ভাগ দ্বারা অন্যান্য ফিরেশতাদেরকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দ্বারা আকাশসমূহ দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা পৃথিবী ও তার স্তরসমূহ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দ্বারা মুমিনদের চোখের জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা মুমিনদের কলবে আল্লাহর মারেফতের নূর দান করলেন। আর তৃতীয় অংশ দ্বারা মানুষের মুখে নূর দান করে কালিমায়ে তাওহীদ সৃষ্টি করলেন। (হাদীসের শেষ পর্যন্ত) এ হাদীসটি আল্লামা কারী (রহঃ) তার রিসালায় "আল্ মাওরিদির রাবী ফী মাওলুদিন্ নবী" উল্লেখ করার পর বলেছেন, কুরআন মাজীদের اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ আয়াতের نوره শব্দের ، সর্ব নামটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

ব্যাখ্যা ঃ ১। উপরোক্ত হাদীসে যে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা যখন সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন এই নূর ভাগ করলেন, এর দ্বারা নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর ভাগ করার কথা বুঝান হয়েছে। বাহ্যিক ভাবে বুঝা যায় যে, এ নূরটি এমন একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল যার ছিল আকৃতি। আর সে বন্টন হবে বটে কিন্তু তার বা অন্য করোর জন্য বন্টন করা যায় না। এটাই বাহ্যিক ভাবে বুঝা যাচ্ছিল। (শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া আল্লামা যুরকানী)

২। আর মুমিনদের চোখের জ্যোতি সৃষ্টি দ্বারা হয় তাদের দূরদৃষ্টি অথবা সাধারণ দৃষ্টির ও অনুভূতির কথা বুঝান হয়েছে। কিন্তু এখানে কাফেরদের চোখের জ্যোতির কথা বুঝান হয়নি। কেননা তারা কুফরী গ্রহণের কারণে জ্যোতির ফায়দা ও উপকারিতাকে হারিয়ে ফেলেছে। যা তাদের জন্য হয়েছে ক্ষতিকর। তাদের চোখের জ্যোতিতে তাদের জন্য মূলতঃ উপকারী হয়নি। (মুসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, আল্লামা যুরকানী)

(٣٠) عَنْ مَيْسَرَةَ الضَّبِّيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى كُنْتَ نَبِيًّا قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ

وَالْجَسَدِ هٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَارِيْخِهِ الْكَبِيْرِ وَاَبُوْنُعَيْمٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِىْ الْاِصَابَةِ سَنَدُهُ قَوِىٌّ ـ وَقَالَ عَلَّامَةُ الْحَافِظُ اِبْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِىْ فِى اللَّطَائِفِ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيْهِ اَىْ حَدِيْثُ مَيْسَرَةِ مَتٰى كَتَبْتُ نَبِيًّا اَىْ مَتٰى كُتِبَتْ نَبُوَّتُكَ اَىْ ثَبَتَتْ وَحَصَلَتْ مِنَ الْكِتَابَةِ لَامِنَ الْكَوْنِ اِنْتَهٰى ـ قُلْتُ وَكَذَا رَوَيْنَا فِىْ جُزْءٍ مِّنْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَمْرٍو اِسْمٰعِيْلَ بْنَ نَجِيْدٍ وَلَفْظُهُ يَعْنِىْ بِاِسْنَادِهٖ اِلٰى مَيْسَرَةِ مَتٰى كَتَبْتَ نَبِيًّا قَالَ كُتِبْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ ـ (رواه احمد)

(৩০) হযরত মাইসারাহ দ্বাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কোন সময় নবী হয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রাণ ও দেহের মধ্যবর্তিতে অবস্থান করছিলেন। অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহের সাথে তার প্রাণের কোন সম্পর্ক ছিল না, তখন আমি নবী হয়েছি। ইমাম আহমদ রহ. এরূপ ভাষায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তার তারীখে কাবীরে এবং আবূ নাঈম তার তারীখ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। ইসাবা গ্রন্থে এ হাদীসের সনদকে শক্তিশালী সনদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লামা হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহ. লাতায়েফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু হাদীস বিশারদ كنت শব্দের স্থলে كتبت نبيا শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আপনার নবুয়াত কখন থেকে লিখিত হয়েছে ও প্রমাণিত হয়েছে। এখানের كتبت শব্দটি كتابت থেকে নির্গত كون থেকে নির্গত নয়। আর এ হাদীসে সনদের ধারা সাহাবী মাইসারাহ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এ হাদীসটি আমিও (গ্রন্থ প্রণেতা) আবু আমর ইসমাঈল ইবনে নজদ এর হাদীসের অংশে বর্ণনা করেছি যার সনদ মাইসারাহ পর্যন্ত উপনীত। অর্থাৎ আপনি নবী রূপে কখন থেকে লিখিত হয়েছেন? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি সে অবস্থায় নবী রূপে লিখিত হয়েছি যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম দেহ ও প্রাণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন।

(٣١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ اَىْ حَصَلَتْ وَثَبَتَتْ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ ـ (رواه الترمذى ـ وقال هذا حديث حسن)

(৩১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য কখন নবুওয়াত অপরিহার্য হয়েছে? অর্থাৎ কখন আপনার নবুওয়াত লাভ হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিজ দেহ ও প্রাণের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছিলেন।" (তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটি হাসান হাদীস)

(٣٢) عَنِ الشَّعْبِىْ عَامِرِبْنِ شَرَاحِيْلَ الْكُوْفِىْ اَبِىْ عُمَرِ التَّابِعِىْ قَالَ رَجُلٌ يَحْتَمِلُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى اِسْتَنْبَئْتَ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ حِيْنَ اَخَذَ مِنِّىَ الْمِيْثَاقُ وَعِنْدَ اَبُوْنَعِيْمٍ عَنِ الصَّنَابِحِىْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه مَتٰى جَعَلْتَ نَبِيًّا قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ رَوَاهُ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ الْجُعْفِىْ ضَعِيْفٌ شَيْعِىٌّ تَرَكَهُ الْحُفَّاظُ وَثَقَّهُ شَعْبَةُ فَشَذٌّ ـ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدُ وَلَيْسَ لَهُ فِىْ كِتَابِىْ سِوٰى حَدِيْثِ السَّهْوِفِيْمَا ذَكَرَهُ اِبْنُ رَجَبٍ فَهٰذَا اَىْ مُرْسَلُ الشَّعْبِىْ عَلٰى ضُعْفِهِ الْمُعْتَضِدْ بِحَدِيْثِ عُمَرِ السَّابِقِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ مِنْ حِيْنَ صُوِّرِ اٰدَمِ طِيْنًا اِسْتَخْرَجُ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِىٌّ وَاَخَذَ مِنْهُ الْمِيْثَاقَ ثُمَّ اَعِيْدَ اِلٰى ظَهْرِ اٰدَمِ حَتّٰى يَخْرُجُ وَقْتَ خُرُوْجِهِ الَّذِىْ قَدَرَاللّٰهُ خُرُوْجَهُ فِيْهِ فَهُوَاَوَّلُهُمْ خَلْقًا اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنْيَة بِالْتِقَاطِ وَاِخْتَصَارٍ مَع شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ ـ (رواه زرقانى)

(৩২) হযরত শাআবী (রাঃ) হযরত আমের ইবনে শোরাহীল কুফী তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেন, যার উপনাম হচ্ছে আবূ উমর। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেন। (সম্ভবতঃ তিনি হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন।) হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন নবী হয়েছেন? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হযরত আদম (আঃ) যখন দেহ ও প্রাণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন, তখন আমি নবী হয়েছি এবং তখনই আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। মুহাদ্দিস আবু নাঈম সুনাবিহী থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন নবী হয়েছেন? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন হযরত আদম (আঃ) প্রাণ ও দেহের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছিলেন। এ হাদীসটি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ জাবির জু'ফী থেকে বর্ণনা করে এটাকে যঈফ নামে অভিহিত করেছেন এবং হাফেজগণ এটাকে বর্জন করেছেন, আর শা'বী এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ফলে এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে শায শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, আমার গ্রন্থে সাহুর হাদীস ব্যতীত জাবির জু'ফী থেকে আর কোন হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু ইবনে রজব এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি অর্থাৎ শা'বীর বর্ণিত মুরসাল হাদীসটি যঈফ হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, যখন আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালামের কায়া সৃষ্টি করলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই কায়া থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে বের করে তার থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্ম হওয়ার জন্য যে সময়টি নির্ধারণ করেছিলেন, সেই সময় তাঁকে সৃষ্টি করলেন। অতএব এ অর্থ অনুযায়ী তিনি সৃষ্টির দিক থেকেও সর্ব প্রথম। (এ হাদীস ও বিবরণ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া ও তার শরাহ গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে সংকলিত)

(٣٣) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَلصَّحَابِىُّ اِبْنُ الصَّحَابِىْ اِبْنُ اَخِىْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاحَقِيْقَةُ اَمْرِ حَالِكَ فَقَالَ بُدُوٌّ شَانِىْ ظُهُوْرُ اَمْرِىْ اِنِّىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى اَخِىْ عِيْسٰى وَاِنِّىْ كُنْتُ بكر اَبِىْ

وَاُمِّىْ اَىْ اَوَّلُ اَوْلَادِهُمَا وَاَنَّهَا حَمَلَتْ بِىْ كَاَثْقَلَ مَا تَحْمِلُ النِّسَاءُ وَجَعَلَتْ تَشْكٰى اِلٰى صَوَاحِبَتِهَا ثِقْلُ مَاتَجِدُ مِنْ ذَالِكَ الْحَمَلُ ثُمَّ اِنَّ اُمِّىْ رَأَتْ فِىْ مَنَامِهَا اِنَّ الَّذِىْ فِىْ بَطْنِهَا نُوْرٌ. اَلْحَدِيْث . فَفِيْهِ تَصْرِيْحٌ اِنَّ اُمَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَجَدَتِ الثِّقْلَ فِىْ حَمْلِهِ وَفِىْ سَائِرِ الْاَحَادِيْثِ اَنَّهَا لَمْ تَجِدْ ثَقْلاً فَحَصَلَ التَّعَارُضُ وَجَمَعَ اَبُوْ نَعِيْمِ الْحَافِظُ بَيْنَهُمَا بِاَنَّ الثِّقْلَ بِهِ كَانَ فِىْ اِبْتَدَاءِ عُلُوْقِهَابَه . وَالْخِفَّةُ عِنْدَ اِسْتِمْرَارِ الْحَمْلِ فَيَكُوْنُ عَلٰى الْحَالِيْنَ خَارِجًا عَنِ الْمُعْتَادِ الْمَعْرُوْفِ عِنْدَ النِّسَاءِ . (رواه مواهب اللدنية)

(৩৩) সাহাবীর পুত্র সাহাবী হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওয়াতের মূলতত্ত্ব ও অবস্থা কি ছিল? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার জন্মের প্রথম অবস্থা এই ছিল যে, আমি হচ্ছি নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল এবং আমার ভাই নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। আর আমি হচ্ছি আমার পিতা-মাতার প্রথম একমাত্র সন্তান। আমার মাতা গর্ভে প্রথমত ভার অনুভব করলে তিনি তা বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমার মাতা স্বপ্নে দেখলেন যে, তার গর্ভে একটি নূর আছে। (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)

এর দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা গর্ভের ভার অনুভব করতেন। অথচ অন্যান্য সমস্ত হাদীসে পাওয়া যায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা গর্ভে কোন ভার অনুভব করতেন না। অতএব উভয় শ্রেণীর হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ায় হাফেজ আবু নাঈম দ্বন্দ্ব অবসানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে আসেন তখন খুব ভারী বোধ হত। (অথচ গর্ভ সঞ্চারের প্রথম দিকে মহিলাগণ গর্ভে কোন কিছুই অনুভব করে না। গর্ভের দিন যতই বাড়তে থাকত মহিলাদের পর্যায়ক্রমে ততোই বেশী ভার অনুভব হতে থাকত। অতঃপর প্রসবের সময় যত নিকটবর্তী হত, ততই কষ্ট বেড়ে যেত। এমনকি চলা-ফেরা, উঠা-বসায় খুবই কষ্ট বোধ হত।)

কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা গর্ভের শেষ অবস্থায় কোন প্রকার কষ্টবোধ করতেন না। তার গর্ভকালীন অবস্থাটি ছিল বিস্ময়কর। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ)

(٣٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ بَدْءُ اَمْرِكَ قَالَ اِنِّىْ دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى.عِيْسٰى وَرَاَتْ اُمِّىْ كَاَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَائَتْ بِهِ قُصُوْرُ الشَّامِ . (رواه ابن سعد، احمد، طبرانى، بيهقى، ابو نعيم)

(৩৪) হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সূচনা কালের অবস্থাটি কিরূপ ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি হচ্ছি নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোআর ফসল এবং নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। আমার মাতা এই স্বপ্ন দেখলেন যে, তার গর্ভ থেকে এমন এক উজ্জল নূর বের হয়েছে, যার আলোক আভায় সিরিয়া নগরীর মহলগুলো আলোকিত হয়ে গেছে। (তাবক্বাতে ইবনে সাআদ, আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী, আবু নাঈম)

(٣٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى اَخِىْ عِيْسٰى وَرَأَتْ اُمِّىْ حِيْنَ حَمَلَتْ بِىْ كَاَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَائَتْ لَهُ قُصُوْرَ بَصْرٰى مِنْ اَرْضِ الشَّامِ . وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمّ . (رواه الحاكم وصححه البيهقى)

(৩৫) হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনার জন্ম বিষয় অবহিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি হলাম আমার পূর্বপুরুষ নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল এবং ভাই নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। আমার জন্ম সময় আমার মাতা দেখলেন যে, তাঁর গর্ভ থেকে এমন এক নূর বের হয়েছে, যার আলোকে সিরিয়া দেশের বসরা নগরীর মহলগুলো আলোকিত হয়েছে। (হাকেম, বায়হাকী এ হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিজের জন্ম বৃত্তান্তের সাথে অন্যান্য নবীদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বলিত বর্ণিত হাদীস–

(٣٦) عَنِ الْعِرْبَاضِ اِبْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاَنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ (مَطْرُوْحٌ عَلَى الْاَرْضِ فِىْ طِيْنَتِهٖ) وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ اِنِّىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَاَتْ كَذَالِكَ اُمَّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيْنَ وَاَنَّ اُمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا اَضَاءَتْ لَهٗ قُصُوْرُ الشَّامِ - (رواه احمد، بزار، طبرانى، حاكم، بيهقى)

(৩৬) হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তখন থেকেই আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং নবীকুলের সর্বশেষ নবী, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম মাটিতে মিশ্রিত ছিলেন। (অর্থাৎ তার কায়া বানিয়ে তা ফেলে রাখা হয়েছিল।) আমি তোমাদেরকে আরো জানাচ্ছি যে, আমি হলাম নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোআ, নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ এবং আমার মাতার স্বপ্নের বাস্তব ফসল, যা তিনি দেখেছিলেন। এমনিভাবে সমস্ত নবীগণের মাতাগণই স্বপ্নে দেখতেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের মাতা তাঁকে ভুমিষ্ঠ কালে তাঁর থেকে এমন একটি নূর প্রকাশ পেতে দেখলেন, যার আলোকে সিরিয়ার মহলগুলো আলোকিত দেখাচ্ছিল। (আহমদ, বায্যার, তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী, আবূ নাঈম। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন যে, মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান এ হাদীসটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন। আর ইমাম আহমদও এ হাদীসটি হযরত উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোন নবী আলাইহিমুস সালামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বর্ণিত হাদীস–

(٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِىْ جَنْبَيْهِ بِاِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسٰى اِبْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فِى الْحِجَابِ وَهُوَ الْمَشِيْمَةُ اَىْ الْجِلْدَةُ الَّتِىْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْجَنِيْنُ فَلَمْ يَصِلْ طَعْنُهٗ اِلٰى جَسَدِهٖ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - (متفق عليه)

(৩৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন আদম সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান আঙ্গুল দ্বারা তার পার্শ্বদেশে একটি খোঁচা মারে। কিন্তু নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শয়তানের খোঁচা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান খোঁচা মারতে চেয়েছিল। তখন নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের গর্ভে গর্ভ থলির চামড়া বেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু শয়তান নবীর দেহে খোঁচা পৌছাতে পারেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

(٣٨) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَدَ عِيْسٰى لَمْ يَبْقَ فِى الْاَرْضِ صَنَمٌ الْاٰخَرِ بِوَجْهِهٖ عَلٰى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - (رواه حاكم)

(৩৮) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভূপৃষ্ঠের এমন কোন প্রতিমা ছিল না যারা নবী ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে ভুলুণ্ঠিত হয়নি। (হাকেম)

(٣٩) وَاَخْرَجَ الزُّبَيْرُ اِبْنُ بَكَّارٍ وَاِبْنُ عَسَاكِرٍ عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ خَرْبُوْذٍ قَالَ كَانَ اِبْلِيْسُ يَخْرُقُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعَ فَلَمَّا وَلَدَ عِيْسٰى حَجَبَ مِنْ ثَلَاثِ السَّمٰوٰت فَكَانَ يَصِلُ اِلٰى اَرْبَعَ - فَلَمَّا وَلَدَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَبَ مِنَ السَّبْعِ قَالَ وَلَدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ ـ (رواه ابن عساكر)

(৩৯) হযরত যুবায়ের ইবনে বাকার ও ইবনে আসাকির মারূফ ইবনে খারবুয থেকে বর্ণনা করেছেন। মারূফ ইবনে খারবুয বলেন, প্রথম দিকে সপ্ত আকাশে শয়তান বিচরণ করতে পারত। কিন্তু যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন থেকে তাঁর তিন আকাশে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। তখন সে মাত্র চার আকাশেই যেতে পারত। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন তখন থেকে শয়তানের সপ্ত আকাশে যাওয়ার সব রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যায়। সে আর কোন আকাশেই যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ঠিক সুবহে সাদিক উদয়কালে জন্মগ্রহণ করেন। (ইবনে আসাকির)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের জন্মবৃত্তান্তের সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বলিত বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٤٠) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ جِبْرَئِيْلُ اَنَّ اللّٰهَ لَمَا خَلَقَ اٰدَمَ
وَاَدْخَلَ الرُّوْحَ فِىْ جَسَدِهٖ اَمَرَنِىْ اَنْ اَخَذَتُفَّاحَةً مِّنَ الْجَنَّةِ فَاَعْصَرَهَا
فِىْ فِيْهِ فَعَصَرْتُهَا فِىْ فِيْهِ فَخَلَقَكَ اللّٰهُ مِنَ الْقَطْرَةِ الْاُوْلٰى اَنْتَ
يَامُحَمَّدُ وَمِنَ الثَّانِيَةِ اَبَابَكْرٍ وَمِنَ الثَّالِثَةِ عُمَرَ وَمِنَ الرَّابِعَةِ
عُثْمَانَ وَمِنَ الْخَامِسَةِ عَلِيًّا ـ فَقَالَ اٰدَمُ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَكْرَمْتَهُمْ
فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰؤُلَاءِ خَمْسَةُ اَشْبَاحٍ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَقَالَ هٰؤُلَاءِ اَكْرَمُ
عِنْدِىْ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِىْ قَالَ فَلَمَّا عَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ قَالَ يَارَبِّ بِحُرْمَةِ
اُولٰئِكَ الْاَشْبَاحِ الْخَمْسَةِ الَّذِيْنَ فَضَّلْتَهُمْ تُبْ عَلَىَّ ـ فَتَابَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ كَذَا فِىْ كِتَابِ الرِّيَاضِ النَّضْرَةِ فِىْ فَضَائِلِ الْعَشْرَةِ لِلْعَلَّامَةِ
مَجِدُ الدِّيْنِ اَحْمَدْ بِنْ عبد الله ابن محمد الطبرى الشافعى
المكى رحمة الله عليه ـ (رواه كتاب الرياض)

(৪০) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমাকে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-এর কায়ায় প্রাণ দান করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে বললেন, জান্নাতের একটি ফল এনে নিংড়িয়ে তার রস আদমের মুখে দাও। আমি সে ফল এনে নিংড়িয়ে দিলে তার প্রথম ফোটা দ্বারা আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফোটা দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে, তৃতীয় ফোটা দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-কে, চতুর্থ ফোটা দ্বারা হযরত উসমান (রাঃ)-কে এবং পঞ্চম ফোটা দ্বারা হযরত আলী (রাঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক কারা? যাদেরকে আপনি সম্মানিত করেছেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, এ পাঁচটি কায়া হচ্ছে তোমার সন্তান। এরা আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে খুব প্রিয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরো বললেন, হযরত আদম (আঃ) যখন ভুলে তার প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে গুনাহ করলেন, তখন তিনি এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যে পাঁচ ব্যক্তিকে আপনি সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্ব দান করেছেন তাদের হুরমতে ও অছিলায় আমার তওবা কবুল করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবুল করলেন। (কিতাবুর রিয়াদুন নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলে আশারাহ, আল্লামা মাজদুদ্দীন ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাবারী শাফেয়ী ও মক্কী)

(٤١) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِدْرِيْسَ شَافِعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ
بِسَنَدِهٖ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبُوْبَكْرٍ
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ اَنْوَارٌ عَلٰى بَيْنَ الْعَرْشِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ
بِاَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اَسْكَنَا ظَهْرَهٗ وَلَمْ نَزَلْ نَنْقَلُ فِى الْاَصْلَابِ
الطَّاهِرَةِ اِلٰى اَنْ نَقَلَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى صُلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَقَلَ اَبَابَكْرٍ اِلٰى
صُلْبِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَنَقَلَ عُمَرَ اِلٰى صُلْبِ الْخَطَّابِ وَنَقَلَ عُثْمَانَ اِلٰى
صُلْبِ عَفَّانٍ وَنَقَلَ عَلِىَّ اِلٰى صُلْبِ اَبِىْ طَالِبٍ ـ ثُمَّ اخْتَارَلَهُمْ لِىْ
اَصْحَابًا فَجَعَلَ اَبَابَكْرٍ صِدِّيْقًا وَعُمَرَ فَارُوْقًا وَعُثْمَانَ ذِى النُّوْرَيْنِ
وَعَلِيًّا رَضِيًّا وَفِىْ نُسْخَةٍ وَصِيًّا ـ فَمَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَقَدْ سَبَّنِىْ
وَمَنْ سَبَّنِىْ فَقَدْ سَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَبَّ اللّٰهَ اَكَبَّ فِى النَّارِ عَلٰى مَنْخَرِهٖ
ـ خَرَجَهُ الْمَلَاءِ فِىْ سِيْرَةٍ ـ (رواه كتاب الرياض)

(৪১) হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ (রহঃ) নিজস্ব সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির হাজার বছর পূর্বে আমি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীকে আরশের ডান পাশে নূর রূপে রাখা হয়েছিল। যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তার পৃষ্ঠ দেশে আমাদেরকে থাকতে দেয়া হল। আমাদেরকে সর্বদা পবিত্রতম লোকদের পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্রতম গর্ভাশয়তে স্থানান্তরিত করার ধারা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবদুল্লাহর পৃষ্ঠদেশে, আবু বকর (রাঃ)-কে আবু কুহাফার পৃষ্ঠদেশে, উমর (রাঃ)-কে খাত্তাবের পৃষ্ঠদেশে, উসমান (রাঃ)-কে আফ্‌ফানের পৃষ্ঠদেশে, আলী (রাঃ)-কে আবু তালিবের পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আমার সাথী রূপে চয়ন করলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সিদ্দীক উপাধিতে, হযরত ওমর (রাঃ)-কে ফারূক উপাধিতে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে যিন্নূরাইন উপাধিতে এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে রাযী উপাধিতে ভূষিত করলেন। (অন্য এক বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ)-কে ওসী উপাধিতে ভূষিত করার কথা পাওয়া যায়।) সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালি দিবে সে যেন আমাকে গালি দিল। আর যে আমাকে গালি দেয়, সে যেন আল্লাহ তাআলাকে গালি দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেয় তাকে জাহান্নামে অধঃমুখী অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে। (কিতাবুর রিয়াদুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলে আশারাহ। সীরাতে মোল্লা আলী ক্বারী)

(٤٢) عَنْ سَلْمَانْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَعَلِىٌّ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةِ عَشَرَ اَلْفُ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰه اٰدَمَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرَ جُزْئَيْنِ فَجُزْءٌ اَنَا وَجُزْءٌ عَلِىّ ـ خرجه احمد فى المناقب ـ (رواه احمد فى المناقب)

(৪২) হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি এবং আলী আল্লাহ তাআলার সম্মুখে একটি নূর রূপে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন, তখন এ নূরকে আল্লাহ তাআলা দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। এর একটি ভাগ হচ্ছি আমি এবং অপরটি হচ্ছে আলী। (আহমদ্ আল্ মানাকিব গ্রন্থে)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের, খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবা ও তাবেঈনদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বলিত হাদীসসমূহ–

(٤٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُمِنْ طِيْنٍ وَاحِدٍ وَخُلِقَ عُثْمَانُ وَعَلِىٌّ مِنْ طِيْنٍ وَاحِدٍ هٰكَذَا فِىْ كِتَابِ الرِّيَاضِ النُّضْرَةِ فِىْ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ ـ

(৪৩) হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে এক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর উসমান ও আলী (রাঃ)-কেও একই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (কিতাবুর রিয়াদুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলে আশারাহ)

(٤٤) عَنْ سَوَارِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَارْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرَّبِقَبْرٍيَحْضُرُ فَقَالَ قَبْرُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا قَبْرُفُلَانِ الْحَبْشِىِّ ـ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سَيَّقَ مِنْ اَرْضِهِ وَسَمَائِهِ فِى التُّرْبَةِ الَّتِىْ خُلِقَ مِنْهَا وَقَالَ لِىْ اَبِىْ يَاسَوَارُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَضِيْلَةٌ اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَا خَلَقَا مِنْ تُرْبَةٍ خُلِقْ مِنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرجه الجوهرى ـ (رواه كتاب الرياض النضره)

(৪৪) হযরত সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও পথ চলতে চলতে দেখতে পেলেন যে, একটি কবর খনন করা হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরটি কার জন্য খনন করা হচ্ছে? লোকেরা বলল, অমুক হাবশীর জন্য খনন করা হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা কত বিরাট ক্ষমতাবান যে, এ লোকটি নিজের বাড়ি ঘর ও পৃথিবী এবং আকাশ ছেড়ে বিদায় হয়ে এমন স্থানে সে যাবে, যে স্থান থেকে তাকে সৃষ্টি করার জন্য মাটি নেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীস বর্ণনা করার পর আমার পিতা বললেন, হে সাওয়ার! হযরত আবু বকর ও ওমর

(রাঃ)-এর মহত্ব ও ফযীলত আমার কাছে অনেক অনেকগুণ বেশী। কারণ তাদেরকে সেই স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যে স্থানের মাটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (কিতাবু রিয়াদুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলিল আশারাহ)

(٤٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَالْاَفَعُمِيَا وَسَمِعْتُ بِاُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَالْاَفَصَمَّتَا يَقُوْلُ مَا وَلَدَ فِي الْاِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ اَزْكٰى وَاَطْهَرُ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ-خَرَجَهُ اَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ حُبَابَةَ بِحُرُوْفِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيْثُ الْاِمَامُ الشَّافِعِيْ رَحِمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ ـ (رواه كتاب الرياض)

(৪৫) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দু'চোখে দেখেছি এবং এই দু'কানে শুনেছি। যদি আমি না দেখে থাকি ও না শুনে থাকি তাহলে আমার চোখ যেন অন্ধ হয়ে যায় এবং কান যেন বধির হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আবু বকর ও উমরের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন শিশু অতি পরিশুদ্ধ ও অতি পবিত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেনি। এ হাদীসটি আবুল কাসেম ইবনে হাবাবাহ বর্ণনা করেছেন। আর এ বিষয় ইতিপূর্বে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। (কিতাবু রিয়াদ্বুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলিল আশারাহ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহাবীদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিয়ে তাঁর সামনে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত কবিতা ছন্দে বর্ণনার বিবরণ–

(٤٦) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ هَاجَرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرِفَهُ مِنْ تَبُوْكٍ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَمْدَحُكَ قَالَ قُلْ لَايَفْضُضِ اللّٰهُ فَاكَ فَقَالَ قَصِيْدَه ـ

من قبلها طبت فى الظلال وفى+ مستودع حيث يخسف الورق
ثم هبطت البلاد لايشر + انت ولامضغة ولا علق
بل نطفة تركب السفين وقد + الجم نسرا واهله الغرق
منتقل من صالب الى رحم + اذا مضى عالم بداطبق
وانت ماولدت اشرقت + الارض وضائت بنورك الافق
حتى احتوى بيتك المهيمن من + خندق علياء نحتهاالنطق
فنحن فى ذالك الضياء وفى النور+ وسبل الرشاد نخترق
وردت نار الخليل مكتتما + وفى صلبه انت كيف يحترق
ـ (رواه حاكم، طبرانى)

(৪৬) হযরত খুরাইম ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তিনি তাবুক যুদ্ধ শেষ করে ফিরে আসছিলেন মাত্র। তখন আমি হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করতে শুনলাম যে, আমার মন চায় আপনার প্রশংসায় কিছু কবিতা ছন্দাকারে আবৃত করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন, আচ্ছা বল, আল্লাহ তাআলা তোমার মুখকে সর্বপ্রকার আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তখন তিনি এ কবিতাটি ছন্দাকারে আবৃত করেন–

জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে পবিত্র জান্নাতে
সবুজ তরু লতার ছায়ায়,
আসেনি যখন দুনিয়ায় আদম
করেনি আবরু রক্ষা তরুর পাতায়।
যখন আসলে তুমি এ ধুলির ধরায়
তখন ছিলে না তুমি মানবীয় রূপ কায়ায়।
না ছিলে তখন তুমি মাংস পিণ্ড রূপে
না ছিলে তুমি রক্ত ধারায়।
বীর্য রূপে সওয়ার হলে তুমি
নবী নূহের প্লাবনের নৌকায়।
ধ্বংস হল সব প্রতিমাকুল
আর হল নসর দেবতায়।
ডুবিয়া মরিল কাফের কূল
বাঁচিল মুমিন তোমার অছিলায়।
হাজার হাজার বছর বহিয়া যায়
দিবাচক্রবালের গতি ধারায়।
তুমি আবর্তে ঘুরিতে রহিলে
মানবের পৃষ্ঠদেশ ও গর্ভাশয়।
তোমার আগমন সুবহি সাদিকে
এ মায়া কাননের বসুন্ধরায়।
আলোকময় হল আকাশ ও ধরণী
তোমার নূরের আলোক আভায়।
তোমার মহত্বের উজ্জলতায় হল ম্লান
সব কৌলিণ্যের পরাজয়।
তোমার নূরের আলোতে আছি মোরা
হেদায়েতের পথে চলছি তোমার ছায়ায়।
করছি বিজয় দেশ দেশান্তর
তোমার নূরের আলোক আভায়।
ইবরাহীমকে ফেলিল যখন অনল কুণ্ডলে
পৃষ্ঠদেশে ছিলে তার আল্লাহর করুণায়।
কেমনে জ্বালাতে পারে কাফেরকুল তাকে
তুমি যখন তার মধ্যে আছ আল্লাহর দয়ায়।

(হাকেম, তিবরানী, শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর খাসায়েসুল কুবরা গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনা বিদ্যমান।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জন্ম বৃত্তান্ত ও প্রশংসা বর্ণনা করার জন্য সাহাবীদেরকে নির্দেশ প্রদান সম্বলিত হাদীসসমূহ–

শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা যুরকানী (রহঃ) লিখেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের তাঁর নামে দুর্নাম বর্ণনার জবাবে সাহাবী হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে কাব্যগাঁথা বর্ণনা করতে নির্দেশ দেন। তখন তিনি দাড়িয়ে নিম্নোক্ত কাসীদাহ ও কবিতাটি ছন্দাকারে আবৃত করেন।

(٤٧) هل المجد الا السعود والعود والندى +
وجاه الملوك واحتمال العظائم
نصرنا واوينا النبى محمد +
على انف راضى من معد و راغم
الى ان قال ونحن ولدنا فى قريش عظيمها +
ولدنا بنى الخير من ال هاشم
بنى ادم لاتفخروا وان فخركم +
يعود وبالا عند ذكر المكارم

(৪৭) নেতৃত্ব কর্তৃত্ব সুন্দর চরিত্র ছাড়া
মহত্ত্ব ও সম্মান হয় না লাভ।
আরো দরকার দান দক্ষিণা ও বদান্যতা
রাজকীয় প্রভুত্ব আর কর্মের বিশালতায়।
সাহায্য করেছি, আশ্রয় দিয়েছি
মোরা বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফায়।
পরোয়া করিনি করোর দাঁড়িয়ে আছে
সাআদ কবিলা এক পায়।
নবী মুহাম্মাদ বলেন, জন্মেছি আমি
কুরাইশের মহান শাখায়
জন্মেছি আমি হাশেমী গোত্রের
সর্বোৎকৃষ্ট ডালায়।

হে মানব কুল করো না তোমরা
গর্ব অহংকার
মহত লোকের স্মরণ কালে গর্ব করা
ডাকে আনে মোর অন্ধকার।
(শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ)

(٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْيُنَافِحُ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانُ بِرُوْحِ الْقُدُوْسِ مَانَافَحَ اَوْ فَاخَرعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ ـ (رواه البخارى)

(৪৮) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কাফেরদের দুর্নাম রটানোর জবাব দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর জন্য একটি মিম্বর রাখলেন। সে ঐ মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে গাথা বর্ণনা করতেন অথবা কাফেরদের মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হাস্‌সান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের মিথ্যাচার ও দুর্নাম রটনার জবাব দিতে থাকে অথবা ইসলামের গৌরব বর্ণনা করতে থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দ্বারা তাকে সাহায্য করতে থাকেন। (বুখারী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের কবিতা ছন্দে তার প্রশংসা সম্বলিত হাদীসসমূহ-

(৪৯) আল্লামা যুরকানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন তাঁর আগমনী বার্তা শুনে মদীনার নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ

বনিতা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা শহর থেকে বের হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন পথে জমায়েত হল। যেমন লোকেরা রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবর্গের অভ্যর্থনার জন্য জমায়েত হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন মদীনার বাইরে থাকার পর মদীনায় আসছিলেন। মুনাফিকরা তাঁকে দুঃখ কষ্ট দেয়ার খবরও মদীনাবাসীর কাছে আগেই পৌঁছিয়েছিল। তাই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বার্তা পেয়ে নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সতস্ফূর্তভাবে তাঁর আগমন পথে সমবেত হয়। পর্দানশীন মহিলারা তাদের প্রকোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে এক নজর আল্লাহর নবীকে দেখার জন্য হয় পাগলপারা। যদিও ইসলামের বাস্তব অনুশীলন তাদের মধ্যে অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। তখন সকল নারী-পুরুষের কণ্ঠে সতস্ফূর্তভাবে ঝংকারিত হয়ে আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তুলল এ ছন্দ মালার কাসিদা দ্বারা।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعِ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا + جِئْتَ بِالْاَمْرِ لِلْمُطَاعِ

পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে
সানিয়াতুল বিদার পূর্বাচলে।
আল্লাহর পথে ডাকছেন তিনি
তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকলে।
মোদের কাছে প্রেরিত হয়ে এনেছেন আল্লাহর বিধান
পালন করার জন্য মানব সকলে। (সংক্ষেপ)
(শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, আল্লামা যুরকানী (রহঃ)

(٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً اَغْزَلُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصَفُ نَعْلَهُ فَجَعَلَ جَبِيْنَهُ يَعْرِقُ وَجَعَلَ عرقد يَتَوَلَّدُ نُوْرًا فَبَهِتُّ فَقَالَ مَالَكِ بَهِتَ قُلْتُ جَعَلَ جَبِيْنَكَ يَعْرِقُ وَجَعَلَ عِرْقَكَ يَتَوَلَّدُ نُوْرًا وَلَوْ رَاكَ اَبُوْكَبِيْرِ الْهَذْلِىْ يَعْلَمُ اَنَّكَ اَحَقُّ بِشِعْرِهٖ حَيْثُ يَقُوْلُ ـ

مُبَرًّا مِنْ كُلِّ غَيْرِ حِيْضَةٍ + وَفَسَادٍ مُّرْضَعَةٍ وَدَاءِ مُغِيْلٍ
وَاِذَا نَظَرْتُ اِلٰى اُسْرَةِ وَجْهِهٖ + بَرَقَتْ بِرُوْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ

فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِىْ يَدِهٖ وَقَامَ وَاَتٰى فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَىْ وَقَالَ جَزَاكِ اللّٰهُ يَاعَائِشَةَ خَيْرًا فَمَا اَذْكُرَانِىْ سَرَرْتُ كَسُرُوْرِىْ بِكَلَامِكِ . وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى اَعْلَمُ .
(رواه الخطيب و ابن عساكر)

(৫০) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বসে বসে চরকায় সুতা কাটছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা সেলাই করছিলেন। তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর সৃষ্টি হয়ে ঝলমল করছে। এ অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হতভম্ব অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, (হে আয়েশা!) হতভম্ব হয়ে পড়েছ কেন? আমি বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনার ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর চমকাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি আপনাকে কবি আবু কাবীর হাযালী দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বুঝতেন যে, আপনি হচ্ছেন তার কবিতার মুর্ত্তিমান প্রতীক। তার কবিতায় ঝংকারিত হয়েছে এ ছন্দমালা ঃ

তুমি মুক্ত পবিত্র সর্ব প্রকার
অপবিত্রতা ও দুষণ থেকে।
মুক্ত তুমি দুগ্ধদান কারিনীর সাথে
মিলনের ধৃষ্টতা ও ব্যাধি থেকে।
আমি যখন তাকাই তার ললাট ভূমে
মনে হয় যেন উজ্জ্বল চন্দ্র হাসছে নীলিমার কোলে।

কবিতার এ পংতিগুলো শোনার সাথে সাথে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের কাজ রেখে দিলেন। আর আমার কাছে এসে আমার ললাটে চুম্বন দিয়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন। আমার মনে পড়ে না যে, আজকের মত আমি কখনো আনন্দিত হয়েছি। (খতীব ও ইবনে আসাকির, আবু নাঈম ও দায়ালমী এ হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইসমাইল বুখারী থেকে দুটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদা ও আশারায়ে মুবাশ্শারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস–

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٥١) عَنْ عِيْسٰى بْنِ وَهَبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْبَكْرِنِالصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كُنْتُ جَالِسًا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ قَاعِدٌ . فَمَرَّبِهٖ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ فَقَالَ اَمَا اَنَّ هٰذَا النَّبِىَّ الَّذِىْ يَنْتَظِرُ مِنَّا وَمِنْكُمْ اَوْمِنْ اَهْلِ فِلِسْتِيْنِ قَالَ وَلَمْ اَكُنْ سَمِعْتُ قَبْلَ ذَالِكَ نَبِىٌّ يَنْتَظِرُ وَلَايَبْعَثُ فَخَرَجْتُ اُرِيْدُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفِلٍ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيْثَ . فَقَالَ نَعَمْ يَا اِبْنَ اَخِىْ اَخْبَرَنَا اَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعُلَمَاءُ اَنَّ هٰذَا النَّبِىَّ الَّذِىْ يَنْتَظِرُ مِنْ اَوْسَطِ الْعَرَبِ نَسْبًا وَلِىَ عِلْمُ النَّسْبِ وَقَوْمُكَ اَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسْبًا قُلْتُ يَا عَمِّ وَمَايَقُوْلُ النَّبِىُّ قَالَ يَقُوْلُ مَا قِيْلَ لَهٗ اِلاَّ اَنَّهٗ لَايَظْلِمُ وَلَايُظْلَمُ . قَالَ فَلَمَّا بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ وَصَدَقْتُ . (رواه ابن عساكر)

(৫১) হযরত ঈসা ইবনে ওহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, আমি কাবা ঘরের আঙ্গিনায় বসা ছিলাম। আর সেখানে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নাওফেলও বসা ছিল। এ সময় উমাইয়াহ ইবনে আবি সালাত এসে যায়েদের কাছে জিজ্ঞেস করল, আমরা যে নবী প্রেরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি, সে নবী কি তোমাদের মধ্য থেকে হবে, না ফিলিস্তিন বাসীদের মধ্য থেকে হবে ? তখন

যায়েদ বলল, কোন নবী প্রেরিত হওয়ার অপেক্ষায় তোমরা আছ তা আমার জানা নেই। তাদের মধ্যে এ আলোচনা শোনার পর আমি ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে এসে ওদের এ আলোচনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। তখন ওয়ারাকা আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! যে নবী প্রেরিত হয়ে আসার জন্য জনগণ অপেক্ষা করছে, তার সম্পর্কে আমি আহলে কিতাব (তৎকালীন ইহুদী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) ও তাদের আলেম ও বিজ্ঞজনদের কাছে শুনেছি যে, তিনি আরবদের মধ্যে সর্বোচ্চ ও খ্যাতিমান বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। আমি আরবের বংশ তালিকা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। আর তোমার বংশটিই হচ্ছে আরবে খুব উচ্চমানের বংশ। অতঃপর আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, সে নবী এসে কি বলবেন? তিনি বললেন, সর্বজন কথিত যে, তিনি কারোর প্রতি জুলুম অত্যাচার করবেন না এবং তাঁর প্রতিও জুলুম করা হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন, তখন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (ইবনে আসাকির, তারীখে দামেস্ক গ্রন্থ)

(٥٢) عَنْ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ اِسْلَامُ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ سَبَبُهٗ يُوْحٰى مِنَ السَّمَاءِ وَذَالِكَ اَنَّهٗ كَانَ تَاجِرًا بِالشَّامِ ـ فَرَاٰى رُؤْيَا ـ قَصَّهَا عَلٰى بُحَيْرَا الرَّاهِبَ فَقَالَ لَهٗ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قَالَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ مِنْ اَيُّهَا قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَاِيْشَ اَنْتَ قَالَ تَاجِرٌ ـ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ رُؤْيَاكَ فَاِنَّهٗ يُبْعَثُ نَبِىٌّ مِنْ قَوْمِكَ تَكُوْنُ وَزِيْرُهٗ فِىْ حَيَاتِهٖ وَخَلِيْفَتُهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ فَاَسَرَّهَا اَبُوْبَكْرٍ حَتّٰى بُعِثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَجَاءَهٗ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الدَّلِيْلُ عَلٰى مَا تَدْعٰى قَالَ اَلرُّؤْيَا الَّتِىْ رَاَيْتَ بِالشَّامِ فَعَانَقَهٗ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

(رواه ابن عساكر)

(৫২) হযরত কা'য়াব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণের কারণ হচ্ছে স্বপ্নযোগে আদেশ পাওয়া। এর কাহিনী হল তিনি একবার সিরিয়ায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, সেখানে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক স্বপ্ন দেখেন। তখন পথিমধ্যে বুহাইরা পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি বুহাইরার

কাছে নিজের স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন, তখন বুহাইরা পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমি মক্কা থেকে এসেছি। তিনি আবার বললেন, তুমি কোন বংশের লোক? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমি কুরাইশ বংশের লোক। বুহাইরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমি ব্যবসা করি। তখন বুহাইরা পাদ্রী বললেন। তোমার স্বপ্নকে আল্লাহ তায়ালা বাস্তবায়িত করুন। তোমার বংশ ও সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর জীবদ্দশায় তুমি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবে। আর তাঁর মৃত্যুর পর তুমি তাঁর খলিফা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত এ স্বপ্ন তিনি নিজের মনে গোপন রাখলেন, অন্য কারোর নিকট প্রকাশ করলেন না। অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাসূলরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি যে নবুওয়াতির দাবী করছ তার প্রমাণ কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই স্বপ্নই আমার প্রমাণ যা তুমি সিরিয়ায় অবস্থান কালে দেখেছিলে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন। আর ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। (ইবনে আসাকির, তারীখে দামেস্ক গ্রন্থ)

(٥٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيَاضِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قِيْلَ لِاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هَلْ رَاَيْتَ قَبْلَ الْاِسْلَامِ شَيْأً مِنْ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ بَقٰى اَحَدٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اَوْمِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لِمُحَمَّدٍ فِىْ نَبُوَّتِهٖ حُجَّةً بَيِّنًا اَنَا قَاعِدٌ فِىْ شَجَرَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْتدفى عَلٰى غُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا حَتّٰى صَارَ عَلٰى رَاسِىْ فَجَعَلْتُهٗ اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَقُوْلُ مَا هٰذَا ـ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ الشَّجَرَةِ هٰذَا النَّبِىُّ يَخْرُجُ فِىْ وَقْتِ كَذَا وَكَذَا فَكُنْ اَنْتَ مِنْ اَسْعَدِ النَّاسِ بِهٖ

ـ (رواه ابن عساكر)

(৫২) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল বায়াদ্বী স্বীয় পিতা ও দাদা থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেন। তার দাদা বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণে কোন কিছু দেখেছ কি? তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, কুরাইশ বংশের এমন কোন লোক বাকী আছে কি যার কাছে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ পৌছেনি। অতঃপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে একটি গাছের ছায়াতলে বসা অবস্থায় ছিলাম। গাছটির অনেকগুলো শাখা থেকে একটি শাখা আমার মাথার ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল যে, পাতাগুলো আমার মাথায় লেগে ছিল। অতঃপর আমি সে দিকে দেখতে লাগলাম এবং বললাম যে, এটা কি? তখন ঐ গাছ থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, যে নবীর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে সে অমুক সনে ও অমুক মাসে প্রেরিত হবেন। (তাঁর প্রতি ঈমান এনে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে)। অতঃপর তুমি সর্বাগ্রে সৌভাগ্য লাভ কর। (ইবনে আসাকির)

(٥٤) عَنْ اَبِىْ بَكْرٍالصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ اَتَمُّ ـ (رواه ابو نعيم)

(৫৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল ছিল চন্দ্রের বৃত্তের মত গোলাকার। (আবু নাঈম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٥٥) عَنْ عَوَانَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لِجُلَسَائِهٖ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ اَوْقَعُ لَهٗ خَبْرٌ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ طُفَيْلُ بْنُ زَيْدِ الْحَارِثِىْ وَكَانَ قَدْ اَتَتْ عَلَيْهِ سِتُّوْنَ وَمِائَةُ سَنَةٍ نَعَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ الْمَامُوْنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلٰى مَا بَلَغَكَ مِنْ كَهَانَةِ فَذَكَرَالْحَدِيْثَ فِىْ اِنْذَارِهٖ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلَهٗ يَالَيْتَ اِنِّىْ اَلْحَقُهٗ ـ وَلَيْتَنِىْ اَسْبَقُهٗ ـ قَالَ طُفَيْلُ فَاَتَا نَا خَبَرَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِتَهَامَةِ فَقُلْتُ بِالنَّفْسِ هٰذَا ذَاكَ الَّذِىْ اَنْذَرَ بِهٖ الْمَامُوْنُ ـ قَالَ وَتَرَاخَتِ الْاَيَّامُ اِلٰى اَنْ وَفَدَتْ فَاَسْلَمْتُ ـ (رواه ابو موسى مدافعى)

(৫৫) হযরত আওয়ানাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সাথীবর্গকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জাহেলী যুগে তোমাদের কোন তথ্য জানা থাকলে বল। তখন তোফায়েল ইবনে যায়েদ হারেছী (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমার কিছু তথ্য জানা আছে। তখন তার বয়স ছিল একশত ষাট বছর। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জানেন যে, মামুন ইবনে মুআবিয়াহ অদৃশ্য জগতের কিছু খবর বলতেন ? সে ওয়াজ নসিহতে লোকদেরকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত হওয়ার কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করে বলতেন, তিনি এসে তোমাদেরকে ঠিক করবেন। আর একথাও বলতেন যে, হায়! আমি যদি তার সাক্ষাত পেতাম, হায়! আমি যদি তার আগমনের পূর্বে না মরতাম। হযরত তোফায়েল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি তাহামায় অবস্থানকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কথা শুনলাম। আর মনে মনে বললাম, মামুন যে নবীর আত্মপ্রকাশ করার কথা বলেছিলেন তিনিই এই নবী। অতঃপর কিছু দিন অতিবাহিত হল এবং দলে দলে লোকেরা এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। তখন আমিও এসে ইসলাম গ্রহণ

করলাম। (আবু মূসা মুদাফেঈ, আয্যায়েল গ্রন্থে ইবনে কালবী ও আওয়ানাহ থেকে বর্ণনা করেছেন)

(٥٦) عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لِكَعْبٍ اَخْبَرْنَا مِنْ فَضَائِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْلُوْدِهٖ فَقَالَ نَعَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! قَرَأْتُ فِيْمَا قَرَائَتْ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ وَجَدَ حَجْرًا مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ اَرْبَعَةُ اَسْطُرٍ . اَلْاَوَّلُ اَنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْ نِىْ وَالثَّانِىْ اَنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلِىْ طُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَاَتْبَعَهُ وَالثَّالِثُ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِىْ نَجَا . وَالرَّابِعُ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا اَلْحَرَمُ مُلْكِىْ وَالْكَعْبَةُ بَيْتِىْ مَنْ دَخَلَ بَيْتِىْ اٰمَنَ عَذَابِىْ . (رواه ابن عساكر)

(৫৬) হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত কা'য়াব (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে তোমার কোন তথ্য জানা থাকলে আমাদেরকে শুনাও। তখন হযরত কা'আব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! হ্যাঁ আমার একটি প্রাচীনতম তথ্য জানা আছে। আমি সাবেক আসমানী কিতাবসমূহ পাঠ করেছি যে, নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমন একখণ্ড পাথর পেয়েছিলেন, যাতে চারটি ছত্র লেখা ছিল। প্রথম ছত্রে লেখা আছে আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদাত কর। দ্বিতীয় ছত্রে লেখা ছিল আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আমার রাসূল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর তাবেদারী করবে তার জন্য সুসংবাদ। আর তৃতীয় ছত্রে লেখা ছিল, আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। যে ব্যক্তি আমাকে দৃঢ়ভাবে ধরবে অর্থাৎ আমার বিধান মেনে চলবে সে মুক্তি লাভ করবে। আর চতুর্থ ছত্রে লেখা ছিল আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। হরম হচ্ছে আমার সাম্রাজ্য। আর কাবা হচ্ছে আমার ঘর। যে ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে সে আমার শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে আসাকির বর্ণিত)

(٥٧) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ مَحْفِلٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ اِذَا جَاءَ اَعْرَابِىٌّ مِنْ بَنِىْ سَلِيْمٍ قَدْ صَادَ ضَبًّا . فَقَالَ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى لَا اٰمَنْتُ بِكَ حَتّٰى يُؤْمِنُ بِكَ هٰذَا الضَّبُّ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاضَبُّ فَقَالَ اَنْصَبَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ يَفْهَمُهُ الْقَوْمُ جَمِيْعًا . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ! مَنْ تَعْبُدُ فَقَالَ اَلَّذِىْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِىْ الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ . وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِى النَّارِ عَذَابُهُ . قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَ اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَبَكَ فَاَسْلَمَ الْاَعْرَابِىُّ . (رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير . وابن عدى والحاكم فى المعجزات والبيهقى وابونعيم وابن عساكر وجلال الدين سيوطى والخصائص الكبرى)

(৫৭) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি মাহফিলে বসা অবস্থায় ছিলেন। তখন বনী সুলাইম গোত্রের জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি একটি গো-সাপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন। আর বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি লাত ও উজ্জা দেবতাদ্বয়ের নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ গো-সাপটি তোমার প্রতি ঈমান না আনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে গো-সাপ! তখন গোসাপটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলল, যা সকল লোকেই বুঝতে পারল। গোসাপ বলল, হে সৃষ্টিকূলের প্রতিপালকের রাসূল! আমি উপস্থিত! আমি আপনার সম্মানে হাজির। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কার ইবাদাত কর। গো-সাপটি বলল, আমি তার ইবাদাত করি, আকাশে যার সিংহাসন এবং পৃথিবীতে যার রাজত্ব, সমুদ্রে যার পথ, জান্নাতে যার রহমত এবং জাহান্নামে যার শাস্তি বিদ্যমান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি

কে? গো-সাপটি বলল, আপনি সারা জাহানের প্রতিপালকের রাসূল এবং নবীকূলের শেষ নবী। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে সে সফল হবে। আর যে ব্যক্তি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে সে ধ্বংস হবে। তখন বেদুঈন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। (তাবারানী আওসাত ও সাগীর গ্রন্থে; ইবনে আদী, হাকেম মুজিযাত গ্রন্থে, বায়হাকী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থে)

(৫৮) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبُّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غُفِرْتَ لِىْ قَالَ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا قَالَ لِاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِىْ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَاسِىْ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضِفَ اِلٰى اِسْمِكَ اِلاّ اَحَبَّ الْخَلْقَ اِلَيْكَ قَالَ صَدَقْتَ يَا اٰدَمُ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ اَتَمُّ -

(رواه الحاكم، البيهقى، الطبرانى، فى الصغير وابونعيم وابن عساكر)

(৫৮) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে যখন অপরাধ প্রকাশ পেল, তখন তিনি সচেতন হয়ে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অছিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কিভাবে? হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে যখন আমার মধ্যে প্রাণ দান করলেন, তখন আমি উর্দ্ধে মাথা উত্তোলন করলাম। আর আরশের পায়ায় লেখা দেখলাম, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এতে আমি বুঝলাম যে, এ ব্যক্তি সৃষ্টিকূলের মধ্যে আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি না হলে আপনার নামের সাথে তার নামকে মিলিয়ে রাখতেন না। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ, মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। (হাকেম, বায়হাকী, তাবারানী সাগীর গ্রন্থে, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহ তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

(৫৯) عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ عِيْرٍ اِلَى الشَّامِ قَبْلَ اَنْ يَّبْعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كُنَّا بِاَفْوَاهِ الشَّامِ وَبِهَا كَاهِنَةٌ فَتَعَرَّضَتْنَا فَقَالَتْ اَتَانِىْ صَاحِبِىْ فَوَقَفَ عَلٰى بَابِىْ فَقُلْتُ اَلَا تَدْخُلْ قَالَ لَا سَبِيْلَ اِلٰى ذَالِكَ خَرَجَ اَحْمَدُ جَاءَ اَمْرٌ لَا يُطَاقُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَرَجَعْتُ اِلٰى مَكَّةَ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ وَيَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى - (رواه ابونعيم)

(৫৯) হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে আমরা একটি কাফেলায় সিরিয়ায় গিয়েছিলাম। যখন আমরা সিরিয়ার সীমান্তে পৌছলাম তখন সেখানে একজন মহিলা গনক ঠাকুরানী পেলাম, যে অদৃশ্য জগতের তথ্য প্রকাশ করত। তার সাথে আমদের সাক্ষাত হলে সে বলল, (আমার যে বন্ধু আমার কাছে এসে আমাকে অদৃশ্য জগতের সংবাদ জানাতেন।) আমার সে বন্ধু এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি বললাম ভিতরে আসুন না কেন? তখন সে বলল, অদৃশ্য জগতের কোন সংবাদ জানার পথ আমার নেই। আহমদ নামের নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। সবকিছু আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। একথা শোনার পর আমরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেলাম, তিনি মক্কায় নবী রূপে আত্মপ্রকাশ করে লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার পথে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। (আবু নাঈম)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٦٠) عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل ادم اربعة عشر الف عام - (رواه احكام ابن قطان)

(৫৯) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আমি একটি নূর রূপে বিরাজমান ছিলাম। (আহকামে ইবনে কাত্তান)

(٦١) عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح - من لدن ادم الى ان ولدني ابي وامي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء - (رواه العدني في مسنده، والطبراني في الاوسط وابونعيم وابن عساكر)

(৬১) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমার পিতা মাতা পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি। যিনা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। জাহেলী যুগের খারাপ ও চরিত্রহীন অপকর্মের কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করেনি। (আল্ আদনী তার মুসনাদ গ্রন্থে, তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে, আর আবু নাঈম ও ইবনে আসাকির)

(٦٢) عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما اعطيك قال فاني لا افارقك يا محمد حتى تعطيني فقال اذن اجلس معك فجلس معه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

تهددون اليهودي وتيوعدونه - فقالوا يا رسول الله ! يهودي ويحبسك قال منعني ربي ان اظلم معاهدا ولا غيره فلما ترحل النهار اسلم اليهودي وقال شطر مالي في سبيل الله - اما والله ما فعلت بك الذي فعلت بك الا لانظر نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا متزي بالفحشاء والخنا - اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما اراك الله - وكان اليهودي كثير المال - (رواه حاكم، بيهقي، ابن عساكر)

(৬২) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ধার স্বরূপ গৃহিত কিছু দীনার পেতেন। সে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার পাওনা দীনারগুলো চাইলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার কাছে এখন এমন কোন অর্থ সম্পদ নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। তখন ইহুদী লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার থেকে দিনার না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার থেকে যাচ্ছি না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে এখন আমি তোমার সাথে বসে থাকি। এ অবস্থায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর, আসর, মাগরিব, ঈশা ও ফজর নামায আদায় করলেন। সাহাবীগণ এ অবস্থা দেখে লোকটিকে খুব ধমক দিতে ও শাসাতে লাগলেন। সাহাবীগণ আরো বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ইহুদীর কি সাহস যে আপনার সাথে এরূপ ব্যবহার করছে? (আপনি হুকুম দিন আমরা একে শায়েস্তা করি) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে আমার প্রতিপালক কোন মানুষের প্রতি জুলুম করতে নিষেধ করেছেন, সে চুক্তিবদ্ধ লোক বা অন্য কেউ হোক না কেন। রাত ফর্সা হয়ে দিবাকরের উদয় হলে ইহুদী লোকটি নিজে নিজেই মুসলমান হয়ে গেল। আর তার মালিকানার অর্ধেক ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিল। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনার সাথে পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য যা কিছু করেছি তা আপনার গুণাবলী পরীক্ষা করার জন্য করেছি। আমি তাওরাত কিতাবে আপনার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর আলোচনায়

দেখেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর জন্মভূমি হবে মক্কায় এবং তার হিজরতের স্থান হবে মদীনায়। আর তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্য হবে সিরিয়া সাম্রাজ্য ব্যাপী। তিনি কঠোর মেজাযী ও শক্ত স্বভাবের হবেন না। বাজারে কোন গন্ডগোল করবেন না। তার মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কিছুই থাকবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর বাকী অর্দ্ধাংশ সম্পদ আপনি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ ইহুদী লোকটি ছিল বিপুল ধন-সম্পদশালী। (হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আসাকির)

(٦٣) عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِنْ اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ اِلاَّ اَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَنْ بُعِثَ وَهُوَحَىٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ لَيَنْصُرَنَّهٗ وَيَاْخُذُ الْعَهْدَ بِذَالِكَ عَلٰى قَوْمِهٖ وَهُوَمَرْوِىٌّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِمَا لَفْظًا مَرْفُوْعٌ حُكْمًا لِاَنَّهٗ لاَمَجَالَ لِلرَّاْىِ فِيْهِ كَمَا ذَكَرَ الْعِمَادُبْنِ كَثِيْرٍ فِىْ تَفْسِيْرِهٖ ـ (رواه مواهب اللدنية)

(৬৩) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে দুনিয়ায় এমন কোন নবী আসেননি, যার থেকে আল্লাহ তাআলা এ প্রতিশ্রুতি নেননি যে, তোমাদের জীবদ্দশায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবীরূপে প্রকাশ ঘটে, তাহলে তার প্রতি তোমরা ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আর প্রত্যেক নবী তার অনুসারী সম্প্রদায় থেকেও এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এটি মারফুউ সনদে উপনীত। কেননা, এ হাদীসটি এমন যাতে জ্ঞান বুদ্ধির কোন দখল নেই। হাফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাছীর (রহঃ) ও এ হাদীসটি তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

(٦٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بِتْنَا لَيْلَةً بِغَيْرِ عَشَاءٍ ـ فَاَصْبَحْتُ فَالْتَمَسْتُ فَاَصَبْتُ مَا اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَلَحْمًا بِدِرْهَمٍ ـ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهٖ فَاطِمَةَ فَنَجَزَتْ وَطَبَخَتْ ـ فَلَمَّا فَرَغَتْ قَالَتْ

لَوْاَتَيْتَ اَبِىْ فَدَعَوْتَهُمْ ـ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الْجُوْعِ ضَجِيْعًا ـ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! عِنْدَنَا طَعَامٌ فَهَلُمَّ فَجَاءَ وَالْقِدْرُ تَفُوْرُ فَقَالَ اَغْرِفِىْ لِعَائِشَةَ فَغَرَفْتُ فِىْ صَحْفَةٍ ـ ثُمَّ قَالَ اَغْرِفِىْ لِحَفْصَةَ فَغَرَفْتُ فِىْ صَحْفَةٍ حَتّٰى غَرَفْتُ لِجَمِيْعِ نِسَائِهِ التِّسْعَ ـ ثُمَّ قَالَ اَغْرِفِىْ لِاَبِيْكِ وَزَوْجِكِ فَغَرَفْتُ ـ فَقَالَ اَغْرِفِىْ فَكُلِىْ فَغَرَفْتُ ثُمَّ رَفَعْتُ الْقِدْرَ وَاِنَّهَا لَتَفِيْضُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ـ (رواه ابن سعد)

(৬৪) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। কোন এক রাতে আমরা উপবাস কাটিয়েছিলাম। ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। আমি সকাল বেলা বের হয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এক দিরহাম দ্বারা আটা ও গোশত ক্রয় করে আনলাম। তা ফাতিমার কাছে দিলাম, সে আটা দ্বারা রুটি তৈয়ার করল এবং গোশত পাকাতে শুরু করল। তখন ফাতিমা বলল, তুমি যদি আমার আব্বাজানকে দাওয়াত দিয়ে আনতে, তবে ভাল হতো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম। এসেই তাঁর কণ্ঠে শুনলাম, তিনি বলছেন, রাতের ক্ষুধা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে খাদ্য তৈয়ার হয়েছে আপনি আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন, তখন উনুনের উপর পাতিলে গোশত রন্দন হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আয়েশার জন্য এক বরতন উঠাও। ফাতিমা তাঁর জন্য এক বরতন উঠালেন। আবার বললেন, হাফসার জন্য এক ডিশ উঠাও। ফাতিমা তাঁর জন্য এক ডিশ উঠালেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের নয়জন স্ত্রীর জন্যই খাদ্য ডিশে উঠানো হল। অতঃপর তিনি বললেন, এখন তোমার পিতার জন্য এবং তোমার স্বামীর জন্য ডিসে উঠাও। ফাতিমা তাই উঠালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন তোমার নিজের জন্য উঠাও এবং আহার কর। অতঃপর উনুনের ওপর থেকে পাতিল নামানো হল। দেখা গেল, পাতিল গোশতে ভর্তিই আছে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে আমরা অনেক দিন পর্যন্ত আহার করলাম। (ইবনে সাআদ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٦٥) عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ وُجِدَ فِى الْبَيْتِ حِجْرٌ مَنْقُوْرٌ فِى الْهَدْنَةِ الْاُوْلٰى فَدُعِىَ رَجُلٌ فَقَرَاهُ فَاِذَا فِيْهِ عَبْدٌ اَلْمُنْتَخِبُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُنِيْبُ مُخْتَارٌ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةَ لَايَذْهَبُ حَتّٰى يُقِيْمُ السُّنَّةَ الْعَوْجَاءَ وَيَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُمَّتُهُ اَلْحَمَّادُوْنَ يَحْمِدُوْنَ اللّٰهَ بِكُلِّ كُمَّةٍ يَاتَزِرُوْنَ عَلٰى اَوْسَاطِهِمْ يَطْهَرُوْنَ اَطْرَافَهُمْ ـ (رواه ابو نعيم)

(৬৫) হযরত তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাবা ঘর যখন প্রথম সংস্কার করা হয় তখন সে ঘরে অনেক কথা লিখিত একখানা পাথর পাওয়া যায়। লেখা পাঠ করার জন্য একজন লেখাপড়া জানা লোক ডাকা হয়। তিনি তাতে এ লেখা পাঠ করলেন যে, আমার নির্বাচিত আমার প্রতি পূর্ণ ভরসা স্থাপনকারী ও আমার প্রতি অভিনিবেশী ও সর্বোচ্চ সম্মানিত আমার একজন বান্দা হবে, যার জন্ম স্থান হবে মক্কায় এবং হিজরতের স্থান হবে মদীনায় তাইয়েবায়। বাঁকা পথ সোজা না করা পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। (আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার পরই তার ইন্তেকাল হবে।) তিনি এই সাক্ষ্য দিবেন যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর তার উম্মতগণ হবে প্রশংসাকারী। তারা প্রত্যেক টিলায় (উচ্চ স্থানে) আল্লাহর গুণগান (আযান) করবে। তারা নাভী তলে কাপড় বাঁধবে। আর হাত-পা তারা পবিত্র রাখবে অর্থাৎ অযু করবে। (আবু নাঈম, হারীশ ইবনে আবী হারীশ সূত্রে সংকলন করেছেন)

(٦٦) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ حَضَرْتُ سُوْقَ بَصْرٰى فَاِذَا رَاهِبٌ فِىْ صَوْمَعَةٍ يَقُوْلُ سَلُوْا اَهْلَ هٰذَا الْمَوْسِمِ هَلْ فِيْهِمْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْحَرَمِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا قَالَ هَلْ ظَهَرَ اَحْمَدُ بَعْدَ قُلْتُ وَمَنْ اَحْمَدُ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَهْرَةُ الَّذِىْ يَخْرُجُ فِيْهِ وَهُوَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ ـ مَخْرَجُهُ مِنَ الْحَرَمِ وَمُهَاجَرُهُ اِلٰى نَخْلٍ وَحَجَارَةٍ سَبَاخٍ فَاِيَّاكَ اَنْ يَّسْبِقَ اِلَيْهِ قَالَ طَلْحَةُ فَوَقَعَ فِىْ قَلْبِىْ مَا قَالَ ـ فَخَرَجْتُ سَرِيْعًا حَتّٰى قَدِمْتُ اِلٰى مَكَّةَ فَقُلْتُ هَلْ

مِنْ حَدِثٍ قَالُوْا نَعَمْ مُحَمَّدُ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَمِيْنُ تَنَبَّاءَ وَقَدْ تَبِعَهُ اِبْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَخَرَجْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَاَخْبَرْتُهُ بِهَا قَالَ الرَّاهِبُ حَتّٰى دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَسَرَّ ذَالِكَ وَاَسْلَمَ اَبُوْطَلْحَةَ ـ فَاَخَذَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَدَوِيَّةِ اَبَابَكْرٍ وَطَلْحَةَ فَشَدَّهُمَا فِىْ حَبْلٍ وَاحِدٍ فَلِذَالِكَ سُمِّيَا قَرْنَيْنَ ـ (رواه ابن سعد، بيهقى)

(৬৬) হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইরাকের বসরার বাজারে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে একজন পাদ্রীকে গীর্জায় বসা পেলাম, সে তার অনুসারীদেরকে বলছে যে, বর্তমান মওসুমে বিদেশ থেকে আগত লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস কর তাদের মধ্যে মক্কার হরমের বাসিন্দা কোন লোক আছে কি-না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, হাঁ আমি আছি। আমার বাসস্থান মক্কার হরমে। অতঃপর পাদ্রী ব্যক্তি আমাকে বললেন, তোমাদের বাসস্থানে আহমদের আত্ম প্রকাশ হয়েছে কি না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, আহমদ কে? তখন পাদ্রী ব্যক্তি বললেন, সে হচ্ছে আবদুল্লাহর পুত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের নাতি। মনে রেখ এ মাসেই তার আত্মপ্রকাশ হবে। সে হচ্ছে নবী কুলের শেষ নবী। তার আত্মপ্রকাশের স্থান হচ্ছে মক্কা। আর তার হিজরতের স্থান হচ্ছে (মদীনা) তাইয়েবাহ। সেখানে অনেক খেজুর বাগান, পাথুরে ভূমি ও লবণাক্ত ভূমি আছে। তোমার উচিত দ্রুত তার কাছে চলে যাওয়া এবং তার প্রতি ঈমান আনা। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, তার কথাগুলো আমার মনের গভীরে রেখাপাত করল। অতঃপর আমি খুব দ্রুত মক্কায় চলে আসলাম। আমি লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম নতুন কোন সংবাদ আছে কি না? তারা বলল– হাঁ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে আল আমীন নবুওয়াতের দাবী করছে। কুহাফার পুত্র আবু বকর তার অনুসারী হয়ে তার সাথী হয়েছে। অতঃপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বসরার পাদ্রী ব্যক্তির ভবিষ্যত বাণীটির বিস্তারিত ঘটনা তাকে অবহিত করলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাদ্রীর দেয়া তথ্যটি অবহিত করলে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপরই হযরত আবু তালহা (রাঃ) ঈমান এনে মুসলমান হলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর তৎকালীন নেতা নাওফেল ইবনে হাদুবীয়া আবু তালহা ও আবু বকরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে এক রশিতে বেঁধে রেখে দিলেন। তাই এদের নাম হয় কারনাইন। (ইবনে সাআদ, বায়হাকী, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা সূত্রে সংকলন করেছেন)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٦٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ لَهٗ يَابُنَىَّ كَانَتْ عِنْدِىْ اُمُّكَ وَعِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَتُكَ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا وَبَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ مِنَ الرَّحْمِ وَالْقَرَابَةِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَعَمَّةُ اَبِىْ اُمّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَسَدٍ جَدَّتُهٗ وَاُمِّىْ عَمَّتُهٗ اُمُّهٗ اٰمِنَةُ بِنْتِ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَجَدَّتِىْ هَالَةُ بِنْتِ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَزَوْجَتُهٗ خَدِيْجَة بِنْتِ خُوَيْلِدْ عَمَّتِىْ كذا فى كتاب النضره فى فضائل العشره ـ (رواه امام البغوى فى معجمه)

(৬৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমার স্ত্রী তোমার মাতা এবং তোমার খালা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। আমার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা তোমার জানা আছে। এখন উর্দ্ধের সম্পর্কের কথা মনে রাখ যে, আমার পিতার ফুফু হচ্ছেন উম্মে হাবীবাহ বিনতে আসাদ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদী। আর আমার মাতা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমেনা বিনতে ওহাব বিন আবদে মুনাফ এবং আমার দাদী হালাহ বিনতে ওহাব বিন আবদে মুনাফ উভয় হচ্ছেন সহোদর ভগ্নি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) হচ্ছেন আমার ফুফু। রিয়াদ্বুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলে আশারাহ কিতাবেও এভাবেই উল্লেখ পাওয়া যায়। (ইমাম বাগবী, মুজাম গ্রন্থ)

(٦٨) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ بَارَكْتَ فِىْ صَحَابَتِىْ فَلَا تَسْلِبْهُمُ الْبَرَكَةَ وَاَجْمَعْهُمْ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَلَاتَشْزَامَرَّهٗ فَاِنَّهٗ لَمْ يَزَلْ يُوْثَرُاَمْرَكَ عَلٰى اَمْرِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابْ وصبر

عُثْمَانَ وَوَفِّقْ عَلِيًّا وَاغْفِرْ طَلْحَةَ وَثَبِّتِ الزُّبَيْرَ وَسَلِّمْ سَعْدً وَوَقِّرْعَبْدَ الرَّحْمٰن وَاَلْحِقْ بِالسَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالتَّابِعِيْنَ بِاِحْسَانٍ ـ (رواه امام بغوى)

(৬৮) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাহাবীদের প্রতি যে বরকত নাযিল করেছেন, সে বরকত তাদের থেকে ছিনিয়ে নিবেন না। বিশেষ করে আবু বকরের ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখুন। আবু বকরের কাজকে নস্যাত করবেন না। কেননা আবু বকর সর্বদা নিজের কাজের ওপর আপনার কাজকে প্রাধান্য দেয়। হে আল্লাহ! উমরকে স্বসম্মানে রাখুন, উসমানকে ধৈর্যশীল করুন, আলীকে আপনার কাজ করার তাওফীক দিন। তালহাকে ক্ষমা করুন এবং যুবায়েরকে নিজকর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আর সাআদকে শান্তিতে রাখুন এবং আবদুর রহমানকে প্রভাবশালী করুন। আর এদের সকলকে মুহাজির ও আনসার ও তাবেঈনদের মধ্যে অগ্রপথিক বানান। (বাগাবী, মু'জাম গ্রন্থ)

হাফেজ ছাকাফী ও ওয়াহেদী তার মুসনাদ গ্রন্থে বাড়তি এ কথা লিখেছেন যে, আমার সাহাবীদেরকে বরকত দান করুন। তাদের থেকে বরকত ছিনিয়ে নিবেন না। আর সকলকে আবু বকরের আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং আবু বকরের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তুলুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(٦٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اُمِّهِ اَلشِّفَاءُ بِنْتِ عَوْفٍ (اَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ) قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ اٰمِنَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ عَلٰى يَدِىْ ـ ثُمَّ وَقَعَ عَلٰى الْاَرْضِ لِجَوَازِ اَنَّ ذَالِكَ بَعْدَ هٰذَا بِقَرِيْنَةٍ فَاسْتَهَلَّ (اَىْ صَاحَ) فَسَمِعْتُ قَائِلًا (اَىْ مَلَكًا) يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ قَالَتِ الشِّفَاءُ وَاَضَاءَ

لِيْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى بَعْضِ قُصُوْرِ الرُّوْمِ قَالَتْ ثُمَّ اَلْبَسْتُهُ وَاَضْجَعْتُهُ فَلَمْ اَنْشَبْ (اَىْ اَلْبَثْ) اِلاَّ قَلِيْلاً اَنْ غَشِيَتْنِىْ ظُلْمَةٌ وَرُعْبٌ وَقَشْعَرِيْرَةٌ عَنْ يَمِيْنِىْ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ اَيْنَ ذَهَبْتَ بِهٖ قَالَ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَسْفَرَعَنِّىْ ذَالِكَ (اَىْ اِنْكَشَفَ) ثُمَّ عَاوَدَنِى الرُّعْبُ وَالْقَشْعَرِيْرَةُ عَنْ يَسَارِىْ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ اَيْنَ ذَهَبْتَ بِهٖ قَالَ اِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيْثُ مِنِّىْ عَلٰى بَالِىْ حَتّٰى بَعَثَهُ اللّٰهُ فَكُنْتُ فِىْ اَوَّلِ النَّاسِ اِسْلاَمًا اَىْ جُمْلَةً السَّابِقِيْنَ ـ (رواه ابونعيم)

(৬৯) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মাতা শিফা বিনতে আউফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হযরত আমেনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভূমিষ্ঠ করলেন, তখন আমি তাকে আমার হাতের ওপর রাখলাম। তারপর তাকে মাটিতে রাখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদলেন। তখন আমি শুনলাম, কে যেন (ফেরেশতা) বলছেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। শিফা বলেন, এ সময় আমার সামনে পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত মধ্যস্থিত সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে গেল। ফলে আমি রোম দেশের দালান কোঠা দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমেনার সন্তানকে পোশাকে আবৃত করে বিছানায় শোয়ালাম। এ অবস্থায় অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমাকে ডান দিক থেকে অন্ধকার আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং আমার মনে ভয়ে কম্পমান অবস্থার সৃষ্টি করল। আমার দেহের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। তখন আমি শুনতে পেলাম কে যেন বলছেন, একে কোথায় নিয়ে গেলে ? কে যেন বলল, পশ্চিম দিকে। অতঃপর আমার থেকে অন্ধকার দূর হয়ে পরিবেশ ফর্সা হয়ে গেল। পুনরায় আমার বাম দিক থেকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। মনে ভয় হল এবং কাঁপাকাঁপা অবস্থার সৃষ্টি হল। এবার শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে একে কোথায় নিয়ে গেলে? কে যেন বলল, পূর্ব দিকে। আবদুর রহমানের মাতা শিফা বলেন, এ ঘটনাটি সর্বদা আমার মনে রেখাপাত করেছিল। আমি মনে করলাম কালক্রমে এর একটা বাস্তব রূপ দেখা যাবে। অবশেষে দেখলাম আল্লাহ তাআলা তাকে নবী করেছেন। তাই পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলাম। (আবু নাঈম)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٧٠) عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَبُوْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بِنَاءٍ لَهٗ وَعَلَيْهِ اَثَرُ الطِّيْنِ وَالْغُبَارِ ـ فَمَرَّ بِلَيْلَى الْعَدَوِيَّةَ فَلَمَّا رَاَتْهُ دَرَاَتْ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنْهُ اِلٰى نَفْسِهَا وَقَالَتْ لَهٗ لَئِنْ وَقَعْتَ بِىْ فَلَكَ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ قَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتّٰى اَغْسِلُ مِنْ هٰذَا الطِّيْنِ فَاَرْجِعُ اِلَيْكِ فَدَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلٰى اٰمِنَةَ بِنْتِ وَهَبٍ فَوَقَعَ بِهَا فَحَمَلَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ اِلٰى لَيْلٰى فَقَالَ لَهَا هَلْ لَكِ فِيْمَا قُلْتَ قَالَتْ لاَ قَالَ وَلِمَ قَالَتْ لِاَنَّكَ مَرَرْتَ بِىْ وَبَيْنَ جَبِيْنِكَ نُوْرٌ ثُمَّ رَجَعْتَ اِلَىَّ وَقَدْ اِنْتَزَعَتْهُ اٰمِنَةُ مِنْكَ وَفِىْ لَفْظٍ لَقَدْ دَخَلْتَ بِنُوْرٍمَا خَرَجْتَ بِهٖ وَلَئِنْ كُنْتَ اَمْلَئْتَ بِاٰمِنَةِ لَتَلِدَنَّ مَلِكًا ـ (رواه ابو نعيم)

(৭০) হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব নিজের আবাসিক মাটির ঘর নির্মাণ করছিলেন। তখন তার দেহে ছিল ধুলামাটি। অতঃপর তিনি লায়লা আদাবিয়ার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। লায়লা যখন আবদুল্লাহর প্রতি নজর করলেন তখন আবদুল্লাহর ললাট ভূমে ঝলমল করছিল। লায়লা তার কাছে গিয়ে তার সাথে যৌন মিলন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করে বলল, তুমি আমার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হলে আমি তোমাকে একশত উট বখশীশ দিব। আবদুল্লাহ বললেন, আমি ধুলাবালি হতে গোসল করে পরিষ্কার হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। অতঃপর আবদুল্লাহ স্বীয় স্ত্রী আমেনা বিনতে ওহাবের কাছে গেলেন এবং তার সাথে যৌন মিলন করলেন। আর সেই মিলনের ফলেই আমেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভে ধারণ করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ লায়লার কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি

যা বলেছিলে তাতে কি তুমি ঠিক আছ? লায়লা বলল, না। আবদুল্লাহ বললেন, কেন নয়? লায়লা বলল, তুমি যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে তখন তোমার ললাটে নূর চমকাচ্ছিল। অতঃপর তুমি আমার কাছে এমন অবস্থায় ফিরে এসেছ, যখন সে নূর তোমার থেকে আমেনা ছিনিয়ে নিয়েছে। (সে নূর তোমার মধ্যে এখন আর নেই।) অন্য এক বর্ণনায় এ ভাষ্য উল্লেখ আছে যে, তুমি যে নূর নিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলে সে নূর নিয়ে তুমি বের হওনি। তুমি যদি আমেনার সাথে যৌন মিলন করে থাক তাহলে অবশ্যই আমেনা একজন বাদশাহ প্রসব করবে। (আবু নাঈম)

(٧١) عن عائشة بنت سعد رضى الله تعالى عنهما قالت سمعت ابى يقول رأيت فى المنام قبل ان اسلم بثلث كانى فى ظلمة لا ابصر شيئا . اذا اضاء لى قمر فاتبعته فكانى انظر الى من سبقتنى الى ذالك القمر فانظر الى زيد بن حارثة والى على بن ابى طالب وابوبكر وكان اسألهم متى انتهيتم اليها وبلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام مستخفيا فلقيته فى شعب اجياد قد صلى العصر فقلت له الى ما تدعو قال تشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فما تقدمنى الا هم الفضائلى . (رواه كتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة)

(৭১) হযরত আয়েশা বিনতে সাআদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (সাআদকে) বলতে শুনেছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করার তিনদিন পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। দু'নয়নে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। হঠাৎ চন্দ্র আমাকে আলোকিত করল এবং আমি ঐ চন্দ্রকে অনুসরণ করতে রইলাম। অতঃপর এ চন্দ্রের কাছে আমি ঐসব লোকদেরকে দেখলাম, যারা আমার অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি দেখলাম যায়েদ ইবনে হারেছা, আলী ইবনে আবু তালিব এবং আবু বকর (রাঃ)-কে। আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা এখানে কখন এসেছ?

অতঃপর আমি জানতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন। আমিও গোপনে আজইয়াদ ঘাটিতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি আসরের নামায পড়ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি লোকদেরকে কি কাজের জন্য দাওয়াত দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, আমার দাওয়াত হচ্ছে তুমি এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল। তখন আমি সাথে সাথেই বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর রাসূল। আমার আগে অল্প কিছু লোকই এ ফযীলত লাভ করেছে। (রিয়াদুন্ নুদ্বরাহ ফী ফাযায়েলিল আশারাহ গ্রন্থ)

নবম পরিচ্ছেদ

হযরত সাআদ ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(٧٢) عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه قال خرج ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مرا بالشام . فاما ورقة فتنصر واما زيد فقيل له ان الذى تطلب امامك . فقال فانطلق حتى اتى الموصل . فاذا هو براهب قال من اين اقبل صاحب الراحلة . قال من بيت ابراهيم قال ماتطلب قال الدين فعرض عليه النصرانية . فقال لاحاجة لى فيها وابى ان اقبل . فقال ان الذى تطلب يظهر بارضك فاقبل وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا متما يجشمنى فانى جاشم حاجة اى تحملنى عذت بما عذابه ابراهيم . قال ومر بالنبى صلى الله عليه وسلم ومعه ابو سفيان بن الحارث ياكلان من سفرة لها فدعواه الى الغداء . فقال يا ابن اخى انى لا اكل مما ذبح على النصب قال فما روى النبى صلى الله عليه وسلم من يوم ذالك اكل مما ذبح على

النَّصْبِ حَتّٰى بُعِثَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَتَاهُ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ اِنَّ زَيْدًا كَانَ كَمَا قَدْ رَاَيْتَ وَبَلَّغَكَ اَسْتَغْفِرْلَهُ ـ قَالَ نَعَمْ ـ وَاَنَّهُ يَبْعَثُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اُمَّةً وَاحِدَةً اَخْرَجَ اَبُوْعُمَرَ ـ

(৭২) হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ারাকা বিন নাওফেল ও যায়েদ ইবনে আমর মক্কা থেকে বিদেশে খাটি ধর্ম লাভের অন্বেষণে বের হল। ঘুরতে ঘুরতে তারা সিরিয়ায় গিয়ে উপনীত হল। সেখানে ওয়ারাকা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করল। আর যায়েদকে বলা হল, তুমি যা চাও তা সামনে পাবে। অতঃপর যায়েদ চলতে চলতে মুসেলে গিয়ে উপনীত হল এবং সেখানে একজন পাদ্রীর সাথে সাক্ষাত হল। পাদ্রী জিজ্ঞেস করল, হে পথিক! তুমি কোন দেশ থেকে এখানে এসেছ? যায়েদ বলল, ইবরাহীমের ঘর থেকে অর্থাৎ মক্কা থেকে এসেছি। তখন পাদ্রী ব্যক্তি বলল, তুমি কি চাও ? যায়েদ বলল, খাঁটি জীবন বিধান (ধর্ম) চাচ্ছি। তখন তার কাছে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য পেশ করা হল। তখন যায়েদ বলল, এ ধর্ম গ্রহণের প্রয়োজন আমার নেই। তখন পাদ্রী বলল, তুমি যে ধর্ম চাচ্ছ তা তোমার দেশ থেকেই প্রকাশ পাবে। অতঃপর যায়েদ একথা বলতে বলতে চলে আসল, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত, তোমার গোলাম হয়ে। আমার পৃষ্ঠে কোন বোঝা চাপালে আমি তা বহন করে চলবো। আমি সেই মহান সত্ত্বার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যার কাছে নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, যায়েদ মক্কায় এসে পৌছার পর আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দস্তরখানায় বসে আহার করতে দেখলেন। তারা যায়েদকে তাদের সাথে আহার করার জন্য ডাকলেন। যায়েদ বললেন, হে ভাতিজা! আমি সে মাংস আহার করব না, যা দেব দেবীর নামে জবাই করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐদিন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়াত লাভ করা পর্যন্ত দেব-দেবীর নামে জবাইকৃত পশুর মাংস আহার করতে কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর সাঈদ ইবনে যায়েদ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, যায়েদের অবস্থা আপনি দেখেছেন এবং তার সম্পর্কে অবহিতও আছেন। আপনি তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ করব। যায়েদ কিয়ামতের দিন একই দলভুক্ত হয়ে উঠবে। (এ হাদীসটি মুহাদ্দিস আবূ উমর সংকলন করেছেন)

দশম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(٧٣) عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحْ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَّ الْاَمْرَ هٰذَا نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ ـ ثُمَّ يَكُوْنَ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ كَائِنٌ مُلْكًا عَضُوْضًا ثُمَّ كَائِنٌ عُتُوًّا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادٌ فِىْ الْاُمَّةِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْفُرُوْجَ وَالْخُمُوْرَ وَالْحَرِيْرَ وَيَنْصُرُوْنَ عَلٰى ذَالِكَ وَيَرْزُقُوْنَ اَبَدًا حَتّٰى يَلْقُوا اللّٰهَ ـ

(رواه البيهقى و ابونعيم)

(৭৩) হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ ও মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর দীন প্রথমতঃ প্রকাশ পাবে নবুওয়াত ও রহমত দ্বারা। তারপর খিলাফত ও রহমতের দ্বারা। তারপর আসবে চরিত্রহীন ও কঠোরতম রাজতন্ত্র। তারপর আসবে বিদ্রোহীতা ও স্বৈরাচারিতন্ত্র। অবশেষে মুসলিম উম্মতের মধ্যে ফাসাদ ঝগড়া বিবাদ ও আত্মকলহ দেখা দিবে। মানুষ নারীর যৌনাঙ্গ, মদ ও রেশমী কাপড় ব্যবহারকে হালাল মনে করবে এবং এ কাজের জন্য তাদেরকে সর্বদা সহায়তা দেয়া হবে এবং জীবিকা প্রদান করা হবে। এহেন অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। (বায়হাকী, আবু নাঈম)

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় ও তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ–

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٧٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدِمْنَا الْيَمَنَ فِىْ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ فَنزلت عَلَىَّ حِبْرٌمِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الزَّبُوْرِ (يعنى الكتاب) مَنِ الرَّجُلْ قُلْتُ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ مِنْ اَيِّهِمْ قُلْتُ هَاشِمٍ قَالَ اَتَاذَنَّ لِىْ اَنْ اَنْظُرُ اِلٰى بَعْضِكَ قُلْتُ نَعَمْ مَالَمْ يَكُنْ عَوْرَةٌ قَالَ فَفتح اِحْدَىْ مِنْخَرِىْ فَنظَرَ فِيْهِ ثُمَّ نَظَرفِى الْاٰخَرْ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ فِىْ اِحْدَىْ يَدَيْكَ مُلْكًا وَفِىْ الْاٰخَرِ نَبُوَّةً وَاَرٰى ذَالِكَ وَفِىْ لَفْظٍ وَاَنَا نَجِدُ ذَالِكَ فِىْ زُهْرَةٍ فَكَيْف ذَالِكَ قُلْتُ لَا اَدْرِىْ ـ قُلْ هَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ قُلْتُ وَمَا الشَّاعَةُ قَالَ اَلزَّوْجَةُ قُلْتُ اَمَا الْيَوْمُ فَلَا قَالَ فَاِذَا فَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ فَرَجَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ اِلٰى مَكَّةَ فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتِ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافْ فَوَلَدَتْ حَمْزَةُ وَصَفِيَّةُ وَتَزَوَّجَ اِبْنَهٗ عَبْدُ اللّٰه اٰمِنَةَ بِنْتِ وَهَبٍ فَوُلِدَتْ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ فَلَحَ عُبْدُ اللّٰهِ عَلٰى اَبِيْهِ ـ (رواه حاكم، بيهقى، ابونعيم)

(৭৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, আমরা কোন এক শীতের মৌসুমে ইয়ামানে গেলাম এবং এক ইহুদী আলেম আমার নিকট

উপস্থিত হল। তখন যাবুর কিতাবের অনুসারী এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথাকার লোক? আমি বললাম, আমি কুরাইশ বংশের লোক। সে আবার বলল, কুরাইশের কোন শাখার ? আমি বললাম, হাশেমী শাখার। লোকটি আমাকে বলল, তুমি কি আমাকে তোমার দেহের কিছু অংশ দেখার অনুমতি দিবে ? আমি বললাম অবশ্যই কিন্তু শর্ত হল লজ্জাস্থান দেখার অনুমতি নেই। তখন সে ব্যক্তি আমার নাকের একটি ছিদ্র খুব নিরিক্ষিয়ে দেখল। অতঃপর দ্বিতীয় ছিদ্রটিও সে ভালভাবে দেখল। শেষে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার এক হাতে রাজত্ব এবং অন্য হাতে নবুওয়াত। এটাই আমি দেখছি। অন্য এক বর্ণনায় একথা উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আমি এটা যোহরা তারকার অবদান হিসেবে পাচ্ছি। এটা কিভাবে হল? আমি বললাম, এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। অতঃপর সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম এখন পর্যন্ত হয়নি। সে বলল, এবার দেশে গিয়ে বিবাহ করবে। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে এসে ওহাব ইবনে আবদে মুনাফের কন্যা হালাহকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে হামযা ও সুফিয়াহ জন্মগ্রহণ করেন। আর তার পুত্র আবদুল্লাহকেও বিবাহ করান ওহাবের কন্যা আমেনাকে। তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। তাই কুরাইশরা বলে, আবদুল্লাহ তার পিতার বদৌলতে ভাগ্যবান হন ও সফলতা লাভ করেন। (হাকেম, বাইহাকী, আবু নাঈম প্রমুখ মিসওয়ার ইবনে মাখরামার আযাদকৃত গোলাম আবী আউন সুত্রে সংকলন করেছেন)

(٧٥) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ وَلَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُوْنًا مَسْرُوْرًا وَاَعْجَبَ ذَالِكَ عُبْدُ الْمُطَّلِبِ وَحَظٰى عِنْدَهٗ وَقَالَ لَيَكُوْنَنَّ لِاِبْنِىْ هٰذَا شَانٌ ـ (رواه البيهقى، ابونعيم)

(৭৫) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতনাকৃত অবস্থায় ও নাভী কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এতে আবদুল মুত্তালিব খুব বিস্মিত হন এবং তাকে খুব ভালবাসতে থাকেন। আর তিনি বলেন, আমার এ পৌত্র কালক্রমে মর্যাদাবান হবেন। (বায়হাকী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকীর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(٧٦) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُمَا قَوْلَهٗ تَعَالٰى وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ اِلٰى صُلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْوَسَائِطِ حَتّٰى اَخْرَجْتُكَ نَبِيًّا ـ (رواه بزار، ابن سعد)

(৭৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের আয়াত وتقلبك فى الساجدين এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক নবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে অপর নবীর পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত করেছেন। যদিও তা এক একটি মাধ্যমে হয়েছে। অবশেষে তাকে নবীরূপে প্রকাশ করেছেন। (বায্যার, ইবনে সাআদ, আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে এবং তাবারানী বিশস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন)

(٧٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَيْضًا فِىْ تَفْسِيْرِ الْاٰيَةِ قَالَ اَزَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبُ فِى اَصْلَابِ الْاَنْبِيَاءِ حَتّٰى وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ اٰمِنَة ـ (رواه ابو نعيم)

(৭৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের পৃষ্ঠদেশে সর্বদা স্থানান্তরিত হতে থাকেন। অবশেষে তাঁর মাতা আমেনা তাঁকে ভূমিষ্ঠ করেন। (আবু নাঈম)

(٧٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ كَانَ مِنْ دَلَالَةِ حَمْلِ اٰمِنَةَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَوْقُوْفٌ لَفْظًا وَحُكْمُهٗ الرَّفْعَ اِذْلَا يُقَالُ رَاْيًا اِنْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ حُمِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ اِمَامُ الدُّنْيَا قُدْوَةُ اَهْلِهَا ـ وَفِىْ نُسْخَةٍ اَمَانَ بِالنُّوْنِ اَىْ اَمَانَهَا مِنَ الْعَاهَاتِ الْعَامَّةِ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

وَسِرَاجُ اَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ سَرِيْرُ الْمُلْكِ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا اِلَّا اَصْبَحَ مَنْكُوْسًا وَفَرَّتْ وُحُوْشُ الْمَشْرِقِ اِلٰى وُحُوْشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَةِ وَكَذَالِكَ اَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَهٗ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ حَمْلَةُ نِدَاءً فِى الْاَرْضِ وَنِدَاءً فِى السَّمَاءِ اَنْ اَبْشِرُوْا فَقَدْ اٰنَ يَظْهَرَ اَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنًا مُبَارَكًا ـ اَلْحَدِيْثُ وَهُوَ شَدِيْدُ الضُّعْفِ وَعَنْ غَيْرِهِ اَىْ غَيْرِابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْقَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَارٌ اِلَّااَشْرَقَتْ وَلَامَكَانٌ اِلَّادَخَلَهُ النُّوْرُ وَلَا دَابَّةٌ اِلَّانَطَقَتْ ـ

(رواه ابو نعيم)

(৭৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মাউকুফ সনদে বর্ণিত। হলেও হুকুমের দিক দিয়ে সনদটি মারফু স্তরে উন্নীত। কেননা, এ বিষয় নিজস্ব অভিমত প্রদানের কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমেনা গর্ভে ধারণ করার নিদর্শন এই ছিল যে, ঐ রাতে কুরাইশদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো পরস্পর কথাবার্তা বলেছে। তারা বলেছে, কাবা ঘরের প্রতিপালকের নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর রাসূল মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন বিশ্বের নেতা এবং জগতবাসীর জন্য অনুকরণের পাত্র। অন্য এক পাণ্ডুলিপিতে একথা পাওয়া যায় যে, তিনি সমস্ত বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ। তাকে সৃষ্টিজগতের কল্যাণের প্রতিভূ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জগতবাসীর জন্য একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সমতুল্য। দুনিয়ার সকল রাজার সিংহাসন সেদিন ভোরে উল্টে গিয়েছিল। আর পূর্ব দিকের পশুরা পশ্চিম দিকের পশুদের সুসংবাদ দিল। এমনিভাবে সামুদ্রিক প্রাণীগুলোও পরস্পর সুসংবাদ প্রচার করল। আর গর্ভকালীন প্রতিটি মাসে একবার করে পৃথিবীতে এবং আকাশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করত যে, বিশ্বনবী মাতৃগর্ভে আছেন। অচিরেই পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমন হবে। তাঁর উপাধি হবে আবুল কাসেম। তিনি খুব বরকতময় ও সীমাহীন ভাগ্যবান।

এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য যেসব বর্ণনাকারীদের থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, যে রাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছেন, এমন কোন ঘর ছিল না; যে ঘরটি আলোকিত হয়নি এবং তাতে নূর প্রবেশ করেনি। আর ঐ রাতে সমস্ত চতুষ্পদ পশুগুলো পরস্পর বাক্য বিনিময় করেছে। (আবু নাঈম, দালায়েল গ্রন্থ)

(٧٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا وَلَدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ اُذُنِهٖ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجِنَانِ اَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقٰى لِنَبِىٍّ عِلْمٌ اِلَّا وَقَدْ اَعْطَيْتَهُ فَاَنْتَ اَكْبَرُهُمْ عِلْمًا وَاَشْجَعُهُمْ قَلْبًا ـ اَرْسَلَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَمُرْسَلُ الصَّحَابَةِ وَصَلَ فِى الْاَصَحِّ وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ اِذْلَا مَجَالَ فِيْهِ لِلرَّاىْ ـ

(رواه ابن عباس)

(৭৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন জান্নাতসমূহের প্রধান রক্ষক ফিরিশতা রিদ্বওয়ান তাঁর কানে একথা শুনালেন। হে মুহাম্মদ! স্বাগতম আপনাকে। কোন নবীর ইলম এখন আর অবশিষ্ট নেই। তাদের সবার ইলম আপনাকে দান করা হয়েছে। সুতরাং আপনি তাদের সবার তুলনায় ইলমের দিক থেকে শীর্ষে এবং মনের দিক থেকে তাদের সবার তুলনায় আপনি সর্বোচ্চ বীর পুরুষ। ইবনে আব্বাস এ হাদীসকে ইরসাল করায় সাহাবীদের মুরসাল মারফূ'এর মানে উপনীত। সুতরাং এর সনদটি মারফূ' সনদের মান রাখে। এ হাদীসের মধ্যে অভিমত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। (ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাফেজ আবু বকর ইবনে আয়েজ বর্ণিত)

(٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اٰمِنَةَ بِنْتِ وَهَبٍ قَالَتْ لَمَّا فَصَلَ اَىْ خَرَجَ مِنِّىْ تَعْنِىْ تُرِيْدُ اٰمِنَةُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَهُ نُوْرًا اَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ثُمَّ وَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ التُّرَابِ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ـ (رواه محمد ابن سعد)

(৮০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমেনা বিনতে ওহাব বলেছেন, আমার থেকে সে যখন বের হল অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন তার সাথে এমন একটি নূর বের হল যার উজ্জ্বলতায় পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি উভয় হস্ত মাটিতে রাখলেন এবং ভূমি থেকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিলেন, আর মাথা মুবারক

আকাশের প্রতি উত্তোলন করলেন। (মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ একদল বিশস্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে আতায়া ইবনে আবী রিবাহও আছেন)

(٨١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ وَلَدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَاسْتَبْنَاَ (اَىْ نَبِىٌّ فَالسِّيْنُ لِلتَّوْكِيْدِ) يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَرَفَعَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ اِلٰى مَوْضَعِهٖ فِيْهِ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ ـ وَفِيْهِ اِرْسَالُ صَحَابِىْ لِاَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ ذَالِكَ وَكَانَ فِى الْهِجْرَةِ اِبْنُ ثَلَاثِ سِنِيْنَ

ـ (رواه مسند احمد، مواهب لدنيه ، علامه زرقانى)

(৮১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। আর সোমবার দিন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। আর মক্কা থেকে মদীনার পানে তিনি সোমবার দিন হিজরত করেন। আর মদীনা শহরেও প্রবেশ করেন সোমবার দিন। আর হাজরে আসওয়াদ পাথরকে তার স্থানে তিনি নিজ মুবারক হস্ত দ্বারা সংস্থাপন করেন সোমবার দিন। এ বর্ণনায় সাহাবী দ্বারা হাদীসটি মুরসাল স্তরে উপনীত হয়েছে। কেননা এ দিনগুলো তিনি পাননি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হিজরতের সময় মাত্র তিন বছরের শিশু ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ, মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ, –আল্লামা যুরকানী)

(٨٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مِنْ دَلَالَاتِ حَمْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُلُّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ حُمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ اَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ اَهْلِهَا وَلَمْ تَبْقَ كَاهِنَةٌ فِىْ قُرَيْشٍ وَلَا فِىْ قَبِيْلَةٍ مِّنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ اِلَّا حُجِبَتْ ـ عَنْ اَحِبَّتِهَا وَانْتَزَعَ عِلْمُ الْكِهَانَةِ مِنْهَا ـ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيْرُ الْمُلْكِ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا ـ اِلَّا اَصْبَحَ مَنْكُوْسًا اَوِ الْمُلْكِ اِلَّا مُخْرَمًا اِلَّا يَنْطِقُ

—৬

يَوْمَهٗ ذَالِكَ ـ وَمَرَّتْ وَحْشُ الْمَغْرِبِ اِلٰى وَحْشِ الْمَشْرِقِ بِالْبَشَارَاتِ وَكَذَالِكَ اَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُبَعْضُهُمْ بَعْضًا لَهٗ فِىْ كُلِّ شَهْرٍمِّنْ شُهُوْرِهٖ نِدَاءٌ فِى الْاَرْضِ وَنِدَاءٌ فِى السَّمَاءِ اَنْ اَبْشِرُوْافَقَدْ اَنَّ لِاَبِى الْقَاسِمِ اَنْ يَّخْرُجَ عَلَى الْاَرْضِ مَيْمُوْنًا مُبَارَكًا ـ قَالَ وَبَقٰى فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ كَامِلًا لَاتَشْكُوْ وَجْعًا وَلَارِيْحًا وَلَامَغْضًا وَلَا مَا يَعْرُضُ النِّسَاءُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ مِنَ الثِّقْلِ ـ وَهَلَكَ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ ـ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِلٰهُنَا وَسَيِّدُنَا بَقٰى نَبِيُّكَ هٰذَا يَتِيْمًا ـ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا لَهٗ وَلِيٌّ وَحَافِظٌ وَنَصِيْرٌ ـ وَتَبَرَّكُوْا بِمَوْلَدِهٖ فَمَوْلَدُهٗ مَيْمُوْنٌ وَمُبَارَكٌ ـ فَتَحَ لِمَوْلَدِهٖ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَجِنَانُهٗ ـ فَكَانَتْ اٰمِنَةُ تَحَدَّثَ عَنْ نَّفْسِهَا وَتَقُوْلُ اَتَانِىْ ات حِيْنَ مَرَّبِىْ مِنْ حَمْلِهٖ سِتَّةُ اَشْهُرٍ فَوَكَزَنِىْ رَجُلُهٗ فِى الْمَنَامِ ـ وَقَالَ يَا اٰمِنَةُ اِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِيْنَ جَمِيْعًا طُرًّا فَاِذَا وَلَدَتْهُ فَسَمِّيْهِ مُحَمَّدْ ـ فَكَانَتْ تَحَدَّثَ عَنْ نَّفْسِهَا وَتَقُوْلُ لَقَدْ اَخَذَنِىْ مَا يَاْخُذُ النِّسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِىْ اَحُدٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَسَمِعْتُ وَجَبَةً شَدِيْدَةً وَاَمْرًاعَظِيْمًا فَهَابَنِىْ ذَالِكَ ـ فَرَاَيْتُ كَانَ جَنَاحُ الطَّيْرِ اَبْيَضُ قَدْ مَسَحَ عَلٰى فَوَادِىْ ـ فَذَهَبَتْ عَنِّىْ كُلُّ رُعْبٍ وَكُلُّ وَجْعٍ كُنْتُ اَجِدُثُمَّ اَلْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِشُرْبَةٍ بَيْضَاءِ لَبَنًا ـ وَكُنْتُ عَطْشٰى فَتَنَاوَلْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَاَضَاءَ مِنِّىْ نُوْرٌ عَالٍّ ثُمَّ رَاَيْتُ نِسْوَةً كَالنَّخْلِ الطَّوَالِ كَاَنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مَنَافٍ يَحْدِقْنَ بِىْ فَبَيْنَا اَنَا اَعْجَبُ وَاِذَا بِدِيْبَاجٍ (وفى نسخة تعجب واقول واغواثاه من اين عملن بى قال فى غير هذه الرواية فقلن بى نحن اسية امراة فرعون ومريم بنت عمران وهؤلاء من حورالعين واشتد الامر انا اسمع الوحية فى كل ساعة اعظم مما تقدم فبينما انا كذالك اذا بديباج) اَبْيَضٍ قَدْ مَدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا قَائِلٌ يَقُوْلُ خُذْهُ مِنْ اَعْيُنِ النَّاسِ قَالَتْ وَرَاَيْتُ رِجَالًا قَدْ

وَقَفُوْا فِى الْهَوَاءِ بِاَيْدِيْهِمْ اَبَارِيْقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَرَاَيْتُ قِطْعَةً مِّنَ الطَّيْرِ قَدْ اَقْبَلَتْ حَتّٰى غَطَتْ حُجْرِىْ مَنَاقِيْرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ وَاَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَوَاقِيْتِ ـ فَكَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصَرِىْ وَاَبْصَرْتُ تِلْكَ السَّاعَةِ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ـ وَرَاَيْتُ ثَلَاثَةَ اَعْلَامٍ مَضْرُوْبَاتٌ عَلَمًا فِى الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِى الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ـ فَاَخَذَنِىَ الْمَخَاضُ فَوَلَدْتُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَلَمَّا اَخْرَجَ مِنْ بَطْنِىْ نَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا اَنَابَهٗ بِسَاجِدٍ قَدْ رَفَعَ اَصْبَعَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُتَيْهِلْ ثُمَّ رَاَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءٍ قَدْ اَقْلَبَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتّٰى غَشِيَتْهُ فَغِيْبَ عَنْ وَجْهِىْ وَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِىْ طُوْفُوْا بِمُحَمَّدٍ شَرْقَ الْاَرْضِ وَغَرْبَهَا ـ وَاُدْخِلُوْهُ الْبِحَارَ لِيَعْرِفُوْهُ بِاِسْمِهٖ وَنَعْتُهٗ وَصُوْرَتُهٗ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ سُمِّىَ فِيْهَا الْمَاحِىْ لَايَبْقٰى شَىْءٌ مِنَ الشِّرْكِ الْاَمْحَىْ فِىْ زَمَنِهٖ ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِىْ اَسْرَعِ وَقْتٍ فَاِذَا اَنَابَهٗ مَدْرَجٍ فِى الثَّوْبِ صَوْفَ اَبْيَضٍ وَتَحْتَ حَرِيْرَةٍ خَضْرَاءَ ـ وَقَدْ قُبِضَ عَلٰى ثَلَاثَةِ مَفَاتِيْحٍ مِنْ لُؤْلُؤِ الرُّطْبِ وَاِذَا قَائِلٌ يَقُوْلُ قُبِضَ مُحَمَّدٌ مَفَاتِيْحَ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيْحَ الرِّيْحِ مَفَاتِيْحَ النُّبُوَّتِ ـ ثُمَّ اَقْبَلَتْ سَحَابَةً اُخْرٰى يَسْمَعُ مِنْهَا صَهِيْلَ الْخَيْلِ وَخَفْقَانَ الْاَجْنِحَةِ حَتّٰى خَشِيَتْهُ فَغِيْبَ عَنِّىْ فَسَمِعْتَ مُنَادِيًا يُنَادِىْ طُوْفُوا مُحَمَّدًا اَلشَّرْقَ وَالْغَرْبَ عَلٰى مَوَالِيْدِ النَّبِيِّيْنَ وَاَعْرِضُوْهُ عَلٰى كُلِّ رُوْحَانِىْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَاَعْطُوْهُ صَفَا اٰدم ورقة نُوْحٍ وَخُلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَلِسَانِ اِسْمَاعِيْلَ وَبُشْرٰى يَعْقُوْبَ وَجَمَالِ يُوْسُفَ وَصَوْتِ دَاوٗد وَصَبَرِ اَيُّوْبَ وَزُهْدِ يَحْيٰى وَكَرَمِ عِيْسٰى ـ وَاغْمِسُوْهُ فِىْ اَخْلَاقِ الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ تَجَلَّتْ فَاِذَا اَنَابَهٗ قَدْ قُبِضَ حَرِيْرَةً خَضْرَاءَ مَطْوِيَّةً اِذَا قَائِلٌ يَقُوْلُ بَخْ بَخْ قُبِضَ مُحَمَّدٌ عَلَى الدُّنْيَا كُلُّهَا لَمْ يَبْقِ خَلْقٍ مِنْ

اَهْلِهَا اِلاَّ دَخَلَ فِىْ قَبْضَةٍ وَاِذَا اَنَا بِثَلاَثَةِ نَفَرٍفِىْ يَدِ اَحَدِهِمْ اِبْرِيْقُ فِضَّةٍ وَفِىْ يَدِ الْاٰخَرِ طَشْتٌ مِنْ زَمْرَدٍاَخْضَرَ ـ وَفِىْ يَدِ الثَّالِثَ حَرِيْرَةٌ بَيْضَاءَ فَنَشَرَهَا فَاَخْرَجَ مِنْهَا خَاتِمًا تحار اَبْصَرَالنَّاظِرِيْنَ ـ دُوْنَهُ فَغَسَلَهُ مِنْ ذٰالِكَ الْاِبْرِيْقَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ خَتَمَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ بَالْخَاتِمَ ـ ثُمَّ لَفَّهُ فِى الْحَرِيْرَةِ ثُمَّ حَمَلَهُ فَاَدْخَلَهُ بَيْنَ اَجْنَحَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَدَّهُ اِلَىَّ ـ (رواه ابو نعيم)

(৮২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মাতার গর্ভাশয়ে আসার আলামত এই ছিল যে, প্রথম রাতে কুরাইশদের চুতষ্পদ জন্তুগুলো পরস্পর বলাবলি করেছে যে, আজ আল্লাহর রাসূল তাঁর মাতার গর্ভাশয়ে স্থান নিয়েছেন। কাবা ঘরের প্রতিপালকের নামে শপথ করে বলছি, তিনি দুনিয়ার লোকদের জন্য নিরাপত্তা দানকারী এবং একটি প্রদীপ বিশেষ। সমস্ত গনক ঠাকুরদের বিদ্যার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজা বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে গিয়েছে আজকের প্রাতঃকালে। সমস্ত রাজা-বাদশাহরা হয়েছে নির্বাক ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এদিন মুখে কথা বলার কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। আর পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত জীবজন্তু তাকে মুবারকবাদ জানিয়েছে। সমুদ্রের প্রাণীকুলেরও এই অবস্থা ছিল। আর গর্ভকালীন প্রত্যেক মাসে পৃথিবীতে ও আকাশে এই সুসংবাদ ঘোষণা করা হত যে, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আবুল কাসেম আত্মপ্রকাশ করার সময় সমাগত। তিনি খুব বরকতময়। তিনি পূর্ণ নয়টি মাস মাতার গর্ভে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তার মাতার কোনরূপ ভারী বোঝা ও কষ্ট বোধ হয়নি। যেমন সাধারণতঃ গর্ভকালে নারীদের ভারী বোঝা ও কষ্ট অনুভব হয়ে থাকে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতার গর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ফেরেশতারা বললেন, হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় নবীতো ইয়াতীম হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমিই তাঁর অভিভাবক, আমি তাঁর রক্ষক ও সাহায্যকারী। তাঁর জন্মস্থান থেকে তোমরা বরকত লাভ করতে থাক। তাঁর জন্মস্থান খুব সম্মানিত স্থান ও বরকতময় স্থান। তাঁর জন্মকালে আকাশের দরজাগুলো এবং জান্নাতের দরজাগুলো তাঁর সম্মানে খোলা হবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা নিজের প্রসবকালীন অবস্থা বর্ণনায় বলেন, গর্ভের ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি তার পা দ্বারা খোচা দিয়ে আমাকে অবহিত করল যে, হে আমেনা! তুমি এমন একজন লোককে গর্ভে ধারণ করেছ, যিনি হচ্ছেন সমগ্র জগতের জন্য কল্যাণের প্রতিভূ। এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তুমি তাঁর নাম রাখবে "মুহাম্মদ"।

আমেনা নিজের অবস্থা বর্ণনায় বলেন, নারীদের সন্তান প্রসব কালে যে অবস্থা হয় আমি সেই অবস্থায় পতিত হলাম। কিন্তু আমার অবস্থাটি আমার সম্প্রদায়ের কারোরই জ্ঞাত ছিল না। তখন আমি কঠোর হৃদ কম্পন ও বিরাট এক বিষয় শুনতে পেয়ে খুব ভীত হলাম। আমি দেখলাম সাদা পাখীর ডানা আমার বুকের উপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আমার থেকে সমস্ত ভয়ভীতি ও বেদনা দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমাকে দুধের মত সাদা শরবত প্রদান করা হয়েছে। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাই তা গ্রহণ করে পান করলাম। তখন একটি লম্বা আকৃতির নূর আমাকে আলোকিত করে ফেলল। তারপর আমি লম্বা খেজুর বৃক্ষের মত কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে দেখলাম। মনে হল যেন তারা আবদে মানাফ গোত্রের কন্যা। তারা আমাকে দেখলেন। তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হলাম। তাদের হাতে ছিল রেশমী কাপড়। অন্য এক বর্ণনায় আছে তারা আমাকে খুব বিস্মিত করল। আমি বললাম, আমার অবস্থা তোমরা কোথা থেকে জানলে? আমাকে সাহায্য কর। এ বর্ণনা ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তারা আমাকে বলল, আমি হলাম ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইনি হলেন ইমরানের কন্যা মরিয়ম। আর অন্যান্যরা হচ্ছে বেহেশতের হুর। আমেনা বলেন, আমার অবস্থাটা খুব কঠিন যাচ্ছিল। আমি প্রতি মুহূর্তে কঠোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাদেরকে অবহিত করলাম যে, পূর্বের মতই কঠিন অবস্থায় আছি। অতঃপর দেখলাম আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যেন সাদা কাপড় টানিয়ে শিবির স্থাপন করা হয়েছে। আর কে যেন বলছে একে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন কর। আমি দেখলাম যে, শূন্য মণ্ডলে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে রয়েছে রৌপ্যের পানিপাত্র (লোটা)। আর পাখীদের একটি কাতার দেখলাম তারা যেন আমার কোল পরিবেষ্টন করে আছে। পাখিগুলোর ঠোঁট হচ্ছে জামরুদের এবং ডানাগুলো হচ্ছে ইয়াকুত পাথরের। আল্লাহ তাআলা আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে ফেললেন, তখন আমি পূর্বের ও পশ্চিমের সবকিছু আমার সম্মুখে দেখলাম। অতঃপর দেখলাম তিনটি ঝাণ্ডা স্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে এবং তৃতীয়টি কাবাঘরের ছাদে।

অতঃপর আমার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়। মুহাম্মাদ যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন সে সিজদা অবস্থায় ছিল এবং দু'টি আঙ্গুল আকাশের পানে বিনয়ের সাথে উঠাল। অতঃপর দেখলাম একখণ্ড সাদা মেঘ এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আচ্ছাদিত করল। তখন তাঁকে আমার সম্মুখ থেকে অদৃশ্য করা হল। তখন আমি এ ঘোষণা শুনতে পেলাম যে, মুহাম্মাদকে পূর্ব-পশ্চিমে ও জলভাগে ভ্রমণ করাও, যাতে তাঁর নাম, গুণাবলী ও আকৃতি দেখে সৃষ্টিকুল চিনতে পারে। তার অন্য এক নাম হচ্ছে মাহী অর্থাৎ বিলীনকারী। তার জীবদ্দশায় শির্‌ক, কুফর সম্পূর্ণরূপে বিলীন হবে।

অতঃপর তাঁকে দ্রুত আনা হয়। তখন সে ছিল আমার সম্মুখে সাদা কাপড়ে জড়ানো। আর তাঁর বিছানা ছিল রেশমী সবুজ তোষক। আর তাঁর হাতে ধরা ছিল তিনটি উজ্জল মুক্তার চাবি। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলল, মুহাম্মাদ নুসরতের চাবি, বায়ু বা শক্তির চাবি এবং তৈলের চাবি নিজে আয়ত্ব করেছেন।

আমেনা বলেন, অতঃপর একখণ্ড মেঘ আসল। তা থেকে ঘোড়া চলনের এবং পাখী উড়ার শব্দ শোনা গেল। ঐ মেঘ খণ্ড যেন মুহাম্মাদকে আবেষ্টন করে ফেলল এবং মুহাম্মাদ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর আমি শুনলাম যে, জনৈক আহ্বায়ক বলছে, মুহাম্মাদকে পূর্ব ও পশ্চিমে এবং নবীদের জন্মস্থানগুলোতে ভ্রমণ করাও। আর তাঁকে জিন ও মানব জাতির আত্মাসমূহের কাছে এবং সমস্ত জীবজন্তু ও পাখীর আত্মার কাছে উপস্থিত কর। আর তাঁকে নবী আদমের নিষ্কলুষতা, নবী নূহের হৃদয়ের কোমলতা, নবী ইবরাহীমের বন্ধুত্বতা, নবী ইসমাঈলের সুমধুর ভাষাতত্ত্ব, নবী ইয়াকুবের সুসংবাদ, নবী ইউসুফের সৌন্দর্য, নবী দাউদের সুমধুর কণ্ঠ, নবী আইয়ুবের ধৈর্যশীলতা, নবী ইয়াহইয়ার দুনিয়া বিমুখতা এবং নবী ঈসার বদান্যতা দান কর। এক কথায় সমগ্র নবীদের চরিত্র তাঁকে দান কর। পুনরায় আমি তাঁকে সবুজ রেশমী কাপড়ে জড়ানো দেখলাম। আর কে যেন বলছে বাহ্ বাহ্ মুহাম্মদ সমস্ত দুনিয়াকে আয়ত্ব করে ফেলেছে। জগতের কোন সৃষ্টিই অবশিষ্ট নেই যে, তা তার করায়ত্বে প্রবেশ করেনি।

অতঃপর আমি তিন ব্যক্তিকে দেখলাম, যার একজনের হাতে রৌপ্যের বদনা, দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ যামরুদের তশতরি এবং তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশমী কাপড়। সে তার কাপড় খুলে তা থেকে এমন একটি আংটি বের করল যা নয়ন যুগলকে বিস্মিত করে তোলে। অতঃপর মুহাম্মদকে ঐ বদনার পানি দ্বারা সাতবার গোসল করান হল। অতঃপর তাঁর উভয় কাঁধের (নবুওয়াতের) মাঝে মোহর লাগান হল। অতঃপর তাঁকে রেশমী কাপড়ে জড়ানো হল এবং তাঁকে বাহুতলে উঠানো হল। অতঃপর তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হল। (আবু নাঈম)

(٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَلَدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فِىْ رَبِيْعِ الاَوَّلْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ النَّبُوَّةْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فِىْ رَبِيْعِ الْاَوَّلْ وَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فِىْ رَبِيْعِ الْاَوَّلْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهٰذَا غَرِيْبٌ جِدًّا ـ (انسان العيون)

(৮৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ভূমিষ্ঠ হন এবং রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিনই তাঁর নবুওয়াত লাভ হয়। অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়। আর রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিনই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, এ বিষয়টি খুব কমই বর্ণিত পাওয়া যায়। (ইনসানুল উয়ুন গ্রন্থ)

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الاَحْبَارِ كَيْفَ تَجِدَ نَعْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ كَعْبٌ نَجِدُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُوْلِدُ بِمَكَّةَ وَيُهَاجِرُ اِلٰى طَابَةٍ وَيَكُوْنُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ وَلَيْسَ بِفَحَاشٍ وَلَا بِسَخَابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَايَكَافِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرْ ـ (رواه دارمى، ابن سعد، ابن عساكر)

(৮৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত কা'ব ইবনুল আহবার (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি কি পেয়েছ? হযরত কা'ব (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমি একথা পেয়েছি যে, নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করবেন। তাঁর সাম্রাজ্য হবে সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত। তিনি অশ্লীল ভাষায় কথা বলবেন না এবং বাজারে গিয়েও উচ্চৈস্বরে হৈ চৈ করবেন না। তিনি খারাপ কাজের প্রতিশোধ খারাপ কর্ম বা কথা দ্বারা নিবেন না। তিনি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করবেন ও মার্জনা করবেন। (দারেমী, ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسٰى اٰمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْ اُمَّتِكَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهٖ . فَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُ اٰدَمَ وَلاَ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ لَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءَ وَاضْطَرَبَ فَكُتِبَ عَلَيْهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَسَكَنَ . (رواه حاكم وصححه)

(৮৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তুমি মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাকে পায় তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দাও, যেন তারাও তাঁর প্রতি ঈমান আনে। মুহাম্মদ না হলে আমি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করতাম না। সৃষ্টি করতাম না জান্নাত ও জাহান্নাম। আমি পানির ওপর আমার আরশ সৃষ্টি করায় আমার আরশ কাঁপতে থাকে। অতঃপর যখন আরশের ওপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখা হল, তখন তার কম্পন বন্ধ হল। (হাকেম এ হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন)

(٨٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَقَدَّمُ فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ وَلَمْ تَزَلِ الْاُمَمُ تَتَبَاشَرُ وَتَسْتَفْتَحُ بِهٖ حَتّٰى اَخْرَجَ اللّٰهُ فِىْ خَيْرِ اُمَّةٍ وَفِىْ خَيْرِ قَرْنٍ وَفِىْ خَيْرِ اَصْحَابٍ وَخَيْرِ بَلَدٍ وَقَامَ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ وَهُوَحَرَمُ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ اَخْرَجَهٗ اِلٰى طَيِّبَةٍ وَهِىَ حَرَمُ مُحَمَّدٍ . فَكَانَ مَبْعَثُ مِنْ حَرَمٍ وَمُهَاجَرَهٗ اِلٰى حَرَمٍ . (رواه ابن عساكر)

(৮৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা সর্বদা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখতেন এবং হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি ও তৎপরবর্তী নবীদের প্রতি রাখতেন তাঁর দৃষ্টি। আর অন্যান্য উম্মতগণ সর্বদা পরস্পর শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ দিত এবং তার অসিলায় আল্লাহ তাআলার কাছে বিজয় চাইত। অবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম উম্মত, উত্তম যামানা ও উত্তম সাহাবীদের মধ্যে ও উত্তম শহরে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করলেন। আর যতদিন ইচ্ছা ছিল ততোদিন তাঁকে কায়েম

রাখলেন। আর সে শহরটি হচ্ছে নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হরম (মক্কা)। অতঃপর তাঁকে মদীনা তাইয়্যেবায় পাঠালেন। সেটি হচ্ছে হরমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং তিনি হরমেই নবীরূপে প্রেরিত হন এবং তাঁর হিজরতের স্থানও হয় হরম (মদীনা)। (ইবনে আসাকির)

(٨٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اُمِرَ اِبْرَاهِيْمُ بِاِخْرَاجِ هَاجِرَةَ حَمَلَ عَلَى الْبُرَاقِ فَكَانَ لاَيَمُرُّ بِاَرْضٍ عُذْبَةٍ سَهْلَةٍ اِلاَّ قَالَ اَنْزِلْ هٰهُنَا يَا جِبْرِيْلُ فَيَقُوْلُ لاَ حَتّٰى اِلَى الْمَكَّةِ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اَنْزِلْ يَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَيْثُ لاَضَرْعٌ وَلاَزَرْعٌ قَالَ نَعَمْ هٰهُنَا يُخْرِجُ النَّبِىُّ الَّذِىْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ الَّذِىْ تَتِمُّ بِهِ الْكَلِمَةَ الْعُلْيَا . (رواه ابن سعد)

(৮৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি যখন তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে (ফিলিস্তীন থেকে) অন্যত্র নেয়ার হুকুম হল, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রীপুত্রসহ (আল্লাহ প্রেরিত সওয়ারী) বুরাকের পৃষ্ঠে চড়লেন। যখনই কোন মনোরম ও উপযোগী স্থান অতিক্রম করতেন, তখনই হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলতেন, হে জিবরাঈল! এখানে অবতরণ কর। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলতেন এখানে নয়। এভাবে চলতে চলতে মক্কায় গিয়ে উপনীত হলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে ইবরাহীম! এখানে অবতরণ করুন। নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, এটা কোন স্থান যেখানে নেই কোন দুধ ও ফসলাদী। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হাঁ বটে। এখানে আপনার ভবিষ্যত বংশধর থেকে সেই নবী আত্মপ্রকাশ করবেন যাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারা অর্থাৎ অহী প্রেরণের ধারাটি শেষ হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। (ইবনে সাআদ)

(٨٨) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرَ سَفَاحٍ . (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(৮৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমার জন্ম পর্যন্ত বৈবাহিক মিলনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছি। ব্যভিচার ও যেনার মিলনে নয়। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(٨٩) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِىْ مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ شَئٌ وَمَا وَلَدَنِىْ اِلاَّ نِكَاحٌ كَنِكَاحِ الْاِسْلَامْ ـ (رواه طبرانى)

(৮৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার জন্মের ব্যাপারে শুরু থেকে কোন পর্যায়ই ব্যভিচার ও যিনার কোন কিছু ঘটেনি। আমার পিতা-মাতা আমাকে বৈবাহিক সম্পর্কের মিলনের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছেন। যেমন ইসলামী নিয়মে বিবাহ হয়। অনুরূপ ইসলামী বিবাহের মাধ্যমে আমার জন্ম হয়েছে। (তাবারানী)

(٩٠) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْتَقِ اَبْوَائِىْ قَطُّ عَلٰى سَفَاحٍ لِمَ يَزَلَ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلٰى اَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى وَمُهَذِّبًا لَايَنْشَعَبُ شَعْبَتَانِ اِلاَّ كُنْتُ فِىْ خَيْرِهِمَا ـ (رواه ابو نعيم)

(৯০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পিতা-মাতা কক্ষনোই ব্যভিচার ও যিনার পন্থায় মিলিত হননি। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাকে সর্বদা পবিত্র পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র পরিশুদ্ধ ও সুসভ্য গর্ভাশয়সমূহে স্থানান্তরিত করেছেন। আর কোন গোত্র দু'টি শাখায় বিভক্ত হলে আমি তাদের মধ্যে উত্তম শাখায়ই থাকতাম। (আবু নাঈম)

(٩١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْعَرَبِ مُضَرُ وَخَيْرُ مُضَرِ بَنُوْ عَبْدِ مَنَافٍ وَخَيْرُ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ بَنُوْهَاشِمْ وَخَيْرُ بَنُوْهَاشِمِ بَنُوْعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاللّٰهُ مَا افْتَرَقَ فِرْقَتَانِ مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اِلاَّ كُنْتُ فِىْ خَيْرِهِمَا ـ (رواه ابن سعد)

(৯১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আরবে উত্তম গোত্র হচ্ছে মুদ্বার গোত্র। আর মুদ্বার গোত্রের মধ্যে উত্তম হচ্ছে আবদে মুনাফ গোত্র। আবদে মুনাফের

মধ্যে উত্তম গোত্র হচ্ছে হাশেমী গোত্র। হাশেমী গোত্রের মধ্যে উত্তম হচ্ছে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র। হযরত আদম (আঃ) থেকে আমি সর্বদা গোত্রসমূহের মধ্যে উত্তম গোত্রেই ছিলাম। (ইবনে সাআদ)

(٩٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ بِاَلْفَىْ عَامٍ يُسَبِّحُ ذَالِكَ النُّوْرُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيْحِهٖ ـ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ لُقِىَ ذَالِكَ النُّوْرُ فِىْ صُلْبِهٖ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَهْبَطَنِىَ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فِىْ صُلْبِ اٰدَمْ ـ وَجَعَلَنِىْ فِىْ صُلْبِ نُوْحٍ وَقَذَفَ فِىْ صُلْبِ اِبْرَاهِيْمَ ـ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْاَصْلَابِ الْكَرِيْمَةِ وَالْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتّٰى اَخْرَجَنِىْ مِنْ بَيْنِ اَبْوَىَّ لَمْ يَلْتَقِيَا عَلٰى سَفَاحٍ قَطُّ ـ (رواه ابن عمر العدنى فى مسنده)

(৯২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার দরবারে কুরাইশদের একটি নূর ছিল। সে নূর আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করত এবং ফেরেশতারাও সে নূরের সাথে অবস্থান করে তাসবীহ পাঠ করত। আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর সে নূরটি তাঁর পৃষ্ঠ দেশে সংস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পৃথিবীতে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে অবস্থান অবস্থায় অবতরণ করিয়েছেন। অতঃপর হযরত নূহের পৃষ্ঠদেশে, ইবরাহীমের পৃষ্ঠদেশে এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তর করছিলেন, পবিত্র পৃষ্ঠদেশসমূহ হতে পবিত্র গর্ভাশয়সমূহে। অবশেষে আমাকে আমার পিতা-মাতা থেকে প্রকাশ ঘটান। তারা কখনো যেনা ব্যভিচারী পন্থায় মিলিত হননি। (ইবনে উমর আল আদানী তার মুসনদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

(٩٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا خَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِابْنِهٖ لِيُزَوِّجَهٗ مَرَّ عَلٰى كَاهِنَةٍ مِنْ اَهْلِ قَبَالَةَ مَشْهُوْرَةٍ قَدْ قَرَاَتِ الْكِتَابَ يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتِ دُرِّالْخَشْعَمِيَةَ فَرَأَتْ نُوْرَالنُّبُوَّةِ فِىْ وَجْهِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَهٗ يَا فَتٰى هَلْ لَكَ اَنْ تَقَعُ عَلَىَّ الْاٰنَ وَاَعْطَيْتُكَ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ ـ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيَّةِ عَبْدُ اللّٰهِ ـ الشِّعْرَ

اَمَا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُوْنَهُ + وَالْحِلُّ لَاحِلَّ فَاسْتَبِيْنَهُ

كَيْفَ لِى الْاَمْرُ الَّذِىْ تَبْغِيْنَهُ + يُحْمِى الْكَرِيْمُ عِرْضَهُ وَدِيْنَهُ

ثُمَّ مَضٰى مَعَ اَبِيْهِ فَزَوَّجَهُ اٰمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَاَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ نَفْسُهُ دَعَتْهُ اِلٰى مَادَعَتْهُ اِلَيْهِ الْخَثْعَمِيَّةُ فَاَتَاهَا فَقَالَتْ مَاصَنَعْتَ بَعْدِىْ قَالَ زَوَّجَنِىْ اَبِىْ اٰمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَاَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ـ قَالَتْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَنَا صَاحِبَةُ رِيْبَةٍ وَلٰكِنِّىْ رَاَيْتُ وَجْهَكَ نُوْرًا فَاَرَدْتُّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىَّ وَاَبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَّصِيْرَهُ حَيْثُ اَحَبَّ ـ

(رواه ابو نعيم، ابن عساكر)

(৯৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল মুত্তালিব তার পুত্র আবদুল্লাহকে বিবাহ করাবার উদ্দেশ্যে সাথে নিয়ে যখন বের হলেন। তখন পথে এক বিখ্যাত গনক ঠাকুরানীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাওরাত কিতাব পাঠ করেছিল। তার নাম হচ্ছে ফাতিমা বিনতে দুররুল খাশআমিয়াহ। সে আবদুল্লাহর ললাটে নবুওয়াতের নূর দেখতে পেল। তখন সে মহিলা আবদুল্লাহকে বলল, হে যুবক তুমি কি এখন আমার সাথে যৌন মিলন করবে? তাহলে আমি তোমাকে একশত উট প্রদান করব। তখন আবদুল্লাহ ইহুদী মহিলাকে বলল–

ব্যভিচার করার পূর্বে মৃত্যু হওয়া অনেক ভাল। সম্মানিত লোকেরা নিজের ধর্ম ও মান সম্মানকে রক্ষা করে চলে। অতএব তুমি যা চাও আমি তা কিভাবে করতে পারি।

অতঃপর আবদুল্লাহ তার পিতার সাথে চলে গেল এবং আমেনা বিনতে ওহাবকে বিবাহ করে তার কাছে তিনদিন অবস্থান করল। অতঃপর তার মধ্যে কুরিপু চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং সে একশত উট পাওয়ার লোভে খাশআমিয়ার কন্যা ফাতিমার কাছে ফিরে আসল। তখন ফাতিমা জিজ্ঞেস করল আমার নিকট থেকে যাওয়ার পর তুমি কি করেছ? আবদুল্লাহ বললেন, আমি বিবাহ করেছি এবং আমার স্ত্রীর কাছে তিনদিন অবস্থান করেছি। তখন ফাতিমা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, আমার মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই। আমি তোমার ললাটে নূর দেখেছিলাম। আমি সেই নূর লাভ করতে তোমাকে আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু এখন সে নূর দেখছি না। সে নূর আল্লাহ তাআলা যেখানে রাখা পছন্দ করেছেন, সেখানেই চলে গেছে। (আবু নাঈম, ইবনে আসাকির, আল্ খারায়েতী)

(٩٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا وَلَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِكَبْشٍ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدً ـ فَقِيْلَ يَا اَبَا الْحَارِثِ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا وَلَمْ تُسَمِّهِ بِاِسْمِ اٰبَائِهِ ـ قَالَ اَرَدْتُّ اَنْ يَحْمِدَهُ اللّٰهُ فِى السَّمَاءِ وَيَحْمِدُهُ النَّاسُ فِى الْاَرْضِ ـ (رواه ابن عساكر)

(৯৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব একটি ছাগল জবাই করে তাঁর আকীকা করেন এবং তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আবুল হারেছ! কি কারণে আপনি মুহাম্মদ নাম রাখতে উদ্বুদ্ধ হলেন এবং আপনার পূর্ব পুরুষদের নামে নাম রাখলেন না কেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি চাই যে, আল্লাহ তাআলা আকাশে তাঁর প্রশংসা করবেন। আর পৃথিবীতে মানুষ তাঁর প্রশংসা করবেন। (ইবনে আসাকির)

(٩٥) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَعَرَّضَ نَفْسَهَا فِىْ مَوْسَمٍ مِّنَ الْمَوَاسِمِ وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَعَهَا اَدَمٌ تَطَوَّفَ كَاَنَّهَا تَبِيْعَهُ فَاَتَتْ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا رَاَتْهُ اَعْجَبَهَا فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَكَانَكِ حَتّٰى اَرْجِعُ اِلَيْكِ فَانْطَلَقَ اِلٰى اَهْلِهِ فَبَدَالَهُ فَوَقَعَ اَهْلَهُ فَحَمِلَتْ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهَا قَالَتْ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الَّذِىْ وَعَدْتُّكَ قَالَتْ لَامَا اَنْتَ هُوَ ـ وَلَئِنْ كُنْتَ ذَالِكَ لَقَدْ رَاَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْكَ نُوْرًا مَا اَرَاهُ الْاٰنَ ـ (رواه البيهقى، ابو نعيم، ابن عساكر)

(৯৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাশআম গোত্রের এক অপরূপা সুন্দরী মহিলা আরবের মেলার মৌসুমে মেলায় আসত। তার সাথে ছিল এক টুকরা সুগন্ধ চামড়া, যা সে মেলায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করবে। সে মহিলা ঐ মেলায় আবদুল্লাহকে দেখে তার প্রতি খুব অনুরাগী হয় এবং তার সাথে যৌন মিলন করার জন্য নিজকে পেশ করে। তখন আবদুল্লাহ বলল, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার স্থানে থাকবে। অতঃপর আবদুল্লাহ নিজ স্ত্রীর

কাছে চলে যায় এবং তাঁর সাথে যৌন মিলন করে। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের গর্ভাশয়ে স্থান লাভ করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ঐ মহিলার কাছে ফিরে আসলে সে জিজ্ঞেস করল তুমি কে? আবদুল্লাহ বললেন, আমি সেই লোক যে তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মহিলা বলল, তুমি সে লোক নও। তুমি সে লোক হলে আমি তোমার ললাটে প্রথমতঃ যে নূর দেখেছিলাম সে নূর এখন দেখতে পাচ্ছি না কনে? (বাইহাকী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন)

(৯৬) عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَا رَأَتْ اٰمِنَةُ فِيْ مَنَامِهَا فَقِيْلَ لَهَا اِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَسَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ فَاِذَا وَلَدْتِّهِ فَسَمِّيْهِ اَحْمَدَ وَمُحَمَّدَ . (رواه ابو نعيم)

(৯৬) হযরত বুরাইদাহ ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমেনা স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে তুমি গর্ভবতী হয়েছ এমন এক মহা মানবের, যিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সমগ্র বিশ্বের নেতা। তুমি তাঁকে প্রসব করার পর তাঁর নাম রাখবে আহমদ ও মুহাম্মদ। (আবু নাঈম)

(৯৭) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اٰمِنَةَ قَالَتْ لَقَدْ عَلَقْتُ بِهٖ فَمَا وَجَدْتُّ لَهٗ مُشَقَّةً حَتّٰى وَضَعْتُهٗ فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّيْ خَرَجَ مَعَهٗ نُوْرٌ اَضَاءَ لَهٗ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ وَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَى السَّمَاءِ . (رواه ابن سعد وابن عساكر)

(৯৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমেনা বলেছেন, মুহাম্মদ আমার গর্ভে মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়ার পর আমি তাঁর জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত কোন কষ্ট পাইনি। সে যখন আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল তাঁর সাথে এমন একটি নূর বের হল, যার আলোতে পূর্ব ও পশ্চিমের সব কিছু আলোকিত হল। সে হাতের ওপর ভর করা অবস্থায় পৃথিবীতে পদার্পন করে এবং হাতে একমুষ্টি মাটি গ্রহণ করে। অতঃপর আকাশের পানে তাঁর মাথা তুলে তাকায়। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(৯৮) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ يَهُوْدُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ وَفِدَكٍ وَخَيْبَرِ وَتَجِدُوْنَ صِفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْعَثَ وَاَنَّ دَارَ هِجْرَتِهٖ الْمَدِيْنَةُ . فَلَمَّا وَلَدَ قَالَتْ اَحْبَارُ يَهُوْدٍ وَلَدَ اَحْمَدُ اللَّيْلَةَ هٰذَا الْكَوْكَبُ قَدْ طَلَعَ فَاِذَا تَنَبَّأَ قَالُوْا تَنَبَّأَ اَحْمَدُ كَانُوْا يَعْرِفُوْنَ ذَالِكَ وَيَقْرَؤُوْنَ بِهٖ وَيَصْفُوْنَهٗ .

(رواه ابن سعد، ابونعيم)

(৯৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয় এবং ফিদ্‌ক ও খাইবরের ইহুদীরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে তিনি নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বেই তাদের কিতাবের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছিল। তার হিজরতের শহর যে মদীনা হবে তাও তারা অবহিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহুদী আলেমগণ বলেছিল, আজ রাতে আহমদের (মহানবী) জন্ম হয়েছে। কারণ এ তারকা উদয় হয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন তখন তারা বলল, আহমদ নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, তাদের কিতাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী পাঠ করে তাঁর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিল ও তাকে জানত। (ইবনে সাআদ, আবু নাঈম)

(৯৯) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ وَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُوْرًا وَمَخْتُوْنًا . (رواه ابن عدى)

(৯৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী কাটা ও খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। (ইবনে আদী, ইবনে আসাকির)

(১০০) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرٰى بِاللَّيْلِ فِى الظُّلْمَةِ كَمَا يَرٰى بِالنَّهَارِ فِى الضَّوْءِ . (رواه بيهقى)

(১০০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের আলোতে চোখে যেরূপ দেখতেন, রাতের অন্ধকারেও অনুরূপ দেখতেন। (বায়হাকী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٠١) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفَتِىْ اَحْمَدُ الْمُتَوَكِّلُ وَمَوْلَدُهٗ مَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ اِلَى الطَّيْبَةِ لَيْسَ لَفْظُ وَلاَغَلِيْظٌ يَجْزِىْ بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ وَلاَيُكَافِىْ بِالسَّيِّئَةِ ـ (رواه اخبارمدينه و ابو نعيم)

(১০১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সিফাত ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আহমাদুল মুতাওয়াকিল। আমার জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরতের স্থান মদীনা। ভাল কাজের প্রতিদান ভালকর্ম দ্বারা দেয়া এবং খারাপ কাজের প্রতিশোধ না নেয়া। (আবু নাঈম, আখবারে মদীনা)

(١٠٢) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ خَرَجْتُ اِلٰى الْيَمَنِ قَبْلَ اَنْ يَّبْعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْتُ عَلٰى شَيْخٍ مِّنَ الْاَزْدِ عَالِمٍ قَدْ قَرَاَ الْكُتُبَ وَاَتَتْ عَلَيْهِ اَرْبَعُ مَائَةَ سَنَةٍ اِلَّاعَشَرَ سِنِيْنَ فَقَالَ لِىْ اَحْسَبُكَ حَرَمِيًّا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِىْ اَحْسَبُكَ قُرَيْشِيًّا قُلْتُ نَعَمْ ـ قَالَ وَاَحْسَبُكَ تَيْمِيًّا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَقِيَتْ لِىْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ قُلْتُ مَاهِىَ قَالَ اَكْشِفْ لِىْ عَنْ بَطْنِكَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ ـ قَالَ اَجِدُ فِىْ عِلْمِ الصَّادِقِ اِنَّ نَبِيًّا يُبْعَثُ فِى الْحَرَمِ ـ يُعَاوِنُ عَلٰى اَمْرِهٖ فَتٰى وَكَهْلاً فَاَمَّا الْفَتٰى فَخَوَاضُ مِنْ غَمَرَاتٍ وَدِفَاعِ مُعْضَلاَتٍ ـ وَاَمَّا الْكَهْلُ فَاَبْيَضُ نَحِيْفٍ عَلٰى بَطْنِهٖ شَامَةٌ وَعَلٰى فَخِذِهٖ الْيُسْرٰى عَلاَمَةٌ ـ وَمَا عَلَيْكَ اَنْ تَرٰى فَقَدْ تكاملت لِىْ فِيْكَ الصِّفَةَ اِلاَّمَاخُفِىَ عَلَىَّ ـ قَالَ اَبُوْبَكْرُ فَكَشَفْتُ لَهٗ عَنْ بَطْنِىْ فَرَاٰى شَامَةَ سَوْدَاءَ فَوْقَ سُرَّتِىْ فَقَالَ اَنْتَ هُوَ وَرَبِّ الْكَعْبَةَ ـ (رواه ابن عساكر)

(১০২) হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে আমি ইয়ামনে গিয়েছিলাম। সেখানে আযদ গোত্রের এক শায়খ ও আলেম ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলাম। সে সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। তখন তার বয়স হয়েছিল তিনশত নব্বই বছর। তিনি আমাকে বললেন, আমি মনে করি তুমি একজন হরমের (মক্কার) অধিবাসী। আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমি মনে করি তুমি কুরাইশ বংশের লোক। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার আমাকে বললেন, আমি মনে করি তুমি তাইমী গোত্রের লোক। আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে আর একটি বিষয় জানা বাকী আছে। আমি বললাম সেটা কি? তিনি বললেন, তোমার পেটটি উলঙ্গ কর। আমি বললাম এটা কেন করব ? তিনি বললেন, আমি সত্য জ্ঞান দ্বারা অবহিত হয়েছি যে, হরমে একজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর আন্দোলন কর্মে দু'জন লোক তাকে সাহায্য করবেন। একজন হচ্ছে যুবক এবং অপরজন হচ্ছে মধ্য বয়সী লোক। যুবক লোকটি কঠিনতম লড়াইতে এবং বিপদ আপদে প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করবে। আর মধ্যবয়সী লোকটির দেহের রং হবে সাদা এবং ছিমছাম অবয়ব। তার পেটের ওপর একটি তিলক থাকবে। আর তার বাম রানে একটি চিহ্ন থাকবে। আমি তোমার মধ্যে সে সব গুণাবলীর সবই দেখতে পাচ্ছি। তবে একটি বাকী আছে। তা তুমি দেখাও না কেন? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কথার পর আমি আমার পেট উলঙ্গ করলাম। তিনি আমার নাভীর উপর একটি কাল তিলক দেখলেন। আর বললেন, আমি কাবা ঘরের প্রতিপালকের নামে শপথ করে বলছি, তুমিই সে মধ্যবয়সী লোক। (ইবনে আসাকির)

(١٠٣) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ.قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَسُبُّوْا قُرَيْشًا فَاِنَّ عَالِمَهَا يَمْلاَءُ الْاَرْضَ عِلْمًا ـ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدْ وَغَيْرُهٗ هٰذَا الْعَالِمُ هُوَ الشَّافِعِىْ لِاَنَّهٗ لَمْ يَنْتَشِرْ فِىْ طَبَاقِ الْاَرْضِ عِلْمَ عَالِمُ قُرَيْشِىٍّ مِّنَ الصَّحَابَةِ هُوَ غَيْرَهُمْ ـ مَا انْتَشَرَ مِنَ الْعِلْمِ الشَّافِعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

(رواه الطيالسى والبيهقى)

(১০৩) হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরাইশদেরকে গালি দিও না। কেননা, কুরাইশী এক আলেম ইলম দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে ভরপুর করে রাখবে। ইমাম আহমদসহ অন্যান্য সুধিমণ্ডলী বলেছেন, সেই আলেম হচ্ছেন ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। কেননা ভূপৃষ্ঠে সাহাবীদের থেকে কোন কুরাইশ ব্যক্তি এত ইলম প্রচার ও প্রসার করতে পারেনি, যতটা প্রচার ও প্রসার তিনি করেছেন। তার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তোষ নাযিল করুন। (তাইয়ালিসী, বায়হাকী)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ خَلْقَهُ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِىْ اٰدَمَ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ الْعَرَبَ ثُمَّ اخْتَارَنِىْ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ اَزَلْ خِيَارًا مِّنْ خِيَارٍ ـ (رواه الطبرانى)

(১০৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করে সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষকে সম্মানিত জীবে পরিণত করলেন। অতঃপর মানুষ অর্থাৎ আদম সন্তানের মধ্যে আরবীয় লোকদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আরবদের মধ্যে আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। অতএব আমি সর্বদাই উত্তমদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হয়ে আছি। (তাবারানী, আওসাত গ্রন্থে)

(١٠٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ وُلِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُوْرًا وَمَخْتُوْنًا ـ (رواه ابن عساكر)

(১০৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী কাটা অবস্থায় এবং খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। (ইবনে আসাকির)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٠٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ رَاهِبٌ يُسَمّٰى عَيْصًا مِنْ اَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ يَقُوْلُ يُوْشَكُ اَنْ يُّوْلَدَ فِيْكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَوْلُوْدٌ وَتَدِيْنُ لَهُ الْعَرَبُ وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ هٰذَا زَمَانُهُ فَكَانَ لَايُوْلَدُ بِمَكَّةَ مَوْلُوْدٌ اَلَايَسَالُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ صُبْحُ يَوْمِ الَّذِىْ وُلِدَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتّٰى اَتٰى عَيْصًا وَنَادَاهُ فَاَشْرَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَيْصٌ كُنْ اَبَاهُ فَقَدْ وُلِدَ ذَالِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ كُنْتُ اُحَدِّثُكُمْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ (عَبْدُ الْمُطَّلِبِ) وُلِدَ فِى اللَّيْلَةِ مَعَ الصُّبْحِ مَوْلِدٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ مُحَمَّدًا قَالَ وَلَقَدْ كُنْتُ اَشْتَهِىْ هٰذَا الْمَوْلُوْدَ فِيْكُمْ اَهْلَ هٰذَا الْبَيْتَ (الكعبة) بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَعْرِفُهُ (اَىْ تَمِيْزُ تِلْكَ الْخِصَالِ وَتَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ ذَالِكَ الْمَوْلُوْدُ) فَقَدْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْهَا اَنَّهُ طَلَعَ نَجْمُ الْبَارِحَةَ وَاَنَّهُ وُلِدَ الْيَوْمَ وَاَنَّ اِسْمَهُ مُحَمَّدٌ ـ (رواه ابن عساكر، ابو نعيم)

(১০৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ার একজন খ্রীস্টান পাদ্রী ব্যক্তি মাররে যাহরান নামক স্থানে বসবাস করত। তার নাম হচ্ছে আইস। সে বলত হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমাদের মধ্যে এমন এক শিশু অতিসত্তর জন্মগ্রহণ করবে যার তাবেদারী করবে আরবের সমস্ত লোক। আর অনারবীয় দেশেও তার রাজত্ব বিস্তার লাভ করবে। বর্তমান যামানাটি হচ্ছে তার জন্ম হওয়ার যামানা। মক্কায় কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করলে লোকেরা তার কাছে গিয়ে খবর দিত এবং শিশু সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন ভোরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেদিন সকাল বেলা দাদা আবদুল মুত্তালিব পাদ্রী আইস

এর কাছে গিয়ে তাকে ডাকলেন। সে এসে বলল, তুমি তার পিতা হয়ে যাও। আমি যে শিশু জন্ম হওয়ার ভবিষ্যত বাণী করেছিলাম, সে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে আজ সোমবার দিনে। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আজ রাতে ফজরের নিকটবর্তী সময় একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। পাদ্রী আইস বললেন, এ শিশুর কি নাম রেখেছ? আবদুল মুত্তালিব বললেন, মুহাম্মদ নাম রেখেছি। পাদ্রী বললেন, আমি এটাই চেয়েছিলাম। হে মক্কাবাসী! এ শিশুকে তিনটি নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। এ শিশু হচ্ছে সেই শিশু যার জন্ম হওয়া সম্পর্কে লোকদের মধ্যে আলোচনা চলত। একটি নিদর্শন হল গত রাতে বিশেষ একটি উজ্জ্বল তারকা উদয় হয়েছে। দ্বিতীয় হল সোমবার দিন জন্মলাভ করা এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে তার নাম মুহাম্মদ হওয়া। (আবু জাফর ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে আসাকির, আবু নাঈম– দালায়েল গ্রন্থে)

(١٠٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اَنَّ اللّٰه عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةٍ مَا كَتَبَ فِى الذِّكْرِ وَهُوَ اُمُّ الْكِتَابِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (فى الوجود) ـ (رواه المسلم)

(১০৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তখন তার আরশ ছিল পানির ওপর স্থাপিত। সব কিছু লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটাকেই উম্মুল কিতাব বলা হয়। আর সে কিতাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে নবীকুলের শেষ নবী। (সহীহ মুসলিম)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٠٨) عَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (ابن المنذر ابن عمرو بن حرام الانصارى) شَاعِرُ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُوَيَّدُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ جَوَّزَ فِيْهِ الصَّرْفُ وَعَدْمُهٗ قَالَ اِنِّىْ لِغُلَامٍ اِبْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ اَوْثَمَانِ سِنِيْنَ عَلَى التَّقْرِيْبِ (فقد ذكروا انه عاش مائة عشرين سنة كابيه وجده وابى جده مات سنة اربع وخمسين) اَعْقَلُ مَا رَاَيْتُ وَسَمِعْتُ اِذْ يَهُوْدِىْ يَصْرِخُ (بالمدينة وفى راوية ابن اسحق يصرخ على اطمة يثرب) ذَاتَ غَدَاةٍ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدٍ فَاجْتَمِعُوْا اِلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ قَالُوْا يَا وَيْلَكَ مَالَكَ قَالَ طَلَعَ نَجْمُ اَحْمَدَ الَّذِىْ وَلَدَ بِهٖ (عنده او سببه لاعتقاد اليهود فى تاثير النجم) فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ ـ (رواه البيهقى، ابو نعيم)

(১০৮) কবিদের নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাত বা আট বছরের বালক ছিলাম। (কথিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতা ও দাদার মত একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ৫৪ হিজরীতে মৃত্যু মুখে পতিত হন।) তিনি বলেন, আমি তখন যা কিছু দেখতাম ও শুনতাম তা বুঝতাম। একদিন আমি শুনলাম যে, জনৈক ইহুদী ব্যক্তি মদীনার একটি উঁচু টিলায় উঠে চিৎকার করছে এবং লোকদেরকে এই বলে ডাকছে, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তখন লোকেরা তার কাছে এসে জমায়েত হল। আমি শুনলাম সে লোকেরা বলছে, তোমার অনিষ্ট হোক। তোমার হল কি? সে বলল আজ রাতে আহমদ জন্মের তারকাটি উদয় হয়েছে। (ইহুদীরা তারকার তাছীরের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।) (বায়হাকী, আবু নাঈম)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহাবী হযরত উসমান ইবনে আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٠٩) عَنْ عُثْمَانِ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَدْ حَدَّثَتْنِىْ اُمِّىْ اِنَّمَا شَهِدَتْ وِلَادَةَ اٰمِنَةِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَدَتْهُ. قَالَتْ فَمَا شَيْءٌ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فِى الْبَيْتِ اِلَّا نُوْرٌ. وَاِنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى النُّجُوْمِ تَدْنُوْ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَقُوْلُ لَيَقَعَنَّ عَلَىَّ. فَلَمَّا وَضَعَتْهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرًا اَضَاءَ لَهُ الْبَيْتَ وَالدَّارَ حَتّٰى جَعَلَتْ لَا اَرٰى اِلَّا نُوْرًا. (رواه البيهقى و الطبرانى و ابو نعيم و ابن عساكر)

(১০৯) সাহাবী হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে ভূমিষ্ঠ হন সে রাতে আমেনার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ঐ রাতে নূর ছাড়া আর কোন কিছুই আমি দেখতে পাইনি। আমি আকাশের তারকাগুলোর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম যে, সেগুলো এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, মনে হচ্ছে সেগুলো আমার ওপর পতিত হবে। আমেনা যখন সন্তান প্রসব করল তখন তার থেকে এমন একটি নূর বের হল যাতে সমস্ত ঘর-বাড়ি কেবল নূরে নূরানী হয়ে গেল। আমি নূর ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। (বায়হাকী, তাবারানী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাহাবী হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١١٠) عَنْ زِيَادِ ابْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ سَمِعَ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ ذَهَبَ اللّٰهُ نُبُوَّةَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ هٰذَا نَجْمٌ قَدْ طَلَعَ بِمَوْلُوْدٍ اَحْمَدَ وَهُوَ نَبِىُّ اٰخِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَمُهَاجِرُهُ اِلٰى يَثْرِبَ. (رواه ابو نعيم)

(১১০) হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার একটি উঁচু বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। আমি শুনলাম কে যেন উচ্চৈস্বরে বলছে, হে ইয়াছরাববাসী (মদীনাবাসী)! আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈল বংশ থেকে নবুওয়াত উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দেখ আহমদ জন্ম গ্রহণের নক্ষত্রটি উদয় হয়েছে। আহমদই হচ্ছে পৃথিবীর নবীকুলের শেষ নবী। তাঁর হিজরতের স্থান এই ইয়াছরাব (মদীনা) শহর। (আবূ নাঈম)

নবম পরিচ্ছেদ

সাহাবী হযরত বুরাইদাতুল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١١١) عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَا رَاَتْ اٰمِنَةُ فِىْ مَنَامِهَا فَقِيْلَ لَهَا اِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَسَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ فَاِذَا وَلَدْتِّهٖ فَسَمِّيْهِ اَحْمَدَ وَ مُحَمَّدْ. (رواه ابو نعيم)

(১১১) হযরত বুরাইদাতুল আসলামী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমেনা স্বপ্নে দেখলেন যে, কে যেন তাঁকে বলছে, তুমি সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম এবং সারাজগতের নেতাকে গর্ভে ধারণ করেছ। তুমি তাঁকে যখন প্রসব করবে, তখন তাঁর নাম রাখবে আহমদ ও মুহাম্মদ। (আবু নাঈম)

(١١٢) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ مُرْضِعَةٍ فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ هِىَ اِمْرَاَةٌ مُبْهَمَةٌ غَيْرَ حَلِيْمَةِ الْمَشْهُوْرَةِ قَالَهُ الشَّامِىْ اِنَّ اٰمِنَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ كَاَنَّهُ خَرَجَ مِنْ فَرْجِىْ شِهَابٌ اَضَائَتْ لَهُ الْاَرْضُ حَتّٰى رَاَيْتُ قُصُوْرَ الشَّامِ. (رواه ابونعيم، ابن سعد)

(১১২) হযরত বুরাইদাহ আসলামী (রাঃ) বনী সাআদ গোত্রের অপরিচিতা দুগ্ধদায়িনী এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন। আল্লামা শামী বলেন, এ মহিলা বিখ্যাত হালিমা দুগ্ধ দায়িনী নয়। তিনি বলেন, আমেনা বলেছেন, আমি দেখলাম যেন আমার জরায়ু থেকে এমন একটি উজ্জল নূর বের হয়েছে যার আলোতে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। সে আলোতে আমি সিরিয়ার উঁচু দালান কোঠাগুলোও দেখতে পেলাম। (আবু নাঈম, ইবনে সাআদ)

দশম পরিচ্ছেদ

সাহাবী হযরত কায়েস ইবনে মাখরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١١٣) عَنْ قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ وَلَدْتُّ اَنَاوَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ قَالَ وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ قَبَاثَ بْنِ اَشْيَمِ اَأَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْبَرُ مِنِّىْ وَاَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيْلَادِ ـ (رواه ترمذى)

(১১৩) হযরত কায়েস ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বছর আবরাহা বাদশাহ তার হস্তী বাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালিয়েছিল সে বছর আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করি। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) উমর ইবনে লাইছের ভাই কাবাস ইবনে আশিমের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, বয়সে তুমি বড়–না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে অনেক বড়। কিন্তু জন্মের দিক থেকে তার থেকে আমি অগ্রগামী। (সুনানে তিরমিযী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম অধ্যায়)

এগারতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اَلْاٰيَةَ ـ قَالَ كُنْتُ اَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرُهُمْ فِى الْبَعْثِ فَبَدَءَ مِنْهُمْ ـ (رواه ابن ابى حاتم، ابونعيم)

(১১৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টির দিক থেকে সমগ্র নবীদের মধ্যে আমিই প্রথম। আর প্রেরণের দিক থেকে আমিই সর্বশেষ নবী। সুতরাং দুনিয়ায় নবী প্রেরণের ধারাটি তাদের

দ্বারাই শুরু হয়েছে। (ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং আবু নাঈম তাঁর দালায়েল গ্রন্থে, কাতাদাহ ও হাসান (রাঃ) থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

(١١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ ـ (رواه البخارى)

(১১৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আদম সন্তানের উত্তম শাখায় পর্যায়ক্রমে প্রেরিত হয়েছি। অবশেষে আমি সেই শাখায় আছি, যে শাখায় আমি অবস্থান করছি। (বুখারী)

(١١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِىْ بَغِىٌّ قَطُّ خَرَجْتُ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ تَنَازَعَنِىَ الْاُمَمُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ حَتّٰى خَرَجْتُ مِنْ اَفْضَلِ حِيْنٍ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمُ وَزُهْرَةُ ـ فِىْ مَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ وُلِدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْذُوْرًا اَىْ مَخْتُوْنًا مَسْرُوْرًا اَىْ مَقْطُوْعُ السُّرَّةِ كَمَا رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ اَنَّهُ قَالَ ذَالِكَ ـ رَفَعَهُ اِلَيْهِ عِنْدَ اِبْنِ عَسَاكِرَ وَابْنِ عَدِىٍّ اِنْتَهَتْ بِزِيَادَةِ شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ ـ (رواه ابن عساكر)

(১১৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে কখনো কোন চরিত্রহীনা ও ব্যভিচারিনী মহিলা প্রসব করেনি। আমি হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হওয়ার পর থেকে গোত্রসমূহে আমাকে নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। অবশেষে আমি আরবের হাশেমী ও যোহরা উত্তম গোত্র দু'টি থেকে প্রকাশ হই।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতনাকৃত অবস্থায় ও নাভীকাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি এরূপই বলেছেন।

ইবনে আসাকির ও ইবনে আদীর মতে এ হাদীসটিকে মারফু সনদে উন্নীত করা হয়েছে। আল্লামা যুরকানীর ব্যাখ্যাসহ হাদীসটি শেষ হল। (ইবনে আসাকির)

(١١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اَرَاهُ بَنِيْهِ فَجَعَلَ يَرٰى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ فَرَاٰى نُوْرًا سَاطِعًا اَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ اَحْمَدُ وَهُوَ اَوَّلُ وَهُوَ اٰخِرُ وَهُوَ اَوَّلُ شَافِعٍ - (رواه البيهقى، ابن عساكر)

(১১৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তার সন্তানদেরকে দেখালেন। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কিছু সন্তানের তুলনায় কিছু সন্তানের অনেক ফযীলত ও মহত্ত্ব দেখলেন। অতঃপর তিনি একটি নূর ঝলমল করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রতিপালক! ইনি কে ? আল্লাহ বললেন, এটি তোমার পুত্র আহমদ। সে-ই প্রথম এবং সে-ই শেষ (নবী) এবং সে-ই প্রথম শাফায়াতকারী। (বায়হাকী, ইবনে আসাকির)

(١١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلٰى مَا وَرَائِىْ كَمَا اَنْظُرُ اِلٰى مَابَيْنَ يَدَىَّ - (رواه عبد الرزاق، حاكم، ابو نعيم)

(১১৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার সামনে যেরূপ দেখি, অনুরূপ আমি আমার পিছনেও দেখি। (আবদুর রাজ্জাক, জামে' গ্রন্থ, হাকেম, আবু নাঈম)

(١١٩) عَنْ نُبَيْطِ الْاَشْجَعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَسَخَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ الْمَصَاحِفَ قَالَ لَهٗ اَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَصَبْتَ وَوُفِّقْتَ اَشْهَدُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ اُمَّتِىْ حُبًّالِىْ قَوْمٌ يَاْتُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يُؤْمِنُوْنَ بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ يَعْمَلُوْنَ بِمَا فِى الْوَرَقِ الْمُعَلَّقِ فَقُلْتُ اَىَّ وَرَقٍ - حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَصَاحِفَ - فَاَعْجَبَ ذَالِكَ عُثْمَانَ وَاَمَرَ لِاَبِىْ

هُرَيْرَةَ بِعَشَرَةِ الْاٰفٍ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ اِنَّكَ لَتَجَلَّسُ عَلَيْنَا حَدِيْثَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه ابن عساكر)

(১১৯) হযরত নাবীতুল আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) যখন কুরআন মজীদের সংকলন (মুসাহেফ) করালেন, তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে বললেন, তুমি একটি চমৎকার কাজ করেছ এবং আল্লাহ তোমাকে এ কাজ করার যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় আমার পর আসবে যারা আমাকে খুব ভালবাসবে। তারা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ তারা আমাকে দেখবে না। তারা ঝুলন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে যা আছে তদানুযায়ী আমল করবে। তখন আমি বললাম, সে পৃষ্ঠাগুলো কি? অবশেষে আমি কুরআনের সংকলনকৃত (পৃষ্ঠাগুলো) দেখলাম। এ কথা শুনে হযরত উসমান (রাঃ) খুব খুশী হলেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে দশ হাজার দিরহাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি জানিনা যে, তুমি আমাদের থেকে আমাদের নবীর হাদীস বেশী সংরক্ষণ করেছ। (ইবনে আসাকীর)

(١٢٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اَحَدِكُمْ يَوْمٌ لِاَنْ يَرَانِىْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ - (رواه البخارى و مسلم)

(১২০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে এমন একটি দিন আসবে যখন তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা আমাকে দেখা বেশী পছন্দ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(١٢١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُّ اِنِّىْ رَاَيْتُ اِخْوَانِىْ قَالُوْا وَلَسْنَا اِخْوَانُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ - (رواه ابونعيم)

(১২১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার ভাইদের দর্শন করাকে খুব পছন্দ করি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হলেন, তারা যারা এখনো আসেনি। (আবু নাঈম)

(١٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهٗ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ - (رواه ابو نعيم)

(১২২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম যদি আকাশের সুরাইয়া তারকায়ও থাকে, তাহলেও পারশ্যবাসী লোকেরা তা আহরণ করবে। (আবু নাঈম)

এ হাদীসটি আল্লামা আহমদ ইবনে হাজর মক্কী শাফেঈ (রহঃ) "খায়রাতুল হিসান ফী মানাকিবে আবু হানিফাতা ইবনে নোমান" কিতাবে লিখেছেন যে, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার মহত্ত্ব, ফযীলত ও সুসংবাদ সম্পর্কে এ হাদীসটিই হচ্ছে মূল ও সহীহ হাদীস। এ হাদীসটির ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়। এ হাদীসটির অনুরূপ আর একটি হাদীস আছে, যা ইমাম মালেক (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত। সে হাদীসটি হল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকেরা উটের পিঠে আরোহণ করে দেশ দেশান্তরে ইলম অন্বেষণ করবে। কিন্তু মদীনার আলেমের তুলনায় বড় কোন আলেম তারা পাবে না। এর উপমা হচ্ছে সেই হাদীসটি যা ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরাইশদেরকে গালি দিবে না। কারণ, তাদের আলেমগণই ভূপৃষ্ঠকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করবে। এ হাদীসটির সূত্র অনেক। মুহাদ্দিসদের মধ্যে কেউ কেউ এ হাদীসটিকে মাউযূ বা মিথ্যা হাদীস বলে ধারণা করেছেন। আর যারা এ মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন তাদেরকেও তারা খারাপ বলেছেন। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, প্রথম হাদীসটিতে মদীনার আলেম দ্বারা ইমাম মালেক ও দ্বিতীয় হাদীসে কুরাইশের আলেম দ্বারা ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর কোন কোন শাগরিদ বলেছেন যে, আমাদের শায়খ আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফার কথাই বুঝানো হয়েছে। সুস্পষ্ট কথা এই যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর যামানায় কোন আলেম লোক বা তার কোন শাগরিদ ইমাম উপাধিতে ভূষিত হতে পারেননি এবং তাঁর মত ইলমের উচ্চ শিখরেও কেউ উপনীত হতে পারেননি। এ বিষয়টিকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মুজিযা হিসেবে ধরে নেয়া যায় যে, তিনি এ হাদীস দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের একটি আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। ফারেস (পারস্য) দ্বারা সর্বজন বিদিত পারস্যকে বুঝানো হয়নি। বরং অনারব বুঝানো হয়েছে। আর অধিকাংশ লোকের মতে ইমাম আবু হানিফার পিতা ও পূর্ব পুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। মুহাদ্দিস দাইলামী সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অনারবদের মধ্যে উত্তম হচ্ছেন পারস্যবাসী।

(١٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ النَّاسُ اَنْ يَضْرِبُوْا اَكْبَادَ الْاِبِلِ فَلَايَجِدُوْا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ سُفْيَانُ ثَوْرِىْ هٰذَا الْعَالِمُ اِمَامُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - (رواه امام حاكم)

(১২৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অতিসত্বরই লোকেরা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ইলমের অন্বেষণে দেশ হতে দেশান্তরে বিচরণ করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেমের তুলনায় অধিক জ্ঞানী বড় আলেম পাবে না। হযরত সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, এই আলেম হচ্ছেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)। (ইমাম হাকেম এ হাদীসটি সংকলন করে সহীহ হাদীস বলেছেন)

বারতম পরিচ্ছেদ

হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٢٤) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاَنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ اِنِّىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ

وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا أُمِّىْ اَلَّتِىْ رَائَتْ وَكَذَالِكَ أُمَّهَاةُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيْنَ - وَاَنَّ اُمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا اَضَائَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ - (رواه امام احمد، بزار، طبرانى، بيهقى)

(১২৪) হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তখন থেকে আল্লাহর নিকট নবীকুলের শেষ নবী। যখন আদম (আঃ) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। আমি তোমাদেরকে সংবাদ জানাচ্ছি যে, আমি হলাম নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোআর ফসল এবং নবী ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের বাস্তব প্রকাশ। আর আমি আমার মাতার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। নবীদের মাতাগণ এভাবেই স্বপ্ন দেখে থাকেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা তাঁকে প্রসব করার সময় এমন একটি নূর দেখতে পান, যার আলোতে সিরিয়া শহরের আট্টালিকাসমূহ তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন। (ইমাম আহমদ, বায্যার, তাবারানী, বায়হাকী)

তেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٢٥) عَنْ حَرَامِ ابْنِ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَدَّمَ اَسْعَدُ اِبْنِ زُرَارَةَ مِنَ الشَّامِ تَاجِرًا فِىْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهٖ - فَرَاٰى رُؤْيًا اَنْ اَتَيَا اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ نَبِيًّا يَخْرُجُ بِمَكَّةَ يَا اَبَا اُمَامَةَ فَاتَّبِعْهُ وَاٰيَةُ ذَالِكَ اِنَّكُمْ تَنْزِلُوْنَ مَنْزِلاً فَيُصَابُ اَصْحَابَكَ الطَّاعُوْنُ فَتَنْجُوْ اَنْتَ وَفُلَانٌ يُطْعَنُ فَنَزَّلُوْا مَنْزِلاً فَبَيْنَهُمْ الطَّاعُوْنَ فَاَصِيْبُوْا جَمِيْعًا غَيْرَ اَبِىْ اُمَامَةَ وَصَاحِبٌ لَهُ طَعْنُ فِىْ عَيْنِهٖ - (رواه ابن سعد)

(১২৫) হযরত হারাম ইবনে উসমান আল্ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসআদ ইবনে যারারাহ তার সম্প্রদায়ের চল্লিশ ব্যক্তির এক বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে আসলেন। তাদের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, এক লোক এসে বলছে মক্কায় একজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন। হে আবু উমামাহ! তুমি তাঁর অনুসরণ করবে। এ কথার নিদর্শন এই যে, তোমরা

কোন এক মনযিলে অবস্থান করবে। তখন তোমার সাথীরা মহামারি রোগে আক্রান্ত হবে। কেবলমাত্র তুমি এবং তোমার এক চোখ বিশিষ্ট অমুক সাথী এ রোগ থেকে রেহাই পাবে। অতঃপর এ কাফেলাটি কোন এক মনযিলে অবস্থানকালে তারা সকলেই মহামারি রোগের কবলে পতিত হয়। কিন্তু আবু উমামাহ ও তার এক চোখ বিশিষ্ট সাথী এ রোগ থেকে রক্ষা পায়। (ইবনে সাআদ)

(١٢٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ بَدْءُ اَمْرِكَ قَالَ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى عِيْسٰى وَرَائَتْ اُمِّىْ اَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرًا اَضَائَتْ بِهٖ قُصُوْرُ الشَّامِ - (رواه ابن سعد، احمد، طبرانى، بيهقى، ابونعيم)

(১২৫) হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্মের ব্যাপারটি কিভাবে সূচনা হয়েছিল? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোআ, নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মাতার স্বপ্নের বাস্তব ফসল আমি। আমার ভূমিষ্ঠকালে আমার মাতা থেকে এমন এক নূর বের হয়েছিল, যার আলোক আভায় সিরিয়া শহরের অট্টালিকাসমূহ তিনি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। (ইবনে সায়াদ, আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী, আবু নাঈম)

চৌদ্দতম পরিচ্ছেদ

কুরাইশের অতি বৃদ্ধ সাহাবী আবু জহম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٢٧) عَنْ اَبِىْ جَهْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا طَالِبٍ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ فِى الْحَجْرِ رَاَيْتُ رُؤْيًا هَالَتْنِىْ فَزَعْتُ مِنْهَا فَزْعًا شَدِيْدًا فَاَتَيْتُ كَاهِنَةَ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ لَهَا اِنِّىْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَانَ شَجَرَةٌ يَنْبِتُ قَدْ نَالَ رَاسُهَا السَّمَاءَ وَضُرِبَتْ بِاَغْصَانِهَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ مَا رَاَيْتُ نُوْرًا اَزْهَرُ مِنْهَا اَعْظَمُ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ سَبْعِيْنَ ضَعْفًا وَرَاَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ سَاجِدِيْنَ - وَهِىَ تَزْدَادَ كُلَّ سَاعَةٍ عَظْمًا وَنُوْرًا وَارْتِفَاعًا

سَاعَةً تُخْفٰى وَسَاعَةً تَظْهَرُ وَرَاَيْتُ رَهْطًامِنْ قُرَيْشٍ وَرَاَيْتُ قَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَلَّقُوْا بِاَغْصَانِهَا يُرِيْدُوْنَ قَطْعَهَا فَاِذَا دَنَوْا مِنْهَا اَخَذَهُمْ شَابٌّ لَمْ اَرْقَطْ اَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهًا وَلاَ اَطِيْبُ مِنْهُ رِيْحًا فَيُكَسِّرُ اَظْهَرَهُمْ وَيَقْلَعُ اَعْيُنَهُمْ فَرَفَعْتُ يَدَىَّ لاَ تَنَاوَلَ مِنْهَا نَصِيْبًا فَقُلْتُ لِمَنِ النَّصِيْبُ فَقَالَ النَّصِيْبُ هُوَ الَّذِيْنَ تَعَلَّقُوْبِهَا وَسَبَقُوْكَ اِلَيْهَا فَانْتَبَهْتُ مَذْعُوْرًا فَزْعًا مَذْعُوْرًا۔ فَرَأَيْتُ وَجْهَ الْكَاهِنَةِ قَدْتَغَيَّرَ ثُمَّ قَالَتْ اِنْ صَدَقْتُ رُوْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ مَنْ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ وَيَدِيْنُ لَهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ لِاَبِىْ طَالِبِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَيَقُوْلُ كَانَتْ شَجَرَةٌ وَاللّٰهِ اَبَا الْقَاسِمِ الْاَمِيْنِ فَقَالَ لَهُ اَلاَ تُؤْمِنَ بِهِ فَيَقُوْلَ اَلْبَتَّةَ وَالْعَارَ ۔ (رواه ابونعيم)

(১২৭) হযরত আবু জহম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা ও দাদা থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, আমি আবু তালেবের মুখে শুনেছি যে, আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, আমি হরমের হাতীমে নিদ্রায় ছিলাম। তখন এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। অতঃপর স্বপ্নের বৃত্তান্ত এক কুরায়শী গণক মহিলার কাছে বর্ণনা করলাম। বললাম, বিরাটকায় উঁচু একটি গাছ ভূমি থেকে উদগত হয়েছে, যার মাথাটি আকাশের সাথে ছুঁয়েছে। আর তার শাখা প্রশাখাগুলো পূর্ব ও পশ্চিমের দিগন্ত ব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। আমি এর চেয়ে উজ্জ্বল কোন জিনিস কখনো দেখিনি। সূর্যের উজ্জ্বলতার চেয়ে তার উজ্জ্বলতা সত্তর গুণ বেশী। আর দেখলাম যে, আরব আজমের লোকেরা তার প্রতি সিজদাবনত। আর ঐ আলোটি সর্বদা উন্নত হতে থাকত। কখনো আলোটি গোপন হত, আবার কখনো প্রকাশ পেত। আর আমি কুরাইশের এক দল লোককে দেখলাম যে, ঐ গাছটির শাখার সাথে ঝুলে আছে। আর কুরাইশের অন্য একটি দল এ গাছটিকে কর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। লোকেরা যখন গাছটি কাটার জন্য উদ্যত হল তখন এক সুন্দর যুবক আসল, যার সুন্দর চেহারার মত কোন চেহারা আমি দেখিনি। আর তার দেহের সুঘ্রাণের মত কোন সুঘ্রাণ আমি পাইনি। সে তাদের পৃষ্ঠে আঘাত করতে লাগল এবং চোখ উপড়িয়ে ফেলতে শুরু করল। আমি হাত উঠিয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছে করলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এতে কার অংশ আছে? উত্তর দিল যারা সংশ্লিষ্ট আছে এবং তোমার অগ্রগামী হয়েছে তাদের অংশ আছে।

অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম। এ স্বপ্ন শোনার পর দেখা গেল যে, গণক মহিলার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়েছে। সে বলল, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, তোমার বংশে এমন এক পুরুষ জন্ম গ্রহণ করবে, যে হবে পূর্ব ও পশ্চিমের বাদশাহ ও মালিক। আর তার বিরোধী কাফের লোকেরা হবে অপদস্ত অপমানিত। অতঃপর আবু তালেবকে বলল, সম্ভবত সে পুরুষ তুমিই হবে। আবু তালিব যখন এ হাদীস বর্ণনা করছেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে বের হলেন। আবু তালিব বললেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, সে গাছটি হচ্ছে আবুল কাসেম আল আমীন। অতঃপর তাকে বলা হল তাহলে তুমি তার প্রতি ঈমান পোষণ কর না কেন? সে বলল ঠিকই বলছ, কিন্তু আমার ঈমান আনতে লজ্জা হয়। (আবু নাঈম)

পনেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٢٨) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلٰى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ كُنْتُ اَتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَدْ اِتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لاَعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِىْ وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا ۔ (كتاب المواهب اللدنيه، ابن عساكر)

(১২৮) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার প্রতিপালক বলছেন যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে বন্ধুরূপে নির্বাচিত করেছি। আর আপনাকে গ্রহণ করেছি প্রিয়তম (হাবীব) রূপে। আমি আপনার তুলনায় কোন সৃষ্টিকে অত্যাধিক সম্মানিত করে সৃষ্টি করিনি। আমি পৃথিবী এবং তার অধিবাসীদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার কাছে আপনার সম্মান মহত্ত্ব ও পদমর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে। আপনি না হলে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ইবনে আসাকির)

(١٢٩) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا وَخَلَقَ عِيْسٰى مِنْ رُوْحِ الْقُدُسِ ـ وَاتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ـ وَاصْطَفَا اٰدَمَ فَمَا اُعْطِيْتَ مِنَ الْفَضْلِ فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اَنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتُ اَتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَدْ اَتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَاِنْ كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوْسٰى فِى الْاَرْضِ تَكْلِيْمًا فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِى السَّمَاءِ وَاِنْ كُنْتُ خَلَقْتُ عِيْسٰى مِنْ رُوْحِ الْقُدُسِ فَقَدْ خَلَقْتُ اِسْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ اَخْلُقَ الْخَلْقَ بِاَلْفَىْ سَنَةٍ ـ وَلَقَدْ وَطِئْتَ فِى السَّمَاءِ مَوْطًا لَمْ يَطَاهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَايَطَاهُ اَحَدٌ بَعْدَكَ وَاِنْ كُنْتُ اَصْطَفَيْتُ اٰدَمَ فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْاَنْبِيَاءَ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْكَ وَقَدْ اَعْطَيْتُكَ الْحَوْضَ وَالشَّفَاعَةَ وَالنَّاقَةَ وَالْقَضِيْبَ وَالتَّاجَ وَالْهِرَاوَةَ وَالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ وَالشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لَكَ حَتّٰى ظَلَّ عَرْشِىْ فِى الْقِيَامَةِ عَلَيْكَ مَمْدُوْدٌ وَالتَّاجُ الْحَمْدُ عَلٰى رَأْسِكَ مَعْقُوْدٌ وَقَرَنْتُ اِسْمَكَ مَعَ اِسْمِىْ فَلَا اُذْكَرُ فِىْ مَوْضَعٍ حَتّٰى تُذْكَرُ مَعِىْ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لَاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا ـ

(رواه ابن عساكر)

(১২৯) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলেছেন। আর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রুহুল কুদুস অর্থাৎ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। আর নবী হযরত আদম আলাইহিস সালামকে করেছেন নির্বাচিত। অতএব আপনাকে কি মহত্ত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে? তখন ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে নবী ! আপনার প্রতিপালক বলেন যে, আমি হযরত

ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলেও আপনাকে প্রিয়তম রূপে গ্রহণ করেছি। আর নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে দুনিয়ায় কথাবার্তা বলেছি বটে। কিন্তু আপনার সাথে কথাবার্তা বলেছি আপনাকে (মিরাজের মাধ্যমে) আকাশে। আর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রুহুল কুদুসের দ্বারা সৃষ্টি করলেও আপনার নামকে সৃষ্টি করেছি সৃষ্টিকুল সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে। আর আপনি আসমানে পদার্পণ করেছেন, আপননার পূর্বে কেউ আসমানে পদার্পণ করেনি এবং আপনার পরেও কেউ আসমানে পদার্পণ করবে না। আর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আমি (প্রথম মানুষ রূপে চয়ন করে) সম্মানিত করলেও এ দুনিয়ায় নবুওয়াতের ধারাকে আপনার দ্বারা শেষ করেছি। আপনার তুলনায় আমার কাছে বেশী সম্মানিত কোন সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি করিনি। আপনাকে আমি হাউযে কাওছার, শাফাআতের পদমর্যাদা, উষ্ট্রী, লাঠি, মুকুট, নিশান, হজ্জ, উমরা, রমযান মাস, শাফাআত ইত্যাদি সব কিছু দান করেছি। এমনকি কিয়ামতের দিন আপনার মাথার ওপর আরশের ছায়া সম্প্রসারিত থাকবে। আর হামদের মুকুট থাকবে আপনার শিরে। আপনার নামটি আমার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে লিখিত থাকবে। আমার নাম উচ্চারণের পাশাপাশি আপনার নামটিও উচ্চারিত হবে। আপনার আসল পদমর্যাদা ও সম্মানকে জানাবার জন্যই আমি পৃথিবী ও তার বাসিন্দাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আপনাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীও সৃষ্টি করতাম না। (ইবনে আসাকির)

ষোলতম পরিচ্ছেদ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٣٠) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ اِلَّاجَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِىْ خَيْرِهِمَا فَاَخْرَجْتُ مِنْ بَيْنِ اَبَوَىَّ فَلَمْ يُصِبْنِىْ شَيْئٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سَفَاحٍ مِّنْ لَدُنْ اٰدَمَ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلٰى اَبِىْ وَاُمِّىْ فَاَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبًا ـ (رواه بيهقى، ابن عساكير، مالك)

(১৩০) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বংশ যখন দুটি শাখায় বিভক্ত হয় তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের উত্তম শাখায় স্থান দিয়েছেন এবং আমি আমার পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। জাহেলী যুগের অবৈধ যৌন ক্রিয়ার কোন কিছু আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমি হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে পিতা আবদুল্লাহ পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই স্থানান্তরিত হয়েছি। অতএব আমি তোমাদের অপেক্ষা সত্ত্বাগত দিক থেকে এবং বংশীয় দিক থেকে উত্তম। (বায়হাকী, ইবনে আসাকির)

(١٣١) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى نَبِىِّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ لَقِيْتَنِىْ وَهُوَجَاحِدٌ بِاَحْمَدَ اَدْخَلْتُهُ النَّارَ۔ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ اَحْمَدُ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْهُ كَتَبْتُ اِسْمَهٗ مَعَ اِسْمِىْ فِى الْعَرْشِ قَبْلَ اَنْ اَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِىْ حَتّٰى يَدْخُلَهَا هُوَ وَاُمَّتُهٗ قَالَ وَمَنْ اُمَّتُهٗ قَالَ اَلْحَمَّادُوْنَ يَحْمِدُوْنَ سُعُوْدًا وَهُبُوْطًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ يَشُدُّوْنَ اَوْسَاطَهُمْ يَطْهُرُوْنَ اَطْرَافَهُمْ صَائِمُوْنَ بِالنَّهَارِ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ اَقْبَلُ مِنْهُمُ الْيَسِيْرَ وَاَدْخَلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اِجْعَلْنِىْ نَبِىَّ تِلْكَ الْاُمَّةَ قَالَ نَبِيُّهَا مِنْهَا قَالَ اِجْعَلْنِىْ مِنْ اُمَّةِ ذَالِكَ النَّبِىِّ قَالَ اَسْتَقْدَمْتَ وَاسْتَاخَرَ وَلٰكِنْ سَاَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ فِىْ دَارِ الْجَلَالِ ۔ (رواه ابو نعيم)

(১৩১) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে অহী পাঠালেন যে, কোন ব্যক্তি আহমদ (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান না এনে বরং তাঁকে অস্বীকার করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করলে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। নবী হযরত মূসা আলাইহিস

সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আহমদ কে? আল্লাহ বললেন, সে হচ্ছে এমন সম্মানিত ব্যক্তি যার থেকে বেশী সম্মানিত করে আমি কোন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিনি। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সে সর্বোচ্চ সম্মানিত, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই আমি আরশের ওপর আমার নামের সাথে তার নাম সংযুক্ত করে লিখে রেখেছি। সে এবং তাঁর উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্য সমস্ত সৃষ্টির জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে। নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর উম্মত কারা ? আল্লাহ তাআলা বললেন, যারা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে এবং উঠতে নামতে সর্বদা আমার প্রশংসা করবে ও আমার বিধান মানতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। আর তারা নিজেরা এবং নিজের চার পাশের পরিবেশকে পবিত্র রাখবে। তারা দিনের বেলা রোযা রাখবে এবং রাতে একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের অল্প ইবাদাতকে কবুল করে লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষীর বদৌলতে আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে আমাকে ঐ উম্মতের নবী করে দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তাদের নবী তাদের সম্প্রদায় থেকেই মনোনীত হবে। নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে আমাকে সেই নবীর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি আগে এসেছ। তারা অনেক পরে আসবে। তবে আমি তোমার ও সেই নবীর মধ্যে দারুল জালালে একত্রিত করার ব্যবস্থা করব। (আবু নাঈম, হুলিয়াহ গ্রন্থ)

(١٣٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ" بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ اَنْفَسَكُمْ نَسَبًا وَصَهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِىْ اٰبَائِىْ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ سَفَاحٌ كُلُّنَا نِكَاحٌ ۔ (رواه ابن مردويه)

(১৩২) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মজীদের لقدجائكم আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতের انفسكم। শব্দটি ف অক্ষরটির ওপর যবর যুক্ত করে পাঠ করলেন। আর বললেন, তোমাদের নিজদের মধ্য হতে (انفسكم) কথার মর্ম হচ্ছে তোমাদের মধ্যে মাতৃকুল পিতৃকুল ও বংশীয় কৌলিন্য। আমার পূর্ব পুরুষ আদম থেকে মাতা আমিনা পর্যন্ত আমি বৈবাহিক নিয়মেই স্থানান্তরিত হতে

রয়েছি। অবৈধ যৌন সম্পর্ক আমার পূর্ব পুরুষদের কোন স্তরেই ছিল না। (ইবনে মারদুবীয়াহ)

(١٣٣) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ بِطَيِّبٍ رِيْحُهُ ـ (رواه ابن سعد، ابو نعيم)

(১৩৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনী বার্তা তাঁর সুগন্ধী দ্বারাই জানতে পারতাম। (ইবনে সাআদ, আবু নাঈম)

(١٣٤) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَّ فِى الطَّرِيْقِ مِنْ طُرْقِ الْمَدِيْنَةِ وَجَدُوْا مِنْهُ رَائِحَةَ الطِّيْبِ وَقَالُوْا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الطَّرِيْقِ ـ (رواه بزار ـ ابو يعلى)

(১৩৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কোন রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করলে সাহাবীগণ ঐ পথে তার আগমনের ব্যাপারটি তার সুগন্ধীর মাধ্যমে অবহিত হতেন। তারা বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পথ দিয়ে চলে গেছেন। (বায্যার, আবু ইয়ালা)

(١٣٥) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اِنِّىْ وَلَدْتُّ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوَاتِىْ ـ (رواه طبرانى، اوسط، ابو نعيم)

(১৩৫) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার কাছে আমি সম্মানিত হওয়ার একটি নির্দশন হচ্ছে যে, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি। (তাবারানী, আসওয়াত গ্রন্থ, আবু নাঈম)

সতেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٣٦) عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ حَلِيْمَةَ لَمَّا اَخَذَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَهَا اُمُّهُ اَعْلِمِىْ اِنَّكِ قَدْ اَخَذْتَ مَوْلُوْدًا لَهُ شَانٌ وَاللّٰهِ لَحَمِلْتُهُ فَمَا كُنْتُ اَجِدُ مَاتَجِدُ النِّسَاءُ مِنْ حَمْلٍ وَلَقَدْ اُوْحِيْتُ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّكِ لَتَلِدَيْنَّ غُلَامًا فَسَمِّيْهِ اَحْمَدَ وَهُوَسَيِّدُ الْعٰالَمِيْنَ وَلَقَدْ وَقَعَ مُعْتَمِدًا عَلٰى يَدَيْهِ رَافِعًا رَأْسُهُ اِلٰى السَّمَاءِ فَخَرَجَتْ حَلِيْمَةُ اِلٰى زَوْجِهَا فَاَخْبَرَتْهُ فَسَرَّبِذَالِكَ ـ (رواه ابن سعد)

(১৩৬) হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হালিমা সাদীয়া (রাঃ) যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধ পান করাবার জন্য গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মাতা আমেনা হালিমাকে বললেন, তুমি জেনে রাখ যে, তুমি যে শিশুকে গ্রহণ করছ, সে শিশু বিরাট মর্যাদাবান ও ভাগ্যবান শিশু। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাকে গর্ভে ধারণ করার পর কিছুমাত্র দুঃখ কষ্ট পাইনি, যা সাধারণত গর্ভবর্তী নারীরা পেয়ে থাকে। আমি গর্ভবতী অবস্থায় আমার কাছে অদৃশ্য থেকে কেউ বলল, তুমি যে শিশু গর্ভে ধারণ করছ, তার নাম রাখবে আহমদ। সে হচ্ছে সৃষ্টিজগতের নেতা। এ শিশুর জন্ম হয়েছে মাটিতে দু'হাতের ওপর ভর করে এবং তখন তার মাথা আকাশের দিকে উঠানো ছিল। হালিমা বের হয়ে স্বামীর নিকট গিয়ে তার স্বামীকে এসব কথা জানালে সে খুব খুশী হল। (ইবনে সাআদ)

আঠারতম পরিচ্ছেদ

হযরত ওয়াছিলা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٣٧) عَنْ وَاثِلَةِ بْنُ الْاَسْقَعْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنْ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ بَنِىْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ

بَنِىْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ - (رواه مسلم)

(১৩৭) হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে সম্মানিত করেছেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে বনী কিনানাকে সম্মানিত করেছেন। বনী কিনানার সন্তানদের মধ্যে কুরাইশকে সম্মানিত করেছেন। আর কুরাইশের সন্তানদের মধ্যে হাশেমী বংশকে সম্মানিত করেছেন। আর হাশেমী বংশের মধ্যে আমাকে করেছেন সম্মানিত। (মুসলিম)

উনিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু মারিয়াম আল্ গাস্সানী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٣٨) عَنْ اَبِىْ مَرْيَمِ الْغَسَّانِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اِنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ شَيْئٍ كَانَ اَوَّلُ نُبُوَّتِكَ قَالَ اَخَذَ اللّٰهُ مِنِّىَ الْمِيْثَاقَ كَمَا اَخَذَ مِنَ النَّبِيّيْنَ مِنْ مِيْثَاقِهِمْ وَدَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى عِيْسٰى وَرَاَتْ اُمِّىْ فِىْ مَنَامِهَا اَنَّهٗ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجًا اَضَائَتْ لَهٗ قُصُوْرُ الشَّامِ - (رواه طبرانى، ابو نعيم)

(১৩৮) হযরত আবী মারিয়াম আল্ গাস্সানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরয করল, আপনার নবুওয়াতের প্রথম প্রমাণ কি? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অন্যান্য নবীদের থেকে আল্লাহ তাআলা যেরূপ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, আমার থেকেও আল্লাহ তাআলা অনুরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। আর নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মাতার স্বপ্নের বাস্তব ফসল আমি। আমার মাতা স্বপ্নে দেখেছেন যে, তাঁর জরায়ু থেকে এমন একটি প্রদীপ বের হয়েছে, যার আলোতে সিরিয়ার মহলগুলো আলোকিত দেখিয়েছে। (তাবারানী, আবু নাঈম)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন আবী মারিয়াম আল গাস্সানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তার দাদার নাম হচ্ছে আবু বকর এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ। বলা হয় যে, এ তিন ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। উসুদুল গাবাহ ফী মারেফাতিস সাহাবা গ্রন্থেও এরূপ বিবৃতি পাওয়া যায়। আবী মারিয়মের পিতা আবদুল্লাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ রাতে আমার ওপর সূরা মারিয়ম নাযিল হয়েছে। অতএব তোমার কন্যার নাম মারিয়ম রাখবে। তাই তার উপাধি হয় আবী মারিয়ম। আবী মারিয়ম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লামা আবু হাতেম রাজী বলেছেন, আমি তার কোন কোন ছেলের কাছে তার এ উপাধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।

বিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু সাখর উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ صَخَرِ الْعُقَيْلِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِىْ مَعَهٗ سَفَرُفِيْهِ التَّوْرَاتُ يَقْرَأُهَا عَلٰى اِبْنٍ لَهٗ مَرِيْضٌ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَايَهُوْدِىُّ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ نَزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى اَتَجِدُ فِىْ تَوْرَاتِكَ نَعْتِىْ وَصِفَتِىْ وَمَخْرَجِىْ فَاَوْمَاَ بِرَأْسِهٖ اَنْ لَا فَقَالَ اِبْنُهٗ لٰكِنِّىْ اَشْهَدُ بِالَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى اَنَّهٗ لَيَجِدُ نَعْتَكَ وَزَمَانَكَ وَصِفَاتَكَ وَمَخْرَجَكَ فِىْ كِتَابِهٖ هٰذَا وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا الْيَهُوْدِىْ عَنْ صَاحِبِكُمْ وَقَبَضَ الْفَتٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ

نَحْوَهُ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ فِىْ "اُسُدِ الْغَابَةِ فِىْ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" فَاَقِيْمُوا الْيَهُوْدِىْ عَنْ اَخِيْكُمْ قَالَ فَقَضَى الْفَتٰى فَوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنُوْطَهُ وَكَفَنَهُ وَصَلّٰى عَلَيْهِ- (رواه احمد، ابن سعد)

(১৩৯) হযরত আবু সাখর আল্ উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক বেদুঈন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী লোকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে ছিল সফর অবস্থায় এবং তার সাথী ছিল তার যুবক ছেলে। ইহুদী লোকটি তাওরাত কিতাব পাঠ করে তার রোগাক্রান্ত ছেলের শরীরে ফুঁক দিচ্ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী লোকটিকে বললেন, আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। তুমি কি সে কিতাবে আমার প্রশংসা, গুণাবলী ও আমার আত্মপ্রকাশ স্থলের কথা পেয়েছ? ইহুদী লোকটি ইঙ্গিতে অস্বীকার করল। তখন তার রোগাক্রান্ত পুত্র বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সে সত্ত্বার নামে, যিনি নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। আমার পিতা সে কিতাবে আপনার প্রশংসা, গুণাবলী ও আপনার যামানার কথা ও আপনার প্রকাশ স্থলের কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের বন্ধুকে এ ইহুদী লোকটি থেকে পৃথক কর। অতঃপর যুবক ছেলেটির মৃত্যু হয় এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন। ইমাম বায়হাকী অনুরূপ একটি হাদীস সাহাবী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, যা "উসুদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। সে বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যুবক ছেলেটি মুসলমান হওয়ার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে এ ইহুদী থেকে পৃথক কর। অতঃপর যুবকটির মৃত্যু হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাফন দাফনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও তার জানাযার নামায পড়ান। (আহমদ, ইবনে সাআদ)

একুশতম পরিচ্ছেদ

হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٤٠) عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ عَامِرٍسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقِيْقَةُ اَمْرِكَ فَقَالَ بَدَءَ شَانِىْ اِنِّىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى اَخِىْ عِيْسٰى وَاِنِّىْ كُنْتُ بَكْرُ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَاَنَّهَا حَمَلَتْ بِىْ كَاَثْقَلِ مَا تَحْمِلُ النِّسَاءُ وَحَمَلَتْ تَشْكٰى اِلٰى صَوَاحِبَاتِهَا ثِقْلٌ مَا تَجِدُ ثُمَّ اِنَّ اُمِّىْ رَأَتْ فِىْ مَنَامِهَا اَنَّ الَّذِىْ فِىْ بَطْنِهَا نُوْرٌ قَالَتْ فَجَعَلَتْ اِتَّبِعَ بَصَرِىْ اَلنُّوْرَ يَسْبِقُ بَصَرِىْ اَلنُّوْرُ يَسْبِقُ بَصَرِىْ حَتّٰى اَضَاءَتْ لِىْ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ثُمَّ اَنَّهَا وَلَدَتْنِىْ فَنَشَائَتْ فَلَمَّا نَشَاتُ بَغَضَتْ لِىْ وَ اَوْثَانُ قُرَيْشٍ وَبُغْضُ اِلَى الشِّعْرِ فَكُنْتُ مُسْتَرْضَعًا فِىْ بَنِىْ لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ فَبَيْنَمَا اَنَا ذَاتَ يَوْمٍ مُنْتَبِذًا مِنْ اَهْلِىْ فِىْ بَطْنِ وَلَهُ مَعَ اَتْرَابٍ لِىْ مِنَ الصِّبْيَانِ اِذَا اَنَابِرَهْطِ ثَلَاثَةٍ مَعَهُمْ طَشْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلْئِى ثَلْجًا فَاَخَذُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِىْ وَانْطَلَقَ الصِّبْيَانُ هَرَامًا مُسْتَرْعِيْنَ اِلَى الْحَىِّ فَعَمَّدَ اَحَدُهُمْ فَاَضْجَعْنِىْ عَلَى الْاَرْضِ اِضْجَاعًا لَطِيْفًا ثُمَّ شَقَّ مَابَيْنَ مُفْرَقِ صَدْرِىْ اِلٰى مُنْتَهٰى عَانَتِىْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ لَمْ اَجِدْ لِذَالِكَ حَبْتًا ثُمَّ اَخْرَجَ اَحْشَاَ بَطْنِىْ ثُمَّ غَسَلَهَا بِذٰلِكَ الثَّلْجِ فَاَنْعَمَ غَسْلَهَا ثُمَّ اُعِدُّهَا مَكَانَهَا ثُمَّ قَامَ الثَّانِىْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تَنَحْ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ جَوْفِىْ فَاَخْرَجَ قَلْبِىْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَصَدَعَهُ ثُمَّ اَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمٰى بِهَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ يَمْنَةً وَيُسْرَةً كَاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْأً فَاِذَا اَنَا بِخَاتَمٍ فِىْ يَدِهِ مِنْ نُوْرٍ يُحَارُ اِنْظَارُ دُوْنِهِ فَخَتَمَ بِهِ قَلْبِىْ فَامْتَلَاءَ نُوْرَ النُّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ عَادَ مَكَانَهُ فَوَجَدَتْ بَرْدَ ذَالِكَ الْخَاتَمِ فِىْ قَلْبِىْ دَهْرًا ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ تَنَحْ فَاَمَرَيَدَهُ بَيْنَ مَفْرَقِ صَدْرِىْ اِلٰى مُنْتَهٰى

عانتي فالتام ذالك الشق باذن الله تعالى ثم اخذ بيدي
فانهضني من مكاني انها ضا لطيفا - ثم قال للاول زنه بعشرة
من امته فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمائة من امته
فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زنه بالف من امته فوزنوني بهم
فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بامة كلها فرجحتهم ثم
ضموني الى صدورهم وقبلوا راسي ومابين عيني ثم قالوا
ياحبيب الله هي لم ترع لك انك لوتدري مايرادبك من الخير
نقرت عيناك ثم جاء الحي فاخبرتهم فقال بعض القوم هذا الغلام
اصاباه لهم او طائف من الجن فانطلقوا به الى كاهنا حتى
ينظر اليه ويداويه فقلت مابي شئ مما تذكرون اني ارى نفسي
سليمة وفوادي صحيحا فقال زوج ظئري الا ترون ان كلامه صحيح
اني لارجو ان لايكون بابني باس فذهبوا بي الى كاهن فقصوا
عليه قصتي فقال اسكتوا حتى اسمعه من الغلام فانه اعلم
بامره منكم فقصصت عليه فلما سمع قولي وثب الي فضمني
الى صدر ثم نادى باعلى صوته يا للعرب يا للعرب اقتلوا هذا
الغلام واقتلوني معه فواللات والعزى لئن تركتموه وادرك ليبدلن
دينكم وليسفهن عقولكم وعقول ابائكم ويخالفن امركم وليأ
تينكم بدين لم تسمعوا مثله قط فعمدت ظئري فانتزعني من
حجره وقالت لانت اعته منه واجن ولوعلمت ان هذا يكون من
لسانك ما اتيت به اليك فاطلب لنفسك من يقتلك فانا غير
قاتلي هذا الغلام ثم احتملوني فاووني الى اهلي واصبح اثر
الشق مابين صدري الى منتهى عانتي كانه الشراك - (رواه ابو
يعلى، ابو نعيم، ابن عساكر)

(১৪০) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নবী! আপনার নবুওয়াতের মূলতত্ত্ব কিঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নবুওয়াতের অবস্থার সুচনা হয় নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোআ ও নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দ্বারা। আমি আমার পিতা মাতার একমাত্র আদরের পুত্র। আমার মাতা আমাকে যখন গর্ভে ধারণ করেন তখন প্রথমতঃ কিছুটা ভারি অনুভব করছিলেন, যেমন সাধারণত মেয়েরা গর্ভের সূচনায় ভারী অনুভব করেন। অতঃপর তার সাথী বান্ধবীদের কাছে গর্ভ ভারী অনুভব হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। অতঃপর আমার মাতা স্বপ্ন দেখেন যে, তার গর্ভে একটি নূর রয়েছে। আমার মাতা বলেন, সে নূর ক্রমান্বয় উন্নত ও বড় হতে থাকে যা আমার দৃষ্টিকেও তীক্ষ্ণ ও সম্প্রসারিত করে। সে নূর ক্রমান্বয়ে বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিমের দিগন্ত পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে দেখতে পাই। অতঃপর আমার মাতা আমাকে প্রসব করেন এবং আমি ক্রমান্বয়ে প্রতিপালিত হয়ে বড় হতে থাকি। আমি বুদ্ধিমান ও সাবালক হওয়ার পর আমার মনে কুরাইশদের দেবদেবী ও প্রতিমার প্রতি ঘৃণা এবং তাদের কবিতা কাব্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে উঠে। আমি যখন বনী লাইস ইবনে বকরের গোত্রে শিশুকালে দুগ্ধ পান অবস্থায় ছিলাম, তখন একদিন অন্যান্য শিশুদের সাথে মাঠে গিয়ে ধুলা-বালু নিয়ে খেলাধুলা করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, তিনটি লোক এসেছে, তাদের সাথে রয়েছে বরফে ভরপুর একটি সোনার থালা। তারা আমার সাথীদের মধ্য থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তখন অন্যান্য শিশুরা ভীত হয়ে নিজেদের বস্তীতে দৌড়ে চলে গেল। ঐ তিনজনের একজন আমাকে মাটিতে শোয়ায়ে আমার বুকের জোড়া মুখ থেকে নাভী তলের শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলল। আমি তাদের এ অস্ত্রোপচার কাজটি দেখছিলাম। কিন্তু এতে আমি কোন দুখ-কষ্ট ব্যথা বেদনা অনুভব করিনি। অতঃপর আমার পেট থেকে নাড়ীভূড়ি বের করে তা বরফ দ্বারা ধৌত করে তা যথাস্থানে সংস্থাপন করল। অতঃপর দ্বিতীয় লোকটি তার সাথীকে বলল, তুমি সরে যাও। অতঃপর সে আমার বুকের ভিতর হাত দিয়ে আমার হৃদপিণ্ডকে (কলব) বের করল। এ দৃশ্যও আমি দেখছিলাম। সে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে তার ভিতর থেকে কাল জমাট রক্ত বের করে ফেলেছিল। অতঃপর সে তার ডান দিকে বাম দিকে কি যেন সন্ধান করছিল। হঠাৎ তার হাতে একটি নূরের অত্যুজ্জ্বল আংটি দেখলাম। অতঃপর সে আমার হৃদপিণ্ডে আংটি দ্বারা মোহর করে দিল। ফলে আমার হৃদপিণ্ড নবুওয়াত ও হিকমতের নূরে ভরপুর হয়ে গেল।

অতঃপর হৃদপিণ্ডটি যথাস্থানে সংস্থাপন করে দিল। আমি আমার হৃদয়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ ঐ মোহরের শীতলতা অনুভব করি। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি তার সমীপে বলল, তুমি সরে যাও। অতঃপর সে তার হাতকে আমার বুকের জোড়ামুখ থেকে নাভীতল পর্যন্ত স্থানে টেনে আনলে আল্লাহর হুকুমে আমার বুক ফাঁড়া বন্ধ হয়ে তা পূর্বের মত অবস্থায় মিলে যায়। অতঃপর আমার হাত ধরে আমাকে অত্যন্ত কোমল হস্তে উঠিয়ে দাঁড় করায়। অতঃপর তাদের একজন প্রথম ব্যক্তিকে বলে যে, একে তার উম্মতের দশজনের প্রতিকূলে পরিমাপ কর। তারা আমাকে পরিমাপ করার পর আমার পাল্লাকে ভারী পেল। অতঃপর বলল, একে তার উম্মতের একশত জনের প্রতিকুলে পরিমাপ কর। তখন তারা আমাকে পরিমাপ করে তাদের অপেক্ষা আমার পাল্লাকে ভারি পেল। অতঃপর বলল একে তার উম্মতের এক হাজার লোকের প্রতিকূলে পরিমাপ কর। তারা আমাকে পরিমাপ করার পর দেখল যে তাদের তুলনায় আমার পাল্লা ভারি হয়েছে। অতঃপর বলল, একে ছেড়ে দাও। সমগ্র সম্প্রদায়ের ওপর এ লোক বিজয়ী থাকবে। তাকে যদি তার সমস্ত উম্মতের প্রতিকূলেও পরিমাপ কর তাহলে তার পাল্লাই ভারি থাকবে। অতঃপর আমাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় ও ললাটে চুম্বন করে বলল, হে আল্লাহর প্রিয়তম! তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি যদি এ কাজের কার্যকারণ ও ভবিষ্যত কল্যাণের বিষয়টি অবহিত থাকতে তাহলে তুমি খুবই আনন্দিত হতে। অতঃপর সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কাছে আসল। আমি তাদেরকে এ ঘটনা অবহিত করলাম। তখন সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলল, এ বালকের প্রতি জ্বিন ভূতের আছর হয়েছে। অথবা কোন জিন এসে তার প্রতি এভাবে অত্যাচার করেছে। অতএব এ বালককে কোন গণক ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাও। সে এর প্রতি নজর করলে অথবা ঔষধের ব্যবস্থা করলে বালক সুস্থ হবে। আমি বললাম, তোমরা যা আলোচনা করছ তার কোন কিছুই আমার হয়নি। আমি নিজকে খুব সুস্থবোধ করছি। আমার মনটিও খুব ভাল। তখন দুগ্ধদায়িনীর স্বামী বলল, এ বালকের কথা সঠিকই মনে হয়। আমি আশা করি আমার এ পুত্রের কোন অনিষ্ট হয়নি বলে আশা রাখি। অতঃপর লোকেরা আমাকে এক গণক ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেল। তার কাছে তারা সব ঘটনা বর্ণনা করল। গণক ঠাকুর বলল, তোমরা চুপ থাক। কি ঘটেছে তা বালকের কণ্ঠে আমি শুনব। কেননা সে তোমাদের তুলনায় ঘটনাটি ভালভাবে অবহিত। অতঃপর আমি তার কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করলাম। গণক ঠাকুর আমার কাছে ঘটনা শুনে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে মিলাল। অতঃপর স্বজোরে চিৎকার দিয়ে বলছিল, হে আরববাসী! হে আরববাসী! এ বালককে তোমরা হত্যা কর এবং

তার সাথে আমাকেও হত্যা কর। আমি লাত ও উজ্জা প্রতিমার নামে শপথ করে বলছি, তোমরা এ বালককে জীবিত রাখলে এবং বয়স হলে সে তোমাদের ধর্মকে অবশ্যই পরিবর্তন করবে। আর তোমাদের ও তোমাদের পিতামাতার জ্ঞানকে মেরে ফেলবে। সে তোমাদের সব আচার আচরণ ও ধর্মের বিরোধীতা করবে এবং এমন এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করবে, যার উপমাও তোমরা কখনো শোননি। গণক ঠাকুরের মুখে এ কথা শোনার পর আমার দুগ্ধ দায়িনীর স্বামী তার কোল থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনে বলল, তুমি এর থেকেও বড় নির্বোধ ও জিনগ্রস্ত। এটা জানলে আমি একে তোমার কাছে আনতাম না। তুমি নিজকে হত্যা করার জন্য লোকদেরকে ডাকছ। আমি এ বালককে হত্যা করতে পারব না। অতঃপর সে আমাকে বাড়ি নিয়ে আসে আমার দুগ্ধ মাতার কাছে। অতঃপর সকাল বেলা আমার বুক থেকে নাভীতল পর্যন্ত একটি চামড়া লাগনোর মত চিহ্ন দেখতে পেল। মনে হয় যেন সেলাই দেয়া হয়েছে। (আবু ইয়ালা, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণনাকারী আবু নাঈম বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা গর্ভ ভারি বোধ হওয়ার কথা প্রমাণ হয়। অথচ অন্যান্য সমস্ত হাদীসে গর্ভ ভারি বোধ না হওয়ার কথা বর্ণিত। এমতাবস্থায় উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত বলা যায় যে, গর্ভের প্রথম অবস্থায় কিছুটা ভারি বোধ হয়ত হয়ে থাকবে। পরে তা আর থাকেনি। পরে সর্বদাই হালকাই বোধ হয়েছে। উভয় অবস্থাটি নারীদের সাধারণ অবস্থার বিপরীত।

বাইশতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٤١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْرَبُ الْعَرَبِ وَلَدْتُّ فِى قُرَيْشٍ وَنَشَأْتُ فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَاَنِّى يَاْتِيْنِىَ اللَّحْنَ - (رواه تبرانى)

(১৪১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরবী। আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বনী সাআদ গোত্রে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছি। অতএব আমার ভাষায় কি ভাবে ভুল হতে পারে? (তাবারানী)

তেইশতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু কাতাদা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٤٢) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُّ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ ـ (رواه مسلم)

(১৪২) হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, এই দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এদিন আমি নবুওয়াত লাভ করেছি বা আমার প্রতি ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। (মুসলিম)

(١٤٣) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ ـ (رواه مسلم)

(১৪৩) হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ঐদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিনই আমার প্রতি প্রথম অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে। (মুসলিম)

চব্বিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٤٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءَ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءَ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ

بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَاشَمْسٌ وَلَاقَمَرٌ وَلَاجِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنْ جُزْءِ الْاَوَّلِ اَلْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِىْ اَللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ اَلْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ جُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ اَلسَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثَّانِىْ اَلْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ اَلْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِىْ اَلْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَقِيَّةَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اَلْسِنَتِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ـ (رواه مسند عبد الرزاق)

(১৪৪) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ তাআলা কোন জিনিসটি সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছেন তা আমাকে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জাবির! আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের আগে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের নূর থেকে। আর সে নূর আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ইচ্ছায় পরিচালিত হত। তখন লাওহ-কলম,জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশেতা, আকাশ, পৃথিবী ,চন্দ্র, সূর্য, জিন, মানুষ কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টির ইচ্ছা করলে আমার নূরকে চারটি অংশে বিভক্ত করলেন। প্রথম অংশ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা লাওহে মাহফুজ এবং তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ অংশটিকে পুনরায় চার অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম অংশ দ্বারা আকাশমণ্ডলী, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা ভূমণ্ডল, তৃতীয় অংশ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন। অতঃপর চতুর্থ অংশটিকে পুনরায় চারটি অংশে ভাগ করেন। এর প্রথম অংশ দ্বারা আরশ বহণকারী ফেরেশতাদেরকে, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুরসী এবং তৃতীয় অংশ দ্বারা অবশিষ্ট

—৯

ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর চতুর্থ অংশটিকে পুনরায় চার অংশে বিভক্ত করেন। এর প্রথম অংশ দ্বারা মুমিনের চোখের নূর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মুমিনদের কলবের নূর সৃষ্টি করেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মারেফাত। আর তৃতীয় অংশ দ্বারা মুমিনদের যবানের নূর সৃষ্টি করেন। আর সে নূরটিই হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। (মুসনাদে আবদুর রায্যাক)

(١٤٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِصَالٌ لَمْ يَكُنْ فِيْ طَرِيْقٍ فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ اِلَّا عَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرْقِهِ اَوْ عَرْفِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ اِلَّا سَجَدَ لَهُ. (رواه الدارمي، بيهقي، ابونعيم)

(১৪৫) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি কোন পথ দিয়ে চললে এবং সে পথে অন্য কোন লোক চললে সে ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের ঘামের সুগন্ধ দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, এ পথ দিয়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে গেছেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন পাথরখণ্ড বা কোন গাছের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলে ঐ পাথর ও গাছ বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) অভিবাদন জানাত। (দারেমী, বায়হাকী, ইবনে নাঈম)

পঁচিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٤٦) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِبْرٌ كَانَ بِمَكَّةَ يُوْلَدُ اللَّيْلَةَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا النَّبِيُّ الَّذِيْ وَصْفُ بِاَنَّهُ يُعَظِّمُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَيَقْتُلُ اُمَّتَهَا فَاِنْ اَخْطَاكُمْ فَبَشِّرُوْا اَهْلَ الطَّائِفِ وَاَهْلَ اَيْلَةَ قَالَ فَوُلِدَ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَخَرَجَ حِبْرٌ حَتّٰى

دَخَلَ الْحِجْرَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُوْسٰى حَقٌّ وَاَنَّ مُحَمَّدًا حَقٌّ ثُمَّ فَقَدَ الْحِبْرُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ. (رواه الخطيب)

(১৪৬) হযরত ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে জন্মগ্রহণ করেন তখন মক্কায় অবস্থানকারী বিশিষ্ট এক ইহূদী আলেম বললেন, আজ রাতে তোমাদের শহরে একজন নবী জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারূন আলাইহিস সালামের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করবেন। কিন্তু তাঁর উম্মতকে তিনি হত্যা করবেন। তিনি তোমাদের সাথে অপরাধ করলে তায়েফবাসী ও আয়লাবাসীকে অবহিত করবে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ রাতেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ আলেম নিজ বাসস্থান থেকে বের হয়ে কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে ঘোষণা করলেন, আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সত্য নবী এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সত্য নবী। একথা বলার পর এ আলেম ব্যক্তি কোথায় হারিয়ে গেল তাকে আর পাওয়া গেল না। (আল্ খাতীব)

ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত হুওয়াইছাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٤٧) عَنْ حُوَيْصَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَهُوْدٌ فِيْنَا كَانُوْا يَذْكُرُوْنَ نَبِيًّا يُبْعَثُ بِمَكَّةَ اِسْمُهُ اَحْمَدُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ غَيْرُهُ وَهُوَ فِيْ كُتُبِنَا وَمَا اَخَذَ عَلَيْنَا مِنْهُ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَاْتُوْا عَلٰى نَعْتِهِ قَالَ وَاَنَا غُلَامٌ وَمَا اَرٰى اَحْفَظُ وَمَا اَسْمَعُ اَعِيْ اِذْ سَمِعْتُ صِيَاحًا مِنْ نَاحِيَةِ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَاِذَا قَوْمِيْ فَزِعُوْا وَخَافُوْا اَنْ يَكُوْنَ اَمْرٌ حَدَثٍ ثُمَّ خَفِيَ الصَّوْتُ ثُمَّ عَادَ فَصَاحَ فَفَهِمْنَا صِيَاحَهُ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ هٰذَا كَوْكَبُ الَّذِيْ وُلِدَ بِهِ قَالَ جَعَلْنَا

نَتَعَجَّبُ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اَقَمْنَا دَهْرًا طَوِيْلًا وَنَسِيْنَا ذَالِكَ فَهَلَكَ قَوْمٌ وَحَدَثَ اٰخَرُوْنَ وَصِرْتُ رَجُلًا كَبِيْرًا فَاِذَا مِثْلُ ذَالِكَ الصِّيَاحَ بِعَيْنِهٖ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَتَنَبَّأَ وَجَاءَهُ النَّامُوْسُ الْاَكْبَرُ الَّذِىْ كَانَ يَأْتِىْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يَنْشَبْ اَنْ سَمِعْتُ اَنَّ بِمَكَّةَ رَجُلًا خَرَجَ يَدْعٰى النُّبُوَّةَ وَخَرَجَ مَنْ خَرَجَ مِنْ قَوْمِنَا وَاَتَاخَرَمِنْ تَاخِرِ وَاَسْلَمَ فِتْيَانٌ مِنَّا اِحْدَاثٌ وَلَمْ يَقْضَ لِىْ اَنْ اَسْلَمَ حَتّٰى قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه واقدى، ابو نعيم)

(১৪৭) হযরত হুওয়াইসাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বৈঠকে ইহুদীরা এ আলোচনা করত যে, মক্কায় একজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন, যার নাম হবে আহমদ। তিনিই হবেন শেষ নবী। অন্য কোন নবীর প্রচারিত আদর্শ বহাল থাকবে না। আমাদের কিতাবে এ ধরণের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত হুওয়াইসাহ (রাঃ) বলেন, এ আলোচনার যামানায় আমি কেবলমাত্র বালক ছিলাম। কিন্তু যা দেখতাম তা মনে থাকত আর যা শুনতাম তা স্মরণে থাকত। একদিন হঠাৎ বনী আবদুল আসহাল মহল্লা থেকে এক আওয়াজ শুনে সকলে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল কোন কিছু ঘটেছে হয়ত। এ আওয়াজটি প্রথমত ছিল ক্ষীণ। অতঃপর তা খুব উচ্চৈস্বরে হল। কণ্ঠস্বরে শুনলাম যে, হে মদীনাবাসী! এটাই সে তারকা, যার সাথে সে জন্মগ্রহণ করেছে। এ ঘটনায় আমরা খুব বিস্ময় বোধ করলাম। অতঃপর অনেক দিন অতিবাহিত হল, ঘটনার কথা আর আমাদের স্মরণে রইল না। এ সময়ের মধ্যে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং আগমন হয়েছে অনেক নবীন লোকের। আমিও বড় হলাম। অতঃপর পূর্বের মতই একটি আওয়াজ শুনলাম যে, শেষ নবীর আগমন হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট যে মহান ফিরিশতা আগমন করতেন তার নিকটও সে ফিরিশতা আগমন করেন। অপরদিকে কিছুদিন পর শুনতে পেলাম যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নবুওয়াত লাভের দাবী করছেন। মদীনা থেকে কিছু লোক পূর্বেই তার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কিছু লোক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন এর পূর্ব পর্যন্ত আমার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়নি। (ওয়াকেদী, আবু নাঈম)

সাতাইশতম পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী হযরত আবু তোফায়েল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٤٨) عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ عَشَرَةُ اَسْمَاءٍ عِنْدَ رَبِّىْ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْفَاتِحُ وَالْخَاتَمُ وَاَبُو الْقَاسِمِ وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ وَالْمَاحِىُّ وَيٰسٓ وَطٰهٰ - (رواه ابو نعيم و ابن مردويه والديلمى)

(১৪৮) হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার প্রতিপালকের নিকট আমার জন্য দশটি নাম নির্ধারিত আছে। তা হচ্ছে ঃ (১) মুহাম্মদ (প্রশংসিত) (২) আহমদ (খুব প্রশংসিত) (৩) আল্ ফাতিহ (জয়কারী) (৪) আল্ খাতিম (নবুওয়াত ধারার পরিসমাপ্তকারী) (৫) আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) (৬) হাশের (একত্রকারী) (৭) আকিব (নেতার প্রতিনিধি) (৮) আল মাহিউ (বিলীনকারী) (৯) ইয়াসীন (১০) তোহা। (আবু নাঈম, ইবনে মারদুবিয়া তার তাফসীর গ্রন্থে, দাইলামী মুসনাদুল ফেরদাউস গ্রন্থে)

(١٤٩) عَنْ سَعِيْدِ الْجَرِيْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْنَا اَبَا الطُّفَيْلِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ رَاٰى غَيْرِىْ قُلْتُ صفه لِىْ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقْتَصِدًا - (رواه الترمذى)

(১৪৯) হযরত সাঈদ আল জারিরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু তোফায়েল (রাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। আমি ব্যতীত পৃথিবীতে আমার মত দর্শক অন্য কেউ অবশিষ্ট নেই। আমি বললাম, আমার কাছে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের রং সুন্দর সাদা হলদে ছিল এবং দীর্ঘকায় মধ্যমানের ছিলেন। (তিরমিযী, শামায়েল গ্রন্থে)

আটাইশতম পরিচ্ছেদ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِىْ جِبْرِيْلُ قَلَّبْتُ الْاَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ اَجِدْ رَجُلاً اَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَمْ اَجِدْ بَنِىْ اَبٍ اَفْضَلَ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ ـ (رواه البيهقى، طبرانى، ابن عساكر)

(১৫০) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র চষে বেড়ালাম কিন্তু মুহাম্মাদ অপেক্ষা উত্তম কোন লোক পাইনি। আর হাশেমী পিতৃ গোত্রের তুলনায় উত্তম কোন গোত্রও পাইনি। (বায়হাকী, তিবরানী আওসাত গ্রন্থ, ইবনে আসাকীর)

(١٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ نِّكَاحٍ غَيْرِسِفَاحٍ ـ (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(১৫১) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বিধিমত বৈবাহিক সূত্রের মিলনের ফলে জন্মলাভ করেছি। ব্যভিচার আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(١٥٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنْ اٰمِنَةَ اُمِّ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ لِاِبْنِىْ هٰذَا شَانًا اِنِّىْ حَمِلْتُ بِهٖ وَلَمْ اَجِدْ حَمْلاً قَطُّ اَخَفُّ عَلَىَّ وَلَا اَعْظَمُ بَرَكَةً مِّنْهُ ـ (رواه انسان العيون، ابن حبان)

(১৫২) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার শাশুড়ী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমেনা বলেছেন, আমার এ পুত্রের বিরাট শান ও মানমর্যাদা রয়েছে। আমি গর্ভবতী থাকা অবস্থায় আদৌ কোন বোঝা অনুভব করিনি। আর তার অপেক্ষা বিরাট বরকত আর কিছুই নেই। (ইনসানুল উয়ুন গ্রন্থ, ইবনে হাব্বান)

(١٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَهُوْدِىْ قَدْ سَكَنَ بِمَكَّةَ يَتَجَرَّفِيْهَا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ وَلَدَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمَجْلِسِ مِنْ قُرَيْشٍ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَنْ وَلَدَ فِيْكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُوْدٌ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللّٰهِ مَانَعْلَمُهٗ قَالَ اَحْفَظُوْا مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَلَدَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ نَبِىٌّ هٰذَا لِاُمَّةِ الْاٰخِيْرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ فِيْهَا شَعْرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ كَاَنَّهُنَّ عَرْفَ فَرْسٍ لَايَرْضِعُ لَيْلَتَيْنِ وَذَالِكَ اَنَّ عَفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ ادخل اَصْبَعَهٗ فِىْ فَمِهٖ فَمَنَعَهُ الرِّضَاعَ فَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ مِنْ مَجْلِسِهِمْ وَهُمْ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَمَّا صَارُوْا اِلٰى مَنَازِلِهِمْ اَخْبَرَ كُلَّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ اَهْلُهٗ فَقَالُوْا قَدْ وَلَدَ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غُلَامٌ سَمُّوْهُ مُحَمَّدًا فَالْتَقٰى الْقَوْمُ حَتّٰى جَاءَ الْيَهُوْدِىْ فَاَخْبَرُوْهُ الْخَبْرَ قَالَ فَاِذْهَبُوْا مَعِىْ حَتّٰى اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَخَرَجُوْا بِهٖ حَتّٰى اَدْخَلُوْهُ عَلٰى اٰمِنَةَ فَقَالَ اُخْرُجِىْ اِلَيْنَا اِبْنَكِ فَاَخْرَجَتْهُ وَكَشَفُوْا لَهٗ عَنْ ظَهْرِهٖ فَرَاٰى تِلْكَ الشَّامَةَ فَوَقَعَ الْيَهُوْدِىْ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالُوْا وَيْلَكَ مَالَكَ قَالَ وَاللّٰهِ ذَهَبَ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَفَرِحْتُمْ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَاوَاللّٰهِ لَيَسْطُوْنَ بِكُمْ سُطْوَةً يَخْرُجُ خَيْرُهَا مِنَ الْمَشْرَقِ اِلٰى الْمَغْرِبِ ـ (رواه ابن سعد، بيهقى، ابونعيم)

(১৫৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় এক ইহুদী ব্যক্তি বসবাস করত। যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন সেরাতে কুরাইশদের এক মজলিসে ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, তোমাদের কারো ঘরে কি আজ রাতে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে? তখন লোকেরা বলল, আল্লাহর নামে শপথ, এ বিষয় আমাদের কিছু জানা নেই। তোমরা আমার কথা স্মরণ রাখবে যে, এ রাতে এ উম্মতের শেষ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দু'কাধের মাঝে নবুওয়াতের এক নিদর্শন থাকবে, যা ঘোড়ার কাঁধের পশমের মত। সে আফরিয়াত নামের এক জিনের অনিষ্টতার কারণে দু'দিন পর্যন্ত মায়ের বুকের দুগ্ধ পান করতে পারবে না। এ কথা শুনে মজলিসের লোকেরা খুব বিস্মিত হয়ে চলে গেল। লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে পৌছে লোকদের কাছে জানতে পারল যে, আজ রাতে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। লোকেরা বলল আজ রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঔরষে এক শিশু পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে যাঁর নাম রাখা হয়েছে মুহাম্মদ। লোকেরা ঐ ইহুদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে তাকে আজ রাতে এক শিশু জন্মগ্রহণের কথা অবহিত করল। তখন ইহুদী ব্যক্তি বলল, তোমরা আমার সাথে চল। আমি ঐ শিশুকে দেখব। অতঃপর লোকেরা ইহুদী ব্যক্তিকে নিয়ে আমেনার কুটিরে উপস্থিত হল। আর আমেনাকে বলল, তোমার পুত্রকে আমাদের কাছে নিয়ে এস। আমরা তাকে দেখব। অতঃপর শিশুকে তার কাছে নিয়ে আসলে তার পিঠ উলঙ্গ করে নবুওয়াতের নিদর্শন অবলোকন করল। নিদর্শন অবলোকন করেই ইহুদী লোকটি অচেতন হয়ে পড়ে গেল। চেতনা ফিরে আসার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করল তোমার হয়েছে কি? তখন সে বলল, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ইসরাঈলী গোত্র থেকে নবুওয়াতের ধারার অবসান ঘটেছে। এ গোত্রে নবী হওয়া চিরতরে বন্ধ হয়েছে। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা খুশী হও যে, এ কুরাইশী শিশু হচ্ছে পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে কল্যাণের প্রতীক। সর্বত্র তার নাম প্রচারিত হবে সে দেশ পরিচালনা করবে। (ইবনে সাআদ, হাকেম, বায়হাকী, আবু নাঈম)

(١٥٤) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فى الظلماء كما يرى فى الضوء

. (رواه بيهقى، ابن عساكر)

(১৫৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারের মধ্যে অনুরূপই দেখতেন, যেরূপ দেখতেন আলোর মধ্যে। (ইবনে আদ্দী, বায়হাকী, ইবনে আসাকির)

(١٥٥) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت اخيط فى السحر فسقطت منى الابرة فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبنيت الابرة بشعاع نور وجهه فاخبرته فقال ياحميرا الاويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر الى وجهى - (رواه ابن عساكر)

(১৫৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষ রাতে কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ আমার হাত থেকে সুঁচটি পড়ে গেল। অতঃপর খোজ করে আর পেলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার চেহারার নূরের আলোকে আমার সুচটি পেলাম। একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলে তিনি বললেন, হে সুন্দরী (হোমাইরা) তার জন্য (ধ্বংস ও বিপর্যয়) তিনবার বললেন। যে ব্যক্তি আমার চেহারার প্রতি দৃষ্টি করা হতে বঞ্চিত থাকে। (ইবনে আসাকির)

উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٥٦) عن ام سلمة (هندبنت ابى امية ام المؤمنين) رضى الله تعالى عنها عن امنة (والدة صلى الله عليه وسلم) قالت لقد رايت ليلة وضعه نورا اضائت له قصور الشام حتى رايتها .

(رواه ابو نعيم)

(১৫৬) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমেনা থেকে বর্ণনা করেন, আমেনা বলেন, যে রাতে মুহাম্মদের জন্ম হয় সে রাতে আমি এক উজ্জ্বল নূর অবলোকন করেছি, যার আলোক আভায় সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ সমুজ্জ্বল হয় এমন কি আমি তা অবলোকন করি। (আবু নাঈম)

(١٥٧) عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّحْرَاءِ فَاِذَا مُنَادٌ يُنَادِيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَالْتَفَتَ فَلَمْ يَرَ اَحَدًا ـ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا ظَبِيَّةٌ مُوْثِقَةٌ ـ فَقَالَتْ اُدْنُ مِنِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَدَنٰى مِنْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتُكِ فَقَالَتْ اِنَّ لِىْ خَشْفَيْنِ فِىْ هٰذَا الْجَبَلِ فَخَلِّنِىْ حَتّٰى اَذْهَبَ فَاَرْضَعُهُمَا ثُمَّ اَرْجِعُ اِلَيْكَ قَالَ اَتَفْعَلِيْنَ قَالَتْ عَذَّبَنِىَ اللّٰهُ عَذَابَ الْعُشَارِ اِنْ لَمْ اَفْعَلْ فَاَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ فَاَرْضَعَتْ خَشْفَيْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَاَوْثَقَهَا فَانْتَبَهُ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ اَلَكَ حَاجَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ تُطْلِقُ هٰذِهٖ فَاَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُوْ وَهِىَ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ (رواه الطبرانى، ابو نعيم)

(১৫৭) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তখন কে যেন তাঁকে হে আল্লাহর রাসূল! বলে ডাকছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক শুনে ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখলেন না। অতঃপর চতুর্দিক নিরিক্ষিয়ে তাকালে বাঁধা অবস্থায় একটি হরিণ দেখতে পান। হরিণীটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকটে আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে তোমার প্রয়োজন কি? হরিণীটি বলল, এ পাহাড়ে আমার দুটি দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা আছে, আমার দেহের বাঁধন আপনি খুলে দিন। আমি গিয়ে আমার বাচ্চা দুটিকে দুগ্ধ পান করিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তা করবে? হরিণী বলল, আমি তা না করলে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে সেরূপ শাস্তি দেন, যা তিনি জালেম তহশীলদারদেরকে দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হরিণীর বাঁধন খুলে দিলেন। অতঃপর হরিণী গিয়ে তার বাচ্চাদ্বয়কে দুগ্ধ পান করিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিরে আসল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হরিণীকে বাঁধলেন। যে বেদুঈন ব্যক্তি হরিণীকে প্রথমতঃ বেঁধে ছিল সে এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি কোন চাহিদা ও প্রয়োজন আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, তুমি এ হরিণীকে ছেড়ে দাও। বেদুঈন ব্যক্তি হরিণীকে ছেড়ে দিলে হরিণী দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছিল আর বলছিল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।

এ হাদীসটির একটি সনদে আগলাব ইবনে তামীম নামে এক দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল হলেও বহু সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় এ ঘটনাটির ভিত্তি আছে বলে প্রমাণিত হয়। (তাবারানী আল কাবীর গ্রন্থ, আবু নাঈম, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী–খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থ)

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বর্ণিত হাদীস–

(١٥٨) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِوبْنُ نُفَيْلٍ وَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفِلٍ يَذْكُرَانِ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّجَّاشِىْ بَعْدَ رُجُوْعِ اَبْرَهَةَ مِنْ مَكَّةَ قَالَهٗ اَفَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ اَصْدِقَائِىْ اَيُّهَا الْقُرَيْشَانِ هَلْ وَلَدَ فِيْكُمْ مَوْلُوْدٌ اَرَادَ اَبُوْهُ ذَبْحَهٗ فَضَرَبَ عَلَيْهِ مَابِقَدَاحٍ فَسَلَّمَ وَنَحَرَتْ عَنْهُ جِمَالٌ كَثِيْرَةٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ لَكُمَا عِلْمٌ بِهٖ مَافَعَلَ قُلْنَا تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً يُقَالُ لَهَا اٰمِنَةُ تَرَكَهَا حَامِلًا وَخَرَجَ قَالَ فَهَلْ تَعْلَمَانِ وَلَدَتْ اُمٌّ لَا قَالَ وَرَقَةُ اَخْبَرُكَ اَيُّهَا الْمُلْكُ اِنِّىْ لَيْلَةٌ قَدَ بِتُّ عِنْدَ وَثَنٍ لَنَا اِذْسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهٖ هَاتِفًا يَقُوْلُ وَلَدَ النَّبِىُّ فَذَلَّتِ الْاَمْلَاكُ وَنَاءَ الضَّلَالُ وَاَدْبَرَ الْاَشْرَاكُ ثُمَّ انْتَكَسَ بِالصَّنَمِ عَلٰى رَأْسِهٖ فَقَالَ زَيْدُ عِنْدِىْ كَخَبَرِهٖ اَيُّهَا الْمَلِكَ اِنِّىْ فِىْ مِثْلِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ خَرَجْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ جَبَلَ اَبُوْقُبَيْسٍ اِذْ رَاَيْتُ رَجُلًا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ لَهٗ جَنَاحَتَانِ اَخْضَرَانِ فَوَقَفَ

عَلٰى اَبُوْ قُبَيْسٍ ثُمَّ اَشْرَفَ عَلٰى مَكَّةَ فَقَالَ ذَلَّ الشَّيْطَانُ وَبَطَلَتِ الْاَوْثَانُ وَوَلَدَ الْاَمِيْنُ ثُمَّ نَشَرَ ثَوْبًا مَعَهُ وَاَهْوٰى بِهٖ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَرَاَيْتُهُ قَدْ جَلَّلَ مَاتَحْتَ السَّمَاءِ وَسَطَعَ نُوْرٌ كَادَ يَخْطَفُ بَصَرِىْ وَهَالَنِىْ مَارَاَيْتُ وَخَفَقَ الْهَاتِفُ بِجَنَاحَيْهِ حَتّٰى سَقَطَ عَلٰى الْكَعْبَةَ فَسَطَعَ لَهُ نُوْرًا اَشْرَقَتْ لَهُ تِهَامَةُ وَقَالَ زَكَّتِ الْاَرْضَ وَاَدَّتْ رَبِيْعَهَا وَاَوْمَا اِلَى الْاَصْنَامِ الَّتِىْ كَانَتْ عَلٰى الْكَعْبَةَ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا قَالَ النَّجَّاشِىْ وَ يَحْكُمَا اَخْبَرُكُمَا عَمَّا اَصَابَنِىْ اِنِّىْ نَائِمٌ فِى اللَّيْلَةِ الَّتِىْ ذَكَرْتَهَا فِىْ قَبَتِىْ وَقْتَ خَلْوَتِىْ اِذْ خَرَجَ عَلٰى عُنُقٍ وَرَاْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ حَلِ الْوَيْلُ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ رَمَتْهُمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ ـ هَلَكَ الْاَثْرَمُ الْمُعْتَدِّى الْمُجْرِمِ وَلَدَ النَّبِىُّ الْاُمِّىُّ مِنْ اِجَابِهٖ سُعِدَ وَمَنْ اَبَاهُ عُنْدَ ثُمَّ دَخَلَ الْاَرْضَ فَغَابَ فَذَهَبْتُ اَصْبَحُ فَلَمْ اَطَقِّ الْكَلَامَ رَمَتِ الْقِيَامُ فَلَمْ اَطَقَّ الْقِيَامَ فَاَتَانِىْ اَهْلِىْ فَقُلْتُ اِحْجُبُوْا عَنِّى الْحَبْشَةَ فَحَجَبُوْهُمْ عَنِّىْ ثُمَّ اَطْلَقَ عَنْ لِسَانِىْ وَرِجْلِىْ ـ (رواه الخرائطى)

(১৫৮) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হস্তী বাহিনী বিফল হয়ে পিছু হটে যাওয়ার পর যায়েদ ইবনে আমর বিন নওফেল এবং ওরাকা বিন নওফেল আবিসিনিয়ায় সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে বাদশাহ নাজ্জাশী তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে কুরাইশী লোকেরা! তোমাদের সম্প্রদায় কি এমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে,. যার পিতা তাকে কুরবানী করার ইচ্ছা করেছিল? অবশেষে লটারী করার পর এ ছেলের বিনিময়ে অনেক উট কুরবানী করেছিল? আমরা বললাম, হাঁ, নাজ্জাশী পুনরায় বলল, তোমরা কি জান যে, সে বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? আমরা বললাম, সে (আবদুল্লাহ) আমেনা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছে। আর তাকে গর্ভবতী রেখে সে মৃত্যুবরণ করেছে। নাজ্জাশী আবার জিজ্ঞেস করলেন, সে মহিলার কি

কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? আমরা বললাম, হে বাদশাহ নামদার ! আমি কোন এক রাত প্রতিমার কাছে কাটালাম। হঠাৎ প্রতিমার পেটের মধ্য হতে এই কবিতা পাঠের আওয়াজ শুনলাম।

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছে। সব রাজ-রাজা অপমানিত হবে। আর শিরক ও ভ্রান্তি অপসারিত হবে।"

এ আওয়াজ শোনার পর প্রতিমাগুলো মাথা থুবড়ে ভুতলে পড়ে গেল। এরপর যায়েদ বললেন, হে বাদশাহ! আমি ঐ শিশু জন্মের রাতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করছিলাম। আমি দেখলাম যে, আকাশ থেকে একটি লোক পাহাড়ে অবতরণ করেছে। তার সবুজ দুটি ডানা রয়েছে। সে মক্কার দিকে তাকিয়ে বলল,. শয়তান অপমানিত হয়েছে এবং প্রতিমাগুলো বাতিল হয়েছে। আর আল আমীন জন্মগ্রহণ করেছেন। অতঃপর সে বিরাট একটি কাপড় বিস্তৃত করে পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। অতঃপর আমি দেখলাম যে, আকাশের নীচে ঢেকে গেল। আর এমন এক নূর সর্বত্র বিস্তৃত হল যার আলোতে আমার দৃষ্টি হ্রাস পেতে লাগল। অতঃপর সে উড়ে গিয়ে কাবা ঘরের ছাদে দণ্ডায়মান হল। আর তাতে সর্বত্র এমনভাবে উজ্জ্বল হল যে, তাহামা পর্যন্ত তার আলোতে দেখা যাচ্ছিল। আর ভুতলে শস্য-শ্যামল পরিদৃষ্ট হল। অতঃপর সে কাবা ঘরের অভ্যন্তরের প্রতিমাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করলে সেগুলো সব ভূতলে পতিত হল। তখন বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি কোন এক রাতে আমার প্রাসাদে শুয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, একটি মানুষের গরদানসহ মাথা দেখলাম। সে আমার সামনে এসে বলছে, হস্তীবাহিনীর প্রতি শাস্তি এসেছে। আবাবীল পাখি তাদের প্রতি কঙ্কর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করেছে। আছরাম সীমা লঙ্ঘনকারী নিপাত হয়েছে। নবীউল উম্মী (নিরক্ষর নবী) জন্মগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি তার উপদেশ মেনে চলবে, সে ভাগ্যবান ও সফলকাম হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে ও তার বিরুদ্ধাচরণ করবে সে বরবাদ হবে। অতঃপর সে খোলা ময়দানে এসে অদৃশ্য হল। আমি তার কথার পৃষ্ঠে কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু দাঁড়াতে পারলাম না। আমার পরিবারের লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে তারা আমার নিকট আসলে আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। অতঃপর তারা আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে আমি বাকশক্তি ফিরে পেলাম এবং আমার পায়ে শক্তি পেলাম। অর্থাৎ দাড়াবার ও কথা বলার যোগ্যতা লাভ করলাম। (আল্ খারায়েতী হিসাম ইবনে উরওয়া এবং তার পিতা ও দাদার পরম্পরা সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন)

একত্রিশতম পরিচ্ছেদ

মহিলা সাহাবী হযরত ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ ছাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস–

(١٥٩) عَنْ عُثْمَانَ ابْنَ اَبِى الْعَاصِ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ عُثْمَانَ الثَّقَفِيَّةِ (الصحابية) اِسْمُهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا حَضَرَتْ وِلَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ الْبَيْتَ (اَىْ اَلَّذِىْ وُلِدَ فِيْهِ) حِيْنَ وَقَعَ (اَىْ نَزَلَ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ) قَدْ اِمْتَلَاَ نُوْرًا وَرَاَيْتُ النُّجُوْمَ تَدْنُوْا (اَىْ تَقْرُبُ مِنِّىْ) حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَىَّ ـ (رواه البيهقى والطبرانى وابن عبد البر)

(১৫৯) হযরত উসমান ইবনে আবুল আস তাঁর মাতা উম্মে উসমান ছাকাফীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যার নাম হচ্ছে ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ (রাঃ)। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময় উপস্থিত হল তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর জন্মস্থানের ঘরটি নূরে ভরপুর হয়ে গেছে। আর দেখলাম যে, আকাশের তারকাগুলো আমার খুব নিকটবর্তী হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তারা আমার ওপর শীঘ্রই পতিত হবে। (বায়হাকী, তাবারানী, আবদুল বার)

বত্রিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত হালিমা সা'দীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٦٠) عَنْ حَلِيْمَةَ السَّعْدِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا مُرْضِعَتِهِ اَنَّ اٰمِنَةَ قَالَتْ لَهَا اَنَّ لِابْنِىْ هٰذَا شَانًا اِنِّىْ حَمَلْتُ حَمْلًا فَلَمْ اَحْمِلْ حَمْلًا قَطُّ ـ كَانَ اَخَفُّ عَلَىَّ وَلَاَ اَعْظَمُ بَرَكَةً ثُمَّ رَاَيْتُ نُوْرًا كَاَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّىْ حِيْنَ وَضَعْتُهُ اَضَائَتْ لَهُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى مِنْ اَرْضِ الشَّامِ ثُمَّ وَضَعْتُهُ فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ وَقَعَ وَاضِعًا بِالْاَرْضِ رَافِعًا رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ـ (رواه ابن حبان)

(১৬০) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঈ মাতা হযরত হালিমা সা'দীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা বলেছেন, আমার এ পুত্র বিরাট ও মহত হবে। আমি তাঁকে গর্ভে ধারণ করার পর আমি একটি বোঝা বহন করছি বলে আদৌ অনুভব করিনি। গর্ভের সন্তানটি আমার কাছে খুবই হালকা অনুভব হত। আমার এ ছেঁলে বিরাট বরকতের প্রতীক। সে যখন আমার গর্ভ থেকে বের হয়েছে তখন আমি এমন একটি বিরাট নূরের উজ্জ্বল আলো দেখেছি যার আলোতে সিরিয়া দেশের বছরা নগরীর উটগুলোর গর্দান আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। সাধারণত শিশুরা যেভাবে জন্মগ্রহণ করে এ ছেলে সেভাবে ভূমিষ্ঠ হয়নি। এ ছেলে ভূপৃষ্ঠে হাত রেখে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। (ইবনে হাব্বান, সহীহ গ্রন্থ)

(١٦١) عَنْ حَلِيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ فِىْ نِسْوَةٍ مِنْ بَنِىْ سَعَدِ بْنِ بَكَرٍ فَالْتَمَسَ الرِّضَاعَ فِىْ سَنَةٍ شُهْبَاءَ فَقَدِمْتُ عَلٰى اَتَانٍ لِىْ وَمَعِىَ صَبِىٌّ لَنَا وَشَارَفَ لَنَا اَىْ نَاقَةً مُسِنَّةً وَهَرْمَةً ـ وَاللّٰهِ مَاتَبِضَ بِقَطْرَةٍ وَمَا تَنَامُ لَيْلَنَا ذَالِكَ اَجْمَعُ مِنْ صِبْيَانٍ لَايَجِدُ فِىْ ثَدْيِىْ مَايُغْنِيْهِ ـ وَلَافِىْ شَارِفِنَا مَايُغْذِيْهِ فَقَدِمْنَا بِمَكَّةَ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ مِنَّا اِمْرَاَةً وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَاهُ اِذَا قِيْلَ يَتِيْمٌ وَاللّٰهِ مَابَقِىَ مِنْ صَوَاحِبَتِىْ اِمْرَاَةً اِلَّا اَخَذَتْ رَضِيْعًا غَيْرِىْ فَلَمَّا لَمْ اَجِدُ غَيْرَهُ قُلْتُ لِزَوْجِىْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَكْرَهُ اَنْ اَرْجِعُ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِىْ لَيْسَ مَعِىَ رَضِيْعٌ لَاَنْطَلِقَنَّ اِلٰى ذَالِكَ الْيَتِيْمِ ـ فَلَاَخَذْتُهُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا هُوَمُدْرَجٌ فِىْ ثَوْبِ صُوْفٍ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ يَفُوْحُ مِنَ الْمِسْكِ وَ تَحْتَهُ حَرِيْرَةٌ خَضْرَاءَ رَاقِدٌ عَلٰى قَفَاهُ يَغْطِفَاشَفَتَ اَنْ اُوْقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ اِلَىَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ نُوْرٌحَتّٰى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ وَاَنَا اَنْظُرُ

فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَاَعْطَيْتُهُ ثَدِى الْاَيْمَنِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَاشَاءَ مِنْ لَبَنٍ فَحَوَلْتُهُ اِلَى الْاَيْسَرِ فَاَبٰى وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدَ قَالَ اَهْلُ الْعِلْمِ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ اَنَّ لَهُ شَرِيْكًا فَاَلْهَمَهُ الْعَدْلُ فَقَالَتْ فَرَوٰى وَرَوّٰى اَخُوْهُ ثُمَّ اَخَذْتُهُ فَمَا هُوَ اِلَّا اَنْ جِئْتَ بِهِ رَحْلِىْ وَقَاءَ صَاحِبِىْ تَعْنِىْ زَوْجَهَا اِلَى شَرْفِنَاتِلْكَ فَاِذَا اَنَّهَا الْحَافِلُ فَحَلَّتَ مَاشَرِبَ وَشَرِبْتُ حَتّٰى رَوَيْنَا وَبِتْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِىْ يَاحَلِيْمَةُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَا اَرَاكَ قَدْ اَخَذْتَ نَسْمَةً مُبَارَكَةً اَلَمْ تَرٰى مَا بِتْنَا بِهِ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ حِيْنَ اَخَذْنَاهُ فَلَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَزِيْدُنَا خَيْرًا قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَوَدَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَدَوَعَتْ اَنَا اُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبْتُ اَتَانِىْ وَاَخَذْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدِىْ قَالَتْ فَنَظَرْتُ اِلَى الْاَتَانِ وَقَدْ سَجَدَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ثَلٰثُ سَجْدَاتٍ وَرَفَعَتْ رَأْسَهَا اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَشَتْ حَتّٰى تَسْبِقَتْ دَوَابَّ النَّاسِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعِىَ وَصَارَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنِّىْ وَيَقُلْنَ لِىْ النِّسَاءَ وَهُنَّ وَرَائِىْ يَا بِنْتَ اَبِىْ ذُوَيْبٍ اَهٰذِهِ اُتَانَكَ الَّتِىْ كُنْتُ عَلَيْهَا وَاَنْتَ جَائِيَةً مَعَنَا تُخْفَضُكَ طُوْرًا وَتَرْفَعُكَ اُخْرٰى فَاَقُوْلُ بِاللّٰهِ اِنَّهَا هِىَ فَيَتَعَجَّبْنَ مِنْهَا وَيَقُلْنَ اَنَّ لَهَا شَاْنًا عَظِيْمًا قَالَتْ فَكُنْتُ اَسْمَعُ اُتَانِىْ تَنْطِقُ وَنَقُوْلُ اِنَّ لِىْ شَانًا ثُمَّ شَانًا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِىْ وَرَدَّ لِىْ سُمْنِىْ بَعْدَ هُزَلِىْ وَيَحْكُنَّ يَانِسَاءَ بَنِىْ سَعَدٍ اِنْ كُنَّ لَفِىْ غَفْلَةٍ دَهْلٍ تُدْرِيْنَ مِنْ عَلٰى ظَهْرِىْ خَيْرَ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ (رواه الطبرانى و البيهقى و ابو نعيم)

(১৬১) হযরত হালিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন দুগ্ধপান করাবার জন্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসলাম, তখন ছিল দুর্ভিক্ষের যামানা। আমার যানবাহনের জন্য ছিল একটি গাধা আর আমার সাথে ছিল এক দুগ্ধপোষ্য শিশু ও একটি বৃদ্ধা উটনী। উটনীটি ছিল খুবই দুর্বল। তার স্তনে এক ফোটা দুধও ছিল না। আমার শিশুটি ক্ষুধার কারণে রাতভর ঘুমাতে পারেনি। আর উটনীর স্তনের দুধও উপযোগী ছিল না। আমার বুকেও যথেষ্ট দুধ ছিল না। আমি বনী সায়াদ বিন বকর গোত্রের মহিলাদের নিকট গিয়ে দেখলাম, সেখানের মহিলারা অন্যান্য নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ও ইয়াতীম হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন মহিলাই গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আমি আমার স্বামীকে বললাম, সব মহিলাই শিশু পেয়েছে। এখন শুধু একটি ইয়াতীম শিশু রয়েছে, যাকে কেউ গ্রহণ করেনি। আমি তাকে গিয়ে নিয়ে আসি। আমি তাকে আনতে এই উদ্দেশ্যে গেলাম যে, এর দ্বারা আমি কোনরূপ লাভবান হতে পারব না। তবে খালি ফেরত যাওয়ার চেয়ে একে নিয়ে যাওয়াই উত্তম। আমি এ শিশুটির কাছে গিয়ে দেখলাম যে, দুধের চেয়েও সাদা ধবধবে কাপড়ে জড়ানো। আর তার দেহ থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। তার দেহের নিচে বিছানা স্বরূপ একখানা রেশমী কাপড় বিছানো। শিশুটি খুব সুস্থে ঘুমাচ্ছে। আমি তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তাকে জাগাতে মন চাইল না। সে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে রইলাম। অতঃপর আমি যখন তার বুকের উপর হাত রাখলাম, তখন মুচকী হাসি দিয়ে সে চোখ খুলল এবং আমার দিকে তাকাল। তার চোখ থেকে এমন নূর প্রকাশ পেল, যা আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। অতঃপর আমি তাঁর ললাটে চুমু খেয়ে তার মুখে আমার ডান স্তনটি দিলাম। সে মনের খুশীতে দুধ পান করল। আমি যখন তাকে বাম দিকের স্তনটি মুখে দিতে চাইলাম, তখন সে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এরূপ অবস্থা পরবর্তীতেও ছিল। গুণী লোকেরা বলেছেন যে, মুখ ফিরিয়ে নেয়া ছিল তার ইনসাফ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, আরো এক শিশু এ দুধে অংশীদার রয়েছে। হযরত হালিমা বলেন, তিনি আমার দুধে পরিতৃপ্ত হলেন এবং তার দুধ ভাইও পরিতৃপ্ত হল। আমি তাঁকে নিয়ে যখন আমার সফরের তাবুতে পৌঁছলাম, তখন আমার স্বামী উটনীর দুধ দোহন করার ইচ্ছা করলেন, তিনি দেখলেন উটনীর স্তন দুধে ভরপুর হয়ে আছে। তিনি এত দুধ দোহন করলেন, যা আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলাম। রাতটি আমাদের খুবই আরামে কাটল। আমার স্বামী বললেন, তুমি কত বরকতময় শিশু নিয়ে এসেছ যে, আমি সর্বত্র বরকত আর বরকত পাচ্ছি। সর্বদা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে

সব কাজে ভালাই দান করুন। আমি যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা থেকে বিদায় হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলাম, তখন আমার যানবাহনটি কাবা ঘরের দিকে ফিরে তিনটি সিজদা দিল এবং আকাশের দিকে মুখমণ্ডল উত্তোলন করল। অতঃপর যানবাহনের গাধা খুব দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। চলতে চলতে সে কাফেলার সব যানবাহনের আগে চলে গেল। কাফেলার সাথী অন্যান্য মহিলারা আমাকে বলল, হে আবু যোয়াইবের কন্যা! এ গাধা কি সে গাধা, যা দুর্বলতার কারণে খুব ধীরগতিতে চলত। আমি তাদেরকে বললাম, অবশ্যই এটা সেই গাধা, যা অতি দুর্বলতম অবস্থায় এবং পতনোন্মুখ অবস্থায় এসেছিল। কখনো কখনো বসে পড়ত। কখনো উঠে দাড়াত, এই ছিল তার অবস্থা। গাধাটির এহেন তড়িত পরিবর্তন দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, হালিমা বিরাট ভাগ্যবান। হালিমা বলেন, আমি গাধার মুখে একথা শুনলাম যে, সে বলছে, আমার বিরাট মহত্ত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করেছেন। শীর্ণকায় হতে হৃষ্টপুষ্ট করেছেন। হে বনী সাআদের মহিলাগণ! তোমরা কিছুই জান না যে, আমি আমার পিঠে কোন মহান ব্যক্তিকে বহন করে চলছি। তিনি হচ্ছেন নবী রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। আর পৃথিবীর আগে পরের সমস্ত লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। ইনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীনের বন্ধু। (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ফী মাওরাদি রাবী ফী মাউলুদিন নবুবী গ্রন্থ, ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহ, আবু ইয়ালা, তাবারানী, বায়হাকী, আবু নাঈম)

(١٦٢) عَنْ حَلِيْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَ بَنِىْ سَعْدٍ وَلَا اَعْلَمُ اَرْضًا مِنْ اَرْضِ اللّٰهِ اَجْدَبَ مِنْهَا فَكَانَتْ غَنَمِىْ تَرُوْحُ عَلٰى حِيْنٍ قَدِمْنَابِه شَبَاعًا لَبَنًا فَنَحْلَبَ وَنَشْرَبَ مَا يَحْلُبُ اِنْسَانٌ قَطْرَةَ لَبَنٍ لَايَجِدُهَا فِىْ ضَرْعٍ حَتّٰى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُوْلُوْنَ لِرَعَائِهِمْ اَسْرِحُوْا حَيْثُ يَسْرَحُ غَنَمَ بِنْتَ اَبِىْ ذُوَيْبٍ فَتَرُوْحُ اَغْنَامُهُمْ جُوْعًا مَاتَبَضَ بِقَطْرَةِ لَبَنٍ وَتَرُوْحُ اَغْنَامِىْ شَبَاعًا لَبَنًا فَلِلّٰهِ دَرُّهَا مِنْ بَرْكَةٍ كَثُرَتْ بِهَا مَوَاشِئُ حَلِيْمَةَ وَنَمَتْ وَارْتَفَعَ قَدْرُهَا بِه وَسَمَنَتْ وَلَمْ تَزَلْ حَلِيْمَةُ تَتَعَرَّفُ الْخَيْرَ .

وَالسَّعَادَةَ وَتَفُوْزُ مِنْهُ بِالْحُسْنٰى وَالزِّيَادَةُ شِعْرٍ

لَقَدْ بَلَغَتِ الْهَاشِمِىُّ حَلِيْمَةَ +

مَقَامًا عَلٰى فِىْ وَزْدَةِ الْغُرْفِ الْمَجْدِ

وَزَادَتْ مَوَاشِيْهَا وَاَخْصَبَ وَبْعَهَا+ وَقَدْ عَمَّ هٰذَا سَعْدُ كُلُّ بَنِى

سَعَدٍ ۔ (رواه ابن اسحق)

(১৬২) হযরত হালিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী সাআদের ঘরবাড়িতে পৌঁছার পর আমার বকরীর পালের বকরীগুলোর স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধের সঞ্চার হত। অথচ তথাকার মাঠে ময়দানে সবুজ ঘাষের নামগন্ধও ছিল না। আর অন্যান্য লোকের বকরীর স্তনে একফোটা দুধও পাওয়া যেত না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা রাখালদেরকে বলত, তোমাদের বকরীগুলোকে সেখানে চরাবে, যেখানে হালিমার বকরীগুলো চরায়। এরূপ করা সত্ত্বেও তাদের বকরীগুলোর দুধ হত না। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে হালিমার বকরীর পালে বিপুল পরিমাণে বরকত ও কল্যাণ পরিলক্ষিত হল। এর ফলে গোত্রের মধ্যে হালিমার মানমর্যাদারও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। হালিমার সংসারে সর্বদিক দিয়ে সর্বদা প্রাচুর্যতা, কল্যাণ, ভালাই, সফলতা, সৌভাগ্যের ঢল দেখা দেয়। কবি লিখেছেন ঃ হালিমার জীবনে এক হাশেমী শিশুর কারণে সর্বপ্রকার কল্যাণ বরকতের বর্ষণ হয়ে তা বনী সাআদ গোত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। বনী সাআদ গোত্রের বকরী পালের বিপূল পরিমাণে প্রবৃদ্ধি হয়ে সমগ্র গোত্রটির জীবনে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। (ইবনে ইসহাক)

(١٦٣) وَفِىْ كِتَابِ التَّرْقِيْصِ لِاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعُلَى الْاَزْدِىُّ اِنْ مِنْ اَشْعَارِ حَلِيْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا مِمَّا كَانَتْ تَرْقُصُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يَارَبِّ اِذَا اَعْطَيْتَهُ فَابْقِه+ وَاَعْلَا لِىَ الْعُلَا وَارْفَعْه وَادْحَضْ

اَبَاطِيْلَ الْعَدِىِّ بِحَقِّه + وَزِدْتُ اَنَا بِحُقِّه بِحَقِّه بِحَقِّه

(১৬৩) হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল্ আযদী কিতাবুত তারকীছে লিখেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিশুকালে তাঁর দাঈ মাতা হালিমা নিম্নরূপ ছন্দময় কবিতা আবৃতি করে তাঁকে উৎফুল্ল করে পানাহার করাতেন ঃ

প্রভূ যখন তুমি করেছ তাঁকে দান
রাখ তাঁরে চিরন্তন।
কর মোরে উন্নত
কর তাঁকে চির মহিয়ান।
শত্রুদেরকে তাঁর তুমি
কর ধ্বংস ও অপমান।
প্রাচুর্যতা ও মহত্ত্বের উচ্চ সোপানে
রাখ তাঁকে চিরন্তন।

(١٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ حَلِيْمَةُ تُحَدِّثُ لَهَا اَوَّلَ لَمَّا فَطَمَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۔ (رواه بيهقى، ابن عساكر)

(১৬৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হালীমা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ ছাড়ার পূর্বে প্রথমতঃ তার মুখে এই কথা ফুটে উঠে : আল্লাহু আকবার কাবীরান (আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহান) আল্ হামদুলিল্লাহি কাছীরান (বিপুল প্রশংসা তার জন্য) সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আছীলা। (আল্লাহ তায়ালার সকাল সন্ধ্যা পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) (বায়হাকী, ইবনে আসাকির)

পঞ্চম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত ও জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশিষ্ট তাবেঈনদের অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে নমূনা স্বরূপ কিছু পেশ করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাবেঈ কাআবুল আহবার রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণিত হাদীস–

(١٦٥) عَنْ كَعَبِ الْاَحْبَارِالتَّابِعِيِّ الْمُحْتَرَمِ اَدْرَكَ الْمُصْطَفٰى وَمَارَاهُ الْمُتَّفِقُ عَلٰى عِلْمِهٖ وَتَوْثِيْقِهٖ قَالَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ جِبْرِيْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُ بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَاؤُهُ هُوَ الْحَسَنُ وَنُوْرُهَا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرَئِيْلُ فِىْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّفِيْعِ الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قَبْضَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءُ مُنِيْرَةً فَعَجَنَتْ بِمَاءِ تَسْنِيْمٍ وَهُوَ اَرْفَعُ شَرَابِ الْجَنَّةِ فِىْ مُعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتّٰى صَارَ كَالدُّرَّةِ اللُّؤْلُؤِ الْعَظِيْمِ بَيْضَاءَ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَحَوْلَ الْكُرْسِىِّ وَفِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَعْرِفَ اٰدَمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ۔ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هٰذَا لَايُقَالُ بِالرَّاْىِ اِنْتَهٰى يَعْنِىْ فَهُوَ اَمَّا عَنْ كُتُبِ الْقَدِيْمَةِ لِاَنَّهُ خَبَرُهَا اَوْعَنِ الْمُصْطَفٰى بِوَاسِطَةٍ فَهُوَمُرْسَلٌ وَتَضْعِيْفُ بَعْضِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ جِدًّا لَهُ بِاِحْتِمَالِ اَنَّهُ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيْمَةِ وَقَدْ بَدَّلَتْ غَيْرَ مَسْمُوْعٍ فَاِنَّ التَّضْعِيْفَ اِنَّمَا هُوَمِنْ جِهَةِ السَّنَدِ لِاَنَّهُ الْمِرْقَاةُ كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ عَنْ مَنْ لَهُ اَدْنَى الْمُسَامِ بِالْفَنِّ وَلَيْسَ لَهُ كُلُّ مَايَنْقُلُ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيْمَةِ

مَرْدُوْدٌ بِمِثْلِ هٰذَا الْاِحْتِمَالِ شَرْحِ الْمَوَاهِبِ لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىْ ـ

(১৬৫) বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত কাআবুল আহবার (রহঃ)-এর ইলম ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই নিঃসন্দেহে অভিমত দিয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মানব রূপে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে মাটি আনার জন্য নির্দেশ দিলেন পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র থেকে, যা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সুন্দরতম নূর। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাতুল ফিরদাউসের ফেরেশতাদেরকে এবং অন্যান্য সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে সাথে নিয়ে সেই ভুখণ্ডের মাটি গ্রহণ করলেন, যেখানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর বর্তমান। সে স্থানের মাটি খুবই পরিচ্ছন্ন ও সাদা। অতঃপর সে মাটিকে জান্নাতের সেই তাসনীম নহরের পানি দ্বারা খামীর বানালেন, যে পানি জান্নাতের নহরসমূহের মধ্যে উচ্চমানের পানীয়। সেই মাটিকে তাসনীমের পানি দ্বারা খামীর বানাবার ফলে তা বিরাট কিরণমালা বিশিষ্ট সমুজ্জ্বল মোতির মত হল। অতঃপর ফিরিশতাগণ সে মাটি নিয়ে আরশ কুরসীর চর্তুষ্পার্শ্বে এবং আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় নদী-নালার সর্বত্র ঘুরিয়ে আনল যাতে সমস্ত সৃষ্টিকুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারে এবং হযরত আদম (আঃ)-কে জানা-চেনার পূর্বে তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিজস্ব অভিমতে মনগড়া কথা কেউ এভাবে বলতে পারে না। হয় এ কথাগুলো প্রাচীনতম কোন আসমানী কিতাবে থাকবে অথবা কোন মাধ্যমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত হবে। এটা হলে তখন বর্ণনাটি মুরসাল হাদীসের স্তরে উপনীত হয়।

পরবর্তীকালের কিছু কিছু আলেম এ হাদীসটিকে যঈফ নামে আখ্যায়িত করে বলেছেন, এরূপ কোন কথা প্রাচীন কিতাবসমূহ থেকে শোনা যায়নি। তাদের দুর্বল বলার বিষয়টি হাদীসের সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এভাবে সন্দেহ পোষণের মত প্রাচীনতম কিতাবসমূহ থেকে যা কিছু নকল করা হয় তা সবই বাতিল এমন নয়। এসব কথা আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (বাহজাতুন্ নুফুস গ্রন্থ, ইমাম আরেফ রব্বানী আহদুল্লাহ ইবনে আবু হামজা, শিফাউস্ সুদূর গ্রন্থ, ইবনে সবায়া, শারফুল মুস্তফা

গ্রন্থ– আবু সাঈদ ওয়াফা গ্রন্থ– ইবনে জওযী প্রমুখ থেকে বর্ণিত)

(١٦٦) وَاَيْضًا فِىْ رِوَايَةِ كَعْبِ الْاَحْبَارِ اَنَّهُ نُوْدِىَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ حَمَلَ فِيْهَا الْمُصْطَفٰى فِى السَّمَاءِ صَفَاحَهَا اَىْ جَوَانِبَهَا وَالْاَرْضُ وَبِقَاعِهَا اَنَّ النُّوْرَ الْمَكْنُوْنُ الَّذِىْ مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ مُصَوَّرٌ مِنْهُ جَسَدُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَقَلَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ فَيَا طُوْبٰى لَهَا يَاطُوْبٰى لَهَا وَاَصْبَحَتْ يَوْمَئِذٍ اَصْنَامُ الدُّنْيَا مَنْكُوْسَةً وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِىْ جَدَبٍ شَدِيْدٍ وَضَيْقٍ عَظِيْمٍ فَاَخْضَرَتْ وَحَمَلَتْ الْاَشْجَارُ وَاَتَاهُمُ الرَّفْدُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِىْ حَمَلَ فِيْهَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ الْفَتْحِ وَسَنَةَ الْاِبْتِهَاجِ اَىِ السُّرُوْرِ ـ (رواه شرح مواهب اللدنية)

(১৬৬) হযরত কাআবুল আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হন, সে রাতে আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষণা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকটি যে নূর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তা ছিল একটি গোপন নূর। সে নূর আজ পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে স্থানান্তরিত হয়ে মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছে। অতএব দুনিয়াবাসীর জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ। ঐ রাতে দুনিয়ার মুর্ত্তি পূজকদের প্রতিমাগুলো উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সে সময় মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের বিপদে নিপতিত ছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের বরকতে এ বছর মাঠে ঘাটে সবুজ ঘাস ও পাতার মহাসমারোহ দেখা দিয়েছিল। আর গাছ-পালা তরুলতাগুলো হয়েছিল ফুলে ফলে সুশোভিত। সর্বত্র বরকত ও খুশীর হিল্লোল দোলা খেতে লাগল। যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে আসেন সে বছরটিকে বলা হত বিজয় ও আনন্দের বছর। (শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

(١٦٧) عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ فِى التَّوْرَاةِ اَنَّ اللّٰهَ اَخْبَرَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ خُرُوْجَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ وَمُوْسٰى

اَخْبَرَ قَوْمَهُ اَنَّ الْكَوْكَبَ الْمَعْرُوْفَ عِنْدَكُمْ كَذَا اِذَا تَحَرَّكَ وَسَارَ عَنْ مَوْضِعِهٖ فَهُوَ وَقْتُ خُرُوْجِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ وَصَارَ ذَالِكَ مِمَّا يَتَوَارَثُهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - (رواه انسان العيون)

(১৬৭) হযরত কাআবুল আহবার (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি তার জন্ম হওয়ার কথা তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকেও অবহিত করেছিলেন। তোমাদের জানা সে তারকাটি যখন তার স্থান থেকে স্থানান্তরিত হবে তখনই হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময়। এ সংবাদটি ইহুদী আলেমগণ বংশ পরম্পরা বনী ইসরাঈলদেরকে অবহিত করতে থাকেন। (ইনসানুল উয়ূন গ্রন্থ)

(١٦٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَافِرِىِّ اَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ رَاٰى حَبْرَ الْيَهُوْدِ يَبْكِىْ فَقَالَ لَهُ مَايُبْكِيْكَ فَقَالَ ذَكَرْتُ بَعْضَ الْاَمْرِ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ لَئِنْ اَخْبَرْتُكَ مَايُبْكِيْكَ لَتَصَدِّقَنِّىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ اَنَّ مُوْسٰى نَظَرَفِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ رَبِّ اَجِدُ اُمَّةً فِى التَّوْرَاةِ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ الْاَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْاٰخِرِ وَيُقَاتِلُوْنَ بِاَهْلِ الضَّلَالَةِ حَتّٰى يُقَاتِلُوا الْاَعْوَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْهُمْ اُمَّتِىْ قَالَ هُمْ اُمَّةُ (مُحَمَّدٍ) فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَجِدُ اُمَّةً هُمُ الْحَمَّادُوْنَ رُعَاةَ الشَّمْسِ الْمُحَكِّمُوْنَ اِذَا اَرَادُوْا اَمْرًا قَالُوْا نَفْعَلُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاجْعَلْهُمْ اُمَّتِىْ قَالَ هُمْ اُمَّةُ اَحْمَدَ قَالَ الْحَبْرُ نَعَمْ قَالَ كَعْبٌ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ اَنَّ مُوْسٰى نَظَرَ فِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَارَبِّ اِنِّىْ اَجِدُ اُمَّةً اِذَا اَشْرَفَ اَحَدُهُمْ عَلٰى شَرَفٍ كَبَّرَ اللّٰهَ فَاِذَا اَهْبَطَ وَادِيًا حَمِدَ

اللّٰهَ الصَّعِيْدَ لَهُ طُهُوْرٌ وَالْاَرْضُ لَهُمْ مَسْجِدٌ حَيْثُ مَا كَانُوْا يَتَطَهَّرُوْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ طُهُوْرُهُمْ بِالصَّعِيْدِ كَطُهُوْرِهِمْ بِالْمَاءِ حَيْثُ لَايَجِدُوْنَ الْمَاءَ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَاجْعَلْهُمْ اُمَّتِىْ قَالَ هُمْ اُمَّةُ اَحْمَدَ قَالَ الْحَبْرُ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ اَنَّ مُوْسٰى نَظَرَفِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَجِدُ اُمَّةً مَرْحُوْمَةً ضُعَفَاءَ يَرِثُوْنَ الْكِتَابَ وَاصْطَفَيْتَهُمْ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَلَا اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلَّا مَرْحُوْمًا فَاجْعَلْهُمْ اُمَّتِىْ قَالَ هُمْ اُمَّةُ اَحْمَدَ قَالَ الْحَبْرُ نَعَمْ قَالَ كَعْبٌ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ اَنَّ مُوْسٰى نَظَرَفِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ اُمَّةً مَصَاحِفُهُمْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ يَلْبَسُوْنَ اَلْوَانَ ثِيَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَصُفُّوْنَ فِىْ صَلَاتِهِمْ كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ اَصْوَاتُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِىِّ النَّحْلِ لَايَدْخُلُ النَّارَ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا مَنْ بَرِئَ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ مَابَرِىَ مِنَ الْحَجَرِ وَوَرَقِ الشَّجَرِ فَاجْعَلْهُمْ اُمَّتِىْ قَالَ هُمْ اُمَّةُ اَحْمَدَ قَالَ الْحَبْرُ نَعَمْ فَلَمَّا اَعْجَبَ مُوْسٰى مِنْ خَبْرِالَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مُحَمَّدٍ وَ اُمَّتِهٖ قَالَ يَالَيْتَنِىْ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ يَرْضِيْهِ بِهِنَّ يَامُوْسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِىْ وَبِكَلَامِىْ-الاية فَرَضِىَ مُوْسٰى كُلَّ الرِّضٰى - (رواه ابو نعيم)

(১৬৮) হযরত আবদুর রহমান মুআফেরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কাআবুল আহবার (রাঃ) এক ইহুদী আলেম ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে তুমি কাঁদছো? ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, কিছু কিছু বিষয় স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। হযরত কাআব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি যদি তোমাকে কান্নার কারণ বলি, তাহলে তুমি কি আমাকে সত্যবাদী মনে করবে? আলেম ব্যক্তি বলল, হাঁ, সত্যবাদী মনে করব। হযরত কাআব (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর

কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবে পেয়েছ যে, নবী হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাব পাঠ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাত কিতাবে এক দল উম্মতের কথা পেয়েছি যারা মানুষের কল্যাণে ব্রতী হবে। সৎকর্মের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে। আর তারা পূর্ববর্তী কিতাব ও শেষ কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। তারা পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে লড়াই করবে। এমনকি তারা কানা দাজ্জালকেও হত্যা করবে। নবী হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! সে উম্মতকে আমার উম্মতে পরিণত করুন। আল্লাহ তাআলা বললেন, সে উম্মত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। এ কথা শুনে ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, এ কথা ঠিক। হযরত মূসা (আঃ) আবার বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাত কিতাবে এক উম্মতের কথা পেয়েছি, যারা আল্লাহ তাআলার প্রশংসাকারী হবে এবং তারা সূর্য দেখে দেখে তোমার বিধান (নামায) পালন করবে। কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে তারা বলবে ইনশাআল্লাহ আমরা তা করব। অতএব আপনি তাদেরকে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা হবে আহমদের উম্মত। ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, হাঁ এ কথাও ঠিক। অতঃপর হযরত কাআব (রাঃ) বললেন, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি কি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবে এ কথা পাওনি যে, নবী হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাবে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, একদল উম্মত হবে, যারা কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতে আল্লাহু আকবার বলবে। নীচু স্থানে অবতরণ করতে আলহামদু লিল্লাহ বলবে। পবিত্র মাটি দ্বারা তারা পবিত্রতা অর্জন করবে। তারা যেখানেই থাকবে সমস্ত পৃথিবী হবে তাদের সিজদা করার স্থান। তারা স্ত্রী সহবাসের পর পবিত্রতা অর্জন করবে। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার মত মাটি দ্বারা তারা পবিত্রতা অর্জন করবে, (যদি তারা পানি না পায় বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়।) তারা অযু করার নিদর্শন স্বরূপ অযুর স্থানসমূহ (পরকালে) সমুজ্জল হবে। অতএব তাদেরকে আমার উম্মতে পরিণত করুন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা হবে আহমদের উম্মত। ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, হাঁ একথাও সঠিক। অতঃপর হযরত কাআব (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবে এ কথা পাওনি যে, হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাব পাঠ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একদল উম্মত হবে আপনার অনুগ্রহ ভাজন। তারা হবে দুর্বল, তারা কিতাবের অধিকারী হবে। আর আপনি তাদেরকে

সম্মানিত করবেন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু নিজেদের প্রতি অত্যাচারী (গুনাহগার) হবে। কিছু কিছু হবে মধ্যমানের। আর তাদের কিছু কিছু হবে সৎ কর্মে অগ্রবর্তী। অবশেষে তাদের সকলেই অনুগৃহিত হবে। অতএব আপনি তাদেরকে আমার উম্মত বানান। আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা হবে আহমদের উম্মত। ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, হাঁ তুমি ঠিকই বলেছ।

অতঃপর হযরত কাআব (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবে এ কথা পাওনি যে, নবী হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাবে দৃষ্টিপাত করার পর বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে একদল উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যারা তাদের কিতাবকে বুকের মাঝে সংরক্ষণ করে রাখবে। অর্থাৎ তারা হাফেজ হবে। আর তারা জান্নাতী লোকদের পোশাকের মত পোশাক পরিধান করবে। আর নামাযে তারা ফেরেশতাদের কাতারের মত কাতার বন্ধী হয়ে দাঁড়াবে। মসজিদে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে মৌমাছির আওয়াজের মত। তাদের মধ্যে কেউই (চিরস্থায়ী ভাবে) জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কিন্তু যারা পাথর ও পাতা বিহীন গাছের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নেকী শূণ্য হবে। তারা জাহান্নামী হবে। অতএব এ উম্মতকে আমার উম্মত বানান। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, তারা হবে আহমদের উম্মত। তখন ইহুদী আলেম ব্যক্তি বললেন, হাঁ তুমি ঠিক বলেছ। হযরত মূসা (আঃ) নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মতের বিবরণ শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, হায় আমি যদি আহমদের উম্মত হতাম। তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে তিনটি আয়াত অহী যোগে প্রেরণ করলেন, যা অবগত হয়ে হযরত মূসা (আঃ) সন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! আমি কি তোমাকে নবুওয়াত দান করে এবং সর্বক্ষণ আমার সাথে কথা বলার সুযোগ দান করে তোমাকে সম্মানিত করিনি? (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) অতঃপর নবী হযরত মূসা (আঃ) সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন। (আবু নাঈম)

(١٦٩) عَنْ كَعَبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَحْكِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِى الْمُخْتَارِ لَافَظٍّ وَّلَاغَلِيْظٍ وَّلَاسَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَايَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً وَّلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهٗ بِطَيْبَةِ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ الحديث ـ (رواه مصابيح)

(১৬৯) হযরত কাআব (রাঃ) তাওরাত কিতাব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা তাওরাত কিতাবে লিখিত পাই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। তিনি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তিনি অসচ্চরিত্র নন এবং কঠিন হৃদয়ও নন। তিনি বাজারে হৈ চৈ করবেন না। তিনি খারাপ আচরণ দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিশোধ নিবেন না। বরং তিনি মানুষের অপরাধকে মার্জনা করবেন ও ক্ষমা করবেন। তার জন্মস্থান হবে মক্কায় এবং হিজরতের স্থান হবে মদীনা তাইয়্যেবায়। আর তাঁর সাম্রাজ্য হবে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। (মাসাবীহ গ্রন্থ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণিত হাদীস–

(১৭০) عن سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابهار النهار اى وسط وكان ذالك لمضئ مثنى عشرة ليلة سميت من ربيع الاول - (رواه انسان العيون)

(১৭০) হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ দিনের মধ্যম সময়টিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তারিখটি ছিল রবীউল আউয়াল মাসের বার তারিখের জোৎসনাময় রাতের শেষ। (ইনসানুল উয়ূন গ্রন্থ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাবেঈ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(১৭১) عن ابى جعفر محمد عن ابيه اى على بن الحسين رضى الله تعالى عنهم فى تفسير قوله تعالى لقد جائكم رسول من انفسكم - لم تصبه شئ من ولادة الجاهلية قال قال النبى صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح غير سفاح - (رواه المواهب اللدنية)

(১৭১) হযরত আবু জাফর মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে অর্থাৎ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আলী) لقد جائكم رسول ..... আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জাহেলী যুগের জন্ম আচরণের কোন কিছু তাঁকে (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) স্পর্শ করেনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছি। ব্যাভিচার ও যিনার অপকর্মের মাধ্যমে নয়। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাবেঈ আবু জাফর সাদেক মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(১৭২) عن سهل بن صالح الهمدانى قال سألت ابا جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الملقب بالباقر رضى الله تعالى عنهم كيف صار محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم الانبياء وهو اخر من بعث قال ان الله تعالى لما اخذ الميثاق فى عالم الذر من بنى ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى كان محمد صلى الله عليه وسلم اول من قال بلى ولذالك صار محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم الانبياء وهو اخر من بعث اه بزيادة من شرحها العلامة الزرقانى - (رواه المواهب اللدنية)

(১৭২) হযরত সাহল ইবনে সালেহ হামদানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ), যার উপাধি হচ্ছে বাকের তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীকুলের মধ্যে সর্বাগ্রের ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদা কিভাবে পেলেন? অথচ তিনি নবীকুলের মধ্যে সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানগণ আত্মীক জগতে অবস্থানকালে তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক? তখন সকলে

বলল, অবশ্যই আপনি প্রতিপালক। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক। এ কারণে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীকুলের মধ্যে সর্বাগ্রের ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন। আর তাকেই নবীকুলের মধ্যে সর্বশেষ নবীরূপে পাঠনো হয়। আল্লামা যুরকানীর বাড়তি ব্যাখ্যাসহ। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ)

(١٧٣) عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ قُدُوْمُ اَصْحَابِ الْفِيْلِ لِلنِّصْفِ مِنَ الْحَرَمِ ـ فَبَيْنَ الْفِيْلِ وَبَيْنَ وَلَدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ لَيْلَةً

. (رواه ابن سعد، ابن ابى الدنيا، ابن عساكر)

(১৭৩) হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তার হস্তী বাহিনী নিয়ে মুহাররম মাসের পনের তারিখে মক্কায় পৌছেছিল। হস্তী বাহিনীর আগমন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র পঞ্চান্নটি রাত। (ইবনে সাআদ, ইবনে আবীদ্ দুনিয়া, ইবনে আসাকির)

(١٧٤) عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اُمِرَتْ اٰمِنَةَ وَهِىَ حَامِلَةٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُسَمِّيْهِ اَحْمَدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رواه ابن سعد)

(১৭৪) হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভে ধারণ করা অবস্থায় হযরত আমেনার প্রতি তাঁর নাম আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখার নির্দেশ হয়েছিল। (ইবনে সাআদ)

(١٧٥) عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَدُنِ اٰدَمَ وَلَمْ يُصِبْنِىْ مَا سَفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئٌ وَلَمْ اَخْرُجْ اِلاَّ مِنْ طُهْرَةٍ ـ (رواه ابن سعد)

(১৭৫) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি অবশ্যই বৈবাহিক নিয়ম সূত্রে জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে পরম্পরা ধারার কোন ধারায় আমি ব্যভিচার বা যেনার ধারায় জন্মগ্রহণ করিনি। আর জাহিলিয়াতের ব্যভিচারী ধারার কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি কেবলমাত্র পবিত্র নিয়মেই জন্মগ্রহণ করেছি। (ইবনে সাআদ, ইবনে আবী শাইবা মুসান্নিফ গ্রন্থ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাবেঈ হযরত উরওয়াহ (রহঃ) বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٧٦) عَنْ عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ قَالُوْا اَنَّ قَتِيْلَةَ بِنْتَ نَوْفَلٍ اُخْتِ وَرَقَةَ بْنُ نَوْفَلٍ كَانَتْ تَنْظُرُ وَتَعَانُفُ فَمَرَّبِهَا عَبْدِ اللّٰهِ فَدَعَتْهُ يَسْتَبْضِعُ مِنْهَا وَلَزِمَتْ طَرْفَ ثَوْبِهِ فَاَبٰى وَقَالَ حَتّٰى اٰتِيْكَ وَخَرَجَ سَرِيْعًا حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى اٰمِنَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَرْاَةِ فَوَجَدَهَا مُنْتَظِرٌ فَقَالَ بِهَا هَلْ لَكَ فِى الَّذِىْ عَرَضْتَ عَلَىَّ قَالَتْ لاَمَرَرْتَ وَفِىْ وَجْهِكَ سَاطِعٌ رَجَعْتَ وَلَيْسَ فِيْكَ ذٰلِكَ النُّوْرِ وَفِىْ لَفْظٍ مَرَرْتَ وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ غُرَّةٌ مِثْلَ غُرَّةَ الْفَرَسِ وَرَجَعْتَ وَلَيْسَ هِىَ فِىْ وَجْهِكَ ـ

(رواه ابن سعد و ابن عساكر)

(১৭৬) হযরত উরওয়াহ (রাঃ) সহ অনেক তাবেঈ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের ভগ্নি কাতিলা বিনতে নাওফিল একটি তারকা উদয়ের জন্য অপেক্ষমান ছিল। যাতে সে ঐ তারকা লগ্নে কোন কাজ করে সফলতা করতে চায়। অতঃপর আবদুল্লাহ একদিন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন কাতিলা আবদুল্লাহকে ডেকে তার কাপড় ধরে তাকে যৌন মিলনের আহ্বান জানাল। আবদুল্লাহ যৌন মিলন অস্বীকার করে বললেন, আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। অতঃপর দ্রুত তিনি আমেনার কাছে এসে তার সাথে যৌন মিলন করলেন। ফলে আমেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভে ধারণ করলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ঐ মহিলার কাছে ফিরে এসে

দেখলেন যে, সে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তুমি যে বিষয় আমার কাছে আবেদন করেছিলে তা কি এখনো তোমার প্রয়োজন আছে? মহিলা বলল, না প্রয়োজন নেই। তোমার ললাটে যে উজ্জ্বল নূর ছিল তা চলে গেছে। এখন আর সে নূর তোমার মধ্যে নেই। অন্য এক বর্ণনায় এই ভাষা উল্লেখ রয়েছে যে, তোমার নয়ন যুগলের মাঝে ঘোড়ার ললাটের শুভ্রতার মত যে শুভ্রতা ছিল তা চলে গেছে। এখন আর তা তোমার চেহারায় নেই। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(١٧٧) عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَلْمَرْاَةُ اَلَّتِىْ عُرِضَتْ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ مَاعُرِضَتْ هِىَ اُخْتُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ـ (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(১৭৭) হযরত আবু সালেহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের বোন কাতিলা আবদুল্লাহর সাথে যৌন ক্রিয়া করার জন্য আবেদন করেছিল। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

(١٧٨) عَنْ عُرْوَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْهُمْ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرِبْنِ نُفَيْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ وَعُثْمَانُ بْنُ الْحَرَثِ كَانُوْا عِنْدَ صَنَمٍ يَجْتَمِعُوْنَ اِلَيْهِ فَدَخَلُوْا يَوْمًا عَلَيْهِ فَرَاَوْهُ مَكْبُوْبًا عَلٰى وَجْهِهٖ فَاَنْكَرُوْا ذَالِكَ فَاَخَذُوْهُ فَرَدُّوْهُ اِلٰى حَالِهٖ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنِ انْقَلَبَ اِنْقِلَابًا عَنِيْفًا ـ فَرَدُّوْهُ اِلٰى حَالِهٖ فَانْقَلَبَ الثَّالِثُ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ هٰذِهِ الْاَمْرُ حَدَّثَ وَذَالِكَ فِى اللَّيْلَةِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رواه ابن عساكر)

(১৭৮) হযরত উরওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশের কিছু লোক একটি প্রতিমার কাছে সমবেত হত যাদের মধ্যে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, যায়েদ ইবনে উমর ইবনে নুফাইল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং উসমান ইবনে হারেস প্রমূখ ব্যক্তি ছিলেন। তারা একদিন প্রতিমাটির কাছে সমবেত হয়ে দেখল যে, প্রতিমাটি অধঃমুখ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এ দৃশ্যটি তাদের কাছে খুব

খারাপ মনে হল। তারা প্রতিমাটি ধরে তার পূর্বাবস্থায় খাড়া করে দিল। অতঃপর প্রতিমাটি পুনরায় অপলকে অধঃমুখ হয়ে পতিত হল। এবার তারা পুনরায় প্রতিমাটিকে ধরে তার পূর্বাবস্থায় দণ্ডায়মান করে দিল। পুনরায় প্রতিমাটি নিজ থেকে অধঃমুখ হয়ে পতিত হলে তারা তৃতীয়বার প্রতিমাটিকে ধরে তার পূর্বাবস্থায় তাকে দণ্ডায়মান করল। এ ঘটনা অবলোকন করে উসমান ইবনে হারেস বললেন, এ অবস্থা দ্বারা আজ নতুন কিছু ঘটেছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এ ঘটনার রাতের শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। (আল্ খারায়েতী– হাওয়াতেফ গ্রন্থ, ইবনে আসাকির)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٧٩) عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اِبْلِيْسَ رَنَّ اَىْ نَخَرَ اَرْبَعَ رَنَاتٍ حِيْنَ لُعِنَ وَحِيْنَ اُهْبِطَ وَحِيْنَ وُلِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ لَفْظٍ حِيْنَ بُعِثَ وَحِيْنَ اُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ـ (رواه باقى ابن مخلد صاحب السند)

(১৭৯) হযরত মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবলীস শয়তান জীবনে মাত্র চারবার কেঁদেছে। প্রথম যখন সে অভিশপ্ত হয়। দ্বিতীয় যখন সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়। তৃতীয় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন। আর চতুর্থ হচ্ছে যখন সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়। (বাকী ইবনে মুখাল্লাদ সাহেবুস্ সনদ তার তাফসীর গ্রন্থে, মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)– মাওরাদুর রাবী ফী মাওলাদিন্ নবী গ্রন্থে)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٨٠) عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وُلِدَتْهُ اُمُّهٗ وَضَعَتْهُ تَحْتَ بُرْمَةٍ فَانْفَلَقَتْ عَنْهُ قَالَتْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ شَقَّ بَصَرِهٖ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ ـ (رواه ابن سعد)

(১৭৯) হযরত ইকরামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মাতা যখন প্রসব করেন, তখন তাঁকে একটি বড় পাতিলে রাখা হল। পাতিলটি আপন থেকে ফেটে যায়। তাঁর মাতা বলেন, আমি পাতিলটির দিকে দৃষ্টি করে দেখলাম যে, পাতিলটি ফেটে গেছে। আর তার দৃষ্টি আকাশের পানে। (ইবনে সাআদ)

(١٨١) عَنْ عِكْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ نُوْرًا وَقَالَ اِبْلِيْسُ لَقَدْ وُلِدَ اللَّيْلَةَ مَنْ يُفْسِدُ عَلَيْنَا اَمْرُنَا فَقَالَ لَهُ جُنُوْدُهُ فَلَوْ ذَهَبْتَ اِلَيْهِ فَنَحَبَّلْتُهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰهُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَكَضَهُ فَوَقَعَ بِعِدَنٍ ـ (رواه ابوحاتم)

(১৮১) হযরত ইকরামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তাআলার নূরে আলোকিত হয়ে যায়। তখন ইবলীস বলেছিল, আজ রাতে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, যে আমার ও আমার সেনাদলের সমস্ত কাজকর্মে বিপর্যয় ঘটাবে। তখন ইবলীসের সেনারা তাকে বলল, আপনি গিয়ে তাকে খোচা দিন, তাহলে সে চিৎকার দিবে। অতঃপর ইবলীস যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি ইবলীসকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, সে এডেনে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। (আবু হাতিম–তার তাফসীর গ্রন্থে)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হযরত খালিদ ইবনে মা'দান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীস–

(١٨٢) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ اَنَا دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى عِيْسٰى وَرَاَتْ اُمِّيْ حِيْنَ حَمَلَتْ كَاَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَائَتْ لَهُ بَصْرٰى مِنْ اَرْضِ الشَّامِ ـ (رواه الحاكم، بيهقى)

(১৮১) হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনার জন্ম বিষয় অবহিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি হচ্ছি নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল এবং নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদের বাস্তবতা। আর আমার মাতা গর্ভবতী থাকাকালে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর থেকে যেন এমন এক নূর বিচ্ছুরিত হয় যার উজ্জ্বলতায় সিরিয়া সাম্রাজ্যের বসরা নগরী আলোকিত হয়েছিল। (হাকেম–সহীহ গ্রন্থে, বায়হাকী)

নবম পরিচ্ছেদ

হযরত ইবনে শিহাব অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে শিহাব আল্ কারশী আয্ যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীস–

(١٨٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اَحْسَنُ رَجُلٍ رُوْعِي قَطُّ خَرَجَ يَوْمًا عَلٰى نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْهُنَّ مَايَتَّكِنُ تَزَوَّجَ بِهٰذَا الْفَتٰى فَصَبَّتِ النُّوْرَ الَّذِىْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِنِّىْ اَرٰى بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُوْرٌ فَتَزَوَّجَهُ اٰمِنَةُ فَحَمَلَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رواه بيهقى، ابونعيم)

(১৮৩) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুপুরুষ যুবক। তিনি একদিন একদল কুরাইশ মহিলার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের মধ্য হতে এক মহিলা বললেন, এ যুবকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, কোন মহিলার সাথে তার বিবাহ হয়। এ যুবকের নয়ন যুগলের মাঝে আমি এক নূর দেখছি। সে নূর সে (মহিলা) লাভ করবে। অতঃপর আবদুল্লাহ আমেনাকে বিবাহ করেন। ফলে আমেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভে ধারণ করেন। (বায়হাকী, আবু নাঈম)

(١٨٤) عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَتْ اٰمِنَةُ لَقَدْ عَلِقْتُ بِهِ فَمَا وَجَدْتُ لَهُ مَشَقَّةً حَتّٰى وَضَعْتُهُ ـ (رواه ابن سعد)

(১৮৪) হযরত যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আমেনা বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গর্ভে মাংসপিণ্ড রূপে স্থিতিশীল হওয়ার পর থেকে আমি কখনো কষ্ট অনুভব করিনি। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই আমি তাকে ভূমিষ্ঠ করি। (ইবনে সাআদ)

দশম পরিচ্ছেদ

হযরত ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٨٥) عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اُمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا وَلَدْتُهُ خَرَجَ مِنْ فَرْجِيْ نُوْرٌ اَضَاءَ لَهُ قُصُوْرَ الشَّامِ فَوَلَدْتُهُ نَظِيْفًا مَا بِهِ قَذَرٌ وَوَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْاَرْضِ بِيَدِهِ ـ (رواه ابن سعد)

(১৮৫) হযরত ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা বলেছেন, আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ করার সময় আমার জরায়ু থেকে এমন এক উজ্জ্বল নূর বের হয় যা সিরিয়ার অট্টালিকাগুলোকে আলোকিত করে। আমি শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রসব করি, যাঁর দেহে কোনরূপ অপবিত্রতা ও নাপাকী ছিল না। সে এমন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় যে, সে হাতের ওপর ভর করে মাটিতে বসা ছিলেন। (ইবনে সায়াদ)

এগারতম পরিচ্ছেদ

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে কিবতিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীস–

(١٨٦) عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتْ اُمُّهُ رَاَيْتُ كَاَنَّ شِهَابًا خَرَجَ مِنِّيْ اَضَاءَتْ لَهُ الْاَرْضُ ـ (رواه ابن سعد)

(১৮৬) হযরত ইবনুল কিবতিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে বলেন, তাঁর মাতা বলেছেন, আমি দেখলাম যে, আমার থেকে এমন একটি নূরের বিরাট শলাকা বের হল, যার উজ্জলতায় সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হল। (ইবনে সাআদ)

বারতম পরিচ্ছেদ

হযরত ইয়াযীদ ইবনে নোমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস

(١٨٧) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَدَخَلَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَا وَقَالَ عُثْمَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِمْتُ حَدِيْثًا مِنَ الشَّامِ فَلَمَّا كُنَّا بَيْنَ مَعَانٍ وَالزَّرْقَاءِ نَحْنُ كَالنِّيَامِ اِذَا مُنَادٍ يُنَادِيْ يَا اَيُّهَا النِّيَامُ هُبُّوْا فَاِنَّ اَحْمَدَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ فَقَدِمْنَا فَسَمِعْنَا بِكَ ـ (رواه ابن سعد، ابن عساكر)

(১৮৭) হযরত ইয়াযীদ ইবনে রোমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান ও হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সিরিয়ায় অবস্থানকালে একটি ঘটনা ঘটে। আমরা মাআন ও যুরকানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন আমাদের প্রায় ঘুমের মত অবস্থা হচ্ছিল। এ সময় গায়েব থেকে এক ঘোষক আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলল, হে ঘুমন্ত ব্যক্তিদ্বয়, সজাগ হও। মক্কায় আহমদ নবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতঃপর আমরা মক্কায় এসে আপনার নবী হওয়ার কথা শুনতে পাই। (ইবনে সাআদ, ইবনে আসাকির)

তেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবুল উজাফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٨٨) عَنْ اَبِى الْعُجَفَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَتْ اُمِّيْ حِيْنَ وَضَعَتْنِيْ سُطِعَ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ بُصْرٰى ـ (رواه ابن سعد)

(১৮৮) হযরত আবুল উজাফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মাতা আমাকে ভূমিষ্ঠকালে তাঁর থেকে এমন এক নূর প্রকাশ হতে দেখলেন, যার আলোতে বসরা নগরীর দালান কোঠাগুলো আলোকিত হয়েছিল। (ইবনে সাআদ)

চৌদ্দতম পরিচ্ছেদ

হযরত হাস্‌সান ইবনে আতিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٨٩) عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وُلِدَ وَقَعَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَثَنَا خَصَابَصُرُهُ اِلَى السَّمَاءِ - (رواه ابن سعد)

(১৮৯) হযরত হাস্‌সান ইবনে আতিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হস্তযুগল ও হাটুদ্বয়ের উপর ভর করে ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাঁর দৃষ্টি ছিল আকাশের প্রতি। (ইবনে সাআদ)

পনেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত ইবরাহীম নাখঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٩٠) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ نَخْعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ يُرِيْدُوْنَ الْحَجَّ اِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اِذَاهُمْ بِحَيَّةٍ تَثْنِىْ عَلَى الطَّرِيْقِ اَبْيَضُ يَنْفَحُ مِنْهُ بِرِيْحِ الْمِسْكِ فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ اَمْضُوْا فَلَسْتُ بِبَارِحٍ حَتّٰى اَنْظُرَ اِلٰى مَا يُصِيْرُ اَمْرَ هٰذِهِ الْحَيَّةِ فَمَا لَبِثَتْ اِنْ مَاتَتْ فَعِدَّتْ اِلٰى خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَلَفَفْتُهَا فِيْهَا ثُمَّ بِخَتِّهَا عَنِ الطَّرِيْقِ فَدَفَنْتُهَا وَاَدْرَكْتُ اَصْحَابِىْ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَقُعُوْدٌ اِذْ اَقْبَلَ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَيُّكُمْ دُفِنَ عَمْرًوا قُلْنَا مَنْ عَمْرُو قَالَتْ اَيُّكُمْ دُفِنَ الْحَيَّةَ قُلْتُ اَنَا قَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ دُفِنْتَ صَوَامًا قَوَامًا يَاْمُرُبِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَقَدْ اٰمَنَ نَبِيِّكُمْ وَسَمِعَ صِفَتَهُ فِى السَّمَاءِ قَبْلَ اَنْ يَبْعَثَ بِاَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ فَحَمِدْنَا لِلّٰهِ ثُمَّ قَضَيْنَا حَجَّنَا ثُمَّ مَرَرْتُ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَنْبَاَتَهُ بِاَمْرِ الْحَيَّةِ فَقَالَ صَدَقْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَقَدْ اٰمَنَ بِىْ قَبْلَ اَنْ اَبْعَثَ بِاَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ - (رواه ابو نعيم)

(১৯০) হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহর সাথীদের মধ্যে কিছু লোক হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি পথে বিরাট এক অজগর সাপ দেখলেন। সাপটি রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সাপটির দেহ থেকে মেশকের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছিল। তখন আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের পথে চলে যাও। এ সাপটির অবস্থা ও তার পরিণতি না দেখে আমি যাব না। আমি অপেক্ষমান থাকব। আমি কিছু সময় অবস্থান করলাম। ইতিমধ্যে সাপটি মারা গেল। আমি তাকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে রাস্তা থেকে দূরে নিয়ে দাফন করলাম। অতঃপর আমি আমার সফর সাথীদের কাছে গেলাম। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি। আমি সেখানেই বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিম দিক থেকে চারজন মহিলা আসল এবং তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে আমরকে কে দাফন করেছে? আমরা বললাম আমর কে? সে মহিলা বলল, তোমাদের মধ্যে সাপটিকে দাফন করেছে কে? আমি বললাম আমি দাফন করেছি। সে বলল, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি এমন এক ব্যক্তিকে দাফন করেছ যে সর্বদা রোযা পালন করত, রাত জেগে ইবাদাত করত এবং আল্লাহর বিধান পালনের জন্য মানুষকে উপদেশ দিত। সে তোমাদের নবীর প্রতি তার নবীরূপে আবির্ভাব হওয়ার চারশত বছর পূর্বে আসমানে তার প্রশংসার আলোচনা শুনে ঈমান এনেছিল। অতঃপর আমরা হজ্জ পালন শেষ করে মদীনায় এসে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে এ ঘটনা অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমি নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার চারশত বছর পূর্বে আমার প্রতি জনৈক জিন ব্যক্তি ঈমান এনেছে। (আবু নাঈম)

(١٩١) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ نَخْعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ بِرِيْحِ الطِّيْبِ - (رواه الدارمى)

(১৯১) হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দেহ মোবারকের সুঘ্রাণ দ্বারা চিনা যেত। (দারেমী)

ষোলতম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু ইয়াযীদ আল্ মাদানী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٩٢) عَنْ يَزِيْدِ الْمَدَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ اَتٰى عَلٰى اِمْرَاَةٍ مِنْ خَثْعَمَ فَرَأَتْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُوْرًا سَاطِعًا اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ هَلْ لَكَ فِيَّ قَالَ نَعَمْ حَتّٰى اَرْمِى الْجَمْرَةَ فَانْطَلَقَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ اَتٰى اِمْرَاَتَهُ اٰمِنَةَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخَثْعَمِيَّةَ فَاَتَاهَا فَقَالَتْ اُتَيْتُ اِمْرَاَةً بَعْدِىْ قَالَ نَعَمْ اِمْرَاَتِىْ اٰمِنَةَ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ فِيْكَ اِنَّكَ مَرَرْتَ وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ نُوْرٌ سَاطِعٌ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا وَقَعَتْ عَلَيْهَا ذَهَبَ فَاَخْبَرَهَا اَنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ بِخَيْرِ اَهْلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رواه ابن سعد)

(১৯২) হযরত আবু ইয়াযীদ আল্ মাদানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ খাশআম গোত্রের এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলার কাছে আসলেন। সে মহিলা তার নয়ন যুগলের মাঝে এমন এক উজ্জ্বল নূর দেখতে পেলেন, যা আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘকায়। তখন সে মহিলা আবদুল্লাহকে বললেন, আমার কাছে কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে? আবদুল্লাহ বললেন– হাঁ, আছে। তবে আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত সময় তোমার অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর আবদুল্লাহ চলে গেলেন এবং কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে নিজ স্ত্রী আমেনার কাছে গেলেন। অতঃপর খাশআম গোত্রের মহিলার আবেদনের কথা স্মরণ হলে আবদুল্লাহ তার কাছে আসলেন। তখন সে জিজ্ঞেস করল, আমার নিকট থেকে যাবার পর তুমি কি কোন মহিলার সঙ্গ গ্রহণ করেছ? আবদুল্লাহ বললেন– হাঁ, আমার স্ত্রী আমেনার সঙ্গ গ্রহণ করেছি। তখন সে বলল, তোমার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আমি তোমার নয়ন যুগলের মধ্যবর্তীতে আকাশ ছোয়া এক নূর দেখেছিলাম। তুমি স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলনে সে নূর চলে গেছে। এখন তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলবে যে, তুমি ভূপৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) গর্ভে ধারণ করেছ। (ইবনে সায়াদ)

সতেরতম পরিচ্ছেদ

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ–

(١٩٣) عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى شَعْيَا اِنِّىْ بَاعِثٌ نَبِيًّا اُمِّيًّا اَفْتَحُ بِهِ اٰذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غَافِلًا وَاَعْيُنًا عُمْيًا مَوْلُوْدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجِرُهُ بِطَيِّبَةٍ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ عَبْدِى الْمُتَوَكِّلُ الْمُصْطَفٰى اَلْمَرْفُوْعُ الْحَبِيْبُ الْمُجِيْبُ الْمُخْتَارُ لَايُجْزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ رَحِيْمًا بِالْمُؤْمِنِيْنَ-الحديث ـ (رواه ابو نعيم)

(১৯৩) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা শাইয়া নবীর কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি এমন একজন নিরক্ষর নবী প্রেরণ করব যার মাধ্যমে বধির ব্যক্তি শ্রবণ ক্ষমতা লাভ করবে। অন্ধ অন্তকরণ হেদায়াত লাভ করবে এবং অন্ধ ব্যক্তি চোখে জ্যোতি লাভ করবে। তাঁর জন্মস্থান হবে মক্কায় এবং হিজরতের স্থান হবে মদীনায়। আর তার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করবে সিরিয়া সাম্রাজ্য ব্যাপী। তিনি হবেন আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সর্বোচ্চ নির্বাচিত বান্দা। আর মহান আল্লাহর একান্ত প্রিয়জন। তিনি খারাপ ও অন্যায়ের প্রতিশোধ খারাপ ও অন্যায় দ্বারা নিবেন না। তিনি হবেন ক্ষমাশীল মার্জনাকারী। আর মুমিনদের প্রতি দয়ালু। (আবু নাঈম, ইবনে আবী হাতেম)

(١٩٤) عَنْ وَهَبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ عَصَى اللّٰهَ مِائَتَىْ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ فَاَخَذُوْهُ فَاَلْقَوْهُ عَلٰى مَزْبَلَةٍ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اُخْرُجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ يَارَبِّ بَنُوْاِسْرَائِيْلَ شَهِدُوْا اَنَّهُ عَصَاكَ مِائَتَىْ سَنَةً فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ هٰكَذَا كَانَ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَالتَّوْرٰةَ وَنَظَرَ اِلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهُ وَضَعَهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ لَهُ ذَالِكَ وَغَفَرْتُ ذُنُوْبَهُ وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِيْنَ حُوْرًا ـ (رواه ابو نعيم)

(১৯৪) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি খুব পাপিষ্ঠ ছিল। দু'শত বছর পর্যন্ত আল্লাহর বিদ্রোহীতা ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার পর তার মৃত্যু হয়। তখন তার লাশটি তার আত্মীয়রা আবর্জনা ফেলার স্থানে ফেলে আসল। তখন আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ওহী যোগে এ লোকের লাশটি আবর্জনা স্তুপ থেকে বের করে জানাযার নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দেন। তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! বনী ইসরাঈলের সব লোকেরা ঐকমত্যে বলে যে, এ ব্যক্তি দু'শত বছর পর্যন্ত আপনার বিদ্রোহীতা করেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত ছিল। (আমি কিভাবে তার জানাযার নামায পড়ি)? তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, ঘটনা এমনই ছিল। (তার জানাযার নামায পড়তে হবে।) কেননা, সে ব্যক্তি যখনই তাওরাত কিতাব খুলত তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামটি তার দৃষ্টিগোচর হলে সে নামটিকে চুমো দিত এবং নিজের চোখের ওপর রাখত। আর তার ওপর দরূদ পাঠ করত। আমি তার এ কাজে খুব সন্তুষ্ট হই এবং তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেই। আর জান্নাতে সত্তরজন হুরকে তার স্ত্রীরূপে মনোনীত করি। (আবু নাঈম, হুলিয়া-গ্রন্থে)

(١٩٥) عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبْرِيْلُ نَفْسِىْ قَدْ نُعِيَتْ قَالَ جِبْرِيْلُ اَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا اَنْ يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ خَطَبَ الْخُطْبَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَبَكَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ نَبِىٍّ كُنْتُ لَكُمْ فَقَالُوْا جَزَاكَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ خَيْرٍ فَلَقَدْ كُنْتَ لَنَا كَالْاَبِ الرَّحِيْمِ وَكَالْاَخِ النَّاصِحِ الْمُشْفِقِ اَدَّيْتَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَاَبْلَغْتَنَا وَحْيَهُ وَدَعَوْتَ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهِ فَقَالَ لَهُمْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنَا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِحَقِّىْ عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ قِبَلِىْ مَظْلِمَةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَقْتَصَّ مِنِّىْ قَبْلَ الْقِصَاصِ فِى الْقِيَامَةِ فَلَمْ يَقُمْ اِلَيْهِ اَحَدٌ فَنَاشَدَهُمُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَقُمْ اِلَيْهِ اَحَدٌ فَنَاشَدَهُمُ الثَّالِثَةَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قِبَلِىْ مَظْلِمَةٌ فَلْيَقُمْ مِنِّىْ قَبْلَ الْقِصَاصِ فِى الْقِيَامَةِ. فَقَامَ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ يُقَالُ لَهُ عُكَّاشَةُ فَتَخَطَّى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى وَقَفَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ لَوْلَا اَنَّكَ نَاشَدْتَنَا مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى مَا كُنْتُ بِالَّذِىْ اَتَقَدَّمُ عَلٰى شَيْءٍ مِنْكَ كُنْتُ مَعَكَ فِىْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَنَصَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا فِى الْاِنْصِرَافِ حَاذَتْ نَاقَتِىْ نَاقَتَكَ فَنَزَلْتُ عَنِ النَّاقَةِ وَدَنَوْتُ مِنْكَ لِاُقَبِّلَ فَخِذَكَ فَرَفَعْتَ الْقَضِيْبَ فَضَرَبْتَ خَاصِرَتِىْ فَلَا اَدْرِىْ اَكَانَ عَمَدًا مِنْكَ اَمْ اَرَدْتَ ضَرْبَ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُكَّاشَةُ اُعِيْذُكَ بِجَلَالِ اللّٰهِ اَنْ يَتَعَمَّدَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرْبِ. يَا بِلَالُ انْطَلِقْ اِلٰى مَنْزِلِ فَاطِمَةَ وَائْتِنِىْ بِالْقَضِيْبِ الْمَمْشُوْقِ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَدُهُ عَلٰى اُمِّ رَاْسِهِ وَهُوَ يُنَادِىْ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ فَقَرَعَ الْبَابَ عَلٰى فَاطِمَةَ فَقَالَ يَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِىَ الْقَضِيْبَ الْمَمْشُوْقَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا بِلَالُ مَا يَصْنَعُ اَبِىْ بِالْقَضِيْبِ وَلَيْسَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ وَلَا يَوْمَ الْغُزَاةِ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ مَا اَغْفَلَكِ عَمَّا فِيْهِ اَبُوْكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُ الدِّيْنَ وَيُفَارِقُ

الدُّنْيَا وَيُعْطِى الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا بِلَالُ وَمَنِ الَّذِىْ تُطِيْبُ نَفْسُهُ اِنْ اَنْتَقِيْصَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَقُمِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْمَانِ اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فَتَقَيَّصُ مِنْهُمَا وَلَايُدْعَانَهُ تَقِيْصُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ بِلَالُ الْمَسْجِدَ وَدَفَعَ الْقَضِيْبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَضِيْبَ اِلٰى عُكَّاشَةَ فَلَمَّا يَنْظُرُ اَبُوْبَكَرٌ وَعُمَرُ اِلٰى ذَالِكَ قَامَا فَقَالَ يَاعُكَّاشَةُ هٰذَا نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَاقْتَصَّ مِنَّا وَلَاتَقْصُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْضِ يَا اَبُوْبَكْرٍ وَاَنْتَ يَاعُمَرُ فَامْضِ فَقَدْ عَرَّفَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَكَانَكُمَا وَمَقَامَكُمَا فَقَامَ عَلِىُّ اِبْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَاعُكَّاشَةُ اَنَا فِى الْحَيٰوةِ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاتُطِيْبُ نَفْسِىْ اَنْ تَضْرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذَا ظَهْرِىْ وَبَطْنِىْ اِقْتَصَّ مِنِّىْ بِيَدِكَ وَاجْلُدْنِىْ بِمِائَةٍ وَلَاتَقَيُّصْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ اُقْعُدْ فَقَدْ عَرَّفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامَكَ وَنِيَّتَكَ وَقَامَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ فَقَالَ يَا عُكَّاشَةَ اَلَيْسَ تَعْلَمُ اَنَّا سَبَطَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ مِنَّا كَالْقِصَاصِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُقْعُدْ يَا قُرَّةَ عَيْنِىْ لانسى الله لَكُمَا هٰذَا الْمَقَامَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُكَّاشَةَ اِضْرِبْ اِنْ كُنْتَ ضَارِبًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا حَاسِرٌ عَنْ بَطْنِىْ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحَ

الْمُسْلِمُوْنَ بِالْبُكَاءِ وَقَالُوْا نَرٰى عُكَّاشَةَ اِلٰى بَيَاضِ بَطْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ الْقَبَاطِىْ لَمْ يَمْلِكُ اَنْ اَكُبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ بَطْنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَمَنْ تُطِيْقُ اَنْ تَقَيَّصَ مِنْكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمَّا اَنْ تَضْرِبْ وَاِمَّا اَنْ تَعْفُوْ فَقَالَ قَدْ عَفَوْتُ رَجَاءً اَنْ يَعْفُوَاللّٰهُ عَنِّىْ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ ـ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَجَعَلُوْا يُقَبِّلُوْنَ مَابَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ طُوْبَاكَ طُوْبَاكَ نِلْتَ دَرَجَاتِ الْعُلٰى وَمُرَافِقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهٖ فَكَانَ مَرِيْضًا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَعُوْدُهُ النَّاسُ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَبَعَثَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَقُبِضَ فِىْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ ـ (رواه ابونعيم)

(১৯৫) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে বলেন, কুরআন মাজীদের সূরা নসর (ইযাজায়া--) নাযিল হওয়ার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! তুমি কি আমার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এসেছ? তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, দুনিয়ার তুলনায় পরকাল আপনার জন্য অনেক উত্তম। আপনাকে আল্লাহ তাআলা অতিসত্বর এমন নেয়ামত দান করবেন, যা পেয়ে আপনি খুব খুশী হবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আযান শুনে সমস্ত মুহাজির ও আনসারগণ মাসজিদে নববীতে সমবেত হলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, যাতে সমবেত লোকদের মন বিগলিত হল এবং আখি

যুগল থেকে বইয়ে চলল অশ্রুধারা। অতঃপর বললেন, হে লোকগণ! আমি তোমাদের জন্য কেমন নবী ছিলাম? লোকেরা বলল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি নিঃসন্দেহে উত্তম নবী। আপনি আমাদের জন্য পিতার মত দয়ালু এবং ভ্রাতার মত কল্যাণকামী ও স্নেহশীল। আপনি সুন্দর ভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার ওহী পৌঁছিয়েছেন। আর কৌশল ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনার প্রতিপালকের পথে আমাদেরকে ডেকেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য নবীদের তুলনায় অত্যধিক প্রতিদানে ধন্য করুন। অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ করে বলছি এবং তোমাদের প্রতি আমার যে অধিকার আছে তার বলে বলছি যে, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে কিয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ (কিসাস) নেয়ার পূর্বে আজই আমার থেকে তোমরা সে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এ কথা শোনার পর সমবেত জনতা চুপ রইলেন, তিনি দ্বিতীয়বারও একথা বললেন, সমগ্র মসজিদ স্তব্ধ নিশ্চুপ! তিনি তৃতীয়বারও একথা বললেন, এবার সমবেত মুসলমানদের মধ্য থেকে অতিশয় বৃদ্ধ এক লোক দণ্ডায়মান হল, যাকে লোকেরা ওকাশাহ নামে ডাকে। এতে সমবেত সব লোক স্তম্ভিত হল। ওকাশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি যদি বার বার শক্ত কসম না দিতেন, তাহলে আমি কোন কিছুর জন্য আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হতাম না। আমি আপনার সাথী হয়ে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছেন সাহায্য। আমরা যুদ্ধে বিজয় অন্তে ফিরছিলাম তাঁবু অভিমুখে। চলার পথে আমার উট আপনার উটের মুখোমুখী হয়। আমি উট থেকে অবতরণ করে আপনার কদম মুবারক চুম্বনের উদ্দেশ্যে আপনার নিকটবর্তী হই। তখন আপনি নিজ চাবুক দ্বারা আমার পার্শ্বে বেত্রাঘাত করলেন। আমি বলতে পারি না আপনি কি আমাকেই ইচ্ছাকৃত চাবুক মেরেছিলেন, না আমার উটকে মেরেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওকাশাহ! আমি মহান আল্লাহর নামে বলছি, ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর রাসূল তোমাকে মারেনি। হে বিলাল! তুমি ফাতিমা (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়ে এক্ষণি আমার ঝুলন্ত চাবুকটি নিয়ে আস। হযরত বিলাল (রাঃ) মাথায় হাত রেখে

মসজিদ থেকে এই বলতে বলতে রওয়ানা হলেন যে, আল্লাহর রাসূল নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) গিয়ে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর দুয়ারের কড়া নেড়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা! আপনার ঘরে ঝুলন্ত চাবুকটি আমাকে দিন। নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন, হে বিলাল! আব্বাজান চাবুক দিয়ে কি করবেন? এখনতো হজ্জের মওসুম নয় এবং যুদ্ধেরও সময় নয়। হযরত বিলাল (রাঃ) বললেন, হে ফাতিমা (রাঃ)! আপনার পিতা কি করছেন, সে বিষয় আপনি কিছুই জানেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনকে ছেড়ে যাচ্ছেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছেন। আর তাঁর নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করছেন। তখন নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন, হে বিলাল! এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে পছন্দ করে? তুমি গিয়ে হাসান ও হুসাইনকে বলবে, তারা যেন ঐ ব্যক্তির সামনে দণ্ডায়মান হয় এবং তাদের উভয়ের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রতিশোধ না নেয়। হযরত বিলাল (রাঃ) চাবুক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং চাবুকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দিলেন। তিনি চাবুকটি ওকাশার হাতে দিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) এ দৃশ্য অবলোকন করে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে ওকাশাহ! আমরা তোমার সামনে আছি। আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো না। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে বললেন, হে আবু বকর ও উমর! তোমরা সরে যাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের অবস্থান ও পদমর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে ওকাশাহ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে জীবিত দণ্ডায়মান। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাবুক দ্বারা পিটাবে এটা আমি পছন্দ করি না। এই আমার পিঠ ও পেট আছে। তোমার নিজ হাতে চাবুক দ্বারা আমার থেকে প্রতিশোধ নাও এবং আমাকে একশত চাবুক মার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আলী! তুমি বস। আল্লাহ তাআলা তোমার মহত্ত্ব সম্পর্কে এবং তোমার নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর হযরত হাসান ও হযরত

হুসাইন (রাঃ) দাড়িয়ে বললেন, হে ওকাশাহ! তুমি কি জান না যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতী। আমাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সমতুল্য। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আমার নয়নমণিদ্বয়! তোমরা বস। আল্লাহ তাআলা এ মহত্ত্ব ও পদমর্যাদার কথা তোমাদের ক্ষেত্রে ভুলবেন না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন. হে ওকাশাহ! তুমি যদি পিটাতে চাও তবে পিটাও। আমি প্রস্তুত। ওকাশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন আমার পেট উলঙ্গ ছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পেট মুবারক উলঙ্গ করলেন। আর সমবেত মুসলমানরা চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তারা বললেন, হে ওকাশাহ! আমাদের সামনেই তুমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাবুক মারবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেটের ঔজ্জ্বল্য খুব আকর্ষণীয় ছিল। এটা অবলোকন করেই ওকাশাহ তার পেটে চুম্বন করলেন। আর বললেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। এমন কার ক্ষমতা আছে যে, আপনার প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারে? তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হয় তুমি আমাকে চাবুক মারতে পার অথবা আমাকে ক্ষমাও করতে পার। ওকাশাহ বললেন, আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি। আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলাও আমাকে ক্ষমা করবেন কিয়ামতের দিন। অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জান্নাতে আমার বন্ধু ব্যক্তিকে দেখতে চাও তার উচিত এ বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা। অতঃপর মুসলমানরা দণ্ডায়মান হয়ে ওকাশার ললাটে চুম্বন করতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমার জন্য সুসংবাদ। তুমি মর্যাদার উচ্চাসনে উপনীত হয়েছ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুতে পরিণত হয়েছ।

বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন, এ ঘটনার দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত হন এবং আঠারো দিন রোগগ্রস্ত অবস্থায় থাকেন। অনেক লোক তাকে দেখতে আসেন এবং তার সেবা শুশ্রূষা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন এবং সোমবার দিন নবুওয়াত লাভ করেন। আর সোমবার দিনই পার্থিব জীবন ত্যাগ করে অনন্ত জগতের পথে যাত্রা করেন। (আবু নাঈম)

আঠারতম পরিচ্ছেদ

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(১৯٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اٰمِنَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ لَيْلَةَ وَضَعَهُ نُوْرًا اَضَائَتْ لَهُ قُصُوْرُالشَّامِ حَتّٰى رَاَيْتُهَا ـ (رواه ابونعيم)

(১৯৬) হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে তিনি নবী জননী হযরত আমেনা থেকে বর্ণনা করেন, নবী জননী হযরত আমেনা বলেছেন, মুহাম্মদ এর জন্মগ্রহণের রাতে বিরাট উজ্জ্বল এক নূর দেখেছি, যার আলোতে সিরিয়ার দালান কোঠাগুলো উজ্জ্বল দেখা গেছে এমন কি আমি তা দেখেছিও। (আবু নাঈম)

উনিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٩٧) عَنْ دَاوُدَبْنِ اَبِىْ هِنْدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارَتْ طُرَابَ لِوَضْعِهِ وَاَلْقَى الْاَرْضَ بِكَفَّيْهِ حِيْنَ وَقَعَ وَاَصْبَحَ شَامِلَ السَّمَاءِ بِعَيْنَيْهِ وَكُفُّوْا عَلَيْهِ بِرَمْةِ ضَخْمَةَ فَانْفَلَقَتْ عَنْهُ فَلْقَتَيْنِ ـ (رواه ابونعيم)

(১৯৭) হযরত দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম হওয়ার কারণে তুরাব নগর উজ্জ্বলময় হয়েছিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় দু'হাতে ভর দিয়ে মাটিতে পতিত হন এবং আকাশের দিকে থাকে তার দৃষ্টি। তাঁকে পাথর নির্মিত একটি বড় পাতিলের নীচে ঢেকে দেয়া হলে পাতিলটি ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। (আবু নাঈম)

বিশতম পরিচ্ছেদ

হযরত মা'রূফ ইবনে খারবুয রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٩٨) عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ خَرْبُوْذَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ اِبْلِيْسُ يَخْرُقُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ فَلَمَّا وُلِدَ عِيْسٰى حُجِّبَ مِنْ ثَلَاثِ السَّمٰوٰتِ فَكَانَ يَصِلُ فِىْ اَرْبَعٍ فَلَمَّا وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّبَ مِنَ السَّبْعِ قَالَ وُلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ بَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ (رواه ابن عساكر)

(১৯৮) হযরত মারূফ ইবনে খারবুয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবলীস শয়তান সপ্ত আকাশের সর্বত্র বিচরণ করতে পারত। কিন্তু নবী হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করলে তিন আকাশে তার বিচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এরপর সে মাত্র চার আকাশে বিচরণ করতে পারত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন, তখন সপ্ত আকাশে তার বিচরণ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার সুবহি সাদিকের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। (যুবায়ের ইবনে বুকার, ইবনে আসাকির)

একুশতম পরিচ্ছেদ

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীস–

(١٩٩) اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَارِيْخِ الْكَبِيْرِ مِنْ مَرَاسِيْلِ الْحَسَنِ بَصْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ ثُمَّ قَرَاءَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ ـ (رواه البخارى فى تاريخ كبير)

(১৯৯) ইমাম বুখারী তার তারীখে কবীর গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টিগত দিক থেকে আমি হলাম নবীকূলের প্রথম নবী এবং নবীদেরকে প্রেরণের দিক থেকে আমিই হলাম নবী কূলের শেষ নবী। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন, ওয়া মিনকা ওয়া মিন নূহিন। (বুখারী, তারীখে কবীর গ্রন্থে)

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ অধ্যায় আমরা তাবে তাবেঈন শ্রেণীর কিছু কিছু ওলামায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করব। যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত বরকত এবং তার জন্ম কাহিনীর অনেক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীস–

(٢٠٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىِّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِسَنَدِهٖ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَعَلِىٌّ اَنْوَارٌ عَلٰى يَمِيْنِ الْعَرْشِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ بِاَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اَسْكَنَتْ ظَهْرَهٗ وَلَمْ نَزَلْ نَنْتَقِلُ فِى الْاَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ اِلٰى اَنْ نَقَّلَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى صُلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنُقِّلَ اَبَابَكْرٍ اِلٰى صُلْبِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَنُقِّلَ عُمَرُ اِلٰى صُلْبِ الْخَطَّابِ وَنُقِّلَ عُثْمَانُ اِلٰى صُلْبِ عَفَّانَ وَنُقِّلَ عَلِيًّا اِلٰى صُلْبِ اَبِىْ طَالِبٍ ثُمَّ اَخْتَارَهُمْ اَصْحَابًا لِىْ فَجُعِلَ اَبَابَكْرٍ صَدِّيْقًا وَعُمَرُ فَارُوْقًا وَعُثْمَانُ ذِى النُّوْرَيْنِ وَعَلِيًّا رَاضِيًا وَفِىْ نُسْخَةٍ وَصِيًّا فَمَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَقَدْ سَبَّنِىْ وَمَنْ سَبَّنِىْ فَقَدْ سَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَبَّ اللّٰهَ اَكَبَّهٗ فِى النَّارِ عَلٰى مُنْخَرِهٖ وَخَرَجَهٗ مَلًا فِىْ سِيْرَتِهٖ ـ

(২০০) হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ (রহঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পরম্পরা সনদ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে আমি, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)

নূরের আকৃতিতে আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন তখন আমাদের সকলকে তার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করতে দেন। অতঃপর আমাদেরকে সর্বদা পবিত্র পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত করতে থাকেন। অবশেষে আমাকে আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহর পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত করেন। আবু বকরকে স্থানান্তরিত করেন আবু কুহাফার পৃষ্ঠদেশে। উমরকে স্থানান্তরিত করেন খাত্তাবের পৃষ্ঠদেশে। উসমানকে স্থানান্তরিত করেন আফ্ফানের পৃষ্ঠদেশে। আর আলীকে স্থানান্তরিত করেন আবু তালিবের পৃষ্ঠদেশে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমার সাহাবী রূপে মনোনীত করেন। আবু বকরকে করেন সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত। উমরকে করেন ফারূক উপাধিতে ভূষিত। উসমানকে করেন যিন্নূরাইন উপাধিতে ভূষিত। আর আলীকে করেন রাযী উপাধিতে ভূষিত। অপর এক পাণ্ডুলিপিতে অছী উপাধিতে ভুষিত করার কথা বর্ণিত। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দিল সে যেন আমাকে গালি দিল। আর আমাকে যে ব্যক্তি গালি দিল সে যেন আল্লাহ তাআলাকে গালি দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দিল আল্লাহ তাআলা তাকে অধঃমুখ করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী তার সীরাত গ্রন্থেও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, রিয়াদুন্ নুদরাহ ফী ফাযায়েলিল আশারা গ্রন্থ– ইমাম শাফেঈ লিখিত)।

(٢٠١) قَالَ عُمَرَبْنُ سُوَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اَعْطَى اللّٰهُ اَحَدًا مَا اَعْطٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اَعْطٰى عِيْسٰى اَحْيَاءَ الْمَوْتٰى فَقَالَ اَعْطٰى مُحَمَّدًا حَنِيْنَ الْجَذْعِ فَهٰذَا اَكْبَرُ مِنْ ذَالِكَ . (رواه البيهقى)

(২০১) হযরত উমর ইবনে সওয়ার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মুজিযা দান করেছেন, অনুরূপ মুজিযা অন্য কাউকে দান করেননি। আমি বললাম, নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা মৃত লোক জীবিত করার মুজিযা দান করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুকনা কাঠকে ক্রন্দন করার মুজিযা দান করেছেন। এ মুজিযা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুজিযার তুলনায় অনেক বড় মুজিযা। –(বাইহাকী–আবু হাতেম রাযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আমর ইবনে কুতাইবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

(٢٠٢) عَنْ عَمْرِوبْنِ قُتَيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى وَكَانَ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ وِلَادَةِ اٰمِنَةَ قَالَ اللّٰهُ لِلْمَلَائِكَةِ اَفْتَحُوْا اَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا وَاَبْوَابَ الْجَنَانِىْ كُلَّهَا وَاَمَرَ اللّٰهَ الْمَلَائِكَةَ بِالْحُضُوْرِ فَنَزَلَتْ يَبْشُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَطَاوَلَتْ جِبَالَ الدُّنْيَا وَارْتَفَعَتِ الْبِحَارُ وَتُبَاشِرُ اَهْلَهَا وَلَمْ يَبْقِ فَلَكَ الْاَخْضَرِ وَاَخَذَ الشَّيْطَانُ فَغَلَّ سَبْعِيْنَ غَلَّا وَاَلْقٰى مَنْكُوْسًا فِىْ لُجَّةِ الْبَحْرِ الْخَضْرَاءِ وَغَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ وَالْمُردة وَاَلْبَسَطِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُوْرًا عَظِيْمًا وَاُقِيْمَ عَلٰى رَاْسِهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ حُوْرَاءَ فِى الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُوْنَ وِلَادَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ اَذَّنَ اللّٰهُ تِلْكَ السَّنَةَ نِسَاءَ الدُّنْيَا اَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُوْرًا كِرَامَةَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْ لَاتَبْقىْ شَجَرَةً اِلَّا حَمَلَتْ وَلَاخَوْفَ الْاَعَاد اٰمِنًا فَلَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْتَلَاَتِ الدُّنْيَا كُلَّهَا نُوْرًا وَتُبَاشِرُ الْمَلَائِكَةَ وَضَرَبَ فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ عَمُوْدٌ مِنْ زَبَرْجَدْ وَعُمُوْدٌ مِنْ يَاقُوْتَ قَدْ اِسْتَنَارَبِهِ فَهِىَ مَعْرُوْفَةٌ فِى السَّمَاءِ قَدْ رَاٰهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْاَسْرَاءِ قِيْلَ هٰذَا مَاضَرَبَ لَكَ اِسْتِبْشَارًالِوِلَادَتِكَ وَقَدْ اَنْبَتَ اللّٰهُ لَيْلَةً وُلِدَ عَلٰى شَاطِىْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ شَجَرَةٍ مِنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ جُعِلَتْ ثَمَرَهَا بِخُوْرِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَكُلُّ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ بِالسَّلَامَةِ وَنَكَسَتِ الْاَصْنَامُ كُلُّهَا وَاَمَّا اللَّاتُ وَالْعُزّٰى فَاِنَّمَا خَرَجَ مِنْ خَزَانَتِهَا وَهُمَا يَقُوْلَانِ وَيْحَ قُرَيْشٍ جَائَهُمُ الْاَمِيْنُ . جَائَهُمُ الصِّدِّيْقُ لَاتَعْلَمُ قُرَيْشُ مَاذَا اَصَابَهَا وَاَمَّا الْبَيْتُ

فَاَيَّامًا سَمِعُوْا مِنْ جَوْفِهِ صَوْتًا وَهُوَيَقُوْلُ اَلْاٰنَ يُرَدُّ عَلَىَّ نُوْرِىْ اَلْاٰنَ يَجِىُ زَوَارِىْ اَلْاٰنَ اَطْهُرُمِنَ النَّجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ اَيَّتُهَا الْعُزّٰى هَلَكْتِ وَلَمْ تَسْكُنْ زَلْزَلَةَ الْبَيْتِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَهٰذَا اَوَّلُ الْعَلَامَةِ رَاَتْ قُرَيْشٌ عَنْ مُوْلُدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رواه ابو نعيم)

(২০২) হযরত আমর ইবনে কুতাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন ইলমে দীনের ভাণ্ডার বিশেষ। আমি তার নিকট শুনেছি যে, আমেনার যখন সন্তান প্রসবের সময় উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা সমস্ত আকাশের দরজাগুলো এবং জান্নাতসমূহের দরজাগুলো খুলে দাও। আর ফেরেশতাদেরকে তার হুযুরে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতারা দুনিয়ায় অবতরণ করে পরস্পর সুসংবাদ বিনিময় করতেন। দুনিয়ার পাহাড় পর্বতগুলো মাথা উঁচু করে দাড়াল এবং সাগর ও নদীনালায় উঠল আনন্দের ঢেউ। তারা পরস্পর তার অধিবাসীদেরকে দিতে লাগল সুসংবাদ। সবুজ আকাশেরও কিছু অবশিষ্ট রইল না। সেখানেও চলল শুভ সংবাদের আদান প্রদান। আকাশের ফেরেশতারা শয়তানকে পাকড়াও করে সত্তরটি জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে সবুজ সাগরের তলদেশে অধঃমুখে নিক্ষেপ করেন। আর অন্যান্য সব শয়তানকেও জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। ঐদিন সূর্যকে বিরাট এক নূরানী গহনা পরিধান করানো হয়। আর সত্তর হাজার বেহেশতের হুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের অপেক্ষায় বায়ুমণ্ডলে থাকে দণ্ডায়মান। আল্লাহ পাক দুনিয়ার সমস্ত নারীদেরকে ঐ বছর পুত্র সন্তান জন্ম দেয়ার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আরব দেশ ফুলে ফলে সুশোভিত হয় এবং ভয়ভীতি বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের দিন সারা পৃথিবী আল্লাহ তাআলার নূরে ভরপুর হয়ে ওঠে। আর ফেরেশতারা হয় খুশীতে আত্মহারা। তারা প্রত্যেক আকাশে যবরজদ ও ইয়াকুত পাথর দ্বারা এক একটি স্তম্ভ গড়ে তোলে, যা ঝলমল করতে থাকে। সেগুলো আকাশে প্রসিদ্ধ স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে বলা হয় যে, এসব স্তম্ভ আপনার জন্মের স্মৃতিরূপে গড়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

জন্মের রাতে আল্লাহ তাআলা হাউযে কাওছারের তীরে সত্তর হাজার মিশ্‌কের বৃক্ষ উদগত করেন, যার ফলফলাদি হবে জান্নাতবাসীদের ধূপবাতি। ঐ সমস্ত আকাশবাসী আল্লাহ তাআলাকে আস্‌সালাম ও আস্‌সালাম নামে ডাকতে থাকেন। ঐদিন সমস্ত প্রতিমাগুলো আপন থেকে ভূলুণ্ঠিত হয়। মক্কার লাত ও উজ্জা প্রতিমাদ্বয় নিজ নিজ অবস্থান থেকে দূরে সরে পড়ে। আর তারা উভয়ে বলতে থাকে কুরাইশের জন্য ধ্বংস ধ্বংস। আল্ আমীনের শুভাগমন হয়েছে। তাদের কাছে সত্যবাদীর আগমন ঘটেছে। কুরাইশরা জানে না যে, ভবিষ্যতে তাদের জীবনে কি দুর্দশা নেমে আসছে। ঐদিন কাবা ঘরের অভ্যন্তর থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত একটি আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল, সে বলছিল আমার নূর আমার কাছে ফিরে এসেছে। এখন আমার যিয়ারতকারী এসেছে। এখন আমাকে জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রকারীর আগমন ঘটেছে। হে উজ্জা! তোমার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত কাবা ঘর থর থর করে কাঁপছিল। এ সময়টিতে সে স্থির ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের এ প্রথম আলামতটি কুরাইশরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। (আবু নাঈম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মূসা ইবনে ওবাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

(٢٠٣) عَنْ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَخِيْهِ لَمَّا وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ وَقَعَ عَلٰى يَدَيْهِ رَافِعًا رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ بِيَدِهِ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَجُلًا مِنْ لَهْبٍ فَقَالَ لِصَاحِبٍ لَهُ لَئِنْ صَدَقَ هٰذَا الْقَائِلُ لَيَغْلِبَنَّ هٰذَا الْمُوْلُوْدَ اَهْلِ الْاَرْضِ ـ (ابن سعد)

(২০৩) হযরত মূসা ইবনে উবাইদা (রাঃ) স্বীয় ভাই থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন তিনি হাতের ওপর ভর করা অবস্থায় এবং আকাশের দিকে তাকান অবস্থায় ছিলেন। আর ভূমি থেকে এক মুষ্টি মাটি তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এ ঘটনাটি লাহাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি অবহিত হলে সে তার সাথীকে বলল, সংবাদদাতা যদি সত্য বলে থাকে, তাহলে এ শিশু কালক্রমে একদিন জগতবাসীদের উপর অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। (ইবনে সাআদ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত ওহাব ইবনে যামআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস

(٢٠٤) عَنْ وَهَبِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ عَمَّتِهٖ قَالَتْ كُنَّا نَسْمَعُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَمَلَتْ بِهٖ اٰمِنَةَ كَانَتْ اَوَّلَ مَاشَعَرَتْ اِنِّىْ حَمَلَتْ بِهٖ وَلَاوُجِدَتْ ثَقَلاً كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ اِلَّا اَنِّىْ اَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْضَتِىْ وَرُبَمَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاَتَانِىْ اٰتٍ وَاَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتَ اَنَّكَ حَمِلْتِ فَكَاَنِّىْ اَقُوْلُ مَا اَدْرِىْ فَقَالَ اِنَّكَ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَنَبِيِّهَا وَتَسْمِيْهِ مُحَمَّدُ

(رواه واقدى)

(২০৪) হযরত ওহাব ইবনে যামআ (রাঃ) তার চাচী আম্মা থেকে বর্ণনা করেন, তার চাচী আম্মা বলেন, আমরা শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাতৃগর্ভে স্থান নেন তখন তাঁর মাতা আমেনা বলতেন, আমি গর্ভ হওয়া সম্পর্কে কিছুই অনুভব করছি না, যেমন অধিকাংশ মহিলারা গর্ভ হলে অনুভব করে থাকে। তবে আমার হায়েয হওয়া বন্ধ হয়েছিল, এটাই বুঝতাম। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন যে, আমি নিদ্রা ও তন্দ্রার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকলে কে যেন আমাকে বলত, তুমি কি জান যে, তুমি গর্ভবতী হয়েছ? আমি বলতাম আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন সে বলত তুমি এ উম্মতের নবী ও নেতাকেই গর্ভে ধারণ করেছ। জন্মের পর তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (ওয়াকেদী)

সপ্তম অধ্যায়

প্রচলিত মীলাদ শরীফের হুকুম ও আমলের বিবরণ–

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনির্দিষ্ট দিনে প্রচলিত মীলাদ শরীফের হাকীকত, হুকুম ও আমলের বিবরণ।

ভারত বিখ্যাত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালামাতুল্লাহ (রহ) ফার্সী ভাষায় লিখিত ইশবাউল কালাম ফী ইসবাতিল মৌলুদ ওয়াল্ কিয়াম (اشباع الكلام فى اثبات المولد والقيام) নামক গ্রন্থে লিখেন

রবিউল আউয়াল মাসে গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ নেক্‌কার ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণসহ সাধারণভাবে ধনী গরীব সমস্ত মুসলমানরা কোন এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুরআন মজীদের কিছু কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযায়েল, মহত্ত্ব, কামালাত এবং তাঁর মুজিযা ও জন্ম কাহিনী সম্বলিত হাদীসসমূহ আলোচনা করেন। তিনি যে মানব গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং নবী কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী এ বিষয়ও আলোচনা করা হয়। তাঁর বাল্য জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী, দুধ পানকালীন বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ এবং তাঁর আগমনে সাধারণভাবে খায়র ও বরকত নাযিল হওয়া প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়। অবশেষে উপস্থিত লোকদেরকে লভ্য খাদ্য শিরনী সম্ভাব্য পরিমাণে পানাহার করান হয়। আর গরীব দুঃখী মানুষকে দান সদকাও দেয়া হয়। মোটকথা সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের এ মজলিসটিতে কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত ও অর্থ বর্ণনা এবং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠে মশগুল থাকা এবং আলেম ওলামা সোলাহা ধনী গরীব নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানকে পানাহার করানো হয়। আর গরীব মিসকীন ও ইয়াতীমদেরকে দান সদকা দেয়া হয়।

এ মজলিস অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ত্ব, বুযুর্গী, শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা এবং তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম

পেশ করে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরকালের জন্য কিছু ছওয়াব লাভ করা। নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ করে রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে অথবা অন্য কোন মাসের অনির্ধারিত দিনে এরূপ মজলিস করে মীলাদুন্ নবী পালন করার নিয়ম ও প্রচলন সাহাবীদের যুগ, তাবেঈনদের যুগ ও তাবে তাবেঈনদের যুগে ছিল না। কিন্তু এসবের মূল অর্থাৎ কুরআন হাদীস পাঠ ও অর্থ বর্ণনা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর দুরূদ ও সালাম পাঠ এ তিন যুগেও প্রচলিত ছিল। এ বাবে মজলিসের প্রচলন বেদআত হলেও বেদআতে হাসানা। এরূপ বেদআতে হাসানায় আমল করে অধিক মাত্রায় খাইর ও বরকত লাভ করা যায় এবং পরকালের জন্য ছওয়াবও লাভ হয়। এ কারণে প্রাচীন যুগের পূর্বসূরী আলেম–ওলামা, পীর–মাশায়েখগণ বিশেষ করে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের এ মুস্তাহাব কাজটিকে ছয় শত বছরের অধিক্‌কাল পূর্ব থেকে মুস্তাহসান ও মুস্তাহাবহিসেবে আমল করে আসছেন। বিশেষ করে মক্কা মদীনার ওলামায়ে কেরামও অতীব সম্মানের সাথে মীলাদ শরীফের মাহফিল করতেন। অতএব যে আমলটি সারা বিশ্বের মুসলমানরা পালন করে এবং মক্কা মদীনার আলেমগণও পালন করে তা খবরে মুতাওয়াতির এর সমতুল্য। অতঃপর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারা খবরে মুতাওয়াতিকে অস্বীকার করে।

এতদ্ব্যতীত মীলাদ শরীফের মূল ভিত্তিটি সাহাবা তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে বর্তমান পাওয়া যায়। এ কারণে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুফী ও পীর মাশায়েখগণ মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করে চলতেন এবং এর মাধ্যমে বিরাট পুণ্য লাভ করতেন। তবে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান রূপে পালনের বিপক্ষে অল্প সংখ্যক কিছু আলেম ওলামার অভিমত পাওয়া যায়। তাদের এহেন আচরণ চিন্তার বিভ্রান্তি এবং বিদআতের ব্যাখ্যা ও প্রকরণ সম্পর্কে অজ্ঞতারই নামান্তর। তারা সমস্ত বিদআতকে (ধর্মীয় নতুন কর্মকে) গুনাহ ও পাপাচারের কর্ম বলে অভিহিত করেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে যে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ অর্থাৎ সমস্ত বিদআতই ভ্রান্ত ও বাতিল। এ হাদীসকে তারা সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণের (আম) মধ্যে যে কিছু কিছু খাস আছে, যা বিদআতের আওতাভুক্ত হয় না, সে মুলনীতিকে তারা স্বীকার করেন না। তারা প্রত্যেকটি বিদআতকেই গুনাহের কাজ বলে গণ্য করেন। অথচ বাস্তব কথা হল সাধারণভাবে সব বিদআতমূলক কাজ গুনাহের কাজ নয় ও ভ্রান্তও নয়। বরং যে বিদআতগুলো উত্তম ও ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়

(বিদআতে হাসানা) সেগুলো পালনে ছওয়াব লাভ হয়। এ কারণে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিদআতকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ (১) বিদআতে ওয়াজিব (২) বিদআতে নুদব (৩) বিদআতে ইবাহাত (৪) বিদআতে কারাহাত ও (৫) বিদআতে হুরমত। অর্থাৎ বিদআত ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম। এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) শরহে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ . اَلْبِدْعَةُ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَق . وَفِىْ شَرْعٍ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ عَامٌ مَخْصُوْصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدْعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ ، اَلْبِدْعَةُ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ مَنْدُوْبَةٌ مُحَرَّمَةٌ مَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبِ نَظْمُ اَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَلِلْمُبْتَدِعِيْنَ وَشِبْهِ ذَالِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوْبَةِ تَصْنِيْفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَالرَّبَطِ وَغَيْرِ ذَالِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ اَلْبَسْطُ فِىْ اَلْوَانِ الْاَطْعِمَةِ وَ غَيْرِ ذَالِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوْهُ ظَاهِرَانِ وَقَدْ اَوْضَحْنَا الْمَسْئَلَةُ بِاَمْثِلَتِهَا الْمَبْسُوْطَةِ فِىْ تَهْذِيْبِ الْاَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ . فَاِذَا عَرَفْتَ مَاذَكَرْتَهُ عَلِمْتَ الْحَدِيْثَ عَامٌ مَخْصُوْصٌ وَكَذَا مَا اَشْبَهَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَاقُلْنَاهُ قَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى التَّرَابِيْحِ نِعْمَةَ الْبِدْعَةِ وَلَايَمْنَعُ مِنْ كُوْنِ الْحَدِيْثِ عَامًا مَخْصُوْصًا قَوْلُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُوَكَّدَةٍ بِكُلٍّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيْصُ مَعَ ذَالِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى تُدَمِّرُكُلَّ شَئٍ - انتهى

অর্থাৎ "প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রান্ত। বিদআতের অর্থ হচ্ছে সেই সব প্রত্যেকটি কর্মকেই বিদআত বলা হয় যার পূর্বে অনুরূপ কর্ম পাওয়া যায় না এবং তা সম্পূর্ণ নতুন কর্ম হয়। আর শরীয়তের পরিভাষায় এমন কোন নতুন কাজ করা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল না, তাকে বিদআত বলা হয়। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী

সব বিদআতই ভ্রান্ত (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) এর মর্ম হচ্ছে সাধারণভাবে সব কাজ। কিন্তু বিশেষ কিছু কিছু নতুন কাজ বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওলামায়ে কিরাম বিদআতকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। বিদআতে ওয়াজিব এর উদাহরণ হচ্ছে বেদীন ও কাফেরদের চিন্তাধারার প্রতিকূলে যৌক্তিক দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন কালাম শাস্ত্রে করা হয়। আর মুস্তাহাব বিদআতের উদাহরণ হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের কিতাব ও পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। মাদ্‌রাসা ঘর ও দালান কোঠা নির্মাণ করা ইত্যাদি। আর মুবাহ বিদআতের উদাহরণ হচ্ছে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করা। আর হারাম ও মাকরূহ বিদআতের উদাহরণ সকলের কাছে সুস্পষ্ট বিষয়। আমি এ বিষয়টি খুব অনুসন্দিৎসু দৃষ্টিতে সবিস্তারে উদাহরণসহ "তাহযীবুল আসমায়া ওয়াল লুগাত" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীসটি সাধারণ হলেও বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম আছে। (عام مخصوض منه البعض) আর এ ধরনের যত হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায় তাও সাধারণ হলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ সব বিদআত ভ্রান্ত নয়। বিশেষ কিছু বাদ আছে। আমাদের এ অভিমতটির সপক্ষে হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত সেই হাদীসটি উল্লেখ করা যায়, যা তিনি তারাবীহর নামায প্রসঙ্গে বলেছেন। তিনি তারাবীহ নামাযকে উত্তম বিদআত বলেছেন। হাদীসে উল্লেখিত كل শব্দটি খাস করণকে বাধা দেয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ এ كُلُّ শব্দটি দ্বারা সব জিনিস বুঝানো হয়নি। কিছু কিছু বাদ থাকে। (ইমাম নববী- শরহে সহীহ মুসলিম গ্রন্থ)"

ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে বিচার করলে উপরোক্ত ইমাম নববীর ভাষ্য দ্বারা আমাদের দাবীটি জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিলাদ অনুষ্ঠানের বিরোধীদের দাবী বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হয়। বিরোধী সুধীমণ্ডলী كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ হাদীসটি দ্বারা তাদের দাবী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইমাম নববী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হাদীসটি আম হলেও তার মধ্যে খাস নিহিত। কেননা সব নতুন কর্মই (বিদআত) ও ভ্রান্ত নয়। কিছু কিছু মুস্তাহাব কাজ এর ব্যতিক্রম। তিনি কুরআনের আয়াত দ্বারা তার ব্যাখ্যার অনুকূলে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ এর كل শব্দটি দ্বারা সবকিছু বুঝানো হলেও কিছু কিছু জিনিস বাদ আছে। এ ছাড়া তিনি আরো বলেছেন, হাদীসটির বিদআতের মর্ম আভিধানিক দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ শরীয়তী দিক দিয়ে বিদআতের মর্ম কি তা প্রকাশ করেনি। শরীয়তে সব বিদআত তথা

মুস্তাহাব কর্মকে ভ্রান্ত বলা হয়নি। অতএব তারা যে বলে উত্তম তিন যুগের মধ্যে বিদআতের কোন অস্তিত্ব ছিল না একথা ভুল। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তারাবীহ নামাযকে উত্তম বিদআত আখ্যায়িত করণ দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, সাহাবীদের যুগেও বিদআতের অস্তিত্ব ছিল। আর সে বিদআত বিদআতে হাসানার মধ্যে পরিগণিত। সারকথা হল, এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি ধর্মীয় মুস্তাহাব কর্মের উপরই বিদআত কথাটি প্রযোজ্য হয়। আর বিদআত মূলতঃ খারাপ কাজটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সব বিদআতই খারাপ ও পাপাচার জনিত নয়। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতিমী শরহে আরবাঈন গ্রন্থে এ বিষয় ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্যটি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন।

ما احدث وخالف كتابا اوسنة او اجماعا او اثرا فهو بدعة الضلالة وما احدث من الخير ولم يخالف شيأ من ذالك فهو البدعة المحمودة و الحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وهى ما وافق شيأ ممامر ولم يلزم من فعله محذور شرعى ومنها ماهو فرض كفاية كتصنيف معلوم ونحوها مما مر قال الامام ابوشامه شيخ المصنف رحمه الله ومن احسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولوده صلى الله عليه وسلم من الصدقات واظهار النعمة والسرور فان ذالك مع ما فيه من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واجلاله فى قلب فاعله ذالك وشكرلله تعالى على ما من به من ايجاد رسوله الذى ارسله للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم وان البدع السيئة وهى ماخالف شيأ من ذالك صريحا والتزاما قد ينهى الى ما يوجب التحريم تارة اوالكراهة اخرى انتهى بقدر الحاجة - ونيز شارح مذكور بشرح حديث بست وششم نوشته -

الحاصل ان البدعة منقسمة الى احكام الخمسة فمن البدعة الواجبة على الكفاية الاشغال بالعلوم العربية للتوقف عليها وفهم الكتاب والسنة كالصرف والنحو والمعانى والبيان واللغة ومن البدع المحرمة مذاهب سائر اهل البدع انتهى ما اردنا ـ

অর্থাৎ "ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যেসব নতুন উদ্ভাবনকৃত কাজ কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমা কিম্বা সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয়, তাই হচ্ছে ভ্রান্ত বিদআত। আর যদি কল্যাণমূলক এমন কোন কাজ উদ্ভাবন করা হয় যা উল্লেখিত চারটি বিষয়ের বিপরীত ও পরিপন্থী হয় না তা হচ্ছে প্রশংসনীয় ও উত্তম বিদআত। সারকথা হচ্ছে বিদআতে হাসানা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র ওলামায়ে কেরাম একমত। আর তা হলো যে কাজটি উপরোক্ত চারটি বিষয়ের অনুকূলে হয় এবং তা করায় শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করা অপরিহার্য হয় না, তাই মুস্তাহাব। বিদআতের মধ্যে কিছু হচ্ছে ফরজে কিফায়া। যেমন ইসলামী কিতাব রচনা করা এবং ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান সংকলন করা। ইমাম নববীর শায়খ ও উস্তাদ ইমাম আবু শামাহ (রহঃ) বলেছেন, আমাদের যামানায় যে উত্তম কাজের সূচনা করা হয়েছে যে, প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে লোকেরা দান সদকা করে, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করে এবং সেজন্য খুব আনন্দ উল্লাস করে। আর এর দ্বারা আমাদের গরীব মিসকীন ও দরিদ্র লোকদের প্রতি ইহসান করা হয়। আর এ দিনটিতে পুণ্যময় কাজ ও দান সদকা দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত পোষণের এক বিরাট প্রমাণ পেশ করে। যারা এ কাজ করে তাদের অন্তকরণে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান মহত্ত্ব ও শান শওকত অনুভব হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়াও আদায় করা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা রহমাতুল লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে আমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং আমরা তাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিরাট এক ইহসান। পক্ষান্তরে সে কাজগুলোই হচ্ছে বিদআতে সাইয়্যেআহ বা গুনাহের কাজ, যা উপরোক্ত চারটি বিষয়ের পরিপন্থী হয়। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছারে সাহাবার সুস্পষ্টভাবে বিপরীত হয় বা বিপরীত হওয়াকে অপরিহার্য করে। আর এ ধরণের

বিদআতে সাইয়্যেআহ কখনো কোন কোনটি হারাম পর্যায়ের হয়। আর কোনটি মাকরূহ পর্যায়ের হয। উপরোক্ত ব্যাখ্যাকার ছাব্বিশ নং ব্যাখ্যায় লেখেন, মোটকথা এই যে, হুকুমের দিক থেকে বেদআত পাঁচ প্রকার। তম্মধ্যে এক প্রকার বিদআত ফরজে কিফায়া। যথা– আরবী ভাষার সেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন হওয়া, যার উপর কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ নির্ভরশীল। যেমন সরফ, নাহু বালাগাত ও লুগাত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করা। আর এক প্রকার হচ্ছে বিদআতে মুহাররিমা বা হারাম বিদআত। যথা রাফেজী, খারেজী ও মুতাজিলাদের ধর্মমত ও আকিদা। (ইবনে হাজর হাইতিমী– শরহে আর বাঈন গ্রন্থ)"

উপরোক্ত ইমাম আবু শামাহ (রহঃ)-এর ভাষ্যটি একটি সুসংবাদ বিশেষ। এতে বিদআতকে সাইয়্যেআহ ও হাসানা (ভাল ও মন্দ) দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। আর মৌলুদ শরীফ যে, বিদআতে হাসানা তা তিনি আল্লামা আবু শামার রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। অনুরূপ তিনি যুগের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের অভিমত নকল করে বলেছেন যে, নির্দিষ্ট মাসে ও নির্দিষ্ট দিনে বিনা সন্দেহে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা মুস্তাহাব, মুস্তাহসান ও বিদআতে হাসানা জনিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ছওয়াব ও কল্যাণ লাভ হয়। অতএব রবিউল আউয়াল মাস ও সোমবার দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিন হওয়ার কারণে সে দিন ও মাস তাঁর প্রতি তাজীম ও সম্মান প্রদর্শন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে মীলাদ পাঠের আয়োজন করা তাঁর প্রতি মহব্বতের দাবী। সোমবার দিন মীলাদ অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারণ করাটা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্ম দ্বারাই প্রমাণিত। মীলাদ অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করণের মূলভিত্তিটি আশুরার দিন রোযা পালন ও নিজের জন্য পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকিকা করা দ্বারাই পাওয়া যায়। মীলাদ অনুষ্ঠান করার পক্ষে এর চেয়ে আরও দলীল প্রমাণ শুনতে চাইলে শায়খ আবুল খাত্তাব লিখিত সর্ব প্রথম মীলাদ গ্রন্থ "আত্তানবীর" পাঠ করা উচিত। সে গ্রন্থে উল্লেখিত নিম্নরূপ হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ وَيَحْمِدُوْنَ اللّٰهَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِذَا جَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ ـ

সে গ্রন্থে হযরত আবূদ্দারদা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা হয়েছে–

عَنْ اَبُوالدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَرَّمَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ يَعْلَمُ وَقَائِعَ وِلَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ هَذَا الْيَوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ مِنْ فِعْلٍ فَعَلَكَ نَجٰى نِجَاتَكَ -

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন একদিন নিজ ঘরে বসে নিজ গোত্রের লোকজনের কাছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকাহিনী বর্ণনা করছিলেন। আর শ্রোতারাও তাতে খুব খুশী হচ্ছিলেন। আর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছিলেন এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের জন্য আমার শাফাআত করা বৈধ হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমের আনসারী (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। হযরত আমের (রাঃ) নিজ ঘরে বসে নিজ গোত্রের লোকজন ও সন্তানদের কাছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকাহিনী বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন আজকার দিনে আজকার দিনে। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য তার রহমতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আর সমস্ত ফেরেশতা তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। আর তোমার মত কাজ যদি কোন ব্যক্তি করে তাহলে সে ব্যক্তিও তোমার মত নাজাত লাভ করবে। (শাইখ আবুল খাত্তাব– "আত্‌তানবীর" মীলাদ গ্রন্থ)

উপরোক্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল হাদীস দু'টি আমাদের জন্য এক চমৎকার সুসংবাদ। এ হাদীসে মীলাদের বদৌলতে বিরাট সৌভাগ্য লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণ হয় যে, সাহাবীদের যুগসহ উত্তম তিন যুগেও মীলাদ অনুষ্ঠানের কারণে পরকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত লাভ বৈধ হওয়া, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের দুঃখকষ্ট থেকে নাজাত লাভ করার বিরাট সৌভাগ্য লাভ হয়। এ হাদীস দু'টির আলোকে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান মুবাহ ও মুস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজিব বলা উচিত। অতএব কিছু কিছু বিশিষ্ট ওলামা মীলাদ অনুষ্ঠানকে ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থকার তার কিতাবের হাশিয়ায় বলেছেন যে, মুসলিম উম্মতের মধ্যে যখন নানা প্রকার ফাসাদ বিবাদ কলহ দেখা দেয় এবং মানুষের আকীদা বিশ্বাসে ঘুণে ধরে ও কুফরী আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে, তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত, মহত্ত্ব ও মুজিযাসমূহ বর্ণনা করা ওলামায়ে কেরামের জন্য ফরজে কিফায়া বলে বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও দেরায়েত দ্বারা প্রমাণিত।

গ্রন্থকার (রহঃ) আরো বলেন, বর্তমানে মুসলমানরা দীনের শত্রুদের সম্মুখীন এবং নানা প্রকার বিপদ আপদে নিপতিত। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ইসলামকে প্রসারিত করা এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ত্ব ও মুজিযাসমূহ বেশী বেশী প্রচার করা প্রয়োজন। শুধু রবিউল আউয়াল মাসেই নয়, বরং প্রত্যেক মাসেই মিলাদুন্ নবী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা নিজেদের অপরিহার্য কর্তব্য মনে করা উচিত।

এখানে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছি। এর দ্বারা আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানের পক্ষে সাবলীল যুক্তি প্রমাণ লাভ করব। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে উল্লেখিত নিম্নের মৌলিক যুক্তিটি প্রণিধান যোগ্য।

فى الفتاوى العالمغيرية فى جلد الاول فى الباب الحادى والعشرين فى الجنائز فى الفصل الثالث فى التكفين نقلا عن الايضاح اذا كان مع الجنازة نائحة او صائحة زجرت فان لم تنزجر فلاباس بان يمشى معها لان اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره انتهى - وفى درالمختار تزجر النائحة ولايترك اتباعها لاجلها فى حاشية العلامة الطحطابى على درالمختار قوله ولايترك اتباعها لاجلها لان سنة لاتترك بما اقترن بهامن البدعة وترد الوليمة حيث يترك حضورها بوجود بدعة

فيها لوجود الفارق انهم لو تركوا المشى مع الجنازة لزم عدم انتظامها ولاكذالك الوليمة لوجود من ياكل الطعام -

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম খণ্ডের একুশতম অধ্যায়ের জানাযার বিবরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইযাহু কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে যে, জানাযার কফিনের সাথে যদি কোন ক্রন্দনকারী ও চিৎকারকারী লোক চলে তাকে ক্রন্দন থেকে বিরত রাখার জন্য ধমক দিবে ও তিরস্কার করবে। সে বিরত না হলে, তার জানাযার কফিনের সাথে চলায় কোন দোষ নেই। কেননা, জানাযার কফিনের সাথে চলা সুন্নাত। অতএব অন্যলোকের বিদাআতী আচরণের কারণে কফিনের সাথে চলা পরিত্যাগ করা যাবে না।

দূররে মুখতার কিতাবের হাশিয়ায় আল্লামা তাহতাবী লিখেছেন, ক্রন্দনকারীদের কারণে জানাযার কফিনের সাথে চলা পরিত্যাগ করবে না। কেননা, বিদাআতের কারণে সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না। ওলীমার অনুষ্ঠানে কোন বিদআত কর্ম হলে সে অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা, জানাযার কফিনের সাথে চলা ও ওলীমার অনুষ্ঠানে যোগদান করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জানাযার কফিনের সাথে চলা পরিত্যাগ করলে ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হয়। কিন্তু ওলীমার ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ ওলীমায় খাবার লোকের অভাব হবে না।

গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, এ সব দলীল প্রমাণের পাশাপাশি একথাও বলা যায় যে, মীলাদ শরীফ বিদআতে হাসানা হলেও এ কাজটির মুলভিত্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে বর্তমান ছিল। অতএব মীলাদ শরীফকে বিদআতে হাসানা বলা হলেও তা পূর্বসুরী ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের সমর্থিত আমল রূপে পাওয়া যায়। তারা যে, মীলাদ শরীফকে বিদআতে হাসানা রূপে আখ্যায়িত করেছেন তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তারাবীহর নামাযের জামাআতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস দ্বারা। তিনি বলেছেন, এটা উত্তম বিদআত। অতএব এ হাদীসকে ভিত্তি করেই তারা মিলাদুন্ নবী অনুষ্ঠানকে বিদআতে হাসানা নামে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান প্রচলিত তারাবীহর নামায যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্ম দ্বারা সুপ্রমাণিত তাতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। অতএব সমগ্র রমযান মাসে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায আদায় করা যে বিদআতে হাসানা সে ব্যাপারে সেকালে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত রবিউল আউয়াল মাসে বরং সারা বছর মিলাদুন্ নবী অনুষ্ঠান করাকে পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন বিদআতে হাসানা ও সুন্নতে তাকরীরী (সুন্নাতের দ্বারা অনুমোদিত) বলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে অথবা বছরের যে কোন সময় বিদআত ও শরীয়তের খেলাফ কর্মমুক্ত মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান করার হুকুম ও আমলের বিররণ।

(১) মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তদীয় রেসালা গ্রন্থে শরীয়তের দৃষ্টিতে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠান করার হুকুম কি? এ অনুষ্ঠান করা কি প্রশংসনীয় কাজ? না খারাপ কাজ। এ অনুষ্ঠানকারী লোকদেরকে কি এ কর্মের জন্য পুণ্য প্রদান করা হয়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেন ঃ

الجواب ان اصل المولد هواجتماع الناس وقراة ما تيسر من القران وروایة الاخبار الواردة فى مبدأ امر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الايات ثم يمدلهم سعاط ياكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذالك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من التعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم -

উত্তর ঃ মীলাদ মাহফিলের আসল বিষয় হচ্ছে লোকদেরদেরকে কোন এক স্থানে একত্রিত করা বা হওয়া। আর সে অনুষ্ঠানে কুরআন মজীদ থেকে যথাসম্ভব কিছু (আয়াত বা সূরা) পাঠ করা। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নির্দশনসমূহ আলোচনা করা। অতঃপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদেরকে যথা সম্ভব পানাহার করানো। আর এ কাজের জন্য অত্যাধিক বাড়াবাড়ি না হয় এমন পরিমাণে অর্থকড়ি দান সদকা করা ও ব্যয় করা। এ অনুষ্ঠান হচ্ছে শরীয়তের মাপকাঠিতে বিদআতে হাসানা শ্রেণীর কাজ। এ অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং তার জন্ম হওয়ায় আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা হয়।

(২) মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আশ্‌শামী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আশ্‌শামী (রহঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ ***"ফী সাবীলিল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ওরফে সীরাতুশ্ শামীয়াহ"*** গ্রন্থে লিখেন, আবুল খায়ের সাখাবী (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়া কিতাবে লিখেন যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করার ব্যাপারটি উত্তম তিন যুগের কোন ওলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গ লোকদের থেকে পাওয়া যায় না। এ তিন যুগে মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের কোন প্রচলন ছিল না। পরবর্তী কালে মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। গ্রামগঞ্জ ও বড় বড় শহরের মুসলমানরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাসে মাহফিল কায়েম করে, এ অনুষ্ঠান কায়েম করতে থাকে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে নানা ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে দান সদকা করে এবং ঐ মাসটিকে খুশী ও আনন্দ প্রকাশে উৎসব মুখর করে তোলে। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয়ক বর্ণনাগুলো পাঠ করে এবং ঐ দিনের অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে। ফলে তাদের মধ্যে নানা প্রকার বরকত প্রকাশ পেতে থাকে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুণা ও অনুগ্রহ নাযিল হয়। তাই ইমাম হাফেজ আবুল খায়ের ইবনে জাযরী শাইখুল কুররায়া (রহঃ) মীলাদ অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেন, মীলাদ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ বছরটি সারাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতে থাকে। আর এ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তার মাকসুদ হাসিলের সুসংবাদ রূপে কার্যকর হয়।

গ্রন্থকার আবদুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) বলেন, রাজ রাজাদের মধ্যে আরবলের (বর্তমান ইরাকের একটি অঞ্চল) বিজিত রাজা আবু সাঈদ কাওকারী ইবনে যয়নুদ্দীন সর্বপ্রথম মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি মহান ও প্রসিদ্ধ দানশীল রাজা ছিলেন। হাফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাছীর (রহঃ) তার "তারীখ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবলের মহান রাজা রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন নবী অনুষ্ঠান খুব ঝাকমকের সাথে পালন করতেন। সে অনুষ্ঠানে অগণিত লোকের সমাগম হত। আরবলের রাজার জন্য শাইখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া মীলাদ বিষয়ক একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন, যার নাম হচ্ছে– "আত্‌তানবীর ফী মাওলাদে বাশীরুন নাযীর" এতে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক হাজার দীনার উপহার দিয়েছিলেন। এ কারণে সব ইমামগণ আরবলের রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। তাদের মধ্যে হাফেজ আবু শামাহ ও শাইখ নববীও রয়েছেন। শাইখ নববী তার লিখিত "আল বায়েছ আলা ইনকারিল

বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেছ" (الباعث على انكار البدع والحوادث) গ্রন্থে বলেন, এ কাজটি তার দ্বারা খুব ভাল কাজ রূপে অভিহিত হয় এবং এটি উদাহরণ বিশেষ। এ কাজের জন্য তার প্রশংসা করা এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

(৩) হযরত ইবনে জাযরী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

হযরত ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেছেন, এ কাজ দ্বারা শয়তানের দেহে জ্বালা পোড়া সৃষ্টি হওয়া এবং মুমিনদের মনে খুশী ও আনন্দ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

(৪) আল্লামা ইবনে তুগরীল (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

আল্লামা ইবনে তুগরীল (রহঃ) স্বীয় "দূররুল মুনাজ্জম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে পাগলপারা লোকেরাই মীলাদ অনুষ্ঠান কায়েম করেন এবং তাঁর জন্মানুষ্ঠান কায়েম করে খুশীতে আনন্দিত হন। অতএব মিসরের কায়রো শহরের সর্বোচ্চ নবী প্রেমিক বুযুর্গ শায়খ আবুল হাসান ওরফে ইবনে ফজল (রহঃ) মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করতেন। তিনি আমাদের ওস্তাদ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নোমানেরও ওস্তাদ। তারও অনেক পূর্বে প্রাচ্য দেশীয় শাইখ জামাল উদ্দীন হামদানীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতেন।

(৫) হযরত ইমামুল আল্লামাহ নাসিররুদ্দীন মোবারক প্রকাশ ইবনে বাতাহ (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

সীরাতে শামী গ্রন্থে নিম্নরূপ ভাষায় হযরত ইবনে বাতাহ (রহঃ)-এর ফতোয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে।

وقال الشيخ الامام العلامة ناصرالدين المبارك الشهير ابن البطاح فى فتوى بخطه اذا انفق المنفق تلك الليلة وجمع جمعا اطعمهم مايجوز واسمعهم مايجوز سماعه ودفع المستمع المشوق للاخرى ملبوسا كل ذالك سرورا بمولده صلى الله عليه وسلم فجميع ذالك جائز ويثاب فاعله اذا احسن القصد ـ

"শায়খুল ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দীন আল মুবারক ওরফে ইবনুল বাতাহ (রহঃ) নিজ ফতোয়ায় লিখেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম

রাতে কোন ব্যক্তি কিছু অর্থকড়ি ব্যয় করলে এবং জনগণকে সমবেত করে তাদেরকে পানাহার করালে, আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ও অলৌকিক ঘটনাবলী সে মজলিসে শুনানো হলে এবং শ্রোতামণ্ডলী একে অন্যকে উৎসাহিত করলে, তা সবই হয় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রতি আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করার জন্য। শরীয়ত অনুযায়ী এসব কাজ করা জায়েয। আর এ সব কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাকে ছওয়াব প্রদান করা হয়। যদি তার উদ্দেশ্য হয় ভাল।"

(৬) শায়খুল ইমাম জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবদুল মালিক (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

وقال الشيخ الامام جمال الدين عبد الرحمن بن عبد الملك مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبجل مكرم قدس يوم ولاداته وشرف عظيم وكان وجوده سبب النجاة لمن تبعه و تقليل خط جهنم من اعدله الفرح بولاداته صلى الله عليه وسلم وتمت بركاته على من اهتدى به فشابه هذا اليوم يوم الجمعة من حيث ان يوم الجمعة لاتسعرفيه جهنم هكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فمن المناسب اظهار السرور وانفاق الميسور واجابة من دعاه رب الوليمة للحضور -

"শায়খুল ইমাম জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবদুল মালেক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে (বা অন্য কোন সময়) জন্ম কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা মান সম্মান বুযুর্গী ও মহত্ত্ব লাভের জন্য নাজাত লাভের কারণ এবং তার জন্ম দিনে যারা খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে তাদের পরকালের শাস্তি লঘু ও কম হওয়ার কারণে পরিণত হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনটির জুমুআর দিনের সাথে সাদৃস্য রয়েছে। কেননা জুমুআর দিনে জাহান্নামের আগুণ প্রজ্বলিত হয় না। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে আনন্দ প্রকাশ করা ও খুশী হওয়া এবং দান সদকা করা, অর্থ সম্পদ ব্যয় করা কর্তব্য। আর কাউকে এ খাবার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলে সে দাওয়াতে উপস্থিত হওয়াও কর্তব্য।"

(৭) ইমামুল আল্লামা জহীর উদ্দীন ইবনে জাফর (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

আল্লামা জহীর উদ্দীন ইবনে জাফর (রহঃ) মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন–

هى بدعة حسنة اذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم واطعام الطعام للفقراء والمساكين وهذا القدريثاب عليه بهذا الشرط فى كل وقت .

"শরীয়তে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে বিদআতে হাসানা। অনুষ্ঠানকারী নেক্‌কার লোকদের সমবেত করে অনুষ্ঠান কায়েম করতে চাইলে সকলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করতে এবং গরীব মিসকীনদেরকে পানাহার করাতে ইচ্ছা করলে। এ নিয়মে ও এ শর্তে মিলাদুন নবী অনুষ্ঠান করলে সেজন্য সব সময় ছওয়াব প্রদান করা হয়।"

(৮) শায়খ নাসীরুদ্দীন তায়ালিসী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

وقال الشيخ نصير الدين طيالسى هذا من السنن ولكن اذا انفق فى هذا اليوم واظهر السرور فرحا بدخول النبى صلى الله عليه وسلم فى الوجود واتخذ السماع الخالى من المعارف وانشادا بثير نار الشهوة من الفسقيات والمشوقات للشهوات الدنيوية واما انشاد ما يشوق الى الاخرة ويزهد فى الدنيا فهذا اجتماع حسن يثاب قاصد ذالك وفاعله عليه الا ان سوال الناس مافى ايديهم بذالك فقط . بدون ضرورة وحاجة سوال مكروه واجتماع الصلحاء فقط لياكلوا ذالك الطعام ويذكرون الله تعالى ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف بالقربات والمثوبات .

শায়খ নাসীর উদ্দীন তায়ালিসী (রহঃ) বলেন, মীলাদ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে সুন্নাত। তবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে অর্থকড়ি ব্যয় করা এবং এ জগতে তাঁর শুভাগমনে আনন্দ খুশী প্রকাশ করা। আর তাঁর জন্ম সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ হাদীস ও বর্ণনাসমূহ শ্রবণ করা। আর এ

অনুষ্ঠানে এমন সব কবিতা ও গজল আবৃতি করা যাতে শ্রোতাদের মন হতে দুনিয়ার প্রেম প্রীতির আগুণ নির্বাপিত হয়। আর পরকালের প্রতি মানুষ অনুরাগী হয় এবং দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণে ভাটা পড়ে। এসব করা খুবই ভাল কাজ এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানও সুন্দর ও পছন্দনীয় কাজ। তবে মীলাদ অনুষ্ঠানে লোকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য যা কিছু খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা হয় তা প্রয়োজন ব্যতিরেকে চেয়ে নেয়া মাকরূহ। আর ঐ অনুষ্ঠানে নেক্কার ও পরহেজগার লোকদের একত্রিত করবে। তারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করবে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে এবং খাদ্য সামগ্রী পানাহার করবে। এসব কাজে আয়োজক ও শ্রোতামণ্ডলী সকলকেই ছওয়াব প্রদান করা হয় এবং তাদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য হয়।

(৯) ইমাম হাফেজ আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ওরফে আবু শামাহ (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

ইমাম হাফেজ আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ওরফে আবু শামাহ (রহঃ) তার স্বলিখিত "আল্ বায়েছু আলা ইনকারিল বিদই ওয়াল হাওয়াদিস" (الباعث على انكار البدع والحوادث) নামক গ্রন্থে লিখেন–

قال الربيع قال الشافعى رحمه الله عليه المحدثات من الامور نوعان ....

হযরত রাবি' (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, নতুন কাজকর্মসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে সেসব নতুন কাজ যা কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের আছার ও ইজমার পরিপন্থী। এগুলোর নাম হচ্ছে ভ্রান্ত বিদআত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সে সব নতুন কর্ম যা ভাল ও পছন্দনীয়। যে কাজের ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগ নেই এবং বিরূপ অভিমতও পোষণ করে না। সে সব নতুন কাজগুলো খারাপ ও দোষণীয় নয়। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) রমযান মাসে তারাবীর নামায জামাআতে আদায় করা সম্পর্কে বলেছেন, নি'মাল বিদআত। অর্থাৎ এটা নতুন ভাল কর্ম, যা পূর্বে ছিল না। কিন্তু যখন এটার উদ্ভাবন হয়েছে, তখন এটাকে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করা যায় না। অতএব বিদআতে হাসানা নতুন ভাল কর্মগুলো পালন করা মুস্তাহাব এবং সে কাজের জন্য নিয়ত খালেস থাকলে ছওয়াব প্রদান করা হয়। সে সব কাজ কর্মকেই বিদআতে হাসানা বলা হয় যা শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী হয়। আর সেগুলো করায়

শরীয়তের পরিপন্থী কোন কাজ করা অপরিহার্য হয় না। যেমন মিম্বর তৈয়ার করা, সরাই খানা তৈয়ার করা, মাদ্রাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি। আর এ ধরনের কাজ করা, যা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। কেননা এসব কাজ করা হচ্ছে সুন্নাত। আমাদেরকে ভাল কাজের সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের এ যুগে আরবিল শহরে প্রতি বছর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবসে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা খুব ভাল কাজ ও বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। ঐদিনে নানা প্রকার দান ও সদকা করা হয়। সাজ সজ্জা করা হয় এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। গরীব-দুঃখী ও অভাবী লোকদের প্রতি ইহসান করা ছাড়াও এ অনুষ্ঠান পালনকারীদের মনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত, তাজীম ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমাদের প্রতি যে বিরাট ইহসান করেছেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। মীলাদ অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ইহসানের জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সর্বপ্রথম যে পুণ্যবান ব্যক্তি ইরাকের মৌসেল শহরে মিলাদুন্ নবীর অনুষ্ঠান কায়েম করেন, তিনি হচ্ছেন উমর ইবনে মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন একজন পূণ্যাত্মা আর আরবিলের রাজা তারই অনুকরণ করেছেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

এখানে আমাদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, সীরাতে আবু শামাহ গ্রন্থে গ্রন্থকারের অভিমত দ্বারা স্ববিরোধীতা প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমত লিখেছেন যে, মীলাদ শরীফের প্রথম উদ্যোক্তা হচ্ছেন আরবিলের রাজা। পরে তিনি লিখেছেন যে, সর্বপ্রথম মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করেন ইরাকের মৌসেল শহরের উমর ইবনে মুহাম্মদ। অতঃপর আরবিলের রাজা ও অন্যান্যরা সে মহাত্মার অনুসরণ করেন। ফলে উভয় কথার মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধীতা প্রকাশ পায়।

এ সন্দেহ ও স্ববিরোধীতা নিরসনের উত্তর এই যে, প্রথম উদ্যোক্তা দ্বারা তিনি রাজা বাদশাহদের মধ্যে প্রথম উদ্যোক্তা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আরবিলের রাজাই এ ভালকাজটি সমর্থন করে খুব ঝাকঝমকের সাথে পালন করেছেন। মূলতঃ এ ভাল কাজটির প্রথম উদ্যোক্তা ব্যক্তি হচ্ছেন মৌসেল শহরের অধিবাসী উমর ইবনে মুহাম্মদ। তার দ্বারাই সর্বপ্রথম মীলাদ অনুষ্ঠান উদ্ভাবিত হয়। পরবর্তীতে তাকে অনুসরণ করেই অন্যান্যেরা এ অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। রাজা-বাদশাহদের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবিলের রাজা এ অনুষ্ঠান পালন করেন। অতএব গ্রন্থকারের বক্তব্যে কোন স্ববিরোধীতা থাকে না।

(১০) শায়খুল ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহূব ইবনে উমর আল জাযরী শাফেয়ী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

সীরাতে শামী নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহূব (রহঃ) ইবনে ওমর আল্ জাযরী লেছেন–

هذه بدعة لاباس بها ولاتكره البدع الا اذا راغمت السنة واما اذا لم ترغمها فلا تكره ويثاب الانسان بحسب قصده فى اظهار السرور والفرح بمولد النبى عليه الصلوة والسلام -

"এটা অর্থাৎ মীলাদুন নবী অনুষ্ঠান বেদআত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। আমরা প্রত্যেক বেদআতকেই দোষনীয় মনে করি না। তবে এ বেদআত দ্বারা যদি কোন সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটানো হয় বা সুন্নাতের বিপরীত কিছু করা হয় তাহলে তা দোষণীয়। সুন্নাতের পরিপন্থী না হলে তা মাকরূহ হবে না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে খুশী হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা হলে মনের নিয়ত অনুযায়ী ছওয়াব প্রদান করা হয়।" (সীরাতে শামী)

(১১) মাওলানা মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

মাওলানা মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তদীয় "মওলুদ শরীফ"নামক পুস্তকের শেষাংশে মীলাদ শরীফের মাহফিল অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদানার্থে লিখেছেন–

وقد بسط الكلام فى ترغيب مولد النبى صلى الله عليه وسلم قال فلا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم يفرحون بقدوم هلال ربيع الاول ويغتسلون ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتزينون بانواع الزينة ويتطيبون ويكتحلون وياتون بالسرور فى هذا الايام ويبذلون على الناس بما كان عندهم من المضروب والاجناس ويقيمون اهتماما بليغا على السماع والقرأة لمولد النبى صلى الله عليه وسلم وينالون بذالك اجرا جزيلا وفوزا عظيما ومما جرب عن ذالك انه وجد فى ذالك العام كثرة الخير والبركة مع السلامة والعافية وسعة الرزق وازديادالمال والاولاد والاحفاد ودوام الامن فى البلاد والامصار والسكون والقرار فى البيوت والدار ببركة مولد النبى صلى الله عليه وسلم -

"পবিত্র মক্কা-মদীনার অধিবাসীরা এবং মিসর, ইয়ামন, সিরিয়া ও পূর্ব–পশ্চিমের সমস্ত আরবীয় শহরগুলোতে জনসাধারণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে মজলিসে সমবেত হয়। তারা রবিউল আউয়াল মাসের চন্দ্র উদয় হলে খুব খুশী হয়। তারা মনের খুশীতে গোসল করে, উত্তম পোশাক পরিধান করে, নানা প্রকার সাজে সজ্জিত হয়, আতর ও সুগন্ধী ব্যবহার করে এবং চোখে সুরমা লাগায়। আর ঐদিনে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করে। তারা নিজেদের কাছে টাকা–পয়সা, জিনিষ পত্র সম্ভাব্য যা কিছু আছে তা গরীব মিসকীনদেরকে দান করে। আর মীলাদ শরীফ শোনার জন্য খুব আড়ম্বর পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করে। এ কাজের ফলে তারা বিরাট পুণ্য লাভ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ অনুষ্ঠানের বরকতে ঐ বছর বিপুল পরিমাণে খায়র-বরকত, শান্তি-নিরাপত্তা, সুস্থতা, জীবিকার প্রাচুর্যতা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতিতে প্রবৃদ্ধি হওয়া, শহরে বন্দরে শান্তি নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা এবং বাড়ী ঘরে শান্তি ও আরাম বিরাজমান থাকে।"

একটি কাহিনী

ইরাকের বাগদাদ শহরে এক ব্যক্তি প্রতি বছর মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুষ্ঠান পালন করত। এক ইহুদী মহিলা ছিল তার প্রতিবেশী। সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করত না এবং সে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া ইহুদী ধর্মের অনুসারী। সে একদিন তার স্বামীর কাছে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল যে, আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী লোকটির হল কি যে, সে প্রতি বছর এ মাসে অনেক ধন–সম্পদ ও টাকা–পয়সা ব্যয় করে এবং ফকীর মিসকীনকে দান করে। আর রকমারী খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করে মানুষদের খাওয়ায়। এতে তার ফায়দা কি? তখন তার স্বামী বলল, হয়ত

সে লোক মনে করে যে, তার একজন নবী আছে আর সে নবী এ মাসে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সে তাঁর জন্মদিবস পালন করে। আনন্দ লাভ করে এবং তার নবীকেও সন্তুষ্ট করে। কিন্তু ইহুদী মহিলা তার কথাকে স্বীকার করল না। অতঃপর মহিলাটি রাতের আগমনে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখে যে, এক ব্যক্তি তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তার চেহারা মোবারকে আল্লাহর নূরের আলোকমালা ঝলমল করছে। আর তার সাথে রয়েছে অনেক সাথীবৃন্দ। ইহুদী মহিলা এদৃশ্য অবলোকন করে বিস্ময়ে তার সাথীদের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, এ ব্যক্তি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে খুব সম্মানিত ও বুযুর্গ মনে হচ্ছে। তাঁর সাথীরা বলল, ইনি হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইহুদী মহিলা বলল, আমি তাঁর সাথে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি কি আমার সাথে কথা বলবেন? সাথীরা বললেন, কেন বলবেন না। তখন সে মহিলা কথা বলার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহর দাসী! আমি উপস্থিত। তখন ইহুদী মহিলা কেঁদে কেঁদে বললেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে ভালবেসে এসেছেন এবং কেন আপনি আমি উপস্থিত বলেছেন? অথচ আমি হচ্ছি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলা। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এমনিতেই ভালবাসিনি এবং আমি উপস্থিত বলিনি, আমি অবহিত হয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন। এ কথা শুনে ইহুদী মহিলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাত বাড়িয়ে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর নিদ্রা হতে জাগ্রত হন। মহিলা এ স্বপ্ন দেখে খুব আনন্দিত হয়। এ স্বপ্নে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার যিয়ারত ও কথা-বার্তা হওয়ায় সে খুব খুশী হয়। আর স্বপ্নের মধ্যে এ মহিলা এই প্রতিশ্রুতি করেছিল যে, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য দান করব এবং মীলাদ অনুষ্ঠান করব। রাত প্রভাত হওয়ার পর সে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্যোগী হল। তখন সে নিজ স্বামীকে খুব খুশী ও প্রফুল্ল দেখল। আর দেখল যে, তার স্বামীও তার ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে। তখন ইহুদী মহিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, কার জন্য আপনি এ ধনসম্পদ ব্যয় করতে চাচ্ছেন? তখন তার স্বামী বলল, এসব সম্পদ তার উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে, যার হাতে তুমি গতকাল রাতে মুসলমান হয়েছ। ইহুদী মহিলা বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার

প্রতি সদয় হোন। তোমাকে আমার এ গোপন তথ্যটি সম্পর্কে কে অবহিত করেছে? তখন স্বামী বলল, সে মহান ব্যক্তিই অবহিত করেছেন যার হাতে তোমার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতঃপর বলল, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য নিবেদিত, যিনি আমাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন এবং শিরক ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। আর আমাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জামায়াতে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। (সীরাতে শামী)

(১২) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

বিশ্ববিখ্যাত মুহাক্কিক আলেম ও চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) স্বরচিত "মাঁওরাদের রাবী ফী মাওলাদিন্ নবী" (مورد الروى فى مولد النبى) পুস্তকে লেখেন–

قال شيخ مشائخنا الامام العلامة الحبر الفهامة شمس الدين محمد السخاوى بلغه الله المقام العالى وكنت ممن تشرف ادراك المولد فى مكة المشرفة عدة سنين وتعرف ما اشتمل عليه من البركة المشار لبعضها بالتعين تكررت زيارتى فيه لمحل المولد المستفيض وتصورت فكرتى ماهنالك من الفجر الطويل العريض قال واصل على المولد الشريف لم ينقل عن احد من السلف الصالح فى قرون الثلثة الفاضلة وانما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة والنية التى للاخلاص شاملة ثم لازال اهل الاسلام فى سائرالاقطار والمدن العظام يحتفلون فى شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة والمطاعم المشتملة على الامور البهيجة الرفيعة ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون المسرات ويريدون فى المبرات بل يعتنون بقراءة مولده الكريم يظهر عليهم من

بركاته كل فضل عميم بحيث كان مما جرب كما قال الامام شمس الدين ابن الجزرى المقرى المجرب من خواصه انه امان تام فى ذالك العام وبشرى تعجيل نبيل ماينبغى ويرام -

"আমাদের মাশায়েখদের ইমাম শাইখ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পবিত্র মক্কা শরীফের মীলাদ অনুষ্ঠানে যারা কয়েক বছর যাবত উপস্থিত ছিলেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানের বরকত অনুভব করছিলাম, যা নির্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এ অনুষ্ঠানের মধ্যেও তার বরকতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থানের যিয়ারত আমার কয়েকবার হয়েছে। আমার চিন্তা ও মন-মানসিকতা কেবল সে জিনিসটিকেই ধ্যান-ধারণা করছিল, যার সময়টি ছিল সুবহি সাদিক উদয়ের প্রাক্কালে। ইমাম সাখাবী বলেন, মীলাদ অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি উত্তম তিন যুগের পূর্বসূরী কোন নেক্কার বুযুর্গ লোকদের থেকে পাওয়া যায় না। মীলাদ অনুষ্ঠান উত্তম তিন যুগের পরই ভাল উদ্দেশ্য ও নেক নিয়তের সাথে উদ্ভব হয়েছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাসে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে মাসে সব দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানরা মীলাদ অনুষ্ঠানের নামে সভা সমাবেশে সমবেত হতে থাকে। আর মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী আহার করায়। আর গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দান-সদকা বিতরণ করে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর ঐ মাসে বহুল পরিমাণে পুণ্যময় কাজ করে। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট অলৌকিক কাহিনীসমূহ বর্ণনাকারীদের মুখে শোনার ব্যবস্থা করে। এর ফলে তাদের প্রতি বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযরী আল্ মুকীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করার উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, মীলাদ অনুষ্ঠানের কারণে ঐ বছর দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। আর শীঘ্র নেক উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান হয় সুসংবাদ বিশেষ।

(১৩) শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মা সাবাতা মিনাস্ সানাহ ফী আইয়ামিস সুন্নাহ (ما ثبت من السنة وفى ايام السنة) গ্রন্থে মীলাদ শরীফ বিষয়ে লিখেন ঃ

لازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجلة نبيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض وعناد ولقد اطنب ابن الحاج فى المدخل فى انكار على ما احدثه الناس من البدع والهواء والغناء بالالات المحرمة عند عمل مولد الشريف فالله تعالى يثبت على قصده الجميل ريسلك بنا سبيل السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل -

"মুসলমানেরা সর্বদা রবিউল আউয়াল মাসে মাহফিল করে এবং উপস্থিত লোকজনকে পানাহার করায়। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম রাতে বিভিন্ন প্রকার দান সদকা করে এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর অনেক পুণ্যময় কাজ করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী সম্বলিত বর্ণনাসমূহ পাঠ করে। এর ফলে তাদের প্রতি সাধারণভাবে বরকত প্রকাশ পায়। মীলাদ অনুষ্ঠান করার অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি পরীক্ষিত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঐ বছর সর্বদা সব স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকে। মীলাদ অনুষ্ঠান মাকসুদ হাসিলের জন্য সুসংবাদ বিশেষ। যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম রাতটিকে উৎসব মুখর করে তোলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর যাদের অন্তরে হিংসার বিদ্বেষের ব্যধি আছে, তাদের জন্য এ আনন্দ উৎসবটি দুঃখ কষ্টের কারণে পরিণত হয়। হাম্বলী মাযহাবের ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল হাজ্ তার মাদখাল গ্রন্থে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন যারা মীলাদ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদআত ও মনগড়া কাজ-কর্ম করে এবং নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বাজনা করে। যারা সৎ উদ্দেশ্যে ও নেক নিয়তে মীলাদ অনুষ্ঠান করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আর আমাদেরকে সুন্নাতের পথে পরিচালিত করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।"

(১৪) হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

উপমহাদেশের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আলেম ও মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আল্লামা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) স্বলিখিত "আল্ ইনতিবাহ্ ফী সালাসিলে আওলিয়া (الانتباه فى سلاسل اوليـاء) নামক গ্রন্থে মীলাদুন নবী প্রসঙ্গে লিখেছেন–

اخبرني سيدى الوالد قال كنت اصنع فى ايام المولد طعاما صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شئى اصنع به طعاما فلم اجدالاحمصا مقليا فقسمت بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذا الحمص . وافادت ايضا مولانا الموصوف عليه رحمة الله الرؤف فى فيوض الحرمين وكنت قبل ذالك بمكة المعظمة فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم ولادته والناس يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويذكرون ارهاصاتة التى ظهرت فى ولادته ومشاهده قبل البعثة فرايت انوارا سطعت دفعة واحدة لا اقول انى ادركتها ببصرالجسد ولا اقول ادركتها ببصرالروح - والله اعلم كيف الامر بين هذا وذالك فتاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال هذه المشاهد وبامثال هذه المجالس ورايت يخالط انوار الملائكة انوار الرحمة -

"আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে খাদ্যসামগ্রী তৈয়ার করে তা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাতাম। কোন এক বছর আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় আমি কোন খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করতে পারলাম না। আমার ঘরে সামান্য চনাবুট ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অবশেষে তা ভেজে লোকদের মধ্যে বিতরণ করলাম। আমি রাতে স্বপ্নে

দেখলাম যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে চনাবুট রাখা হয়েছে। হযরত মাওলানা শাহ্ অলী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) তাঁর "ফুয়ুযুল হারামাইন" গ্রন্থে আরো লেখেন, আমি এর পূর্বে পবিত্র মক্কায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে জন্মস্থানে মীলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে লোকেরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করছেন। আর তাঁর জন্মকালে যে সব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিল এবং নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে প্রকাশিত মুজিযাসমূহ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ আমি এক ঝলক উজ্জ্বল নূর অবলোকন করলাম। আমি বলতে পারছি না যে, এ নূর মানবীয় দৈহিক চোখে অবলোকন করছি, না আধ্যাত্মিক চোখে অবলোকন করছি। তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। ব্যাপারটি এ দুটির মধ্যেই নিহিত। অতঃপর আমি গভীর ভাবে ধ্যানে মগ্ন হলাম। অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, এগুলো ফেরেশতাদের নূর, যারা এ ধরনের মজলিসে মুয়াক্কিল হিসেবে উপস্থিত হন। আমি ফেরেশতাদের নূর এবং রহমতের নূর মিশ্রিত অবস্থায় অবলোকন করলাম।

(১৫) হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ) জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন–

وحضرت مولانا جناب شاه عبد العزيز صاحب قدس سره درجواب سائلے كه استفسار ازمجلس محرم ومرثيه خوانى نموده افاده فرموده كه درتمام سال دو مجلس درخانه فقيرمنعقد ميشود مجلس ذكرمولودشريف ومجلس ذكر شهادت حسنين اول كه مردم روز عاشوره بايدكرد روز بيش ازيں قريب چهار صديا پانصد كس بلكه قريب هزار كس و زياده ازاں فراهم مى ايند ودرود ميخواند ازاں كه فقير ايد مى نشيند وذكرفضائل حسنين كه درحديث شريف واردشده دربيان مى ايد وانچه دراحاديث اخبار شهادت اين بزرگان وتفصيل بعض حالات بدمالى قاتل ايشاں واردشده نيزبيان كرده ميشود دريں ضمن بعض مرثيه ها ازغير مردم يعنى جن وپرى كه حضرت ام سلمه وديگر صحابه شنيده

اند ۔ نیز مذ کورکردہ میشود وخوابہاے متوحش کہ حضرت عباس و دیگر صحابہ دیدہ اند ودلالت بر فرط اندوہ بروح مبارك حضرت جناب رسالتماب میکنند مذکور میشود ۔ وبعدازاں ختم قران وپنج ایت خواندہ برما حضر فاتحہ نمودہ می اید ودرین بین اگر شخصے خوش الحان سلام میخواند یامرثیہ مشروع اکثر حضارمجلس وایں فقیررا ہم رقت وبکا لاحق میشود اینست قدرے کہ بعمل می ایدپس اگر ایں چیزہا نزدفقیر بہمیں وضع کہ مذکورشد جائزنمی بود ۔ اقدام براں اصلانمیکرد باقیماندہ مجلس مولودشریف پس حالش اینست کہ بتاریخ دوازدہم شہرربیع الاول ہمیں کہ مردم موافق معمول سابق فراہم شدند ودرخواندن درود مشغول گشتند فقیرمی اید اولابعضے از احادیث فضائل انحضرت صلعم مذکور میشودبعد ازاں ذکرولادت باسعادت ونبذے از حال رضاع وحلیہ شریف وبعضے ازاثار کہ دریں اواں بظہورامد بمعرض بیان می اید پستربرما حضر ازطعام یاشیرینی فاتحہ خواندہ تقسیم اں بحاضریں مجلس میشود وعلاوہ براں زیارت موئے مبارك انحضرت صلعم نیزمعمول قدیم است ۔ انتہی ۔

"হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাররম মাসের অনুষ্ঠান এবং মরছিয়াখানী (শোক গাঁথা পাঠ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, সারা বছরের মধ্যে এ ফকীরের (আমার) বাড়িতে দুটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে মীলাদ শরীফের আলোচনা অনুষ্ঠান, আর অপরটি হচ্ছে শাহাদাতে হাসনাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রথম মজলিসে আশুরার দিন চারশত বা পাঁচশত বরং প্রায় এক হাজার লোকের সমাগম হয়। সে মজলিসে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। আমিও সে মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসি। আর হযরত হাসনাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হাদীসে যেসব ফযীলত বর্ণিত হয়েছে মজলিসে তাও বর্ণনা করা হয়। আর হযরত

হাসনাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের শাহাদাত লাভের ফযীলত সম্পর্কেও কিছু কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়। আর তাদের হত্যাকারীদের খারাপ পরিণতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। এ উপলক্ষে জিন-পরি থেকে হযরত উম্মে সালমা ও অন্যান্য সাহাবীগণ যে শোক গাঁথা শুনেছেন তারও কিছু কিছু আবৃত্তি করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সাহাবীগণ যে বিস্ময়কর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তাও আলোচনা করা হয়। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, এ হৃদয় বিদারক ঘটনায় মর্মাহত হয়েছেন তাও আলোচনা করা হয়। এরপর কুরআন মজীদ খতম করা হয় এবং পাঁচটি আয়াত পাঠ করে উপস্থিত লোকদের রূহের মাগফিরাতের জন্য দোআ করা হয়। এর মাঝে কোন ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে সালাম পাঠ করলে অথবা (মরছীয়াহ) শোকগাঁথা পাঠ করলে উপস্থিত লোকদের ও এ ফকীরের মনটি কোমল হয়ে মহব্বতের আবেগে নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং কান্নায় অস্থির হয়ে যায়। এ ধরনের আরো অনেক পুণ্যময় কাজ করা হয়। অতএব এ কাজগুলো যদি বানোয়াটি ও শরীয়ত গর্হিত কাজ হত তাহলে এ ফকীরের কাছে তা বৈধ হত না এবং আদৌ তা সমর্থন করতাম না।

এখন আসুন মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানের আলোচনায়। রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ লোকজন পূর্ব অভ্যাস মাফিক আমার বাড়িতে এসে সমবেত হয় এবং দুরূদ শরীফ পাঠে তারা মশগুল হয়। আর এ ফকীরও দুরূদ শরীফ পাঠে তাদের সাথে শামিল হয়। প্রথমতঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের কিছু কিছু বর্ণনা করা হয়। অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত ঘটনাবলী, তাঁর দেহ অবয়বের গঠন আকৃতি, দুগ্ধপান কালীন কিছু অবস্থা ও ঘটনাবলী সহ কিছু কিছু হাদীসও বর্ণনা করা হয়। অতঃপর উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী এবং ফাতিহার নিয়তে শিরনী ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া পুরনো দস্তুর অনুযায়ী সব শেষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল মুবারক সকলকে দেখানো হয়।"

(১৬) হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

মরহুম মৌলভী রশীদ উদ্দীন খান সাহেব হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে চৌদ্দটি বিষয় জানতে চাইলে তার জবাব প্রদান করেন। জবাব প্রদানে তেরতম বিষয়টি সম্পর্কে তিনি যে ভাষা উল্লেখ করেছেন তা হুবহু এখানে উল্লেখ করছি।

حضرت مولانا جناب مولوی محمد اسمعیل صاحب رحمة الله علیه در جواب استقسار چهارده مولانامولوی رشید الدین خان صاحب مرجوم نموده بودند افاده فرمود در جواب استفتاء سیزدہم که عبارتش بعینها این ست سیزدہم انکه اعراب قران بدعت است یانه اگرہست حسنه است یاسیئه وایں جمع قران بحکم قران بود یا بکدم ام حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یابحکم ہردونبودپس بدعت است یانه ۔ وہمچنیں ہرحکمے که ازنص قران شریف یا ظاہر احادیث متن نبود بدعت است یانه ۔

جواب ازسیز دہم انکه اعراب قران بدعت حسنه است که صحت قرات عجمیان بل عربیان حال بران موقوف است لیکن جمع قران ظاہرا نه بحکم کدام اية قرانی ست ونه بحکم حدیث نبوت بس بدعت باشد لیکن بدعت حسنه چراکه مقصود ازان ضبط وحفظ قران ست ازضیاع وغلط ودرحسن بودن بعضے بدعات شبه نیست واثبات ان ازاکثر احادیث میتوان نمودمثل من سن سنة حنسة فله اجرها ، واجرمن عملها وتقیید بدعت مردودبه بدعت ضلالت چنانکه درحدیث است من ابتدع بدعة ضلالة لایرضاه الله ورسوله الحدیث وحدیث من احدث فی امرنا هذامالیس فیه فهورد چه ازان مردود بودن بدعتے ثابت میشودکه تعلقےبدیں نداشته باشد پس بدعتے که اصل ان ازشرع ثابت باشد مثل اخذتسبیح و تراویح حسنه باشدپس حکمے که ازنص صریح قران وحدیث ثابت نه باشد بردوقسم است یکے انکه بدلیل شرعی دیگرمثل اجماع وقیاس ثابت شود یا اصلی شرعی داشته باشد ان خودہرگز بدعت سیئه نیست بلکه چون بدلیل شرعی وبحکم اية کریمه الیوم اکملت لکم دینکم قواعد استنباط وغیر ان دردین داخل است درسنت یابدعت حسنه که درمعنے سنت است داخل باشد بلکه بعمل اوردن بعضے بدعت حسنه فرض کفایه ست چنانکه درکتب بسیار ومصرح است منجمله ان فتح المبین شرح اربعین امام نووی است

ازشیخ ابن الحجر ہیتمی که دروے درشرح حدیث خامس گفته قال الشافعی رضی الله تعالی عنه ما احدث وخالف کتابا اوسنة او اجماعا او اثرا فهو البدعة الضلالة وما احدث من الخیر ولم یخالف شیئا من ذالك فهوالبدعة المحمودة والحاصل ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وهی ما وافق شیئا مما مرولم یلزم من فعله محذور شرعی ومنها ما هوفرض کفایة کتصنیف العلوم ونحوها ممامرقال الامام ابوشامة شیخ المصنف رحمة الله علیه ومن احسن ما ابتدع فی زماننا مایفعل کل عام فی الیوم الموافق لیوم مولده صلی الله علیه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار النعمة والسرور فان ذالك مع ما فیه من الاحسان الی الفقراء مشعر بمحبته صلی الله علیه وسلم وتعظیمه وجلالته فی قلب فاعل ذالك وشکرالله تعالی علی مامر به من ایجاد رسوله الذی ارسله للعالمین رحمة صلی الله علیه وسلم انتهی بحرفه ۔

অর্থাৎ তেরতম প্রশ্ন হচ্ছে কুরআন মজীদের হরকত (যের, যবর, পেশ ও তাশদীদ প্রদান করা) বিদআত কিনা ? বিদআত হলে তা বিদআতে হাসানা, না সাইয়িআহ। (ভাল কাজ না- গুনাহের কাজ) আর কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত করা কি কুরআন মজীদের বিধান মতে হয়েছে? না হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মত হয়েছে? না উভয়টির বিধান অনুযায়ী হয়েছে। এ কাজ কুরআনের নির্দেশ মাফিক অথবা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী না হলে এগুলো বিদআত হবে কি হবে না?

উত্তর ঃ তেরতম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, কুরআন মজীদের হরকত প্রদান করা হচ্ছে বিদআতে হাসানা। অনারবী বরং বর্তমান যুগের আরবদের পক্ষেও কুরআন মজীদ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা হরকতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কুরআন মজীদ গ্রন্থ আকারে সন্নিবেশিত হওয়া কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক বিধান দ্বারা হয়নি এবং হাদীসের নির্দেশ দ্বারাও হয়নি। অতএব এ কাজটি বিদআত বটে; কিন্তু বিদআতে হাসানা। কেননা কুরআন যাতে ভুল পাঠ করা না হয় এবং বিনষ্ট না হয় সেজন্য কুরআনকে সংরক্ষণ করাই হচ্ছে এ কাজের মূল উদ্দেশ্য। কিছু

কিছু বিদআত যে হাসান ও ভাল কাজ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। অনেক হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এটা প্রমাণিত। যেমন– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من سن سنة حسنة فله اجرها واجرمن عملها -

অর্থাৎ "কোন ব্যক্তি ভাল কাজের নিয়ম প্রবর্তন করলে তার জন্য পুণ্য রয়েছে এবং এ কাজ যারা করবে তাদের পুণ্যের সমান পুণ্যও সে পাবে।"

আর যে বিদআত প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল তাই হয় ভ্রান্ত–বিদআত। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

من ابتدع بدعة ضلالة لايرضاه الله ورسوله

যে ব্যক্তি ভ্রান্ত বিদআতের প্রবর্তন করল তার প্রতি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট থাকেন না।

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে–

من احدث فی امرنا هذا مالیس فیه فهورد -

"কোন ব্যক্তি আমাদের শরীয়তের মধ্যে নতুন কোন কাজ করল যার অনুমোদন শরীয়তে নেই। তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।"

অতএব দীন ও শরীয়তের সাথে সম্পর্ক না থাকায় বিদআত কর্মটি প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল হওয়া হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং আসল কথা হলো নতুন কর্মটি শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত হলে তা নিঃসন্দেহে হাসান হয়। যেমন তাসবীহ মালা ও তারাবীহর নামায জামায়াতে আদায় করা। যে বিধানটি বা নতুন কর্মটি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না তা দু'প্রকার। একটি হচ্ছে শরীয়তের অন্য দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণ হওয়া। অথবা শরীয়তের নীতিমালার সমর্থন থাকা। এরূপ নতুন কাজ কক্ষনোই বিদআতে সাইয়েআহ বা গুনাহ জনিত বিদআত নয়। বরং শরীয়তের দলীল এবং কুরআন মজীদের আয়াত اليوم اكملت لكم دينكم। এর বিধান দ্বারা উদ্ভাবনীয় নীতিমালার আলোকে দীনের ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অথবা তা বিদআতে হাসানা হয়ে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং কিছু কিছু বিদআতে হাসানা ফরজে কিফায়া হয়ে থাকে। অনেক কিতাবেই এর বিশ্লেষণ বিদ্যমান। তার মধ্যে ইমাম নববী লিখিত আরবাঈন কিতাবের ব্যাখ্যা পুস্তক ফাতহুল মুবীন কিতাবে শাইখ ইবনে হাজর হায়তমী পঞ্চম হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, যেসব নতুন কর্ম কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও সাহাবীদের আছারের খেলাফ হয় তাই হচ্ছে ভ্রান্ত বিদআত। আর যে সব নতুন কর্ম ভালকর্ম বলে বিবেচিত এবং তা কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও আছারের খেলাফ হয় না সেসব বিদআত প্রশংসিত ও গ্রহণীয়।

সারকথা হচ্ছে বিদআতে হাসানা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদগণ একমত। তা উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকুলেই হয় এবং তা পালনে শরীয়তের নিন্দনীয় ও দোষণীয় কোন কাজ করাকে অপরিহার্য করে না। এসব কর্মের মধ্যে কিছু কর্ম হচ্ছে ফরজে কিফায়া মানের কাজ। যেমন ইসলামী জ্ঞানের পুস্তক ও গ্রন্থাবলী রচনা করা। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাবলী করা। ইমাম আবু শামাহ (রহঃ) বলেছেন, আমাদের এ যামানায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর যে অনুষ্ঠান পালন করা হয় তা হচ্ছে বিদআতে হাসানা। সেদিন গরীব ও অভাবী লোকদেরকে দান সদকা দেয়া হয়। সেদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়ায় লোকেরা শুকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করে। এ কাজগুলো দ্বারা গরীবের প্রতি ইহসান করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত ও সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। আর এর ফলে এ কাজের কর্তাদের অন্তকরণে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। কেননা তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত স্বরূপ।"

(১৭) মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

وحضرت مولانا شیخ شیوخناجناب مولانا مولوی محمد اسحاق
رحمة الله علیه درجواب سوال پانزدہم کہ درمائة المسائل مذکور
است افادہ فرمودہ کہ قیاس عرس برمولود شریف غیرصحیح است
یعنی عرسیکہ دران روزمعین نمودہ مردمان جمع شوند ولباس
فاخرہ بپوشند ودر مقام قبر یادردیگرجائے درنگ سازند وچیز از
اختراعات خود وبدعات مثل قبص وضرب الات لہووغیرہ بعمل
ارند ۔ چنانچہ ہمیں عبارت بعینہا قبیل ایں عبارت دران
موجوداست پس بعد ایں عبارت کہ قیاس عرس برمولود شریف

غیرصحیح است ایں عبارت ترقیم میفرمایند زیراکه درمولود شریف ذکر ولادت خیرالبشر است وان موجب فرحت وسروراست ودرشرع اجتماع برائے فرحت وسرورکه خالی از بدعات ومنکرات باشد امده وبرائے اجتماع حزن وشرور ثابت نشد وفی الواقع فرحت مثل فرحت ولادت انحضرت صلعم در دیگر امرنیست پس دیگر امر برین قیاس صحیح نخواهد شد ۔

"আমাদের আসাতিযায়ে কিরামের হাদীস শাস্ত্রের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ) তাঁর রচিত "মিয়াতে মাসায়েল" গ্রন্থের পনেরতম প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মিলাদ শরীফের ওপর উরুস এর অনুমান করা ঠিক নয়। অর্থাৎ উরুস হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি দিনে লোকেরা কোন কবরস্থানে বা অন্য কোন স্থানে একত্রিত হয়। তারা গৌরব প্রদর্শনমূলক পোশাক পরিধান করে সে উরুসে একত্রিত হয়। আর উরুসের সভার স্থানটিকে নানা সাজে সজ্জিত করে। সেখানে নানা প্রকার মনগড়া কার্যকলাপ ও বিদআতী কাজকর্ম করে। যেমন গান বাজনা করা, বাদ্য যন্ত্র বাজান ইত্যাদি গুনাহর কাজকর্ম করে। অতএব উরুসে এ ধরনের খারাপ কাজ হওয়ার কারণে তাকে মীলাদ শরীফের ওপর অনুমান করা যায় না এবং বৈধও বলা যায় না। একথা আমি নিজেই লিখেছি। পক্ষান্তরে মিলাদ শরীফ হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম অনুষ্ঠান পালন করা। এটা মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও খুশী হওয়ার কার্যকারণ। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আনন্দদায়ক কোন অনুষ্ঠান শরীয়তের খেলাফ কর্মমুক্ত হলে তা বৈধ হয়। বাস্তব ও বরকতময় আর অনুষ্ঠান হতে পারে না। অতএব এর উপর অন্য কোন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানকে কিয়াস করে সঠিক ও বৈধ বলা ঠিক হবে না।"

(১৮) হযরত মাওলানা শায়খ জামাল উদ্দীন ওরফে মির্জা হাসান মুহাদ্দিস লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

লাক্ষ্ণৌ শহরের ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মির্জা হাসান (রহঃ) বলেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ মাহফিল হচ্ছে মুস্তাহসান কাজ বরং মুস্তাহাব কাজ। এ কাজ দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। "রাসায়েলে ইছবাতে মৌলুদ" পুস্তকে মীলাদ মাহফিল জায়েয ও বৈধ হওয়ার প্রমাণে বলা হয়েছে যে, পূর্বসুরী সমস্ত বিশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ফকীহ ও ওলামায়ে কেরাম মীলাদ মাহফিলের ব্যবস্থাপনা করে আসছেন। শায়খ

মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) "শরহে নাসাঈ" গ্রন্থে এবং ইমাম নববীর লিখিত "আরবাঈন" গ্রন্থের শরাহ গ্রন্থে শায়খ ইবনে হাজার হায়তামী মীলাদ মাহফিলকে মুস্তাহসান কাজ বলেছেন। ইমাম নববীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত সে ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর দোয়ায় বলেছেন, হে আল্লাহ! রুহুল কুদুস দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করুন। কারণ হযরত হাস্‌সান (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের দুর্নাম রটনার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুমুখী প্রশংসা করেছিলেন। আর কাফের মুশরিকদের নিন্দাবাদ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেছেন, হে বিলাল! তুমি সোমবার রোযা রাখাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। কেননা, সোমবার আমার জন্মদিন। এ হাদীসটিও নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করার পক্ষে মূলভিত্তি বিশেষ। আর মীলাদ মাহফিল বৈধ হওয়ার প্রমাণে এ হাদীসটিও উল্লেখ করা হয়, যা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-اَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ فِى الْمُوَطَّا ۔

অর্থাৎ "মুসলমানগণ যে কাজকে ভাল ও উত্তম মনে করেন, আল্লাহ তাআলার নিকটও তাই ভাল ও উত্তম।"

এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রায় পাঁচশত বছর বরং তারও অধিককাল পর্যন্ত সমস্ত ওলামা মুহাদ্দিস ফোকাহা মুফতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গান মীলাদুন নবী মাহফিলের ব্যবস্থা করে সমাজে তা প্রচলিত রেখেছেন। আর ন্যায় পরায়ণ রাজা-বাদশাহগণ মিলাদুন নবী অনুষ্ঠানের সহায়তা দিয়ে একে সমাজে প্রচলিত রাখছেন। তারা এ কাজের জন্য বিপুল অর্থ সম্পদও ব্যয় করেছেন। এ ছাড়া সমস্ত আরব দেশে ও মক্কা মদীনায় এবং ইয়ামন, ইরাক ও অবিভক্ত ভারতেও বর্তমানে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান চলছে। শীর্ষস্থানীয় ওলামা ও বুযুর্গানে দীন উপরোক্ত দলীল প্রমাণের এবং গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মিলাদুন্

নবী অনুষ্ঠান কায়েম করে প্রচলনের ধারাটি প্রবাহমান রেখেছেন। অতএব মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান কায়েম করা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব কাজ।"

(১৯) মুফতী মুহাম্মদ সাআদুল্লাহ (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাআদুল্লাহ (রহঃ)-এর কাছে এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হল যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান কখন উদ্ভব হয় এবং মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের পিছনে কি হিকমত ও যুক্তি নিহিত আছে তা কিতাবের সনদসহ বর্ণনা করে পরকালের ছওয়াব লাভ করুন।

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন ঃ

اقول فى الجواب مستعينا عليهم الحق والصواب قال الحافظ ابوالخير السخاوى فى فتاواه عمل المولود الشريف لم ينقل عن احد من السلف الصالح فى القرون الثلاثة الفاضلة انما حدث بعدهم -

"সঠিক সত্যের সন্ধানে আমি উত্তরে বলছি যে, হাফেজ আবুল খায়ের সাখাবী (রহঃ) মীলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেছেন যে, উত্তম তিন যুগের কোন আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বুযুর্গানে দীন থেকে মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান করার কোন কাজ বর্ণিত পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালেই মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের কাজটি উদ্ভাবিত হয়।

মীলাদ মাহফিল সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত হয় তিনি হচ্ছেন ইরাকের মৌসেল শহরের অধিবাসী শাইখ উমর ইবনে মোল্লা মুহাম্মদ মৌসেলী। আর এ অনুষ্ঠানটি খুব ঝাকঝমকের সাথে প্রচার ও প্রসার লাভ হয়, ইরাকের আরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দীন আবু সাঈদ কাউকীরির সহায়তায়। সপ্তম শতাব্দির প্রথম দিকে এ মহান অনুষ্ঠানটি জনসাধারণের কাছে সুপরিচিতি লাভ করে এবং জনসাধারণের আর্থিক অনুদান ও বিভিন্ন রকমের সহায়তায় এটি বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হয়। এ কথাগুলো "সাবীলুল হুদা ওয়ার রাশাদ" গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ শামী লিখিত "সীরাতে খায়রুল ইবাদ" গ্রন্থে বিদ্যমান। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবিলের বাদশাহ প্রতি বছর মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় তিন লাখ দীনার ব্যয় করতেন। আর ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এবং সূফী ও মাশায়েখদেরকে এ অনুষ্ঠানে

দাওয়াত দিয়ে আনতেন এবং তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দিতেন। আল্লামা ইবনে জাওযী আল্ মিরায়াতুয্ যমান গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবুল খাত্তাব উমর ইবনে হাসান কালবী ওরফে ইবনে দাহিয়াহ ওন্দুলুসী একজন সমকালীন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি "আত্তানবীর ফী মওলুদে বাশীরুন্ নাযীর" নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করে আরবিলের বাদশাহকে উপহার দিয়েছিলেন। বাদশাহ তাকে এর বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ এক হাজার দীনার দান করেন। এ বিষয়ে ইবনে খালকান লিখেন—

الحافظ ابو الخطاب كان من اعيان العلماء ومشاهير الفضلاء قدم من المغرب فدخل الشام والعراق واجاز باريل سنة اربع وستمائة فوجد ملكها مظفر الدين ابن زين الدين يعتنى بمولد النبى صلى الله عليه وسلم فعل له كتاب التنوير فى مولد بشير النذير -

অর্থাৎ হাফেজ আবুল খাত্তাব তৎকালীন ওলামাদের ও বুযুর্গদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন। তিনি পশ্চিমা দেশ থেকে এসে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন। আর ছয়শত চার হিজরী সনে তিনি আরবিল শহরে অবস্থান করার অনুমতি লাভ করেন। সেখানে তিনি অরবলের বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দীন ইবনে যয়নুদ্দীনকে দেখতে পেলেন যে, তিনি খুব গুরুত্বের সাথে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করছেন। তিনি তার জন্য "আত্তানবীর ফী মওলুদে বাশীরুন নাযীর" শীর্ষক একখানা কিতাব লিখে তাকে উপহার দেন।

কিন্তু আলেমগণ কয়েক বছর থেকে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হাসান না কবীহ (ভাল না মন্দ) তা নিয়ে মতানৈক্যতায় নিপতিত হন। তারা চিন্তাভাবনা ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মীলাদ মাহফিল যদি ভাল নিয়তে এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মে খুশী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং সে মাহফিলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা বর্ণনা করা হয়। আর উপস্থিত লোকজনকে পানাহার করানো এবং তাদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। আর সে মাহফিলে যদি শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ না হয়। তাহলে এ মাহফিল করা বিদআতে হাসানা এবং মুস্তাহাব কাজ বলে পরিগণিত

হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) "মিসবাহুয্ যুজাজাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ" নামক গ্রন্থে নিম্নরূপ ভাষ্য উল্লেখ করেছেন–

ومما بالغ فى انكاره وهوغير مسلم له عمل المولد الشريف النبوى والصواب انه من البدع الحسنة المندوبة اذا خلا عن المنكرات شرعا ـ

অর্থাৎ মীলাদ শরীফের বৈধতা অস্বীকারে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যা সমর্থন যোগ্য নয়। সঠিক কথা হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে যেই মীলাদ মাহফিল করা হচ্ছে বিদআতে হাসানা ও মুস্তাহাব, যা শরীয়ত গর্হিত কার্যকলাপ হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকে।

(২০) আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) মীলাদ সম্পর্কে ফতোয়া প্রদানে লিখেছেন ঃ

عندى ان اصل المولد الذى هواجتماع الناس وقراة ماتيسر من القران وورواية الاخبار الواردة فى مبدأ امر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الايات ثم يمد لهم سماط ياكلونه وينصرفون عن غير زيادة على ذالك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قد رالنبى صلى الله عليه وسلم واظهار الفرح واستبشار بمولده الشريف ـ

"আমার মতে মীলাদ শরীফের আসল কথা হচ্ছে কিছু লোক সমবেত হয়ে কুরআন মজীদ থেকে যথাসম্ভব কিছু আয়াত বা সূরা তেলাওয়াত করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক জীবনের বর্ণনাসমূহ এবং জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা। অতঃপর সমবেত লোকদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, যা তারা পানাহার করবে। আর কোন প্রকার সীমা লঙ্ঘন না করে মজলিস থেকে বিদায় হবে। এটা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআতে হাসানা। এ কাজ করার জন্য আয়োজনকারীদেরকে পুণ্য প্রদান করা হয়। আর এহেন মাহফিল অনুষ্ঠান দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাজীম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর তাঁর জন্মলাভের জন্য আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা হয়।

(২১) ইমাম ও হাফেজে হাদীস মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ওরফে আবু শামাহ (রহঃ) "আল বায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেছ" কিতাবে মীলাদ মাহফিলকে বিদআতে হাসানা উল্লেখ করার পর লিখেছেন ঃ

من احسن مما ابتدع فى زماننا هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة اربل كل عام فى اليوم الموافق ليوم المولد النبى صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرور فان ذالك مع فيه الاحسان الى الفقراء يشعربمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته فى قلب فاعله وشكرا لله تعالى على ما من به من ايجاد رسوله الذى ارسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم ـ

"আমাদের যামানায় প্রতি বছর আরবিল শহরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে যা কিছু নতুন কর্ম করা হয় তাও বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূত কাজ। এদিনের অনুষ্ঠানে গরীব লোকদেরকে দান সদকা দেয়া হয়। নানা প্রকার পুণ্যময় কাজ করা হয়। আর সাজসজ্জা ও আনন্দ খুশী প্রকাশ করা হয়। কেননা এ কাজ দ্বারা গরীব ও অভাবী লোকদেরকে উপকার করা হয় এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এ অনুষ্ঠান দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ব ও বুযুর্গী আয়োজকদের অন্তকরণে নিবদ্ধ হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমাতুল লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করে আমাদের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন, সে জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়।"

(২২) আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহাব ইবনে উমর হাযরী শাফেঈ (রঃ) বলেছেন ঃ

هذه بدعة لاباس به ولاتكره بالبدع الا اذا راغمت السنة واما اذا لم تراغمها فلاتكره وثياب الانسان بحسب قصده فى اظهار السرور والفرح بمولد النبى صلى الله عليه وسلم ـ

"এরূপ কাজ (মীলাদ মাহফিল) করা বিদআত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। এ কাজকে আমরা খারাপ বিদআত মনে করি না। তবে এ কাজ সুন্নাতের পরিপন্থী হলে নিঃসন্দেহে গুনাহর কাজ। আর পরিপন্থী না হলে এ কাজ মাকরূহ নয়। এ কাজের জন্য লোকদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী ছওয়াব দেয়া হয়। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে আনন্দ ও খুশী প্রকাশের জন্যও পুণ্য লাভ হয়।"

(২৩) শাইখুল ইসলাম হাফেজে হাদীস হযরত আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হজর (রহঃ) বলেন ঃ

عمل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثة لكنها مع ذالك قد اشتملت على محاسن وضدها من تحرى فى عمل المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة حسن ومن لافلا انتهى كذا فى سبل الهدى ـ

"মীলাদ মাহফিল করা বিদআত। উত্তম তিন যুগের পূর্বসূরী কোন আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে এ কাজ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মীলাদ মাহফিলে অনেক ভাল ও উত্তম কাজ হয় এবং তার বিপরীত কাজও হয়। অতএব যারা ভাল কাজ করে এবং খারাপ কাজকে বর্জন করে তাদের এ কাজটি হয় বিদয়াতে হাসানা। আর যারা এ অনুষ্ঠানে ভাল কাজ করে না তাদের কাজটি হয় বিদআতে মযমুমা-বা নিন্দনীয় বিদআত। সুবুলুল হুদা কিতাবে এভাবেই উল্লেখ পাওয়া যায়।

মীলাদ শরীফের বিপক্ষে আল্লামা ফাকেহানী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন যারা মীলাদ মাহফিলকে অস্বীকার করে খারাপ কাজ মনে করেন। তাদের মধ্যে আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী মালেকী (রহঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মীলাদ মাহফিলকে বিদআতে মাযমুমাহ বা খারাপ ও নিন্দনীয় বিদআত আখ্যায়িত করেছেন। তিনি স্বলিখিত "বামাওরাদ ফীল কালামে মায়া আমলিল মাওলুদ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولاسنة ولاينقل عمله عن احدمن العلماء ائمة الدين هم القدوة فى الدين المتمسكون باثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة

نفس اعتنى بها الا كالون بدليل انا اذا وزنا عليها الاحكام الخمسة قلنا اما ان يكون واجبا اومباحا اومكروها اومحرما وليس لواجب اجماعا ولامندوبا لان حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يوذن فيه الشرع ولافعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت وهذا جوابى عنه بين يدى الله عز و جل اذعنه سئلت ولاجائز ان يكون مباحا لان الابتداء فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين فلم يبق الا ان يكون مكروها او حراما وحينئذ يكون الكلام فيه فى فصلين والتفرقة بين حالين احدهما ان يعمله رجل من غير ماله لاهله واصحابه وعياله لايجاوزون ذالك الاجتماع على اكل الطعام ولايقترفون شيأ من الاثام وهذا الذى وصفناه بانه بدعة مكروهة وشناعة اذلم يفعله احد من متقدمى اهل الطاعة الذين هم فقهاء الاسلام وعلماء الانام سراج الازمنة وزين الامكنة والثانى ان يدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى احدهم الشئ ونفسه تمنعه وقلبه يولمه ويوجعه لما يجدمن الم الحيف قد قال العلماء اخذ المال بالحياء كاخذه بالسيف لاسيمان انضاف الى ذالك شيئ من الغناية من الطبول والملاهى بالات الباطل من الدفوف والشبامات واجتماع الرجال مع الشبان المرء والنساء الغانيات مع ان الشهر الذى ولد فيه صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الاول هو بعينه الشهر الذى توفى فيه فليس الفرح فيه باولى من الحزن فيه هذا ما علينا ان نقول ومن الله نرجو حسن القبول ـ

"মীলাদ শরীফের কোন ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতে আছে বলে আমার জানা নেই। আর মুতাকাদ্দীমীনের পদাংক অনুসারী কোন ইমাম ও ওলামা থেকেও এ কাজটি উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং এ কাজটি বিদআত কাজ, যা বাতিল লোকেরা উদ্ভাবন করেছে। আর এ কাজটি পেটুক লোকেরা নাফসের তাগিদে সৃষ্টি করেছে। এর প্রমাণ হচ্ছে যে, আমরা পাঁচ প্রকারের বিধান দ্বারা যখন এ কাজটিকে পরিমাপ করি তখন তা হয় তো ওয়াজিব হবে বা সুন্নত হবে অথবা মুবাহ হবে কিম্বা মাকরূহ হবে অথবা হারাম হবে। ইমামদের সম্মিলিত মতে এ কাজটি যে ওয়াজিব নয় তা সুস্পষ্ট কথা। আর সুন্নাত বা মুস্তাহাব এ কারণে হয় না যে, শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এ কাজটির দাবী থাকতে হয় এবং বর্জন করলে কোন দোষ হয় না। এটাই হচ্ছে মুস্তাহাব হওয়ার মূলকথা। কিন্তু শরীয়তের পক্ষ থেকে এ কাজটির অনুমতি ও অনুমোদন নেই। এটাই আমি জানি এবং আল্লাহ তাআলার কাছেও আমার জবাব এটাই হবে যখন আমি জিজ্ঞাসিত হব। আর এ কাজটিকে মুবাহ কাজও বলা ঠিক নয়। কেননা মুসলমানদের ঐক্যমতে দীনের মধ্যে বিদআতী কাজ মুবাহ হতে পারে না। এখন অবশিষ্ট থাকে হয় এ কাজটি মাকরূহ হওয়া অথবা হারাম হওয়া। এ অবস্থায় দু'টি পদ্ধতিতে আলোচনা করতে হবে। দু'টি পন্থার একটি হচ্ছে লোকেরা একাজ করতে অপরের অর্থকড়ি নিজের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের জন্য ব্যয় করে। আর এ মীলাদ সমাবেশে পানাহার করণে সীমালঙ্ঘন করে না এবং কোন গুনাহের কাজও করে না। এমতাবস্থায় এ কাজটিকে আমরা বিদআতে মাকরূহ বা মাকরূহ ও দোষণীয় বিদআত নামে আখ্যায়িত করি। কেননা পূর্বসূরীদের মধ্যে ইসলামী আইনবিদ ওলামা, যুগের চেরাগ ও দেশ ও অঞ্চলের নেতা ও শোভারূপে যেসব মনীষী ছিলেন তাদের মধ্যে কেউই এ কাজটি করেননি। আর দ্বিতীয় পন্থার আলোচনায় বলা যায় যে, এ সমাবেশ করা দ্বারা অনেক অপরাধ জনক কাজও হয়। কেননা লোকদের লজ্জায় পড়ে অর্থকড়ি দিতে হয়। মন দিতে চায় না, দিতে মনে কষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় অর্থকড়ি প্রদান ও গ্রহণ গুনাহের কাজ। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এভাবে অর্থকড়ি গ্রহণ করা তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে গ্রহণ করার শামিল। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাজ হয়ে থাকে। যেমন ঢোল তবলা দফ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হওয়া। যুবক যুবতীদের সমাগম হওয়া। গায়িকাদের দ্বারা গান গাওয়া। এভাবে অনেক শরীয়ত গর্হিত কাজ হয়ে থাকে। অথচ এ মাসটি হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাস। এ মাসে তিনি যেমন জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি এ মাসে তিনি ইন্তেকালও করেছেন। অতএব দুঃখ বেদনা প্রকাশ না করে

আনন্দ খুশী প্রকাশ করা কোনক্রমেই উত্তম হতে পারে না। এ কথা বলা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের কথা কবুল করার আশা রাখি।"

আল্লামা ফাকেহানী (রহঃ)-এর অভিমতের জবাব ঃ

(১) গবেষক ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের পক্ষ থেকে ইমাম ফাকেহানীর উপরোক্ত অভিমতের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আল্লামা ফাকেহানীর لاعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولاسنة উক্তির জবাবে বলেন ঃ

না জানা ও অজ্ঞ থাকাটা মূল বিষয়টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। শাইখ আবুল ফজল ইবনে হাজার মীলাদ শরীফের একটি মূলভিত্তি সুন্নাত থেকে আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া–

قد ظهرلى تخريجها على اصل ثابت وهو ماثبت فى الصحيحين من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلهم فقالوا هذا يوم اغرق الله فرعون فيه ونجا موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فقال انى احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه .

"আমার কাছে মীলাদ শরীফের একটি ভিত্তিমূল প্রকাশ পেয়েছে তা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে ইয়াহুদী লোকদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা আশুরার দিন রোযা রাখে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, এ দিনে আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে তার বাহিনীসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করেন এবং নবী হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কাওমকে নাজাত দেন। অতএব আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের জন্য ঐদিন রোযা রাখি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তোমাদের তুলনায় আমি নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য খুশী প্রকাশ করা ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য বেশী অধিকার রাখি। অতঃপর তিনিও আশুরার দিন রোযা রাখেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন।"

এ হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট দিনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়ার জন্য খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করার বৈধতা প্রমাণ হয়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) মীলাদ শরীফের পক্ষে দ্বিতীয় এক ভিত্তিমূল হাদীস থেকে আবিষ্কার করে বলেন ঃ

وقد ظهرلى تخريجه على اصل اخر وهوما رواه البيهقى عن انس رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع ان جده عبد المطلب عق عنه فى سابع ولادته والعقيقة لايعاد مرة ثانية فيحمل ذالك على ان هذا فعله صلى الله عليه وسلم اظهارا لشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين فيستحب لنا ايضا اظهار الشكر بمولده بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذالك ـ

"আমার কাছে মীলাদ শরীফের পক্ষে দ্বিতীয় এক ভিত্তিমূল হাদীস থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পর নিজের জন্য একটি আকীকা করেন। অথচ তাঁর জন্মের পর সপ্তম দিনে তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা করেছিলেন। শরীয়তে দ্বিতীয়বার আকীকা করার কোন প্রচলন নেই। এখানে সম্ভাবতঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয়বার আকীকা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা যে তাঁকে এ দুনিয়ায় রহমাতুল্ লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় করা। তাই আমাদের জন্য তার জন্মদিনে শুকরিয়া আদায় কল্পে সমাবেশ করা এবং লোকজনকে পানাহার করানো এমনিভাবে অন্যান্য পুণ্যময় কাজ করা মুস্তাহাব হয়।"

(২) গ্রন্থকার মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল হক ইলাহাবাদী (রহ.) বলেন, মীলাদ শরীফের পক্ষে হাদীস থেকে আমার কাছে দুটি ভিত্তিমূল প্রকাশ পেয়েছে। তার একটি সহীহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل على ـ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ঐদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিনে সর্বপ্রথম আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে।"

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের জন্মের জন্য শুকরিয়া আদায় কল্পে নিজে নিজের জন্মদিনে রোযা রেখেছেন। তাঁর অনুকরণে যদি সোমবার দিন মীলাদ মাহফিল করা হয়, যাতে কোন রকম শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ না হয়, তাহলে তা করা মুস্তাহাব হবে।

দ্বিতীয় ভিত্তিমূলটি সহীহ বুখারী গ্রন্থে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে নিম্নরূপে বর্ণিত ঃ

ان رجلا من اليهود قال يا امير المؤمنين اية فى كتابكم يقرؤنه لوعلينا معشراليهود نزلت لاتخذوا ذالك اليوم عيدا قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمررضى الله عنه قد عرفنا ذالك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ـ

অর্থাৎ জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি চমৎকার আয়াত আছে, যা পাঠ করা হয়। ঐ আয়াতটি যদি আমাদের ইয়াহুদী সমাজের প্রতি নাযিল হত, তাহলে ঐ দিনটিকে তারা খুশীর উৎসব পালনের দিনে পরিণত করত। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, সে কোন আয়াত? ইয়াহুদী বলল, সেটি হচ্ছে–

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

"আজকার দিনে তোমাদের জন্য আমার দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকেও পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন বিধানকে মনোনীত করলাম।"

হযরত উমর (রাঃ) বললেন, সে দিনটিকে আমরা ভালভাবেই জানি। আর সেই স্থান সম্পর্কেও আমরা পরিচিত। যে স্থানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি জুমুআর দিন আরাফাত ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন।

খায়রুল বুখারী শরহে সহীহুল বুখারী গ্রন্থেও এ অর্থেই হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ قد اخذنا ذالك اليوم عيدا

ইমাম নববীও অনুরূপ বলেছেন। উপরোক্ত ভাষ্য দ্বারা একথাই পাওয়া যায় যে, সব সময়ই আনন্দের দিন নির্ধারণ ও পালন করা যায়। অতএব আমরা যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে ঈদ ও আনন্দ উৎসবের দিনে পরিণত করি, তাহলে তা বৈধ হবে। বরং তা হবে আরো উত্তম কাজ যদি তাতে কোন প্রকার শরীয়ত গর্হিত কাজ না হয়।

(৩) আল্লামা ফাকেহানী (রহঃ) বলেছেন–

لا جائز ان يكون مباحا لان الابتداع ليس مباحا بالاجماع المسلمين -

অর্থাৎ মীলাদ মাহফিল মুবাহ হওয়াও বৈধ নয়। কেননা কোন বিদআতই মুসলমানদের ঐক্যমতে মুবাহ হয় না।

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথার জবাবে নিম্নরূপ ভাষ্য লিখেছেন ঃ

قوله المذكور كلام غير مستقيم لان البدعة لم تنحصر فى الحرام والمكروه بل قد يكون ايضا مباحا ومندوبة و واجبة قال النووى فى تهذيب الاسماء واللغات البدعة فى الشرع هى مالم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى منقسمة الى حسنة وقبيحة وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد البدعة منقسمة الى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة الى ان قال والبدع المندوبة امثلة منها احداث الربط والمدارس وكل احسان لم يعهد فى العصر الاول ومنها التراويح والكلام فى دقائق التصوف وفى الجدل ومنها جمع المحافل

الاستدلال فى المسائل ان قصد بذالك وجه الله تعالى وروى البيهقى باسناده فى مناقب الشافعى فان المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا - فهذه البدعة الضلالة والثانية ما احدث من الخير لاخلاف فيه بواحدة من هذا وهذه محدثة غير مذمومة -

وقال عمر رضى الله عنه الى قيام رمضان نعمة البدعة هذه يعنى انها محدثة لم تكن فعرف، بذالك منع قول الشيخ تاج الدين لان هذا القسم مما احدث وليس فيه مخالفة الكتاب ولاسنة ولا اثر ولا اجماع فهى غير مذمومة كما فى عبارة الشافعى وهومن الاحسان الذى نم يعرفه فى عصر الاول فان اطعام الطعام الى عن اقترف الاثام احسن فهو من البدعة المندوبة -

"আল্লামা ফাকেহানীর উল্লেখিত কথাটি সঠিক নয়। কেননা, বিদআত শুধু হারাম ও মাকরূহই হয় না। বরং কখনো মুবাহ ও মনদুব (মুস্তাহাব) ও ওয়াজিবও হয়। ইমাম নববী (রহঃ) তাহযীবুল আসমায়া ওয়াল লুগাত গ্রন্থে বলেছেন, শরীয়তে সে কাজটিকেই বিদআত বলা হয় যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল না। তা হাসানাও (ভাল) হতে পারে অথবা কবীহও (মন্দ) হতে পারে। শাইখ ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম আল্ কাওয়ায়েদ কিতাবে বলেন, বিদআত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ, মানদুব ও মুবাহ। তিনি আরো বলেছেন যে, মানদুব বা মুস্তাহাব বিদআতের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন মুসাফির খানা নির্মাণ করা, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐসব পুণ্যময় কাজ করা যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল না। আর এ শ্রেণীর কাজের মধ্যে তারাবীহর নামায, তাসাউফের সুক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করা, আকীদা বিষয়ক মাসয়ালা নিয়ে মুনাযিরা করাও এর অন্তর্ভূক্ত। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মাসয়ালা মাসায়েল প্রমাণ করতে সভা-সমাবেশে জমায়েত হওয়াও এ শ্রেণীর কাজ।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) থেকে "মানাকেবে শাফেঈ" পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে, নতুন কার্যাবলী (বিদআত) দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার হচ্ছে যা কুরআন বা সুন্নাহর বা সাহাবীদের আছার অথবা ইজমার খেলাফ হয়। এ ধরনের কাজকেই বিদআতে দ্বালালাহ বা ভ্রান্ত বিদআত বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সেই সব নতুন ভাল কাজ যে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত থাকে না এবং উপরোক্ত চারটি দলীলের কোন একটিরও বিরোধী হয় না। এ ধরনের নতুন কর্মগুলো খারাপ ও দোষণীয় নয়।

হযরত উমর (রাঃ) রমযান মাসে জামাআতে তারাবীহর নামায সম্পর্কে বলেছেন, এটা উত্তম বিদআত। অর্থাৎ এটা নতুন কর্ম কিন্তু খারাপ নয়। অর্থাৎ এটা এমন ভাল কাজ যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল না। এ হাদীস দ্বারা শাইখ তাজউদ্দীনই ফাকেহানীর কথাও বাতিল হয়। কেননা, মীলাদ মাহফিল সেই ধরনের নতুন কাজ যা কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও ইজমার খেলাফ নয়। এটা খুবই সুন্দর বিষয়। ইমাম শাফেঈর ভাষ্যটি এ নতুন কর্মটির ওপরও প্রযোজ্য হয়। মীলাদ মাহফিল হচ্ছে সে সব পুণ্যময় নতুন কর্মের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রথম যামানায় ছিল না। কেননা কোন মজলিসে পানাহার করান হলে এবং সে মজলিসে কোন গুনাহের কাজ না হলে নিঃসন্দেহে সে মজলিসটি বিদআতে হাসানা বা মুস্তাহাব কাজ।"

উপরোক্ত ভাষ্য দ্বারা সে সব লোকের দলীল প্রমাণ বাতিল ও রদ হয় যারা كل بدعة ضلالة হাদীস দ্বারা সমস্ত নতুন কর্মগুলোকে খারাপ অভিহিত করেন। কেননা এ হাদীসের মর্ম হল যেসব নতুন কর্ম কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও ইজমার পরিপন্থী হয় এবং উত্তম তিন যুগের কোন যুগে না পাওয়া যায়, তাই ভ্রান্ত বিদআত। পক্ষান্তরে মীলাদ মাহফিলের কাজটি উপরোক্ত চার দলীলের খেলাফ নয়- যদিও তা উত্তম তিন যুগের কোন যুগে ছিল না তথাপি তা বিদআতে হাসানার মধ্যে শামিল।

(৪) আল্লামা ফাকেহানীর কথা والثانى ان يدخله الجناية এর জবাবে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) লিখেন-

وهوكلام صحيح فى نفسه غير ان التحريم فيه انما جاء من قبيل هذه الاشياء المحرمة التى ضمت اليه لامن حيث للاجتماع لاظهار شعائر المولد بل لو وقع مثل هذه الامورفى

الاجتماع لصلوة الجمعة مثلا كانت فبيحة شنيعة ولايلزم من ذالك ذم اصل الاجتماع لصلوة الجمعة وقد رائينا بعض هذا الامور تقع فى ليالى رمضان عند اجتماع الناس للترابيح -

"এ কথাটি যথাস্থানে সঠিক বটে। কিন্তু কোন বস্তু হারাম হওয়াটা হারাম বস্তু বা বিষয়ের সম্মিলন ঘটার কারণেই সৃষ্টি হয়। মানুষের মীলাদ অনুষ্ঠান সমাবেশের কারণে হারাম হয় না। বরং এ ধরনের কাজ যদি জুমুআর নামাযের সমাবেশেও হয়, যা খারাপ ও দোষণীয় কাজ। এ জন্য জুমুআর নামাযের সমাবেশ খারাপ হওয়া অপরিহার্য করে না। মূল বিষয় হচ্ছে জুমুআর নামাযের জন্য সমাবেশ করা। আমরা রমযান মাসের রাতে তারাবীহর নামাযের জন্য সমাবেশেও কিছু কিছু খারাপ কাজ হতে দেখেছি।"

(৫) আল্লামা ফাকেহানীর কথা ..... ان شهر الذى এর জবাবে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন-

ان ولادة النبى صلى الله عليه وسلم اعظم النعم علينا ووفاته اعظم المصائب لنا والشريعة حسنت اظهار شكر المنعم والصبر والسكون والكتم عند المصائب وقد امر الشرع العقيقة عند الولادة وهى اظهار الشكروفرح بالمولود ولم يامرعند الموت بذبح ولابغير بل نهى عن النياحة واظهار الجزع وقال ابن رجب فى كتاب اللطائف فى ذم الشيعة حيث اتخذوا يوم عاشوراء لاجل قتل حسين رضى الله تعالى عنه ولم يامرالله ولا رسونه باتخاذ ايام مصائب الانبياء وموتهم ماتيا فكيف مادونهم .

"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয়টি আমাদের জন্য এক বিরাট নেআমত। আর তাঁর মৃত্যুটিও আমাদের জন্য বিরাট এক মর্মান্তিক বিপদ। শরীয়তে নেআমতের শুকরিয়া প্রকাশ করা এবং বিপদের সময় ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে শান্তশিষ্ট থাকা হচ্ছে মুস্তাহসান কাজ। এ ছাড়া শরীয়ত শিশু জন্মগ্রহণের পর আকিকা করার নির্দেশ দিয়েছে। আকিকা

হচ্ছে শিশু জন্মগ্রহণ করায় খুশী প্রকাশের নাম। কিন্তু মৃত্যুবরণ করার পর কোন পশু যবাই করার বা অন্য কিছু করার নির্দেশ শরীয়ত দেয়নি। বরং কান্নাকাটি করতে এবং বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে রজব হাম্বলী কিতাবুল লাতায়েফ গ্রন্থে শিয়া সম্প্রদায়ের নিন্দায় বলেছেন যে, তারা আশুরার দিনটিকে ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদ হওয়ার কারণে শোক পালনের দিন বা বিপদের দিনে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের ওফাত দিবসকে বিপদের দিনে পরিণত করার নির্দেশ দেননি। অতএব নবীদের অপেক্ষা নিম্নমানের লোকদের মৃত্যু দিবস পালন কিভাবে বৈধ হতে পারে?

উপরোক্ত জবাবের পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিবস পালনে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সীরাতে শামিয়াহ গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুহাম্মদ নোমান থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি শাইখ আবু মুসা যারহূনী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে তাঁকে মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– من فرح بنا فرحنا به অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্ম গ্রহণের কারণে খুশী হয় আমিও তার প্রতি খুশী হই। (মাওলানা সায়াদুল্লাহ (রহঃ)-এর লেখা এখানেই শেষ হল।)

(২৪) পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা শায়খ জামাল (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী আল্লামা শাইখ জামাল (রহঃ)-এর কাছে প্রচলিত মীলাদ শরীফ জায়েয বা না জায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে বিদআতে হাসানা বলে ফতোয়া দিয়েছেন। নিম্নে প্রশ্ন ও জবাবটি হুবহু উল্লেখ করা হল।

سئل ما قول سيدنا لعالم العلامة الشيخ جمال الحنفى المفتى بمكة المكرمة فى عمل المولد فى ربيع الاول كل سنة استبشارا بمولده صلى الله عليه وسلم هل هو حسن كما قاله كثيرون ومنهم جلال الدين السيوطى وغيره ام هوبدعة منكرة بينوا لنا .

الجواب : فاجاب العلامة الشيخ جمال رحمة الله عليه بقوله عمل المولد الشريف من البدع الحسنة وقال العلامة ابو شامه شيخ الشيخ النووى من احسن ما ابتدع فى زماننا مايفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرور فان ذالك مع مافيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبة صلى الله عليه وسلم فى قلب الفاعل ذالك وشكرالله تعالى على مامن به من ايجاد رسوله الذى ارسله رحمة للعالمين وقال السخاوى لايزال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يفعلون المولد ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقراة المولد الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم قال ابن الجزرى من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجلة نبيل النعمة والمرام واول من احدثه من الملوك صاحب اربل صنف له ابن دحية كتابا فى المولد سماه التنوير بمولد بشير النذير فاجازه بالف دينار وقد استخرج له الحافظ بن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى ردعلى الفاكهانى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة .

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মক্কা শরীফেব মুফতী আমাদের বিশ্বনেতা আল্লামা শাইখ জামাল হানাফীকে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে যে মীলাদ অনুষ্ঠান করা হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা কি ভাল কাজ? যেমন অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ বলছেন। যেমন ঃ তাদের মধ্যে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী প্রমূখও আছেন। না এটা খারাপ বিদআত? এ বিষয় আপনি আমাদেরকে আপনার সুচিন্তিত অভিমত অবহিত করুন।

উত্তর ঃ আল্লামা শায়খ জামাল (রহঃ) বলেন, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআতে হাসানা অর্থাৎ নতুন ভাল কর্ম। আল্লামা নববীর ওস্তাদের ওস্তাদ শাইখ আল্লামা আবু শামাহ (রহঃ) বলেছেন, আমাদের যামানায় প্রতি বছর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবসে যে সব অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছে যেমন দান সদকা করা। সাজসজ্জা ও আনন্দ খুশী প্রকাশ করা। এসব দ্বারা গরীব লোকদের উপকার হওয়া ছাড়াও এসব কর্মের কর্তাদের মনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত পয়দা হওয়ার প্রমাণ দেয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরিত হওয়ায় এর দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়।

শাইখ সাখাবী বলেছেন, সমস্ত বড় বড় শহর ও অঞ্চলের মুসলমানরা সর্বদা মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান পালন করে। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের রাতে নানা প্রকার দান সদকা করে। তাঁর জন্ম কাহিনী পাঠ করে লোকদেরকে শুনানোর ব্যবস্থা করে। এর ফলে তাদের প্রতি সাধারণ ভাবে বরকত নাযিল হয়।

আল্লামা ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেছেন, মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে সারা বছর ব্যাপী শান্তি নিরাপত্তায় থাকা এবং মাকসুদ হাসিল হওয়ার কার্যকারণ। বাদশাহদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম খুব বিরাট আকারে ঝাকঝমকের সাথে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালন করেছেন তিনি হলেন আরবিল অঞ্চলের বাদশাহ। ইবনে দাহিয়া তার জন্য মীলাদ শরীফের একখানা কিতাব রচনা করেন। সে কিতাবের নাম হচ্ছে "আত্তানবীর বিমওলুদিল বাশীরিন নাযীর।" "আরবিলের বাদশাহ এ কাজের জন্য তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেন। আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) মীলাদ শরীফের পক্ষে হাদীস থেকে একটি ভিত্তিমূল বের করেছেন। এমনিভাবে আল্লামা হাফেজ সুয়ূতী (রহঃ)-ও হাদীস থেকে মীলাদ শরীফের মূল ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। আল্লামা ফাকেহানীর মতে মীলাদ শরীফ হচ্ছে বিদআতে মযমুমা বা খারাপ বিদআত। তার এ উক্তিকে আল্লামা সুয়ূতী দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেছেন।

(২৫) পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা আবদুর রহমান সিরাজ এর ফতোয়া ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা আবদুর রহমান সিরাজ মীলাদ শরীফকে বিদআতে হাসানা বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তার লিখিত ফতোয়াটি প্রশ্ন উত্তরসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ما قولكم علماء الملة السمحة البيضاء ومفاتى الشرع الغراء فى قراة المولد النبى على صاحبها الصلوة والسلام هل بدعة سيئة ام امرمستحب اوغير ذالك ـ

الجواب : الحمد لله وحده حمدالكون واستمد التوفيق والعون عمل المولد جائز وهومن البدع الحسنة استحسنه جمهور السلف والخلف من العلماء الكبار الاعلام قال العلامة الشهاب الخفاجى محشى البيضاوى فى رسالة فى عمل المولد قال العلامة ابن الحاج فى المدخل المولد مما احدثه الناس وقد احتوى على بدع ومحرمات كالرقص بالدف والات الطرب مما لايايق بسائر الزمان فكيف بهذا الزمان الذى من الله علينا فيه بسيد الاولين والاخرين الى ان قال وقد ارتكب بعضهم فيه مالا ينبغى من اللهو فان خلاعن ذالك واقتصر فيه على الطعام والمسرة فهو بدعة حسنة ثم نقل الشهاب انه سئل الحافظ ابن حجر عنه فاجاب بما صورته اصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف، فى القرون الثلثة ومع ذالك قد اشتمل على محاسن وضدها فاذا جرى على المحاسن واجتنب ضدها كان بدعة حسنة والله سبحانه وتعانى، اعلم برقم خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفى مفتى مكة المكرمة كان الله لهما حامدا مصلبا ومسلما ـ

প্রশ্ন ঃ মীলাদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে জাতির বিশিষ্ট ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও মুফতীগণ কি অভিমত পোষণ করেন ? তা কি বিদআতে সাইয়্যেআহ, না মুস্তাহাব কাজ, না অন্য কিছু ?

উত্তর ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত, সৃষ্টিকুল যাঁর প্রশংসা করে। আর সাহায্য ও তাওফীক কামনা করছি তারই নিকট। শরীয়তে মীলাদ অনুষ্ঠান করা জায়েয এবং বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরসূরী পুর্বসূরী শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালনকে মুস্তাহসান (ভাল কাজ) মনে করেন। তাফসীরে বায়যাবীর টীকাকার আল্লামা শিহাব খাফাজী (রহঃ) "আমালুল মাওলুদ" পুস্তকে লিখেছেন, মাদখাল গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল হাজ্ব বলেন, লোকেরা মীলাদ শরীফ নামে যে নবতর অনুষ্ঠান পালন করে তাতে বিদআত ও নিষিদ্ধ কাজের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। যেমন দফ বাজিয়ে গান করা ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো। এ কাজগুলো করা কোন সময়ই উচিত নয়। অতএব মীলাদ অনুষ্ঠানে এ সব কাজ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ তাআলা এ দিন নবীর জন্ম দিয়ে আমাদের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। ইবনুল হাজ্জ একথাও বলেছেন যে, এদিনে কিছু কিছু অর্থহীন কাজ ও হাসি-তামাশায়ও লোকেরা নিমগ্ন হয়। এসব গর্হিত কাজ থেকে মীলাদ অনুষ্ঠান মুক্ত থাকলে এবং লোকজনকে শুধু পানাহার করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আনন্দ প্রকাশ করলে নিঃসন্দেহে মীলাদ শরীফ বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত অতঃপর শিহাব খাফাজী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হাজার (রহঃ)-এর কাছে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, এ কাজটি বিদআত। উত্তম তিন যুগের কোন ওলামা ও বুযুর্গ থেকে এ কাজটি উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ কাজটিতে ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর কাজের সংমিশ্রণ রয়েছে। অতএব মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয় এবং শরীয়ত সমর্থিত ভাল কাজের চর্চা হয় তাহলে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বিদআতে হাসানা।

আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। লেখক পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মুফতী খাদেমে শরীয়ত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ সিরাজ।" দস্তখত

আবদুর রহমান সিরাজ

(২৬) পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী মাযহাব শাফেঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবের মুফতী হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেবের ফতোয়া।

উপরোক্ত ফতোয়ার পর পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মুফতী হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেব এ ফতোয়ার সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা নিম্নরূপ–

الحمد لله وحده وصلى الله على من لانبى بعده رب زدنى علما اما بعد فقد اطلعت على هذا السوال وما حرره مفتى الاحناف بمكة المشرفة فى الحال هو عين الصواب والموافق للحق بلاشك ولا ارتياب والله سبحانه تعالى اعلم وعلمه اتم -

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবীর প্রতি যার পর আর কোন নবী নেই। হে আল্লাহ! আপনি আমার ইলম বাড়িয়ে দিন। এ অধম উপরোক্ত ফতোয়ায় লিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। সে প্রশ্নের উত্তরে মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের বর্তমান মুফতী সাহেব যে উত্তর প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সত্য বিষয়। এ ফতোয়ায় কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

দস্তখত

রহমত উল্লাহ

(২৭) পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের মুফতী মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আবসীল (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السالكين نهجهم بعده اللهم هداية للصواب فى كتابه قصة المولد للشهاب ابن جحر ما ملخص بعضه ان عمل المولد بدعة لكنها حسنة لما اشتملت عليه الاحسان الكثير للفقراء ومن قراة القران واكثار الذكر والصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم واظهار السرور والفرح به صلى الله عليه وسلم والمحبة له واغاضة اهل الزيغ والعناد من الزنادقة والملحدين والكفرة والمشركين واستدل شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر لكونها بدعة حسنة بخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم قالوا هذا يوم اغرق الله فيه فرعون ونجى موسى نحن نصومه شكرالله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم فنحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وقال ان عشت الى قابل الحديث . قال اعنى الشيخ الاسلام فيتفا منه فضل الشكريهم لله تعالى

بانواع العبادات على ما من به فى يوم معين من اسداء النعمة او دفع نقمة يعد ذالك فى نظير ذالك اليوم من كل سنة واى نعمة اعظم من نعمة بروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذالك ـ

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত। আর দরুদ পাঠ করছি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার বর্গ সাহাবীগণ তাদের পথ অনুসারীদের প্রতি। আল্লাহ তাআলার কাছে সঠিক তত্ত্ব লাভের জন্য পথের দিশা লাভের প্রার্থনা জানাচ্ছি। শিহাব ইবনে হাজর লিখিত মীলাদ সংক্রান্ত কিতাব থেকে এখানে কিছু কথা উল্লেখ করছি। মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদআত হলেও তা হাসানার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মীলাদ শরীফে অনেক পুণ্যময় কাজ করা হয়। যেমন বহু গরীব মিসকীনদের প্রতি ইহসান করা হয়। কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয়, বিপুল পরিমাণে যিকির আযকার করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করা হয় এবং তাঁর জন্ম দিনকে কেন্দ্র করে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আর তাঁর প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর কাফের মুশরিক মুলহিদ ও নাস্তিকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।

মীলাদ শরীফ বিদআতে হাসানা হওয়ার প্রমাণে হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বুখারী মুসলিম থেকে হাদীস পেশ করেছেন। সে হাদীসের বিবরণ হল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন হওয়ার পর তিনি সেখানে ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন যে, তারা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, এদিন আল্লাহ তাআলা ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং নবী হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছেন। তাই এজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় কল্পে রোযা রাখি। এ কথা শুনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তুলনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপনের আমি বেশী হকদার। অতঃপর তিনি ঐদিন রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে দুটি রোযা রাখব। (শেষ পর্যন্ত)

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নেআমতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। সে নেআমত নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অনুদান হোক কিম্বা বিপদ আপদ ও গজব দুরীভূত করার রূপরেখায়

হোক না কেন। প্রতি বছরেই এদিনের একটি নজীর বর্তমান। আর রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও প্রকাশ অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি থাকতে পারে! লেখক শাফেঈ মাযহাবের মুফতী মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ বি আবসীল।

দস্তখত

মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে বিআবসীল

(২৮) পবিত্র মক্কা শরীফের বর্তমান হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা খালফ ইবনে ইবরাহীমের ফতোয়া ঃ

الحمد لله وحده رب زدنى علما استمد من الله التوفيق والرشاد لاقوم الظريق عمل المولد جائز باتفاق العلماء اذا خلا عن محرم مخصوصا انه يجرى من الخيرات ويتعدى نفعها للفقراء والمساكين ويشمل على الاجتماع المسنون فى قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده والله سبحانه تعالى اعلم ـ امر برقم الحقير خلف ابن ابراهيم خادم افتاء الحنابله بمكة المشرفة حالا حامدا مصليا مسلما .

راجى غفورالرحيم خلف ابن ابراهيم

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। হে আল্লাহ! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে জাতিকে পথ প্রদর্শনের তাওফীক দানের সাহায্য চাচ্ছি। ওলামায়ে কেরামদের ঐকমত্যে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালন করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে তা মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে। বিশেষ করে মীলাদ মাহফিলে অনেক কল্যাণমূলক ও পূণ্যময় কাজ হয়। আর সে কাজগুলো দ্বারা ফকীর মিসকীনরা উপকৃত হয়। এ ছাড়া মিলাদ শরীফের সমাবেশটি হয় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী সুন্নাত সমাবেশ। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের যেসব সমাবেশে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় সেসব সমাবেশে সাকিনারূপী রহমত নাযিল হয়। ফিরিশতাগণ তাদেরকে আবেষ্টন করে অবস্থান নেয়। আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের নিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহান আল্লাহ তাআলাই সব কিছু সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন। এ

ফতোয়ার লেখক হচ্ছেন খালফ ইবনে ইবরাহীম খাদেম হাম্বলী ইফতা বিভাগ, মক্কা শরীফ।

দস্তখত

খালফ ইবনে ইবরাহীম

(২৯) উমদাতুল মুফাস্সিরীন যুবদাতুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী নকশবন্দী ও মুজাদ্দেদী (রহ)-এর মীলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমল ও অভিমত ঃ

গ্রন্থকার মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) বলছেন, ১২৮৭ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিলে আমার শাইখ ও মুরশিদ উমদাতুল মুফাস্সিরীন যুবদাতুল মুহাদ্দিসীন জনাব মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী নকশবন্দী ও মুজাদ্দেদী (রহঃ) অংশ গ্রহণ করেন। (আমিও তার সাথে ছিলাম)। এ মাহফিলটি মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় মিম্বরের কাছেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইমামগণ পর পর এসে রওজা মুবারকের প্রতি মুতাওয়াজহ হয়ে মীলাদ পাঠ করতেন। আমার শাইখ ও আমি তা শুনতাম। আর মীলাদ শরীফ পাঠের মধ্যে তারা কিয়াম (দাড়ান) করতেন এবং আমার শাইখও তাদের সাথে কিয়াম করতেন। এ মীলাদ মাহফিলের আধ্যাত্মিক অবস্থা কি ছিল এবং তার বরকত কেমন ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল তা ভাষায় বর্ণনার অতীত। আমার শাইখ শাহ আবদুল গণী (রহঃ) ইলমে হাদীসসহ ইলমের বিভিন্ন শাস্ত্রে নিজ পিতা ও জনাব মাওলানা ইসহাক (রহঃ) থেকে এজাযাত লাভ করে সনদ গ্রহণ করেছেন। তার ইলম ও আমল সম্পর্কে সর্বজন বিদিত। তিনি সর্বদা নিজের ওস্তাদদেরকে অনুসরণ করে চলতেন। তিনি ইলমে দীনের সর্ববিষয়ে একজন ব্যুৎপত্তিশালী আলেম ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আধুনিক যুগের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও ছিলেন পূর্ণ সজাগ। তিনি ইলমের সর্ব বিষয়ে সহীহ দলীলকে প্রাধান্য দিয়ে চলতেন ও আমল করতেন।

অতএব আমার ওস্তাদ ও শায়খ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী (রহঃ) ঐদিন মাহফিলের হালকা শেষে নিজ হাতে আমার মাথায় তার নিজ টুপী পরিধান করান। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি ঐ সময় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে মীলাদ শরীফ পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করে তা মুসলিম সমাজে প্রচার করার জন্য আমাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমার শাইখের নির্দেশ অনুযায়ী আমি মুসলমানদের কল্যাণার্থে তাদের কাছে এ ভাষণ পৌঁছে দিচ্ছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল নির্ধারণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন

(১) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর রচিত "মাওরাদির রাবী ফী মাওলূদিন্ নবী" পুস্তকে লিখেছেন ঃ

হযরত ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেন, খৃষ্টানরা যখন তাদের নবীর জন্ম দিনকে বিরাট ঈদের দিন বা খুশীর দিনে পরিণত করে, তখন মুসলমানদেরও তাদের তুলনায় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

এখানে আমার (লেখকের) কথা হচ্ছে প্রশ্ন হয় যে, আমাদের মুসলমানদেরকে ইহুদী খৃষ্টানদের চিন্তাধারা ও আচার আচরণের বিরোধীতা করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এ প্রশ্নের জবাব শায়খ জাযরী থেকে বর্ণিত পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পক্ষ থেকে আল্লামা সাখাবী এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ইসলামী জগতে সর্বশেষ ইমাম ও চিন্তাবিদ আবুল ফজল ইবনে হাজার (রহঃ) সমসাময়িক কালের একজন উচ্চমানের নির্ভরযোগ্য ওস্তাদ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তার থেকে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ভিত্তিমূল বর্ণিত পাওয়া যায়। তা থেকে সমস্ত জ্ঞানীগুণী সুধীমণ্ডলী দলীল গ্রহণ করতে পারেন। সে ভিত্তিমূল হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর তথাকার ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ঐদিন আল্লাহ তাআলা ফিরআউনকে সাগর জলে নিমজ্জিত করে নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে নাজাত দিয়েছেন। অতএব আমরা এ কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় কল্পে রোযা রাখি। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর নাজাতের জন্য তোমাদের তুলনায় আমি শুকরিয়া জ্ঞাপনের বেশী হকদার। অতএব তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকেও নির্দেশ দিয়ে বললেন, আগামী বছর আমি জীবিত থাকলে মহররমের নবম তারিখও আর একটি রোযা রাখব।

এখানে আমি (গ্রন্থকার) বলতে চাই যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমতঃ রোযা রেখে তাদের সাথে এক প্রকার সৌহার্দ্য সৃষ্টি করেছেন। পরে দ্বিতীয় আর এক রোযা রাখার কথা বলে তাদের বিরোধীতার রূপটি তুলে ধরেছেন। শায়খ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস দ্বারা

আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষা লাভ করি, সেসব কার্যাবলীর জন্য, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপকারার্থে করেন কোন এক নির্দিষ্ট দিনে। আর সে উপকার নেয়ামত দানের রূপরেখায়ও হতে পারে। আর এ শুকরিয়া প্রতি বছরই জ্ঞাপন করা যায় নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন প্রকার পুণ্যময় কর্মের রূপরেখায়। এ শুকরিয়া বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত দ্বারাও করা যায়। যেমন নামায আদায় করা, রোযা রাখা, কুরআন তেলাওয়াত করা। অতএব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম লাভের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? আমি বলতে চাই (গ্রন্থকার) কুরআন মজীদে لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতের বক্তব্য দ্বারা মানুষকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম গ্রহণের সময় তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতেই শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ইবাদাতী ক্রিয়াকলাপ করা উচিত, যা দ্বারা শুকরিয়া জ্ঞাপন বুঝায়। যেমন নামায রোযা করা, দান সদকা করা, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত ইত্যাদি কাজ করা। আর যদি গান বাজনা ইত্যাদি কাজ হয় তাহলে এগুলোর মধ্যে যা করা শরীয়ত অনুযায়ী মুবাহ হয় তা অনুকরণ করা উচিত। যেসব কাজ করণে কোন দোষ নেই। আর যেসব কাজ করা হারাম ও মাকরূহ হয় তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এমনিভাবে যেসব কাজ সম্পর্কে মতানৈক্যতা বিদ্যমান তাও পরিহার করা উচিত। সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস ভরে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ প্রকাশ করা উচিত। যেমন ইবনে জামায়াত থেকে বর্ণিত আমরা বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে অবহিত হয়েছি যে, অতিশয় বৃদ্ধ জাহেদ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জামায়াত যখন পবিত্র মদীনায় থাকতেন, তখন তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠানে লোকদেরকে খাদ্য সামগ্রী রান্না করে খাওয়াতেন। আর বলতেন, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি রবিউল আউয়াল মাসের প্রতিদিন মীলাদ অনুষ্ঠান করতাম।

সহীহ বুখারী গ্রন্থে "আশুরার দিন রোযা রাখার" অধ্যায়ে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর তথাকার ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন যে, আশুরার দিন তারা রোযা রাখছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখ কেন? তারা বলল, এদিনটি খুব পুণ্যময় দিন। এদিন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেছেন। তাই নবী হযরত মূসা (আঃ) (আল্লাহর

শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে) রোযা রেখেছেন, তাই আমরাও রোযা রাখি। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে অনুকুলতা প্রদর্শনে তোমাদের তুলনায় আমরা বেশী হকদার। অতএব তিনি রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে ঐদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

(২) ফাতহুলবারী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, অতএব হযরত মূসা (আঃ) রোযা রাখলেন। সহীহ মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত একথা উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরাও ঐদিন রোযা রাখব।

(৩) সহীহ বুখারীর "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন ইয়াহুদীরা তার কাছে আসল" অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি সেখানে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন যে, তারা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। তিনি তাদের কাছে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেছেন। আমরা সে দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে রোযা রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা তোমাদের তুলনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুকরণ করণের বেশী অধিকারী। অতঃপর তিনি আশুরার দিন রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

(৪) সুনানে আবু দাউদ শরীফে এ ভাষা বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা ঐদিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ঐদিন রোযা রাখি।

(৫) সহীহ বুখারী শরীফে "আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের কাছে কি মুসার ঘটনাবলীর সংবাদ এসেছে এবং আল্লাহ তায়ালা মুসার সাথে যথেষ্ট বাক্যালাপ করেছেন" অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পদার্পন করে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা পালন করতে দেখলেন। (তাদের কাছে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে) তারা বলল, এ দিনটি মহান ও শ্রেষ্ঠ দিন। এদিনে আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে নাজাত দেন এবং ফিরাউনকে তার সহচরদেরসহ সাগর জলে নিমজ্জিত করেন। অতএব নবী হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা হযরত মূসা

(আঃ)-এর অনুকরণে তাদের অপেক্ষা বেশী হকদার। অতঃপর তিনি ঐদিন রোযা রাখেন এবং মুসলমানদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

(৬) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ আছে যে, অতএব হযরত মূসা (আঃ) শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন।

(৭) ইমাম তাহাবীর "শরহে মাআনিউল আছার" কিতাবে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন ... ।

ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে রোযা রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ রোযা ছিল ইখতিয়ারী রোযা। অর্থাৎ ইচ্ছা হলে রাখতেও পারে, না হলে না রাখতেও পারে। এটা ফরয রোযা ছিল না।

(৮) ঐ কিতাবে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ হাদীসে ইয়াহুদীদের রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন। তাহলো আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেন। এর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা রোযা রাখত। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই আশুরার রোযা রাখতেন। আর শুকরিয়া আদায়ের রোযা ইখতিয়ারী রোযা বা মুস্তাহাব রোযা হয়, ফরয হয় না।

(৯) একই ভাবে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখের পর গ্রন্থকার লিখতেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোযা সম্পর্কে বলেছেন, আমি এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তাআলা এ রোযাকে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের জন্য কাফ্ফারায় পরিণত করবেন। অতএব এ হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের জন্য এ রোযা কাফ্ফারা হবে। এটা আমাদের কাছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা হতে পারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দানের কারণে শুকরিয়া স্বরূপ এ রোযা রেখেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলা শুকরিয়ার এ রোযাকে বিগত এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারায় পরিণত করেছেন।

(১০) আল্লামা আঈনী শরহে সহীহুল বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন ....। অতঃপর তিনি লিখেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যিকভাবে আশুরার দিন রোযা রাখা ওয়াজিব প্রমাণ হয়। কেননা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও রোযা রেখেছেন এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও ঐদিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ওয়াজিব মানসুখ (রহিত) হয়েছে এবং মুস্তাহাব বর্তমান আছে। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। ইমাম তাহাবী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, এ হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রোযা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বটে। কিন্তু সে রোযা তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের জন্য রাখেন। শুকরিয়া আদায়ের কারণ হল আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। সুতরাং এ রোযা ছিল ঐচ্ছিক ও মুস্তাহাব রোযা। ফরয ছিল না। আমার মতে এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ রোযাটি ফরয ছিল না বরং ঐচ্ছিক ছিল একথা আমরা স্বীকার করি না– কারণ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটি যখন কারণ শূন্য হয় তখন তা দ্বারা ওয়াজিবই বুঝায়। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখাটা শুকরিয়া আদায়ের অর্থে হওয়াটা তা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে না। যেমন এর উদাহরণ সিজদার মধ্যে নিহিত আছে যে, তার ভিত্তিমূল শোকর হওয়া সত্ত্বেও তা ওয়াজিব।

(১১) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) "শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থে– অতঃপর তিনি রোযা রাখলেন (فصامه) এর ব্যাখ্যায় লিখেন যে, ঐদিন বা অনুরূপ কোন দিন তিনি রোযা রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, আমরা সেদিন বা অনুরূপ রোযা রাখি।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আঈনী বলেন, "অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রথমতঃ এ রোযা রাখেন। কেননা অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বেও আশুরার রোযা পালন করতেন। অতএব এ বক্তব্য অনুযায়ী একথার অর্থ হবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পূর্ব অভ্যাস মাফিক রোযা

রেখেছেন এবং সে অভ্যাসকে বহাল রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন সম্ভবতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে অবস্থান কালেও এ রোযা রাখতেন। অতঃপর তিনি এ রোযা বর্জন করেন। তারপর মদীনায় এসে ইয়াহুদীদের কাছে এ রোযা পালনের কারণ অবহিত হয়ে পুনরায় রোযা রাখতে শুরু করেন। এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি এ রোযা রাখতে সকলকে নির্দেশ দিলেন। এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু বাশারের সূত্রে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে বললেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাদৃশ্য স্থাপনে ওদের তুলনায় তোমাদের অধিকার বেশী। অতএব তোমরাও ঐদিন রোযা রাখ।

(১২) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে লিখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন রোযা রেখেছিলেন কুরআন মজীদের এই আয়াতের ভিত্তিতে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ তাদের হেদায়েতের অনুকরণ করে চল। অর্থাৎ তাওহীদ ও ধৈর্য সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে সাবেক নবীদের অনুকরণ করে চল। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান প্রদর্শন ছিল, হযরত মূসা (আঃ) যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত অনুকরণের জন্য বলা হয়নি। বরং নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্য প্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের সামঞ্জস্য রয়েছে। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা ছিল নবী হযরত মূসা (আঃ) নাজাত পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য। যেমন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত দাউদ (আঃ)-এর তাওবা কবুল হওয়ার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করেছেন। যেমন সূরা (ص) তিনি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা (ص) সিজদা করেন এবং বলেন, নবী হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার কারণে সিজদা করেছেন। আর আমরা সিজদা করেছি আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের জন্য।

(১৩) হযরত ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া স্বরূপ

সিজদা করে থাকি। কারণ, সমস্ত নবীগণ হচ্ছেন একটি মানুষের মত। সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজনে কোন নেয়ামত লাভ করার অর্থ যেন সমস্ত নবীগণই নেয়ামত লাভ করেছেন।

(১৪) শায়খ তাজউদ্দিন ফাকেহানী বলেছেন, মীলাদ শরীফের কোন ভিত্তিমূল কুরআন হাদীসে আছে বলে আমার জানা নেই। আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতী (রহঃ) এ কথার উত্তরে বলেছেন, জ্ঞান না থাকা দ্বারা মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল না থাকাকে অপরিহার্য করে না। অথচ হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) সুন্নাহ থেকে মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল উদ্ভাবন করেছেন। আর আমিও মীলাদ শরীফের পক্ষে অন্য এক ভিত্তিমূল বের করেছি। এ দুটি ভিত্তিমূল সম্পর্কে অতিসত্বরই আলোচনা করা হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (রহঃ)-এর কাছে মীলাদ অনুষ্ঠান পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, মীলাদের মূলকথা হচ্ছে তা বিদআত। পূর্বসূরী কোন আলেম ও বুযুর্গ থেকে এবং উত্তম তিনযুগের কারো থেকে মীলাদ অনুষ্ঠান পালনের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। তথাপিও এ অনুষ্ঠান পালনে অনেক ভাল ও সুন্দর কাজ নিহিত, যা হচ্ছে মানুষের আসল উদ্দেশ্য। অতএব কোন ব্যক্তি মীলাদ অনুষ্ঠানে ভাল কাজ করার ইচ্ছে করলে এবং শরীয়ত গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকলে তার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করা বিদআতে হাসানা। যারা এভাবে না করে তাদের জন্য বিদআতে হাসানা হয় না। আমি মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবন করেছি, যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে। সে হাদীসের প্রথম ভাষ্য হল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন।

এ হাদীস দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ইহসান ও নেয়ামত লাভের জন্য শুকরিয়া আদায় করার কথা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালার সে নেয়ামত নির্দিষ্ট কোন দিনে হোক অথবা কোন নেয়ামত দানের রূপ রেখায় হোক কিম্বা কোন বিপদ আপদ দূর করার আকারে হোক। অতএব প্রতি বছরই ঐদিনে সে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যায়। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া নানা প্রকার ইবাদাত-বন্দেগী দ্বারা করা যায়। যেমন সিজদা করা, রোযা রাখা, নামায পড়া ও দান সদকা দেয়া এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। অতএব দয়ার নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণ অপেক্ষা বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে ? অতএব তাঁর ঠিক জন্ম দিনে নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা অনুযায়ী মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। আর এদিকে দৃষ্টি না করে বছরের যে কোন মাসে যদি মীলাদ অনুষ্ঠান করে তাহলে তাও মীলাদ অনুষ্ঠান

পালন করার ভিত্তিমূল অনুযায়ী হবে। তবে শর্ত হল এ অনুষ্ঠানে এমন কাজ করতে হবে, যাতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায় করা বুঝায়। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করণার্থে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা গরীব মিসকীন ও উপস্থিত লোকজনকে পানাহার করানো, দান সদকা করা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও মুজিযাসমূহ আলোচনা করা। যাতে মনে আল্লাহ ভীতি ও পরকালের কথা স্মরণ হয়। আর নেক আমলের প্রতি মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর যেসব কাজ কর্ম শরীয়তের খেলাপ যেমন গান-বাজনা করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সিমা গাওয়া ইত্যাদি হারাম ও মাকরূহ এবং খেলাফে আওলা কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আর যেসব কাজ মুবাহ ও আনন্দদায়ক তা করতে কোন দোষ নেই।

(১৫) মীলাদ সম্পর্কে আমার কাছে দ্বিতীয় এক ভিত্তিমূল প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ)-থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। সে হাদীসটি হল এই, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পর নিজের পক্ষে আকীকা করেছেন। অথচ বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর সপ্তম দিনে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা করেছেন। অথচ দ্বিতীয়বার আকীকা করা যায় না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দ্বিতীয়বার আকীকা করা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যে, তাঁকে রাহমাতাল্লিল আলামীন হিসেবে সৃষ্টি করেছে তারই শুকরিয়া স্বরূপ তিনি এ আকীকা করেছেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উম্মতদেরকে উৎসাহিত করা। যেমন তিনি নিজের প্রতি উম্মতকে উৎসাহ প্রদানের জন্য দুরূদ পাঠ করেছেন। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব। এ শুকরিয়া প্রকাশ হয় সমবেত হয়ে অনুষ্ঠান করে, লোকদেরকে পানাহার করিয়ে এবং গরীব দুঃখীজনকে দান সদকা দিয়ে। এ ছাড়া যেসব কাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায় তা করে খুশী প্রকাশ করা যায়।

(১৬) এতদ্ব্যাতীত আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, ইমামুল কুররা হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনে জাযরী (রহঃ) তাঁর "আরফুত্ তারীফ ফী মওলুদিশ্ শরীফ" কিতাবে লিখেছেন যে, মক্কার বিখ্যাত কাফের ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর তার জনৈক আত্মীয় স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি? তখন আবু লাহাব বলল, আমি অনল কুণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করছি। কিন্তু সোমবার রাতে আমার শাস্তিকে অনেকটা লঘু করা হয়। আমি ঐদিন আমার দু'আঙ্গুল থেকে মধুর মত রস বের হয় তা চোষণ করে আমি তৃপ্তিবোধ করি। অতঃপর সে দু'আঙ্গুলের মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করল। এর কারণ হল যে, আমার দাসী ছোয়াইবীয়াহ আমার ভ্রাতুস্পুত্র জন্ম হওয়ার সুসংবাদ আমাকে দেয়ায় আমি তাকে ঐ দু'আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দাসত্ব হতে মুক্ত করেছিলাম। আর ছোয়াইবীয়াহ তাকে দুগ্ধও পান করান এটিও একটি অন্যতম কারণ। অতএব আবু লাহাব নিঃসন্দেহে একজন কাফির লোক। সে চিরন্তন ভাবে জাহান্নাম ভোগ করার কথা কুরআন মজীদে বর্ণিত। তাকে যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণে খুশী প্রকাশের কারণে জাহান্নামের মধ্যে এ খুশীর প্রতিদান দেয়া হয়, তাহলে একজন মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্মের জন্য খুশী প্রকাশের প্রতিদান কি পুরস্কার দিতে পারেন? আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এরূপ খুশী প্রকাশের কারণে নিজ অনুগ্রহে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন।

(১৭) হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনে নাসীরুদ্দীন দামেস্কী (রহঃ) তাঁর রচিত "মাওরাদুস সাবী ফী মাওলাদিল হাদী" কিতাবে লিখেছেন যে, আবু লাহাব প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণ। সোমবার দিন আবু লাহাবের শাস্তি লঘু করার কারণ হল, নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়ার জন্য খুশী প্রকাশে তার দাসী ছোয়াইবীয়াহকে দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে দেয়া। অতঃপর তিনি এ ছন্দময় কবিতাটি লিখেন, যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

যে ব্যক্তি কাট্টা কাফির, যার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা কুরআন মজীদে সূরা লাহাবে বর্ণিত হয়েছে এবং চিরদিন জাহান্নাম ভোগের কথা বলা হয়েছে, তার যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মে খুশী হওয়ার কারণে সোমবার দিন শাস্তি লঘু করা হয়, তাহলে যে ব্যক্তির জীবনটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের জন্য খুশী ও আনন্দে অতিবাহিত হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে বিদায় হয়েছে তার ব্যাপারে কি হওয়ার ধারণা করা যায়?

(১৮) এমনিভাবে "মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া" গ্রন্থকার আল্লামা যুরকানী (রহঃ)-ও লিখেছেন যে, আমার কাছে মীলাদ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় এক ভিত্তিমূল

প্রকাশ পেয়েছে। আর হাফেজ ইবনে রজব (রহঃ)-ও লিখেছেন যে, আমার কাছে মিলাদ শরীফের দ্বিতীয় ভিত্তিমুল যা প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে ইমাম বায়হাকী বর্ণিত হাদীসটি। কিন্তু ইবনে নজম এ হাদীসটিকে মুনকার হাদীস নামে অভিহিত করেছেন। আর "শারহুল মুহায্যাব" গ্রন্থকার এ হাদীসটিকে বাতিল আখ্যায়িত করে এর থেকে কোন মাসয়ালা উদ্ভাবন করার যোগ্যতা ও মান রহিত হওয়ার কথা বলেছেন।

(১৯) "শরহে সাফরুস্ সাআদাত" গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর নিজের আকিকা করেছেন। তাঁর জন্ম হওয়ার পর পর তাঁর আকিকা করেছে কিনা বা কোন প্রাণী জবাই করা হয়েছে কি তা তিনি জানতেন না। এ হাদীসের সনদটি দুর্বল।

(২০) "যাদুল মাআদ" কিতাবে উল্লেখ আছে, ইবনুল আইমান হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পর নিজের আকীকা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি হায়শাম ইবনে জামীল, আবদুল্লাহ ইবনে মুছান্না এবং সুমামাহ ও হযরত আনাস (রাঃ) থেকে পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আকিকা করেছেন। এখানে ইমাম আহমদ (রহঃ) এ হাদীসের সনদ মুনকার ও যঈফ বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সনদের দুর্বল রাবী হচ্ছে আবদুল্লাহ।

(২১) উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত স্বপ্নের দ্রষ্টা হচ্ছেন আবু লাহাবের ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ)। আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর বদর যুদ্ধের ঘটনার পর এ স্বপ্ন দেখেছিলেন, সুহাইলী এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা যুরকানী রচিত শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীকারক অনেক ঐতিহাসিক থেকেও এমনিভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। আর "মাদারেজ" গ্রন্থেও এ হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা দামেস্কী এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর এ হাদীসটির সহায়তায় অন্যান্য হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবদুল মুত্তালিব থেকে ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা

করেছেন। ইমাম বুখারী আবু মুসায়্যিব সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম সুফিয়ান থেকে আবু তালিব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এখানে সে হাদীসটি উল্লেখ করা হতে অনেক দীর্ঘকায় হওয়ার কারণে বিরত রইলাম। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের পুণ্যময় কাজ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় না। বরং কাফেররাও তা দ্বারা কোন কোন সময় উপকৃত হয়। আর এর বিপরীত কথাও কুরআন হাদীসে বিদ্যমান। সুতরাং ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেছেন, কাফেরগণ পুণ্যময় কর্মের কারণে শাস্তি হতে নাজাত পাবে না এবং জান্নাতও লাভ করবে না। কিন্তু পুণ্যময় কর্ম দ্বারা শাস্তি কিছুটা লাঘব হয়। কুফরী ব্যতীত যে সব গুনাহের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয় তাতে পুণ্য কর্মের কারণে কিছুটা শাস্তি লাঘব করা হয়। কুফরীর শাস্তি চিরন্তন জাহান্নামী হওয়া বহালই থাকে। মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে তা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত বলে ইঙ্গিত করেছেন। আর আল্লামা কিরমানী এ অভিমতের অনুকুলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তারা কাফের ব্যক্তির শাস্তি কিছুটা লাঘব হওয়া দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বুঝিয়েছেন। অতএব এ কথা জানার পর এটাই বুঝা যায় যে, এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করার সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে রহিত হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আরও বলা যায় যে, জ্ঞান লাভের জন্য দলীল গ্রহণ করা অপরিহার্য না হলেও এর বাইরে এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ না হওয়া অপরিহার্য করে না। ওলামায়ে কেরাম সর্বদা আমলের ফযীলতের ব্যাপারে দলীল গ্রহণে সহজতর পন্থা অবলম্বন করেন। এমনকি মৌলভী ইসমাঈল দেহলবী (রহঃ) বলেছেন, আমলের ফযীলত গ্রহণে কোন কোন সময় মওজু' হাদীসও গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ যেসব হাদীস মওজু' হওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রমাণিত নয়, সেসব হাদীসও গ্রহণ করা হয়, যার সহায়তা ও সমর্থন অন্যান্য হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়। অতএব মওজু' হাদীসের অবস্থা যখন এই, তখন আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে মুনকাতি' সনদের হাদীসগুলো গ্রহণ করা আওলা বা উত্তম কাজে পরিণত হয়। টীকাকার এরূপ ফায়দার কথাই উল্লেখ করেছেন।

(২২) "মাদারেজ" গ্রন্থেও এ হাদীসটি উল্লেখ করে এভাবে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম যে মহিলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি হলেন, আবু লাহাবের দাসী ছোয়াইবিয়াহ। অবশেষে ছোয়ায়বীয়াহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের সুসংবাদটি•আবু লাহাবের কাছে পৌঁছায়। সে বলল, তোমার ভ্রাতা আবদুল্লাহর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তখন আবু লাহাব এ সংবাদে খুশী হয়ে তাকে স্বাধীন করার কথা ঘোষণা করল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মো আবু লাহাব এ কাজ করায় মহান আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজের প্রতিদানে পরকালে তার শাস্তিটা কিছু লঘু করেন, প্রতি সোমবার দিনে। সুতরাং বর্ণিত বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মরাতে তাঁর আত্মীয়রা খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং সম্পদও ব্যয় করেছেন। অর্থাৎ আবু লাহাব জীবনভর কাফের ছিল। তার নিন্দায় কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল হয়েছে। এহেন ব্যক্তি যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করেছিল ও তার দাসী দ্বারা দুগ্ধ পান করিয়ে ছিল এবং সে দাসীকে মুক্ত করেছিল। এর ফলে পরকালে শাস্তি কিছুটা লাঘব করে তাকে এ কাজের প্রতিদান দেয়া হল। সুতরাং একজন মুসলমান ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতে তাঁর জন্ম দিনের উৎসব পালন করে এবং টাকা পয়সা ব্যয় করে তাহলে তার অবস্থাটি কি হতে পারে তা সবারই জানা কথা। সারকথা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ অনুষ্ঠানটি বিদআত ও নতুন কাজ হওয়া সত্ত্বেও তা যদি গান বাজনা ও নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র এবং শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হতে মুক্ত হয়, তাহলে তা হবে সৌভাগ্যের বিষয়। অন্যথায় তা হবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ।

(২৩) আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) "খাসায়েসে কুবরা" গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَعْتَقَ ابُولَهَبٍ ثُوَيْبَةَ فَارْضَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ اريه بَعْضَ اَهْلِهِ فِىْ شَرِّحَالَةٍ فَقَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ لَمْ اَلْقِ بَعْدَكُمْ رُخَاءً غَيْرَ اِنِّىْ سَقِيْتُ فِىْ هٰذِهِ بِعِتَاقَتِىْ ثُوَيْبَةَ وَاَشَارَ اِلَى النَّقْرَةِ الَّتِىْ بَيْنَ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا مِنَ الْاَصَابِعِ ـ

"হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব ছোয়াইবীয়াহকে মুক্ত করে। অতঃপর সে (ছোয়াইবীয়াহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধ পান করায়। অতঃপর আবু লাহাব মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর তার ঘরের জনৈক ব্যক্তি তাকে খুব খারাপ অবস্থায় স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ হচ্ছে ? উত্তরে আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে চলে আসার পর অর্থাৎ আমার মৃত্যু হওয়ার পর শান্তিতে থাকার নসীব আমার হয়নি। তবে আমার দাসী ছোয়াইবীয়াহকে মুক্ত করার কারণে আমি একটু পানি পান করে শান্তি পাই। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল ও মাধ্যমা আঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করে।"

সহীহ বুখারীর কিতাবুন নিকাহে "তোমাদের জন্য তোমাদের দুগ্ধপানকারী মাতাদেরকে বিবাহ করা হারাম এবং নসব দ্বারা যা হারাম হয় দুগ্ধ পান দ্বারাও তা হারাম হয়।" এ অধ্যায়ে এ হাদীসটিকে ভিন্নরূপ ভাষায় হযরত উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ছোয়াইবীয়াহ ছিলেন আবু লাহাবের মুক্ত করা দাসী। আবু লাহাব তাকে মুক্ত করে ছিলেন। সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিশুকালে দুগ্ধ পান করিয়েছিল। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার কোন এক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে খুব খারাপ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল তোমার অবস্থা কি? আবু লাহাব বলল, আমার সাধারণভাবে রেহাই হয়নি। (আমি শাস্তির মধ্যেই নিপতিত আছি) তবে শাস্তির মধ্যেই আমি একটু পানি পান করতে পারি। আর তা দাসী ছোয়াইবীয়াহকে মুক্ত করার কারণেই হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) রচিত "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে এবং আল্লামা আইনী রচিত উমাদাতুল কারী গ্রন্থে হযরত সুহাইলী থেকে উল্লেখ করেছেন, সাহাবী হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তার অবস্থাটি খুবই খারাপ। আমি স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলাম তোমার অবস্থা কি হয়েছে? সে বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি শান্তি ও আরামের মুখ দেখিনি। কিন্তু সর্বদা প্রত্যেক সোমবার আমার শাস্তিকে কিছুটা লাঘব করা হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। আর ছোয়াইবীয়াহ আবু লাহাবকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ শোনায়েছিল। আর আবু লাহাব এ সংবাদে খুশী হয়ে তাকে দাসত্ব হতে মুক্ত করেছিল।

উমদাতুল ক্বারী কিতাবে এ হাদীসটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, এ হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, কোন কোন সময় কাফেরদের তাদের ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া হয়, যে কাজ ঈমানদারদের জন্য খুশীর কারণ হয়। যেমন আবু তালিবের ক্ষেত্রে হয়েছে। পরকালে আবু তালিবের শাস্তির তুলনায় আবু লাহাবের শাস্তি কম লাঘব করা হয়েছে। কেননা আবু তালিব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করেছে এবং সাহায্য সহানুভূতি করেছে। আর আবু লাহাব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করত।

ফাতহুল বারী কিতাবে আছে, আল্লামা বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, কাফেরদের ভাল কাজসমূহ বাতিল হওয়ার যে কথা বর্ণিত পাওয়া যায়, তার অর্থ হচ্ছে তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে নাজাত পাবে না এবং জান্নাতে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তবে কুফরী করা ছাড়া যেসব অপরাধমূলক কাজের কারণে তাদের শাস্তি হত সে শাস্তিতে ভাল কাজ করার কারণে পরিমাণে লাঘব হওয়ার বৈধতা বিদ্যমান।

কাজী আয়াজ বলেন, কাফেরদের পুণ্যময় কাজ দ্বারা তাদের উপকার না হওয়া, ভাল কাজ দ্বারা যে কোন ফলোদয় না হওয়া এবং তার প্রতিদানে পরকালে শাস্তি লাঘব না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদগণ একমত। এ বিষয়ে তাদের ইজমা হয়েছে। যদিও তাদের কোন কোন ব্যক্তির শাস্তি অন্যের তুলনায় অতিশয় কঠোর হতে পারে।

আমার মতে (গ্রন্থকার) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন একথা দ্বারা তা রহিত হয় না। কেননা, কাফেরদের শাস্তি লাঘব না হওয়ার ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা কুফরী করার সাথে সংশ্লিষ্ট। কুফরী ছাড়া যে গুনাহ আছে, সে ক্ষেত্রে শাস্তি লাঘব হওয়াটা নিষিদ্ধ নয়।

আল্লামা কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, শাস্তি লাঘব হওয়ার বিষয়টি এ ক্ষেত্রের জন্যই বিশেষিত। অথবা সে ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে ঘোষিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে মুনীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি টীকায় লিখেছেন যে, এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। একটি হচ্ছে কাফেরদের চিরন্তন শাস্তি রহিত হওয়া অসম্ভব হওয়া। কেননা, কাফেরদের কোন ইবাদাত বন্দেগী গ্রহণীয় হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হতে হবে। কিন্তু কাফেরদের ক্ষেত্রে এ

শর্তটি অনুপস্থিত। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে কাফেরদেরকে কোনো কোনো ভাল কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর এটা জ্ঞান বুদ্ধির কাছে অসম্ভব বিষয় নয়। অতএব এটা যখন প্রমাণ হল যে, আবু লাহাব ছোয়াইবীয়াহকে যে মুক্ত করেছে সে কাজটি ইবাদাত রূপে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে আল্লাহ তাআলা যতটুকু ইচ্ছে হয় ততোটুকু তার প্রতি অনুগ্রহ করার বৈধতা বিদ্যমান। যেমন মহান দয়ালু আল্লাহ তাআলা আবু তালেবের প্রতি অনুগ্রহ করে তার শাস্তি অনেকটা লাঘব করেছেন। এখানে অনুকরণ যোগ্য কথা হচ্ছে কাফেরদের ভাল কাজের প্রতিদানে শাস্তি লাঘব হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

আমার (গ্রন্থকারের) মতে কথা হল উপরোক্ত অনুগ্রহ করার বিষয়টি সেই ব্যক্তির সম্মান ও মহত্বের জন্য হবে, যার জন্য কাফের ব্যক্তি এ পুণ্যময় কাজটি করে থাকে।

সীরাতে শামিয়াহ কিতাবের লেখক বলেছেন, আমাদের ওস্তাদ তার ফতোয়ায় লিখেছেন যে, আমার মতে মীলাদ শরীফের আসল বিষয় হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিবসে লোকদের সমবেত হওয়া, সেখানে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং যেসব নিদর্শন বাস্তবে পাওয়া গেছে তা সমাবেশে আলোচিত হওয়া। অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে পানাহার করান এবং তারা সভাস্থল ত্যাগ করা। এতটুকু কাজ হলে তা হবে বিদআতে হাসানা এবং এ কাজের জন্য সকলকে পুণ্য দান করা হবে। কেননা এ অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শিক্ষা এবং তাঁর জন্মের জন্য খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর আমার ওস্তাদ লিখেছেন যে, মীলাদ শরীফের আরেকটি ভিত্তিমূল আমি অবগত হয়েছি, যা হাফেজ ইবনে জাযরী যে ভিত্তিমূল উদ্ভাবন করেছেন তা নয়। তা হচ্ছে, ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর নিজের আকিকা করা। অথচ তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের পর সপ্তম দিনে তাঁর আকিকা করেছিলেন। আকিকা দ্বিতীয়বার করার নিয়ম নেই।

অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজটি তাঁকে আল্লাহ তাআলা রহমাতুললিল আলামীন হিসেবে এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করার

শুকরিয়া জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এবং নিজের উম্মতকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন হাদীস দ্বারা নিজের প্রতি নিজে দরূদ পাঠ করার বিষয়টি প্রমাণিত। অতএব এ দলীলের ভিত্তিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের কারণে তাঁর জন্ম দিবসে বা অন্য কোন দিনে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করার জন্য সমবেত হওয়া, পানাহার করা এবং যে সব ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হয় ও পূণ্য লাভ করা যায় তা করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।

শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবে বলা হয়েছে যে, মীলাদ শরীফ সম্পর্কে সঠিক কথা হচ্ছে মীলাদ অনুষ্ঠানে শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ না হলে মীলাদ অনুষ্ঠান করা বিদআতে হাসানা ও মুস্তাহাব কাজ।

(২৪) লাক্ষ্ণৌ শহরের ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা জামাল উদ্দীন ওরফে মির্জা হাসান সাহেব ইতিপূর্বে এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে বিলাল! সোমবার দিন রোযা রাখা কখনো পরিত্যাগ করো না। কারণ, এ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিন আমার প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে। অতএব এ হাদীসটিও নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ অনুষ্ঠান করা জায়েয হওয়ার পক্ষে বিশেষ একটি ভিত্তিমূল ও দলীল।

মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে হাদীস উল্লেখ আছে যে, হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি ঐদিন জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার কাছে সর্ব প্রথম কুরআন মজীদের ওহী নাযিল হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাব সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, স্থান ও কালে যা কিছু ঘটে তার গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয়।

শাইখ তাজুদ্দীন আল্ ফাকেহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ মাসেই ইনতেকাল করেন। সুতরাং তাঁর জন্মের ব্যাপারে খুশী হওয়া এবং ইনতেকালের জন্য শোক প্রকাশ না করার কি অর্থ থাকতে পারে?

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এ কথা রহিত করণে বলেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম আমাদের জন্য বিরাট এক নেয়ামত। আর তাঁর ওফাতও আমাদের জন্য বিরাট একটি বিপদ। শরীয়ত আমাদেরকে নেআমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করতে এবং বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত নবজাতকের জন্য আকিকা করতে বলেছে। আকিকা করণ দ্বারা শিশুর জন্মগ্রহণের কারণে শুকরিয়া জ্ঞাপন, আনন্দ ও খুশী প্রকাশ পায়। কিন্তু কারো মৃত্যু ঘটলে কোন প্রাণী যবেহ করতে বা এরূপ কোন কাজ করতে বলা হয়নি। বরং হাউমাউ করে কান্না-কাটি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব প্রমাণিত হল যে, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে, এ রবীউল আউয়াল মাসে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের কারণে আনন্দ ও খুশী মূলক অনুষ্ঠান পালন করা উত্তম, মৃত্যুর কারণে শোক পালন করা বিধেয় নয়। মীলাদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীদের কেউ কেউ বলেন যে, সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলা হল যে, একটি সম্প্রদায় মসজিদে একত্র হয়েছে এবং তারা উচ্চৈস্বরে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) ও দুরূদ পাঠ করে। এ কথা শুনে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এরূপ করতে দেখিনি। আমার মতে ও দৃষ্টিতে তোমরা বিদআতী লোক। অবশেষে তাদেরকে মসজিদ থেকে তিনি বের করে দেন। "তাতার খানিয়াহ" ও তাওয়ালিউল আনোয়ার কিতাবে এরূপ লিখা হয়েছে।

(২৫) উপরোক্ত রূপরেখায় ও নির্দিষ্ট সময় মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা বৈধ। যদিও প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের যামানায় ছিল না। মীলাদের এ অনুষ্ঠান আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। অতএব উত্তম তিন যুগে যে সব কাজ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে, তেমনি ঐ তিন যুগে যেসব ভাল কাজ ছিল না, বর্তমানে তা উদ্ভব হয়েছে সেসবও আমাদের মেনে চলতে হবে। "মাওয়াহিবে লাতিফিয়া" ও শারহে মুসনাদে আবু হানিফা" কিতাবে এভাবেই নির্দেশ করা হয়েছে।

মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয (রহঃ) তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনকে এবং ওফাতের দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করবে না। একথার উত্তরে আল্লামা

জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, মীলাদ অনুষ্ঠানকে বতিল করার জন্য হাদীসের যে দলীলটি এ ক্ষেত্রে উত্থাপন করা হয় তা খুবই দুর্বল দলীল। এ হাদীসটির বিপরীতে অনেক হাদীস দ্বারা তার বৈধতা ও যুক্তিকতা প্রমাণ হয়। আর উল্লেখিত হাদীসটিকে বিশুদ্ধ মানলেও মসজিদে বসে যিকির ও দুরূদ উচ্চৈস্বরে পাঠ করার কারণে এবং শোরগোল হওয়ার জন্য তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কেননা, এ কাজ ছিল সাধারণ নিয়ম ও মসজিদের আদবের পরিপন্থী এবং নামাযীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার কারণ। এটা বাস্তব কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মসজিদে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য হত না এবং মসজিদে সমাবেশ করে লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর যিকির ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করারও কোন নিয়ম প্রথা ছিল না। অতএব মসজিদে যাতে উচ্চবাচ্য না হয় সে কারণেই সমবেত লোকদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এ হাদীসটির প্রতিকূলে বুখারী শরীফে "ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ" অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যায়। সে হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার মসজিদে সমবেত লোকদের মধ্যে ওয়াজ নসীহত করতেন।

অতএব ওয়াজ নসিহতের জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বৃহস্পতিবার দিনটিকে নির্ধারণ করা যে, তার নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কৃত ছিল এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল না তা সবার কাছেই সুস্পষ্ট কথা। অতএব বলা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কৃত কর্মগুলো যেমন মেনে চলতেন, অনুরূপ সে যামানায় যা বর্জনীয় ছিল তাও বর্জন করে চলতেন। তাহলে কি তিনি এ নিয়মটি আবিষ্কার করে বিদআত ও মাকরূহ কাজ করলেন (নাউযুবিল্লাহ)? এমন কথা বলা যায় না।

অতএব বুখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোন ভাল কাজ ও পুণ্যময় কাজের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা বৈধ ও মুস্তাহাসান– যদিও সে কাজটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বা তৎসংশ্লিষ্ট তিন যুগের কোন যুগে ছিল না। সারকথা হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ওয়াজ নসিহত করার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটিকে ধার্য করা দ্বারা প্রচলিত রূপরেখায় নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ অনুষ্ঠান করার অনুকূলে বিরাট এক ভিত্তিমূল উদ্ভাবন হয়। যেমন পূর্বে উল্লেখিত আশুরার রোযা সোমবারের

রোযা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের আকিকা দ্বিতীয়বার দেয়ার ঘটনা, মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করার পক্ষে অন্যতম ভিত্তিমূল বিশেষ।

অতএব শরীয়ত প্রবর্তকের বর্জনীয় বিষয়গুলো মেনে চলা অপরিহার্য। এখানে বর্জনীয় কথাটির অন্য অর্থ আছে। সাধারণ ভাবে বর্জন নয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় সর্বদা বর্জনীয় ছিল না এমন কাজ। অথবা কোন উপযোগীতা ও কল্যাণকামিতার দাবী মাফিক সাময়িকভাবে কোন কাজ বর্জনীয় থাকলেও পরবর্তীকালে তা বর্তমান পাওয়া। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, কোন কোন সময় শরীয়ত প্রবর্তক কোন কাজ বর্জন করেছেন উম্মতের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রর্দশনের উদ্দেশ্যে। কেননা বর্জন না করলে সে কাজটি উম্মতের জন্য করা অপরিহার্য হয়, যা উম্মতের জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়। যেমন নিয়মিত তারাবীহের নামায পড়া, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্জন করেছেন। ওলামায়ে কেরাম এটাকে উপযোগীতা ও কল্যাণ কামিতার দাবী নিরূপন করেছেন। অতএব এ ধরনের বর্জনীয় কাজ মেনে চলা অপরিহার্য হয় না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ফিরোজ আবাদী "সিরাতুল মুস্তাকীম" কিতাবে সালাতুদ্ দোহা বা চাশত নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ উল্লেখ করার পর লিখেছেন, সঠিক কথা হল এ নামায বিরতিহীন ভাবে নিয়মিত আদায় করা মুস্তাহাব। অতএব এ নামায ফরয হওয়ার আশংকাটি দূর হয়েছে। আর এ স্থলে তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া গ্রন্থকারের ভাষা দ্বারা দলীল গ্রহণের সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা যে ভাষ্য দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হচ্ছে তা গ্রন্থকারের মতবাদ ও কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সারকথা হল তোহফা গ্রন্থকার নিজেই এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন যে, কোন ইবাদাতী কাজকর্মের জন্য বছরের মধ্যে কোন একটি দিন নির্দিষ্ট করা ও ধার্য্য করা জায়েয। আর এ কথার ভিত্তিতে বুযুর্গ লোকদের সাথে নির্দিষ্ট দিনে সাক্ষাত করতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট কোন একদিনে কবর যিয়ারত করতে যাওয়ার ব্যাপারটি তিন প্রকার হতে পারে।

(ক) প্রথম প্রকার হল বিরাট আকারে অনেক লোক নয়; বরং এক ব্যক্তি বা দু'ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন দিনে কোন কবর যিয়ারতে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাওয়া বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাফসীরে দূররে মানছুরে উল্লেখ আছে যে, প্রতি বছর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর স্থানে গিয়ে কবরবাসীর মগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। এতটুকুই প্রমাণিত

এবং এতটুকু করাও মুস্তাহাব।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার হল বহু লোক নির্দিষ্ট দিনে বিরাট আকারে সমবেত হয়ে কুরআন মজীদ খতম করা, উপস্থিত লোকজনের মধ্যে ফাতিহা পাঠ করে মিষ্টান্ন বিতরণ করা এবং তাদেরকে পানাহার করান। এ ধরনের আয়োজন ও নিয়ম প্রথার প্রচলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদার যামানায় ছিল না। এ ধরণের নিয়ম কেউ পালন করলে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এ ধরনের নিয়ম প্রথা খারাপ কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এর দ্বারা জীবিত ও মৃত লোকের উপকার হয়।

(গ) তৃতীয় প্রকার হল নির্দিষ্ট একটি দিনে আকর্ষণীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে বহু লোক একটি কবরকে কেন্দ্র করে সেখানে একত্রিত হওয়া, আনন্দ ফুর্তী করা, গম্বুজের কাছে সমবেত হয়ে গান বাজনা করা ও রকমারী বাদ্যযন্ত্র বাজানো, (নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে নেচে নেচে যিকির করা) এমনিভাবে আরো অনেক বিদআতী কাজ কর্ম করা। যেমন কবরকে সিজদা করা এবং কবরকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা। এ ধরণের সব কাজ শরীয়তে হারাম ও নিষিদ্ধ। বরং এর মধ্যে কিছু কিছু কাজ কুফরীর প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দেয়। এ প্রসঙ্গে মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে দুটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا "আমার কবরকে তোমরা আনন্দ উৎসবের স্থানে পরিণত করো না।" وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ وَثَنًا "আমার কবরকে তোমরা প্রতিমায় পরিণত করো না এবং পুজনীয় বানাবে না।"

(২৬) আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ হযরত মাওলানা আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ) মৃত বুযুর্গদের মৃত্যু দিবসে উরুছ করণকে একটি প্রশ্নের উত্তরে জায়েয লিখেছেন। নেককারদের মৃত্যু দিবসে তাদের কবর যিয়ারত করা, কুরআন মজীদ পাঠ করে লোকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টান্ন বিতরণ করে তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহের প্রতি বখশীশ করাকে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে ভাল কাজ ও মুস্তাহসান বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ কাজটি নেককার ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত দিনেও করা যায় এবং অনির্ধারিত যে কোন সময় করা যায়। এসব কাজ মুক্তি ও নাজাতের কারণ হতে পারে। পরবর্তীদের উচিৎ পূর্ববর্তীদের প্রতি এরূপ উপকার করা। সব সময়ই এটা করা যায়। অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মৃত ব্যক্তির পুণ্যবান সন্তানরা তার জন্য দোয়া করবে। কুরআন মজীদ পাঠ করে এবং অন্যান্য ইবাদাত পালন করে তার প্রতি ছওয়াব বখশিশ করাকে যদি

মৃত ব্যক্তির ইবাদত গণ্য করে তবে তা হবে চরম মুর্খতা। কেউ যদি কোন বুযুর্গ ব্যক্তির জন্মদিনে বা মৃত্যু দিবসে শরীয়ত গর্হিত কোন কাজ করে, যেমন কবর সিজদা করা, কবর প্রদক্ষিণ করা। এভাবে ডাকা যে, হে অমুক! একাজ তুমি আমার জন্য কর, তাহলে নিঃসন্দেহে এ কাজ মুর্তিপুজার সাথে সাদৃশ্য হয়। আর যখন এরূপ করা হবে না, তখন তা ভর্ৎসনাযোগ্য কেন হবে? তাফসীরে দূররে মানছুরে "আল্লামা সুয়ূতী ইবনে মানযার ও ইবনে মারদুবীয়াহ থেকে হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর ওহুদের মাঠে এসে শহীদানের কবরের পাশে দাড়িয়ে বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা তোমরা চরম ধৈর্যধারণ করেছিলে।"

"ইবনে জারীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছরের প্রথম দিনে ওহুদের শহীদানদের কবরের পাশে এসে দাড়াতেন। আর বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা চরম ধৈর্যধারণ করেছিলে। তোমাদের পরকালের ঘরটি খুবই উত্তম। হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রাঃ) প্রমূখ এভাবে শহীদানদের কবর যিয়ারত করতেন প্রতি বছর– বছরের পহেলা দিনে।"

(২৭) হযরত মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-এর কাছে মুহাররমের অনুষ্ঠান পালন ও শোক গাঁথা (মরছিয়া) পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, এ ফকীরের বাড়িতে প্রতি বছর দুটি মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুষ্ঠান। আর অপরটি হচ্ছে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের স্মরণের অনুষ্ঠান। এ বিষয় লিখিত প্রশ্ন ও তার উত্তরের ভাষ্য আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আগ্রহী সুধী মণ্ডলী তা দেখতে পারেন।

(২৮) হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত মাওলানা শাহ্ রাফী উদ্দীন সাহেব সমকালীন যুগের একজন উচ্চমানের মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর বুৎপত্তি লাভ করে সাধারণ অসাধারণ সব শ্রেণীর মানুষের কাছে খ্যাতির শীর্ষচুড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তিনি মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে যে কথা লিখেছেন, এখানে তা হুবহু সাধারণ মানুষের উপকারার্থে উল্লেখ করছি।

প্রশ্ন ঃ প্রতি বছর বুযুর্গ লোকদের কবরের কাছে লোকজন একত্রিত হয় এবং তার ওফাত দিবসে তারা উরুস করে। অথচ সময় ও কালের গতিধারাটি চলমান ও ঘুর্ণিয়মান, সে স্থিতিশীল নয়। অতএব এর বিধান ও হুকুম কি হবে?

উত্তর ঃ সময় ও কালটি যদিও গতিময় চলমান ও ঘুর্ণিয়মান, সে কখনোই স্থিতিশীল নয়। অতএব সে দিন, রাত, মাস ও বছরকে নিজের মধ্যে শামিল করে ঘুর্ণিয়মান থাকে। এটা শরীয়ত ও মানুষের কাছে সুপরিচিত বিষয়। সময় ও কালের ঘুর্ণায়মান ও চক্রবালটি যেমন শুরু হয় তেমনি শেষও হয়। আর এ ঘুর্ণয়নের হিসেব মাফিকই রমযান মাসে রোযা রাখা হয় এবং জ্বিলহজ্ব মাসে হজ্ব পালন করা হয়। এমনিভাবে অন্যান্য চন্দ্রমাসগুলোর ঘুর্ণয়নের বিধান ও হুকুম একই রকম। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলল যে, আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আশুরার দিন নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরআউনকে সাগর জলে নিমজ্জিত করেছেন। এর শুকরিয়ায় আমরা আশুরার দিন রোযা রাখি। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আশুরার দিন শোকরানা রোযা রাখা তোমাদের চেয়ে আমাদের অধিকার বেশী। তাই তিনি নিজে রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে প্রতি সোমবার রোযা রাখার উপদেশ দিয়ে বললেন, ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। ঐদিন আমার প্রতি প্রথম কুরআন নাযিল হয়েছে। ঐদিন আমি হিজরত করেছি এবং ঐদিনই আমার মৃত্যু হবে। এর ভিত্তিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দিন, তারিখ, মাস ও মানুষের জমায়েত হওয়ার প্রথাটিও ঘুর্ণিয়মান। যেহেতু পূর্ব থেকে এ প্রথা পালন ও সংরক্ষণ করার ধারাটি চলে আসছে। তাই এর হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য কবরে সমাহিত ব্যক্তির সন্তান বা কোন নিকট আত্মীয়ের জন্য লোকেরা অপেক্ষমান থাকে, যাতে তারা ঐদিন বিভিন্ন আদান প্রদান ও কাশফ দ্বারা অবহিত হতে পারে যে, ঐদিন আত্মীয় স্বজনদের আত্মা আলমে বরযখে সমবেত হয়। আর দোয়া, খতমে কুরআন ও পানাহার করান ইত্যাদি কাজগুলো করে তাদেরকে সাহায্য করা হয়। এ কাজগুলো বিদআত ও মুবাহ কাজ। কিন্তু খারাপ কাজ নয়। কিন্তু ঐদিন যদি সেখানে শরীয়ত গর্হিত কোন কাজ করা হয়, যথা চেরাগ জ্বালানো, কবরকে পোশাক ও গেলাফ পরিধান করানো এবং নানা প্রকার আনন্দফুর্তি করা। এমনিভাবে পরিচিত খারাপ কাজগুলো করা নিঃসন্দেহে খারাপ ও দোষণীয় বিদআত। এ ধরনের সমাবেসে উপস্থিত হওয়াও শরীয়তে নিষিদ্ধ।

(২৯) হযরত মাওলানা আল্লামা রাফী উদ্দীন (রহঃ)-এর উপরোক্ত উত্তর দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়।

(ক) কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বছর শেষে তার কবরের কাছে বহুলোক একত্রে যাওয়া ও জমায়েত হওয়া, সেখানে গিয়ে কুরআন মজীদ খতম করা, ফাতিহা করার জন্য মিষ্টান্ন বিতরণ করা এবং উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টন করা বা খাওয়ানো ইত্যাদি কাজগুলো যদিও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং খোলাফায়ে রাশেদার যামানায় ছিল না। তবুও এ সব কাজ করা খারাপ ও দোষণীয় নয়। বরং এ কাজগুলো দ্বারা জীবিত ও মৃতদের ফায়দা হওয়ার কারণে মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান কাজের মধ্যে পরিগণিত হয়। কোন ভাল কাজ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যামানায় পাওয়া না গেলে তা বৈধ না হওয়া এবং মাকরূহ ও বিদআতে সাইয়্যেয়াহ বা গুনাহের কাজ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা এ বিষয়টি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিকট থেকে পাই, যা ইমাম নববী (রহঃ) ও অন্যান্য ওলামায়ে দীন বিবৃত করেছেন। তারা বলেছেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবিত কাজই শরীয়তের নীতিমালার খেলাফ হয় না। বরং তা হয় মুস্তাহাব ও বিদআতে হাসানা। অতএব কারো জন্মদিনে বা মৃত্যুদিনে লোকজনের সমবেত হওয়া এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী করা অবশ্যই অবৈধ ও বিদআতে সাইয়্যেয়াহর মধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা কর্মের এ রূপটি শরীয়তী নীতিমালার পরিপন্থী।

(খ) রবিউল আউয়াল মাসে লোকজন কোন এক স্থানে জমায়েত হওয়া এবং মীলাদ অনুষ্ঠান করার জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করা। ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের স্মরণে মহররম মাসের আশুরার দিন বা অন্য কোন সময় অনুষ্ঠান পালন করা, তাতে শরীয়ত মাফিক সালাম ও শোকগাথা (মরছিয়া) পাঠ করা এবং কারবালার শহীদানের অবস্থার বিবরণ শুনে অশ্রুসজল নেত্রে কান্নাকাটি করা বৈধ ও জায়েয।

(গ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে আনন্দ অনুষ্ঠান করে লোকজন একস্থানে জমায়েত হয়ে শরীয়ত গর্হিত কার্যাবলী করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে খুশীর দিনে পরিণত করায় কোন দোষ নেই; বরং তা ছওয়াবের কাজ। ঐ দিন লোকেরা সমবেত হয়ে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা, হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বর্ণনা করা, দুরূদ শরীফ পাঠ করা, মিষ্টান্ন ও খাদ্য সামগ্রী লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা ইত্যাদি পুণ্যময় কার্যাবলী করা মুস্তাহসান ও ছওয়াব লাভের কার্যকারণ।

(ঘ) সময় ও কালটি যদিও গতিশীল ও ঘুর্ণায়মান, স্থিতিশীল নয়। তবুও কালটি রাত দিন মাস ও বছরের মধ্যে নিহিত। শরীয়তেও ভৌগোলিক নিয়ম অনুযায়ী তার ঘুর্ণায়মান অবস্থাটি স্বীকৃত। একটি ঘুর্ণিয়ন শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় ঘুর্ণিয়নের পালা শুরু হয়। অতএব ঘুর্ণয়নের পালাগুলো স্বাভাবিকতার পরিপন্থী নয়। প্রত্যেকটি ঘুর্ণয়নের বিধান একই রূপ। অতএব আমরা রমযান মাসের হিসেব অনুযায়ী রোযা রাখি এবং জিলহাজ্ব মাসের হিসেব অনুযায়ী হজ্ব পালন করি। আর অন্যান্য ইবাদাতও অনুরূপভাবে মাসের হিসেবে করি। যেমন রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করি। ইত্যাদি কার্যাবলী প্রতি বছরই মাসের হিসেবে করি। আর মাসের হিসেবের নির্দিষ্ট দিনেই আশুরার রোযা, সোমবারের রোযা, আইয়াম বীযের রোযা, আরাফাতের দিবসের রোযাসহ শরীয়তের অন্যান্য কর্মগুলোও নির্দিষ্ট দিন, মাস ও বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিজড়িত।

(ঙ) পঞ্চম যে বিষয়টি আমরা অবগত হই তা হচ্ছে কোন ব্যক্তির মৃত্যু দিবসে উরস পালন উপলক্ষে লোকজনের জমায়েত হওয়া এবং ছওয়াবের হাদীয়া মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি বখশীশ করা, কুরআন মজীদ পাঠ করা, লোকজনকে পানাহার করানো, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, কেউ কেউ অবগত হয়েছে যে, ঐদিন আলমে বরযখে উরুসকারীদের আত্মীয়-স্বজনরা জমায়েত হয়। অতএব কুরআন খতম পানাহার করানো ইত্যাদি কাজ করে তাদের জন্য দোয়া করা তাদেরকে সাহায্য করা বিদআত হলেও মুবাহ কাজ। এরূপ করা খারাপ ও দোষণীয় নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো শুধু কেবল মাওলানা আল্লামা রাফী উদ্দীন (রহঃ)-এর একারই বক্তব্য নয়। বরং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম থেকেও এরূপ বক্তব্য বিদ্যমান। যেমন মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-ও এই একই পথে চলেছেন এবং একই হুকুম বিবৃত করেছেন। তিনি কালের ঘুর্ণায়নের বিষয়টি দিন, মাস ও বছরব্যাপী হওয়ার কথা আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ)-এর পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আমরা একথাও অবগত হই যে, জমহুর ওলামায়ে কেরামও উল্লেখিত অভিমতের ধারক ও বাহক। তারা শরীয়তের অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রেই একমত। তারা প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ শরীফের

অনুষ্ঠান পালনকে অনুরূপই মনে করেন। যেরূপ আশুরার রোযা ও সোমবারের রোযা পালনকে মুস্তাহসান ও মুস্তাহাব বিষয় মনে করে থাকেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হযরত মূসা (আঃ) ফিরআউনের কবল থেকে নাজাত লাভের শুকরিয়ায় আশুরার রোযা পালন করতেন এবং সোমবারের রোযা পালন করতেন নিজের জন্ম দিবসের শোকরানায়। অতএব প্রতি বছরই মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান রবিউল আউয়াল মাসে পালন হয়। মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালন দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ত্ব, ফযীলত, মুজিযা এবং ইসলামের যাবতীয় আদর্শ ও নীতিমালার প্রচার ও প্রসার ঘটে। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট নেয়ামত, মীলাদ শরীফ দ্বারা সে নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করা হয়। যেমন সোমবারের রোযা পালন করে তার জন্মের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। মোটকথা আশুরার রোযা, সোমবারের রোযা যেমন মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান, অনুরূপ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানও মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান কাজ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শরীয়ত গর্হিত কাজের অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট দিনে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করার বিবরণ

(১) ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত আহমদ সিরহিন্দী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) তার মাকতুবাতের তৃতীয় খণ্ডের ৭২নং মাকতুবে (চিঠিতে) তার খলীফা খাজা হুসসামুদ্দীনের কাছে লিখেছেন যে, প্রচলিত মীলাদ মাহফিলে সুললিত কণ্ঠে কুরআন মজীদ কাসীদা ও নায়াত পাঠ করা হয়। এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে খুব ভাল কাজ ও মুস্তাহাব কাজ। তিনি মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতেন এবং অন্যান্য লোকদেরকেও উৎসাহিত করতেন। তিনি তৃতীয় খণ্ডের অন্য এক মাকতুবেও মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) মীলাদ অনুষ্ঠানে সিমা করতে ও গান বাজনা করতে নিষেধ করতেন। আর মীলাদ মাহফিলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকাহিনী আলোচনা কালে কিয়াম করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। (গ্রন্থ দীর্ঘকায় হওয়ার আশংকায় তার পত্র এবং তার হুবহু অনুবাদ দেয়া হল না)।

(২) উপমহাদেশ বিখ্যাত শায়খ ও পীর হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)-এর মীলাদ শরীফ সম্পর্কে অভিমত ঃ

জৌনপুরের বিখ্যাত শায়খ ও পীর হযরত মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) মীলাদ শরীফ সম্পর্কে "রেসালাতুল ফায়সালাহ" কিতাবে দীর্ঘকায় এক প্রবন্ধ উর্দু ভাষায় লিখেছেন। আমরা সে প্রবন্দটি বঙ্গানুবাদ করে পাঠকবর্গের কাছে উপস্থিত করছি।

"বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং দুরূদ প্রেরণ করছি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। এ ফকীর কারামত আলীকে যারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এবং উপস্থিত অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় মহব্বত করেন। আর নিজের ইমামের মাযহাব দৃঢ়তার সাথে আকড়িয়ে আছেন। মুর্শিদে বরহক হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ)-এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তার সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবকে সত্য কিতাব বলে মনে করেন, তাদেরসহ মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার সালাম। মুবারক পুরের হাজী সাঙ্গারের মুখে শুনলাম যে, আজমগড়ের মৌলভী ফায়েজ উল্লাহ সাহেব হাজী সাহেবকে বলেছেন, ইজাহুল হক কিতাব রহিত করায় আমাদের গণ্ডে চপোটাঘাত করা হয়েছে। অতএব মৌলভী সাহেবের কাছে হাতজোড় করে বলবেন, তিনি যেভাবে তাদেরকে বাতিল করেছেন, অনুরূপ ভাবে তিনি যেন একথা লিখে দেন যে, এ কিতাব বিশুদ্ধ। আমাদের থেকে যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে। একথা বললে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে। এখন আর তাতে কোন ভুল ভ্রান্তি নেই। ইজাহুল হক কিতাব সম্পর্কে কোন এক স্থানে আমি লিখেছিলাম যে, এ কিতাব কে লিখেছে? সে স্থানের তিনজন মৌলভী সাহেব খুব নির্ভরযোগ্য লোক। তারা হলফ করে লিখেছেন যে, ইজাহুল হক কিতাব খানা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব লিখেছেন। সে স্থানটির নাম সম্পর্কে হাজী সাহেব বলেছেন, আমার স্মরণ নেই। এ কথা শুনে আমার মনে খুব অনুশোচনা হল। এ ফকীর "এতমিনানুল কুলব" কিতাবে ইজাহুল হক কিতাবের অনিষ্টতা এবং লেখকের মাযহাব হীনতা (লা মাযহাবিয়াত) সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। আর ফিকাহের কিতাবের যেসব মাসয়ালা ইজাহুল কিতাবে বাতিল লিখেছে তাও আমি প্রকাশ করেছি।

আমার মুর্শিদ হযরত সাইয়্যেদে আহমদ (রহঃ)-এর কিতাব "সিরাতুল মুস্তাকীমের যেসব স্থানকে ইজাহুল হক কিতাবের যেসব স্থানে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন তাও আমি প্রকাশ করে লিখেছি যে, "সিরাতুল মুস্তাকীম"

কিতাবের প্রণেতা হচ্ছেন আমার মুর্শিদ সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ)। আর এ কিতাবকে লিপিবদ্ধ করেছেন হযরত মাওলানা ইসমাঈল (রহঃ)। আর "ইজাহুল হক" কিতাবের প্রণেতা অন্য কোন মৌলভী ইসমাঈল হবেন। এ কাজ করে আমি কি অন্যায় করলাম? আমি কেবলমাত্র আমার মুর্শিদ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল (রহঃ) সুন্নাতুল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ও অনুসারী হওয়ার কথাই লোকদেরকে অবহিত করেছি। আর ইজাহুল হক কিতাবের প্রণেতা লা-মাযহাবী হওয়া এবং আমাদের মুর্শিদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিয়েছি। খুব বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইজাহুল হক কিতাবে সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবের যে সব বিষয় বাতিল করেছে তা দ্বারা মৌলভী সাহেবের গণ্ডে চপেটাঘাত না হলে সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে ইজাহুল হক কিতাব ও সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাব পাঠ করা। আর তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে, ইজাহুল হকের প্রণেতা সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবকে রহিত করেছে কিনা। সে বাতিল করণে নিজেদের মুর্শিদ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ)-এর সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবকে সত্য মনে করবে। আর ইজাহুল হক কিতাবকে মিথ্যা মনে করবে। কি আশ্চর্য্যের কথা যে, উভয় কিতাব মিলিয়ে পাঠ না করে এবং সত্য কোনটি তা সন্ধান না করে আমাদেরকে বলা হল যে, আপনি ইজাহুল হক কিতাবের সমর্থনে সত্য কিতাব লিখে দেন। অতএব মুসলমান ভাইরা বিচার করুন যে, আমরা দীর্ঘদিন থেকে যে মুর্শিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছি, তা একজন মিথ্যাবাদী মুর্খ ও লা–মাযহাবী ও অখ্যাত ব্যক্তির লেখা পাঠ করে কিভাবে পরিত্যাগ করতে পারি। আর ইজাহুল হক কিতাব লিখে আমাদের চড় মারা হয়েছে তা কিভাবে চোখ বুঝে মেনে নিতে পারি। সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাব বাতিল হলে আমাদের গণ্ডে চড় লাগবে না এ বিষয়টি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকদের বিশেষ করে ওয়ায়েজদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। এহেন মিথ্যা কিতাবের ধোকা ও প্রতারণা থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষা করা উচিত। সকলের এ বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করা উচিত যে, ইজাহুল হকের গ্রন্থকার যখন সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবকে রহিত করেছে, তখন মাওলানা ইসমাঈল সাহেবই ইজাহুল হক গ্রন্থের প্রণেতা। সুতরাং তার গ্রন্থ দ্বারা আর কি উপকার হতে পারে? বেল পাকলে কাকের পিতার কি উপকার। সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাব রহিত করার দোষটা মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের প্রতিই আপতিত হয়।

এমনিভাবে মিলাদ শরীফ ও কিয়াম করার বিষয়টির ব্যাপারেও ইজাহুল হক কিতাবের ভক্তবৃন্দের বক্রবুদ্ধির অবস্থাটিও মনে করবে। যারা মীলাদ শরীফ

পড়তে ও কিয়াম করতে নিষেধ করে এবং মক্কা মদীনার লোকদের প্রতি দোষারোপ করে ও তাদের দোষক্রটি অন্বেষণ করে। তারা নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের তাকলীদ (অনুসরণ) করাকে ওয়াজিব বলে না এবং ফিকাহের কিতাবের মাসয়ালা আমল করাকেও ওয়াজিব মনে করে না। এ কাজে লা-মাযহাবী ও ওহাবী মতবাদের অনুসারীরা খুবই ব্যতিব্যস্ত। আমি আমার "রিসালাতুল মুলাখ্যাস" কিতাবে পঁচিশজন বিখ্যাত আলেমের অভিমত ও আমল এবং আমাদের তরিকার বিখ্যাত বুযুর্গের মতবাদ দ্বারা মীলাদ শরীফ ও কিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছি। বিশেষজ্ঞ লোকদের মধ্যে মাত্র একজন সুধীকেই বিপক্ষে দেখতে পাই, যিনি মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করেন। তিনি হচ্ছেন মালেকী মাযহাবের চিন্তাবিদ আল্লামা ফাকেহানী। বিপূল সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদের প্রতিকূলে একজন চিন্তাবিদের কথার গুরুত্ব কতটা তা সবার বিবেচ্য বিষয়।

কিয়ামের বিষয়টি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ (মুজতাহিদ) এবং পবিত্র মক্কা শরীফের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য দু'জন প্রাচীনতম আলেম ও মুফতীর অভিমত দ্বারা এবং বড় বড় নির্ভরযোগ্য কিতাবের দলীল দ্বারা শরীয়ত সম্মত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। এ কিয়াম হচ্ছে তাজীমী কিয়াম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা কিয়ামের ভিত্তিমূল প্রমাণিত।

এখানে একটা বিরাট কায়দার কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, "মওলুদুন নবী" কথায় মীলাদ শব্দটি তাজীম ও সম্মান প্রদর্শনের প্রতি ইযাফত হয়েছে। যেমন বায়তুল্লাহর ইযাফত এবং আবদুল খলীফার ইযাফত। অর্থাৎ কখনো কোন জিনিসকে যদি বড় ও সম্মানিত কোন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত করা হয়, তখন তা দ্বারা ঐ ছোট জিনিসটির সম্মান প্রমাণিত হয়। যেমন ঃ নবীর মীলাদ, নবীর গোপ মোবারক, নবীর নায়ালাঈন (জুতা) শরীফাইন ইত্যাদি। যেমন ঃ আল্লাহর ঘর, বাদশাহর গোলাম বলা হয়। এ স্থানে ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য প্রমাণিত হয়। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমিকদের মীলাদ শরীফের তাজীম ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা কর্তব্য। যারা ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়েছে তাদের তাওবা করা উচিত এবং যারা মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। এমনিভাবে কোন ইযাফত যদি তুচ্ছতা ও হীনতা বুঝাবার জন্য হয়, তখন তুচ্ছ ও হীন জিনিসের সাথে বাঞ্ছিত জিনিসটিকে

সম্পর্কিত করা হয়। যেমন নাপিতের পুত্র। এ ফায়দার বিষয়টি "মুখতাসারুল মায়ানী" কিতাবে লক্ষ্য করবেন। মোটকথা মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানকে তুচ্ছ মনে করা বৈধ নয়। অথবা মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বিদআতে মাযমুমাহ (খারাপ ও দোষণীয় বিদআত) বলা অথবা পথভ্রষ্ট বলা অথবা হারাম বা মাকরূহ বলা বৈধ নয়।

মীলাদ শরীফকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য একখানা পুস্তক লেখা হয়েছে। যার নাম হচ্ছে "গায়াতুল কালাম ফী ইবতালে আমলিল মাওলুদ ওয়াল কিয়াম" পুস্তকের নামে বেশ ছন্দ মিলানো হয়েছে বটে। কিন্তু লেখকের ঈমানের অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন। মীলাদ শরীফের বিষয়টি তর্কবিতর্ক করে বা মৌখিক আলোচনা দ্বারা বাতিল করা যাবে না। মুখতাসারুল মাআনী কিতাবের বিষয়বস্তুর সমমানের কোন কিতাব দ্বারাও বাতিল করা সম্ভব হবে না। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা দ্বারাই তোমরা ওহাবীদের মাযহাব ও চিন্তাধারা কি এবং তাদের বিদ্যার গভীরতা কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারবে। এখন পর্যন্ত কোন পুস্তকের দ্বারা কিয়াম করাকে বাতিল করা হয়নি। বর্তমানে ওহাবীরা তাদের পুস্তিকায় মীলাদে কিয়াম করতে নিষেধ করছে। কোন মুর্খ লোক কিয়াম করতে নিষেধ করলে তার কথা কে শোনে। আমার লিখিত "মোলাখ্খাস" কিতাব খুব দ্রুতই ছাপিয়ে বের হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ সে কিতাব দ্বারাই মীলাদ ও কিয়ামের সমস্যা দূর হবে এবং বিরোধীদের দলীলের অসারতাও প্রমাণ হবে।

মক্কা মদীনা যে ইসলামী দেশ তা সর্বজন বিদিত। সুতরাং মক্কা মদীনায় যে মাযহাব নেই সে মাযহাবকে অমৌল ও ভিত্তিহীন মনে করবে। আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, পবিত্র ওলামাদের বিরাট দলের অনুকরণ অনুসরণ করার মধ্যেই বিরাট কল্যাণ নিহিত। রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খারেজীরা যে নীতির ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হতে বের হয়েছে, তাদেরকে কাফের বলে যারা বিশ্বাস রাখে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বাস্তবে দেখা যায় যে, আমাদের এ যুগে নজদ থেকে আবদুল ওহাব নামে এক লোক বের হয়েছে। সে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে পবিত্র মক্কা মদীনা দখল করে নিয়েছে এবং নিজেদের মতবাদের বিরাট প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়। তাদের আকীদা হল যারা তাদের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী আকীদা পোষণ করে তারা মুসলমান নয়, তারা মুশরিক। এহেন আকীদা পোষণের ফলেই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

অনুসারী লোকদেরকে হত্যা করাকে মুবাহ মনে করে। আল্লাহ তাআলা তাদের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করেছেন এবং তাদের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন ১২৩২ হিজরী সনে।

মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে ইয়ামন ও সিরিয়া অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সে হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নজদে ভূকম্পন সৃষ্টি হবে। সেখান থেকে নতুন এক ফেৎনার উদ্ভব হবে। সেখান থেকে শয়তানের সেনাদল ও তাদের সাহায্যকারী বের হবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসটি মুজিযা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এখন আমরা সে হাদীসেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। ওহাবীদের ফেৎনাবাজী আমাদের দেশেও বিস্তার লাভ করেছে। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় ওহাবীরা সফল হবে না। তারা এদেশ থেকে বহিষ্কৃত হবে।

ওহাবীদের মধ্যে অনেকগুলো উপদল রয়েছে। তাদের একটি দল মাযহাবের অনুসারীদের (মোকাল্লাদীন) সমস্ত লোককে মুশরিক মনে করে। কুরআন মজীদে মুশরিকদের সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোকে তারা মাযহাব অনুসারীদের সম্পর্কে ব্যবহার করে। তারা কোন মাযহাবকেই অনুসরণ করে না। ভারতের অনেক স্থানে তাদের আস্তানা আছে। বানারস, আজমগড়, সূর্যগড়, কলিকাতা, ঢাকা, রামপুর, বোয়ালিয়া বিভিন্ন স্থানে আস্তানা করে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। ওহাবীদের আর একটি উপদল আছে যারা মাযহাব মানে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী ও হানাফী বলে পরিচয় দেয়। যেমন বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালসহ তৎসংশ্লিষ্ট এলাকায় দুদুমিয়ার গ্রুপের লোকেরা, চিটাগংয়ের মোখলেসুর রহমান গ্রুপের লোকেরা। এমনিভাবে ওহাবীদের আরো অনেক গ্রুপ আছে, যাদেরকে চেনা কঠিন। তারা নিজেদের গ্রুপের লোক ছাড়া সকলকেই মুশরিক মনে করে। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা কিছু বলে না। তারা সাধারণ মুসলমানদের সাথে নামাযও পড়ে। কিন্তু কোন মাসয়ালা নিয়ে মতানৈক্য হলে তখন তারা নিজেদের গ্রুপের পক্ষই অবলম্বন করে। অন্য কারো কথা তারা শোনে না। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পুরানো ওহাবীরাই ছদ্মবেশে বিরাজ করছে, যারা পুরানা আকিদা বিশ্বাসের উপরই কায়েম আছে। কেউ ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তারা নিজ গ্রুপের লোক ছাড়া অন্যান্যদেরকে মুশরিক মনে করার কারণে নিজ গ্রুপের মতবাদ ব্যতীত অন্যকোন আলেমের কথা তারা মানে না। তারা পবিত্র মক্কা মদীনার আলেমগণসহ দুনিয়ার সমস্ত আলেমদেরকে পেটুক ও রোযগারী আলেম আখ্যায়িত করে। এমনকি রামপুর ও

বোয়ালিয়ায় এক প্রতারক নিজেকে অলী বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা বিদআতে সাইয়্যেআহ এবং গুনাহের কাজ। আর তাতে কিয়াম করা শিরকী। আর তাদের কথা মাফিক মক্কা মদীনার আলেম ও মুফতীগণ রোমের বাদশাহ ও অন্যান্য সবলোক কিয়াম করার কারণে মুশরিক। নাউযুবিল্লাহ।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে ভ্রান্ত কথা ও মতবাদের উপর একমত করবেন না। এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় আশায়াতুল লুমুআত গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এটা হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে বিশেষভাবে এ বৈশিষ্ট্যটি দান করেছেন। যে বিষয়টিতে এ উম্মতের লোকেরা ঐকমত্য হবেন, সে বিষয়টি হবে হক ও সত্য বিষয়। এ হাদীসটি আশআতুল লুমুআত গ্রন্থের ইতেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাত অধ্যায়ে বিদ্যমান।

ওহাবী মতবাদের অনুসারী লোকেরা নিজ গ্রুপের দু'তিনজন লোকের নাম উল্লেখ করে বলেন, আমরা অমুক অমুক লোকের কথা মেনে চলব। কোন মাসয়ালা জানতে হলে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করব। এ হচ্ছে এ প্রতারক দলের একটি বিরাট অপকর্ম। এদের থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পবিত্র মক্কা মদীনার ওলামা ও মুফতীগণের মতবাদ ও ফতোয়া মেনে চলা। কেননা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর ভারতের সমস্ত ওলামাদের কথা মান্য করে চলা এবং তাদের কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা। ওহাবীরা ভারতের ওলামাদের কথা মেনে চলতে তাদের গ্রুপের লোকদেরকে নিষেধ করে। তারা নিজেদের গ্রুপের চার/পাঁচজন আলেমের কথা মেনে চলার জন্য এবং তাদের কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য তারা তাদেরকে তাগিদ করেন এবং পত্র পাঠিয়েও এ বিষয় অবহিত করেন। সুতরাং সুন্নাত আল জামাআতের হাজার হাজার আলেমকে পরিত্যাগ করে নিজ গ্রুপের দু'তিনজন আলেমকে চয়ন করা এবং তাদের কাছে গিয়ে নিজ দলের অনুসারীদেরকে পানি পান করতে বলা এবং লা-মাযহাবী হওয়াকে সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা ও সুন্নাতুল জামাআতকে পরিত্যাগ করে চলতে বলা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তোমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। যেমন কোন এক ব্যক্তি একসের উত্তম ও পাকা স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল, তোমরা শত শত স্বর্ণকারের কাছে আমার স্বর্ণ নিয়ে

পরীক্ষা কর। তারা পরীক্ষা করে যদি আমার স্বর্ণকে নিখাদ ও ভাল বলে তাহলে এক তোলা ষোল টাকা মূল্যে ক্রয় করতে পার। অপর দিকে আর এক ব্যক্তি এক সের পিতল এনে গোপনে গোপনে অজ্ঞ লোকদেরকে বলল, আমার স্বর্ণ খুব ভাল স্বর্ণ। আমরা এ স্বর্ণ প্রতি তোলা সতের টাকায় বিক্রি করি। তোমরা দরাদরি করবে না। ইচ্ছা হলে ক্রয় করতে পার। কোন খরিদ্দার দাড়িয়ে যখন বলে যে, আমার সাথে দশ-বিশজন স্বর্ণকারের পরিচয় আছে তাদের কাছে চল। পরীক্ষা করার পর তারা তোমার স্বর্ণকে নিখাদ ও ভাল বললে আমরা তোমার সব স্বর্ণ ক্রয় করব। তখন সে ব্যক্তি বলে যে, পৃথিবীর সব স্বর্ণকারই অন্ধ, কেবল আমারই চোখ আছে আর আমার সাথের অমুক অমুকের চোখ আছে। তুমি আমার থেকে স্বর্ণ খরিদ করতে হলে, আমাদের চোখে খরিদ করতে হবে। এখন ভাই বলুন, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদী কে? এহেন ঠগবাজের কথা কি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রহণ করবে? আমরা বলতে চাই যে, আমাদের কথা ও মতবাদকে ভারত ও বাংলার হাজার হাজার সুন্নাতুল জামাআতের আলেমের কাছে এবং পবিত্র মক্কা মদীনার ওলামাসহ পৃথিবীর সমস্ত সুন্নাত আল জামাআতের ওলামাদের দ্বারা পরীক্ষা করাও। তারা সত্যায়িত করলে আমাদের কথা মেনে চল। আর তারা সত্যায়িত না করলে এবং মিথ্যা বললে, আমাদের কথা ও মতবাদ পরিত্যাগ কর। আর আমাদেরকেও অবহিত করবে যাতে আমরা তাওবা করে সঠিক পথে চলতে পারি। আসল কথা হচ্ছে উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হবে সব বিষয়ের ফায়সালা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দিয়ে গেছেন।

সংক্ষিপ্ত ফায়সালা হচ্ছে, সে হাদীসটি যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয় একটি হাদীস আছে যা সমস্ত মতানৈক্যতা দূর করার জন্য যথেষ্ট। সে হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের "ছওয়াবু হাযিহিল উম্মাতি" অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যমান।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ اُمَّتِىْ مَثَلُ الْمَطَرِ لَايُدْرٰى اَوَّلُهُ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهُ ـ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ আমার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টির পানির মত। কেউ জানে না এ পানির প্রথম পানি উত্তম, না শেষের পানি উত্তম।

আশআতুল লুমুআত কিতাবে এ হাদীসটির ব্যাখ্যা বিদ্যমান। তার সারকথা হল সমগ্র উম্মতই উত্তম উম্মত। বৃষ্টির পানি সবই উত্তম ও ফলপ্রসূ। এমনিভাবে এ উম্মত উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে সবই সমান। অর্থাৎ সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত পুন্যবান হওয়ার দিক দিয়ে সমান। অতএব প্রথম হাদীস ও এ হাদীস মিলিয়ে একথাই প্রমাণ হয় যে, সাহাবীদের যুগ হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যে যুগের উম্মত যে বিষয়ে ঐকমত্য হবেন, তা কক্ষনোই ভ্রান্ত হবে না। সুতরাং একস্থানে বসে দু'চার ব্যক্তির বহাস করা ও ঝগড়া বিবাদ করা এবং জয় পরাজয় হওয়া দ্বারা কোনই ফল হবে না। এটা হচ্ছে মুখ রক্ষা করার কৌশল মাত্র। আসল কথা হচ্ছে তা, যা উভয় হাদীস দ্বারা জানা যায়। অতএব যে ব্যক্তি নিজ মতবাদকে ঐকমত্য বলবে, তাকে সব যুগের লোকেরাই চিনবে যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী। যেমন মীলাদ ও কিয়ামের মাসয়ালা এবং মুরীদ হওয়ার বিষয়টি। তাওজীহ, মাজালেসুল আবরার এবং সুন্নাতুল জামাআতের মাযহাবের অনেক কিতাব দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, সাধারণ উম্মত দ্বারা সুন্নাতুল জামাআতকেই বুঝানো হয়। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত লোক তারাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা তাঁর সাহাবীদের তরীকা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তাদেরকে কখনো আহলে বিদআত বলা হয় না। এখান থেকে শুরু করে মক্কা মদীনার সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিত্যাগ করে নজদের ওহাবী মতবাদের দু'চারজন লোকের কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা এবং তাদের ফায়সালা মেনে চলা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করা নয়? অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদের লোকদেরকে শয়তানের সেনাদল বলেছেন। আর তাঁর ও সাহাবীদের অনুসরণকারীদেরকে নিজ উম্মত বলে অভিহিত করেছেন। হে মুসলমান ভাইরা আমি আপনাদের কল্যাণকামী। আমি এ "রেসালাতুল ফায়সালা" আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। ওয়াস্সালাম।

(৩) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

ভারতবর্ষের অতি প্রবীনতম আলেম শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত "মাদারিজুন নবুওয়াত" কিতাবে মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে লেখেন ঃ

"আবু লাহাবের দাসী ছোয়াইবিয়াহই সর্ব প্রথম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে জন্ম গ্রহণ করেন সে রাতে ছোয়াইবিয়াহ আবু

লাহাবের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ দিল যে, তোমার মৃত ভ্রাতা আবদুল্লাহর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ সংবাদে আবু লাহাব খুশী হয়ে ছোয়াইবীয়াহকে দাসত্ব হতে মুক্তি দেয় এবং ঐ নবজাতক শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে বলে। আবু লাহাব কুরআন মজীদে ঘোষিত একজন কাট্টা কাফের। তার মর্মান্তিক খারাপ পরিণতির কথা কুরআন মজীদেই বিবৃত হয়েছে। এহেন ব্যক্তিকেও তার পরকালের শাস্তিতে সোমবার দিন কিছুটা লাঘব করা হয়। কারণ সে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়ায় খুশী প্রকাশ করেছিল এবং ছোয়াইবিয়াহকে দুগ্ধ পানের নির্দেশ দিয়েছিল ও মুক্ত করেছিল। এ কারণে সোমবার দিন তার শাস্তিতে লাঘব করা হয়। অতএব কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়ায় খুশী প্রকাশ করে এবং তাঁর মহব্বতে অর্থকড়ি দান সদকা করে, তার অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে মিলাদুন নবী অনুষ্ঠান পালন করণে শরীয়ত গর্হিত সর্ব প্রকার খারাপ কাজ ও নিষিদ্ধ গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

মীলাদ মাহফিলে কিয়াম করার বিবরণ

(১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ অনুষ্ঠানে কিয়াম করা প্রসঙ্গে "ইনসানুল উয়ূন ফী সীরাতে আমীনিল মামুন" কিতাবে লেখেন ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ অনুষ্ঠানে যখন তাঁর জন্ম গ্রহণের কথা আলোচিত হয়, তখন তাঁর সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়া লোকদের প্রচলিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ কিয়াম করা বিদআত। ইসলামের উত্তম তিন যুগের কোন যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। তবে এ বিদআত হচ্ছে বিদায়াতে হাসানা। কেননা, সব বিদআতই খারাপ ও দোষণীয় নয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তারাবীহ নামাযের জন্য লোকদের জমায়েত হওয়াকে উত্তম বিদআত বলেছেন। হযরত আলইয ইবনে আবদুস সালাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিয়াম করাকে বিদআতের মধ্যেই গণ্য করেন। আর বিদআত পাচঁ প্রকারে বিভক্ত। ওলামায়ে কেরাম এ পাঁচ প্রকারের উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। এখানে তার বর্ণনা দীর্ঘকায় হওয়ার কারণে করা হল না। কিয়াম করাটা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত সেই হাদীসের পরিপন্থী নয় যাতে তিনি বলেছেন, তোমরা নতুন কর্ম থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, প্রত্যেকটি নতুন কর্মই (বিদআত) ভ্রান্ত ও বাতিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন নতুন কর্ম সৃষ্টি করে, যা আমাদের ধর্মে নেই তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসগুলো হচ্ছে আম ও ব্যাপক। কিন্তু এর দ্বারা বিশেষ বিশেষ (খাস) নতুন কর্মের কথা বুঝানো হয়েছে। ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যেসব নতুন কর্ম সৃষ্টি করা হয়, তা কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও সাহাবীদের আছারের পরিপন্থী হলে তা ভ্রান্ত ও বাতিল। আর যেসব নতুন কর্ম কল্যাণজনক এবং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছারের খেলাফ নয় তা প্রশংসনীয় নতুন কাজ (বিদআতে মাহমুদা)। যেহেতু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক উল্লেখের সময় কিয়াম করা হয়। ইমামগণ এবং তাদের অনুসারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ থেকেও কিয়াম করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেহেতু এটা বিদআতে হাসানা। যেমন ইমাম তকী উদ্দীন সাবকী। আর এ

বিষয় তাকে অনুসরণ করেছেন ইসলামের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দীন। তার যামানায় কোন কোন লোক তার সম্পর্কে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক সময় ইমাম সাবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অনেক আলেম ওলামা উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ কোন এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় লিখিত আল্লামা সারসারীর কয়েকটি কবিতা আবৃতি করতে আরম্ভ করল, কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু হল এই ঃ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা যদি রৌপ্যের পাত্রে স্বর্ণের কালি দ্বারা লেখা হয় তা কক্ষনোই শেষ হবে না। তা হবে খুবই স্বল্প। এ ছন্দমালা শোনা মাত্রই ইমাম সাবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দাড়িয়ে গেলেন। আর মজলিসে উপস্থিত সকলে তাকে অনুসরণ করে দাড়িয়ে গেলেন। মজলিসে উপস্থিত সকলের মধ্যে একটি বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ভাবধারা সৃষ্টি হল। মোটকথা এ ধরনের ইমামের আচরণ অনুকরণ করাই কিয়াম মুস্তাহাব হওয়ার অনুকুলে যথেষ্ট প্রমাণ।

(২) মাওলানা কারামত আলী দেহলবী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কারামত আলী দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর স্বরচিত "সীরাতুল মুহাম্মাদীয়া ওয়াত্ তারীকাতুল আহমদীয়া" কিতাবে মীলাদে কিয়াম করা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

অধিকাংশ লোকের এই অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা যখন এ দুনিয়ায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের আলোচনা শুনতে পায়, তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিয়াম করে অর্থাৎ দণ্ডায়মান হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম যখন উল্লেখ হত, তখন ইমাম সাবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উঠে দণ্ডায়মান হতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতেন এবং তাকে অনুকরণ করে চলতেন।

(৩) সিরাতে শামীয়াহ গ্রন্থকারের অভিমত ঃ

সীরাতে শামীয়াহ গ্রন্থকার লিখেন, অধিকাংশ নবী প্রেমিক লোকের অভ্যাস হচ্ছে তারা যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনীর আলোচনা শুনতে পায় তখনই তারা উঠে দাড়িয়ে যায় অর্থাৎ কিয়াম করে। এ কিয়াম হচ্ছে তাজীমী বিদআত। অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নতুন কর্ম ধারা। এ নতুন কর্মটির উত্তম তিন যুগের মধ্যে কোন যুগে অস্তিত্ব ছিল না। খাটি নবী প্রেমিক আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ সারসারী রহমাতুল্লাহি

আলাইহি তার রচিত দেওয়ান নামক পুস্তকে একটি কাসিদায় এই ছন্দময় কবিতাটি লিখেছেন ঃ

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب +

على فضة من خط احسن من كتب

وان تنهض الاشراف عند سماعه +

قياما صفوفا او جثيا على الركب .

اما الله تعظيما له كتب اسمه +

على عرشه ما رتبه سمت الرتب .

"রৌপ্যের পাত্রে স্বর্ণের কালি দ্বারা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা ও স্তুতি লিখা হলেও তা হবে খুবই সামান্য। তাঁর আলোচনা শোনার সময় সম্মানিত লোকেরা যদি দণ্ডায়মান হয় এবং কাতার বন্দী হয়ে দাড়ায়। আর আরোহী লোকেরা যান বাহনের উপর দাড়ায়, তাও হবে সামান্য শ্রদ্ধা। তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অথবা তাঁর উচ্চ মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁর নামটি আরশে লিখে রেখেছেন, যাতে সৃষ্টিকুল তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।"

ঘটনাক্রমে পাঠক এ কাসিদাটি তখন পাঠ করছিল যখন ইমাম তাকী উদ্দীন সাবকী (রহঃ) পাঠদান কাজ শেষ করেছেন। তখন তার কাছে ছিলেন বড় বড় নামজাদা ওলামা, মুফতী ও কাজীগণ। কবিতা পাঠক যখন একথা আবৃত্তি করছিলেন যে, তাঁর জীবন চরিত আলোচনাকালে যখন সম্মানিত লোকেরা উঠে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইমাম সাবকী এ কথাগুলো শুনে দণ্ডায়মান হলেন। যাতে কবিতা প্রণেতার কথাটির বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। এতে তার সাথের লোকদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক ভাবধারা বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায়। তারা সকলেই এক সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এমনটি আল্লামা সাবকীর ছেলে শায়খুল ইসলাম আবু নসর আবদুল ওহাব তার রচিত জীবনী গ্রন্থ "তাবকাতুল কাবীরী" কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের উল্লেখিত কথার মর্ম হল, কিয়াম করা বিদআত। এর কোন অস্তিত্ব পূর্ব যামানায় ছিল না। কিন্তু বিদআত হলেও তা সইয়্যেয়াহ নয়; বরং বিদআতে হাসানা। তাই "সীরাতে হালবী" গ্রন্থকার লিখেছেন যে, মীলাদে কিয়াম করার কোন অস্তিত্ব উত্তম তিন যুগের কোন যুগে ছিল না। মাওলানা সালামাতুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তার কিতাবে এরূপই

উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন–

আমাদের যামানায় মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান যে রূপরেখায় করা হয় তা উত্তম তিন যুগের কোন যুগে ছিল না। তাই এটাকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। আল্লামা ইমাম সাখাবীসহ অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরাম এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেহেতু মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানটি তিনটি ভিত্তিমূল থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। আর এ তিন ভিত্তিমূল প্রথম যুগে অর্থাৎ নবী যুগে বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইবনে দাহিয়াহ এ তিন ভিত্তিমূলের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মীলাদ শরীফের কোন ভিত্তি নেই এ কথাটি বাজে কথা। মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বিদআতে হাসানা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এমনিভাবে মীলাদ শরীফের মধ্যে কিয়াম করাটাও বিদআতে হাসানা। এটাও হাদীস থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। দীনের প্রবীন চিন্তাবিদ ও মাশায়েখে এজাম গভীরভাবে অনুসন্ধান করে বের করেছেন যে, মীলাদ ও কিয়াম উভয়টির মধ্যে কর্মগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও মানগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টিই শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান মানের কাজ।

(৪) পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে সিরাজ (রহঃ)-এর কিয়াম সম্পর্কে অভিমত ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিয়াম সম্পর্কে লিখেন–

اما القيام اذا جاء ذكر ولادت صلى الله عليه وسلم عند قراءة المولد الشريف توارثه الائمة الاعلام واقراه الائمة والحكام من غير نكير منكر ولارد راد ولهذا كان مستحسنا ومن يستحق التعظيم غيره ويكفى اثر عبد الله بن مسعود ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والله ولى التوفيق والهادى الى سواء الطريق ـ

"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী যখন আলোচনা করা হয় এবং মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা হয়, তখন কিয়াম করে (দণ্ডায়মান হয়ে) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বিশিষ্ট ও নামজাদা ইমামদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ইমামগণ মীলাদে কিয়াম করাকে গ্রহণ করেছেন। আর শাসকগণ কোন অস্বীকারকারীর অস্বীকার ব্যতীত এবং

প্রত্যাখ্যানকারীর প্রত্যাখ্যান ব্যতীত এটাকে গ্রহণ করেছেন। এ কারণে এটা মুস্তাহসান কাজ। কিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার জন্য সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছার হাদীসটিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যে কাজটিকে হাসান ও ভাল কাজ মনে করে আল্লাহ তাআলার কাছে সে কাজটিই হাসান ও ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা এবং সরল সহজ পথের পরিচালক।" (লেখক খাদেমুশ শরীয়ত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান সিরাজ। মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস মাসজিদুল হারাম।)

(৫) পবিত্র মক্কা শরীফের মুফতী শাইখ জামালের মীলাদে কিয়াম করা সম্পর্কে ফতোয়া ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের মুফতী শাইখ জামাল রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী পাঠ ও আলোচনাকালে এবং মীলাদ মাহফিলের মধ্যে কিয়াম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, মীলাদে কিয়াম করা কি আদব ? যাতে কোন দোষ নেই। না এটা বিদআতে মাজমুমাহ বা খারাপ ও দোষণীয় বিদআত ? এ বিষয় আপনার অভিমত জানিয়ে বাধিত করবেন। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন–

بقوله القيام عند ذكر مولده الاعطر جمع من السلف استحسنه فهو بدعة حسنة ـ الخ

অর্থাৎ মীলাদ শরীফে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয় আলোচনা করার সময় কিয়াম করাকে পূর্বসূরী ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্যে মুস্তাহসান মনে করেছেন। অতএব মীলাদে কিয়াম করা বিদআতে হাসানা।

(৬) পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান সিরাজ (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, মীলাদ শরীফে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ইতিহাস আলোচনা করার সময় দণ্ডায়মান হওয়া অর্থাৎ কিয়াম করা কি বিদআতে সাইয়্যেয়াহ অর্থাৎ গুনাহের কাজ ? না মুস্তাহাব কাজ, না অন্য কিছু? এ বিষয় আপনার ফতোয়া জানতে চাই।

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে ফতোয়া লিখেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

فاجاب بقوله القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم جائز ومستحسن كما هو مختار علماء الحرمين والروم والشام والمصر من مقلد الائمة الاربعة المجتهدين ان كان على سبيل المحبة ولم يكن على سبيل الالتزام والله سبحانه وتعالى اعلم برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفى والمفتى مكة المكرمة كان الله لهما حامدا مصليا مسلما ـ

"তিনি উত্তরে বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ইতিহাস আলোচনা করার সময় অর্থাৎ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর জন্ম কাহিনী পাঠ করার সময় কিয়াম করা জায়েয ও মুস্তাহসান কাজ। পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ এবং মিসর, সিরিয়া ও রোম দেশের চার মাযহাবের অনুসারী ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের গ্রহণীয় মতবাদ এটাই। তবে শর্ত হচ্ছে মহব্বতের পন্থায় কিয়াম করা যায় কিন্তু অত্যাবশ্যক নয়। লেখক খাদেমে শরীয়ত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ সিরাজ হানাফী মুফতী পবিত্র মক্কা শরীফ। (দস্তখত)

(৭) মাওলানা মুফতী রহমাতুল্লাহ সাহেব (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

মাওলানা মুফতী রহমাতুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত ফতোয়ার অনুকূলে বক্তব্য প্রদানে বলেন, اصاب من اجاب অর্থাৎ উপরোক্ত ফতোয়ায় তিনি যা উত্তর দিয়েছেন, তা সঠিক ও নির্ভুল উত্তর। (দস্তখত)

(৮) পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী মাযহাবের মুফতী আল্লামা আবু বকর হাজী বাসাউনী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী মাযহাবের মুফতী আল্লামা আবু বকর হাজী বাসাউনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিয়াম প্রসঙ্গে উপরোক্ত ফতোয়ার সমর্থনে লেখেন–

الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده رب زدنى علما اما بعد ـ فقد اطلعت على هذا السوال وما حرره مفتى

الاحناف بمكة المشرفة فى الحال هو عين الصواب والموافق للحق بلاشك ولا ارتياب والله سبحانه تعالى اعلم ـ

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আর দুরূদ পাঠ করছি সেই মহান নবীর প্রতি যাঁর পর আর কোন নবী নেই। অতঃপর উপরোক্ত প্রশ্ন এবং তার উত্তরে মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের বর্তমান মুফতী সাহেব যা লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল এবং সত্য মাফিক উত্তর। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।"

(৯) পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের মুফতী হযরত মাওলানা সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ বিআবসীল (রহঃ)-এর কিয়াম সম্পর্কে ফতোয়া ঃ

মীলাদে কিয়াম করা সম্পর্কে পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের মুফতী মাওলানা সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ বিআবসীল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফতোয়া প্রদানে লেখেন–

بعد ذالك ان القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم قيل انه مندوب وقيل انه بدعة حسنة لان البدعة تنقسم الى واجبة والى مستحبة والى بقية الاحكام الخمسة كل بينه العلماء فى محله ـ الخ

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করার সময় কিয়াম করা সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এটা করা মুস্তাহাব। আর কারো কারো মতে এটা করা বিদআতে হাসানা। বিদআত অনেক প্রকারে বিভক্ত। বিদআতে ওয়াজিবা বা যে নতুন কাজটি করা অপরিহার্য হয়। আর বিদআতে মুস্তাহিবা অর্থাৎ যে নতুন কাজটি করলে ছওয়াব হয়। না করলে গুনাহ হয় না। এ ছাড়া অবশিষ্ট প্রকরণগুলো পাচঁ শ্রেণীতে বিভক্ত, যা ওলামায়ে কেরাম যথা স্থানে বর্ণনা করেছেন।"

(১০) পবিত্র মক্কা শরীফের হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা খালফ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) সাহেবের মীলাদে কিয়াম সম্পর্কে ফতোয়া ঃ

মক্কা শরীফের হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা খালফ ইবনে ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মীলাদে কিয়াম করা সম্পর্কে লেখেন–

واما القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم فقد سنه العلماء واهل الفضل تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم والقيام

مسنون للوالدين واهل العلم وسيد القوم لامر النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه حين اتاهم سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه فى بنى قريظة فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم والله سبحانه تعالى اعلم ـ

وكتب ايضا فى جواب سوال اخر مانصه اما القيام عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم فهو ادب حسن ولايخالف مشروعا ومن تركه مع قيام الناس على اختلاف طبقتهم فقد سلك مسلك الجفاء وبما يحصل عليه من الذم والتوبيخ مالاخير فيه ولايهولنك الشطع والتعمق والتشديد فى انكاره فانه هوسعى واستخفاف بالجناب الاعظم صلى الله عليه وسلم فهذه اقاويل العلماء كما تراه فى ادنى منه فقد ذكر فقهاء رحمة الله تعالى انه مندوب فى حق الوالدين والعالم وسيد القوم ففى شرح الغاية والضروع والمبدع يوخذ من فعل الامام احمد الجواز ـ وذالك انه ذكر عنده ابراهيم بن طهمان وكان متكئأ فاستوى جالسا وقال لاينبغى ان يذكر الصالحون فنتكى .... فاعتجب لمن يصلح له القيام

"মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করার সময় কিয়াম করাকে ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন সুন্নাত বলেছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ শান ও মর্যাদার জন্য তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই নির্দেশ অনুযায়ী পিতা-মাতার প্রতি, আলেমদের প্রতি এবং দেশ ও জাতির নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কিয়াম করা (দণ্ডায়মান হওয়া) সুন্নাত প্রমাণিত হয়। যে নির্দেশটি তিনি সাহাবীদেরকে বনী কুরাইযার সাথে মীমাংসার জন্য হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ)-কে

বিচারক হিসেবে আগমনের সময় দিয়েছিলেন। হযরত সাআদ (রাঃ) যখন আসলেন তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নেতার সম্মানে তোমরা দাড়াও। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

জনাব মুফতী সাহেব পুনরায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করার সময় দণ্ডায়মান হওয়া (কিয়াম করা) দ্বারা শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন ও সুন্দরতম আদব রক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি মীলাদ মাহফিলে শ্রেণী বিদ্বেষের কারণে সব লোক কিয়াম করার সময় কিয়াম বর্জন করে তারা গোড়ামীর পন্থা অবলম্বন করে সে পথে চলে। কোন কোন সময় এর ফলে দুর্নাম ও ভর্ৎসনার পাত্রে পরিণত হয়। যাতে কোনই উপকার নেই। এর দ্বারা কিয়ামকে কঠোরভাবে অস্বীকার করা হয়, যা মনোবিকারেরই পরিচয়। কেননা এরূপ আচরণ দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ত্ব ও সম্মানকে খাটো করা এবং হালকা করা হয়। এটাই হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের অভিমত। যেমন তোমরা দেখছ। ইসলামী আইনবিদরা (ফোকাহা) মিলাদ শরীফের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী ও প্রশংসা আলোচনা করার সময় দণ্ডায়মান হওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং পিতা-মাতা আলেম ও দেশ ও জাতির নেতার সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়াকেও মুস্তাহাব বলেছেন। শরহে গায়াতুল আওতার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিয়াম করার সময় বিনয়তা ও নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কাব্যিক ছন্দমালায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করতে হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে কিয়াম করা জায়েয হওয়ার মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন এক সময় ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর সামনে বিশিষ্ট বুযুর্গ ইবরাহীম ইবনে তাহমান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে গেলেন। আর বললেন, বুযুর্গ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার সময় আমরা হেলান দিয়ে থাকব এটা কোনক্রমেই উচিত হয় না। ইবনে আকীল (রহঃ) বলেছেন, লোকেরা যুগের ইমামের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার সময় যা কিছু করে তা থেকে আমি উত্তম আদব ও শিষ্টচারিতা প্রদর্শনের শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমরা অবহিত হয়েছি যে, মীলাদে কিয়াম করা ফিকাহশাস্ত্রের আলোকে উত্তম। আল্লামা ইবনে জওযী (রহঃ) বলেছেন, প্রথম যামানায় কিয়াম করা বর্জনীয় ছিল। পরবর্তীকালে কিয়ামকে বর্জন করা অপমানিত হওয়ার মত হয়েছে। অতএব যার জন্য কিয়াম করা কল্যাণকর ও উপকারী হয় সে ক্ষেত্রে কিয়াম করা ওয়াজিব মনে করবে। (লেখক খালফ ইবনে ইবরাহীম, হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মক্কা শরীফ)

(১১) পবিত্র মক্কা শরীফের হাম্বলী মাযহাবের আর এক মুফতী শাইখ মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হামীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মীলাদ শরীফ ও কিয়াম সম্পর্কে ফতোয়া ঃ

হাম্বলী মাযহাবের মুফতী শাইখ মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হামীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফতোয়ায় লেখেন ঃ

ان المولد النبوى فصل من السيرة النبوية ومعلوم استحباب قرأة السيرة الشريفة كلا اوبعضا ـ واما القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم فهو مقتضى الادب ولاينافى مشروعا وقد ذكر ابراهيم بن طهمان عند الامام احمد رحمة الله تعالى عنه وكان متكئا فاستوى جالسا وقال لاينبغى ان يذكر الصالحون ونتكى ومسالتنا اولى خصوصا اعتاد الناس القيام ـ

"মীলাদুন্নবী পর্বটি হচ্ছে সীরাতুন্ নবী অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ বিশেষ। অতএব সীরাতুন্ নবী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে পাঠ করা হচ্ছে মুস্তাহাব। আর মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম জাহিনী আলোচনা হয় তখন কিয়াম করা হচ্ছে শিষ্টাচারিতা ও আদবের দাবী। কিয়াম করা শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী নয়। হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে ইবরাহীম ইবনে তাহমান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন ইমাম সাহেব হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, নেক্কার ও পুণ্যবান লোকদের বিষয় যখন আলোচনা হয় তখন আমরা হেলান দিয়ে বসে থাকব এটা উচিত কাজ নয়। অতএব মীলাদে কিয়াম করার বিষয়টি উত্তম কাজ প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে লোকেরা যখন কিয়াম করার প্রস্তুতি নেয়।"

(১২) পবিত্র মক্কা শরীফের হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ)-এর কিয়াম প্রসঙ্গে ফতোয়া ঃ

نعم يجب القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم لما استحسنه العلماء الاعلام وقدوة الدين والاسلام تذكروا عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم يحضر روحانيته صلى الله

عليه وسلم فعند ذالك فيجب التعظيم والقيام والله سبحانه تعالى اعلم ـ

"হ্যাঁ, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করা হয় তখন কিয়াম করা ওয়াজিব। কেননা ওলামায়ে কেরাম এবং দীন ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ কিয়াম করাকে মুস্তাহসান বলেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকাহিনী আলোচনার অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। অতএব ঐ সময় তাঁকে তাজীম করা এবং তাঁর সম্মানে কিয়াম করা ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।"

(১৩) ফায়দা ঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে শিফা কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে যেসব স্থানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব সে পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন। বিশিষ্ট তাবেঈ ও মক্কা শরীফের একজন অন্যতম ফকীহ ইবনে দীনার লিখেছেন, কোন ব্যক্তি কোন ঘরে অবস্থান করলে তখন তার আস্সালামু আলান্ নাবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলা উচিত। কেননা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মা মুবারক মুসলমানদের ঘরে উপস্থিত হন। আর বলবে, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। অর্থাৎ মিনাল মুরসালীন ও মালাইকাতিল মুকাররাবীন। আর বলবে আস্সালামু আলা আহলিল বাইত। এ বাক্য দ্বারা মুসলমান জ্বিনদের প্রতি সালাম করা উদ্দেশ্য বুঝায়।

(১৪) পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী মাযহাবের মুফতী হযরত মাওলানা হুসাইন ইবনে ইবরাহীম (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

হযরত মাওলানা হুসাইন ইবনে ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মীলাদ শরীফে কিয়াম করা প্রসঙ্গে লেখেন–

القيام عند ذكر ولادة سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم استحسنه كثير من العلماء والله اعلم ـ

"মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে সাইয়্যেদুল আউয়্যালীন ওয়াল আখেরীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনার মুহূর্তে কিয়াম করাকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহসান মনে করেন।"

(১৫) পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের ফতোয়া বোর্ডের সভাপতি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উমর ইবনে আবু বকর (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

শাইখ ও রঈসূল ইফতা হযরত মাওলানা ওমর ইবনে আবু বকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিয়াম প্রসঙ্গে লেখেন ঃ

نعم القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم استحسنه العلماء وهو حسن لما يجب علينا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم . كتبه فقير لربه محمد عمربن ابى بكر الرئيس مفتى الشافعيه بمكة المكرمة .

হাঁ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা কালে কিয়াম করাকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহসান মনে করেন। তাই ঐ মুহূর্তে এ কাজটি করা হাসান বা উত্তম। কেননা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাজীম করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য ওয়াজিব।" লেখক ফকীর মুহাম্মদ ওমর ইবনে আবু বকর সভাপতি শাফেঈ ফতুয়া বোর্ড মক্কাতুল মুকাররমাহ, সৌদী আরব।"

(১৬) মাওলানা উছমান হাসান দিমইয়াতী শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিয়াম সম্পর্কে অভিমত ঃ

মাওলানা উছমান হাসান শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন ঃ

القيام عند ذكر ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فى قراة المولد الشريف تعظيما له صلى الله عليه وسلم امر لاشك فى استحسانه وطلبه واستحبابه وندبه ويحصل لفاعله من الثواب الحظ الاوفر وخير الاكبر لانه تعظيم اى تعظيم للنبى الكريم و الخلق العظيم الذى اخرجنا الله به من ظلمات الكفر الى نور الايمان وخلصنابه من نار الجهل الى جنات المعارف والايقان فتعظيمه صلى الله عليه وسلم فيه مسارعة الى رضاء رب العالمين واظهار اقوى شرايع الدين ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه .

"সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করার সময় তাঁর তাযীমের জন্য কিয়াম করা মুসতাহসান ও মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে কিয়ামকারীদের বিপুল ছওয়াব ও কল্যাণ লাভ হয়। কেননা, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যিনি আমাদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলোর পথে পৌঁছিয়েছেন। আর জাহিলিয়াতের অগ্নি থেকে নাজাত দান করে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসের বাগানে পৌঁছিয়েছেন। অতএব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাটা আমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের পানে দ্রুত নিয়ে যায় এবং দীন শরীয়তের শক্তি প্রদর্শন হয়। আল্লাহ তাআলার সম্মানিত জিনিসকে সম্মান করা হৃদয়ে আল্লাহ ভীতিরই বহিপ্রকাশ। সুতরাং কেউ আল্লাহর সম্মানিত বস্তুকে সম্মান করলে তা আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য বিরাট কল্যাণ লাভের কার্যকারণ হয়।

কাজী আয়ায তার "আশশিফা" কিতাবে এবং আল্লামা কুস্তুলানী তাঁর "আল্ মাওয়াহিব" কিতাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত পোষণ করার অনেকগুলো নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রধান নিদর্শন হচ্ছে সর্ব ব্যাপারে তাঁকে অনুকরণ করা এবং তাঁর আনিত শরীয়তের প্রতি সব বিষয়ে কায়মনো বাক্যে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর বিষয় আলোচনা ও উল্লেখ করার সময় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁকে স্মরণ করা। আর তাঁর নাম শুনার সথে সাথে আন্তরিক বিনয়তা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। অতএব কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভালবাসলে তার প্রতি বিনয়তা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যেমন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর বিষয় আলোচনা হলে সাহাবীগণ ভক্তি শ্রদ্ধাভরে বিনয়াবনত হতেন এবং তাদের দেহের পশমগুলো খাড়া হয়ে যেত। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তারা তার মহব্বতে ভক্তি শ্রদ্ধাভরে বিনয়াবনত হতেন।

আল্লামা ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার "জওহারুল মুনাজ্জাম" কিতাবে লিখেছেন, তাজীম ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সমস্ত প্রকরণের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হচ্ছে মুস্তাহসান বিষয়। যদি সে তাজীম ও শ্রদ্ধা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মাবুদত্বের সাথে অংশী করা অপরিহার্য না হয়। যাদের অন্তর্দৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা তার নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন তাদের সকলের মতেই এটা মুস্তাহসান কাজ।

আল্লামা বূসীরী কবিতার ছন্দে কত সুন্দর করে বলেছেন–

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم +

واحكم ما شئت مدحا فيه واحتكم

"খৃষ্টানরা তাদের নবীদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করে যে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তা পরিত্যাগ কর। আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে ও প্রশংসা করণে শরীয়তের বিধান মেনে চল।"

মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে কিয়াম করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দাড়ানো বা কিয়াম করা হচ্ছে উত্তম কাজ বা আওলা।

সহীহুল বুখারী ও সহীহুল মুসলিম কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

اِنَّ نَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعَدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا اِلٰى خَيْرِكُمْ اَوْ سَيِّدِكُمْ -

"লোকেরা যখন হযরত সাআদ ইবনে মুআয রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিচারকার্য দর্শনের জন্য সমবেত হল, তখন তাকে আনার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন মসজিদে নববীর নিকটে পৌছলেন, তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের উত্তম ব্যক্তি বা তোমাদের নেতার সম্মানে তোমরা দণ্ডায়মান হও।"

আল্লামা ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লামা বাগাবী ও আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন যে, সমাজ নেতা ও রাষ্ট্র নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং জ্ঞানবান অভিভাবকের প্রতি ও ছাত্রদের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে কিয়াম করা বা দণ্ডায়মান হওয়া এ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণ হয়, মাকরূহ নয়।

আল্লামা দিমইয়াতী উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখের পর লেখেন, আমি ইতিপূর্বে যা কিছু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছি তা দ্বারা মীলাদ অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করার সময় কিয়াম করা মুস্তাহাব হওয়ারই ফায়দা পাওয়া যায়। কেননা, কিয়াম করার

দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ তাজীম ও সম্মান প্রদর্শন করা বুঝায়। এ কিয়ামকে কোনক্রমেই বিদআত বলা যায় না। কেননা, আমরা বলি যে, সর্ব প্রকার বিদআতই খারাপ ও নিন্দনীয় নয়। যেমন ইমাম আবু যুরআ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে মীলাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, মীলাদ শরীফ পড়া কি মুস্তাহাব না মাকরূহ? এ বিষয়ে কুরআন হাদীসে কিছু বর্ণিত আছে কিনা এবং কোন অনুকরণ যোগ্য পাত্র ব্যক্তিদের থেকে মীলাদ শরীফ পড়ার দৃষ্টান্ত আছে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, ওলীমার অনুষ্ঠান করা এবং পানাহার করানো সর্বদাই মুস্তাহাব কাজ। বিশেষ করে পানাহারের সাথে যদি রবিউল আউয়াল মাসে নূরে নবুওয়াত প্রকাশ হওয়ার জন্য খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়, তাহলে খুবই উত্তম কাজ। প্রাচীনকালে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা শীর্ষস্থানীয় আলেম ব্যক্তি মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করেছে কিনা তা আমার জানা নেই। সুতরাং এ কাজটি বিদআত (নতুন কর্ম) হওয়ায় তা মাকরূহ হওয়াকে অপরিহার্য করে না। কেননা, অনেক বিদআতই (নতুন কর্মই) মুস্তাহাব। বরং কোন কোন বিদআত ওয়াজিবও হয়। যদি তার সাথে শরীয়ত বিরোধী কিছু না থাকে। এ কথাগুলো আল্লামা ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু যুরআ থেকে তার "মাওলাদিল কাবীর" কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

অতএব এ কথার বাস্তব উদাহরণে বলা যায় যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে কিয়াম করা মুস্তাহসান হওয়া সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজমা হয়েছে। অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত ভ্রান্ত বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

আল্লামা মাদায়েনী লিখেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদের অনুষ্ঠানে যখন তার প্রশংসামালা ছন্দে আবৃতি করা হয়, তখন সব লোকেরা কিয়াম করণকে অভ্যাসে পরিণত করেছে। এটা বিদআতে মুস্তাহসানা বা নতুন মুস্তাহাব কাজ। কেননা, কিয়াম দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও খুশী থাকা প্রকাশ পায়। আমরা এখানে যতটুকু উল্লেখ করলাম তা পাঠকদের জন্য যথেষ্ট। অতএব ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করুন। নফসের গোড়ামী ও চাহিদার অনুকরণ করবে না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসংখ্যবার দুরূদ সালাম পাঠ করে শেষ করছি। (লেখক দুনিয়া আখিরাতের ফকীর উসমান দিমইয়াতী শাফেঈ। বর্তমানে মুদাররিস্ মাসজিদুল হারাম মাদ্‌রাসা এবং সাবেক মুদাররিস জামেয়াতুল আযহার মিসর।)"

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে কিয়াম করার বিরোধীতা করে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদেরকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে ও কিয়াম না করে, তাহলে সে ব্যক্তি সকল লোকদের কাছে অপ্রিয় ও ভর্ৎসনার পাত্রে পরিণত হয়। সকলে তাকে নিন্দা করবে। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে শরীয়তের বিধানের বাস্তবায়ন থেকে ফিরে থাকা প্রমাণ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাজীম করণ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকাটা আদবের পরিপন্থী এবং সামাজিক জীবনে সুন্দর জীবনাচরণের বিপরীত। কেননা, কিয়াম করা মুস্তাহসান ও মুস্তাহাব হওয়ার পাশাপাশি জনসাধারণের সাথে অনুকূলতা, সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা, শরীয়তের খেলাপ না করা পর্যন্ত মুবাহ কাজ। এ ছাড়া এ মুস্তাহসান কাজটি করণে সমাজের লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ কাজটির বিরোধীতা করা খুবই খারাপ ও নিন্দনীয় কাজ। এর ফলে সে ব্যক্তি মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতএব এ ধরনের বিরোধীতা করা ও বিরত থাকা এবং সমাজের লোকদের সাথে অনুকুলতা রক্ষা না করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কেননা, সমস্ত নবী-রাসূলগণ বিশেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাজীম না করা আল্লাহ তায়ালার কাছে অপছন্দনীয় বিষয়। অতএব আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ এবং সে কাজটির ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের বিরোধীতা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

(১৭) মাওলানা আল্লামা আবুল বারাকাত রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ওরফে তুরাব আলী (রহঃ) সাহেবের অভিমত ঃ

ভারত বিখ্যাত আলেম মাওলানা আল্লামা আবুল বারাকাত রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ওরফে তুরাব আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের কাছে এ প্রশ্ন করা হয় যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা বিশেষ করে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ওলামায়ে দীন ও শরীয়তের মুফতীদের অভিমত কি ? এ বিষয়ে আপনি বিস্তারিত জানিয়ে বাঁধিত করবেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন, সর্বাগ্রে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করাটা তাঁর মিরাজ, মুজিযা ও যুদ্ধকাহিনী আলোচনা করার মত সর্বদা সর্বস্থানে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দিনে ও মাসে, একাকী অবস্থায় ও সম্মিলিত অবস্থায় যে কোন ভাষায় গদ্য ও পদ্য ছন্দে আলোচনা করা বিদআত হলেও ছওয়াবের কাজ এবং ঈমানকে

শক্তিশালী করার কার্যকারণ। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা সমস্ত মুহাদ্দিসগণের মতে মুসতাহসান কাজ। যেমন ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হাফেজ আবু শামাহ, ইবনে জওযী, শাইখ আবু মূসা যারহুনী, আল্লামা নাসির উদ্দীন মুবারক ওরফে ইবনে তাবাখ, আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, আল্লামা জহীর উদ্দীন জাফর, মুহাম্মদ ইবনে আলী দামেস্কী, সুবুলুল হুদা গ্রন্থকার, ইমাম বারযিনূজী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখ মনীষিবৃন্দ। তারা সকলেই শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে মুস্তাহসান বলেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, আমার কাছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস থেকে মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল প্রকাশ পেয়েছে। হাদীসটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন তিনি মদীনার ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, এই দিনে আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে সাগর জলে ডুবিয়েছেন এবং নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নাজাত দিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করণার্থে ঐদিন রোযা রাখি। আর কারণ হল যে, ঐ নির্দিষ্ট দিনে নাজাত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত দান করেছেন এবং আযাব ও বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই প্রতি বছর এই দিনে আমরা শুকরিয়াতান রোযা রাখি। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় বিভিন্ন প্রকারের ইবাদাত দ্বারা করা যায়। যেমন রোযা রাখা, সিজদা করা ও দান সদকা করা। কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। আমাদের জন্য বড় নেয়ামত হচ্ছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঠিক ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখা এবং প্রতি বছর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা, যাতে নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার সাথে অনুকুলতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আর এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল আলাইহিস সালামকে বলেছেন, হে বিলাল! তুমি সোমবার দিন রোযা রাখা কখনো বর্জন করবে না। কেননা ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এ হাদীসটিও নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা বৈধ হওয়ার পক্ষে একটি ভিত্তিমূল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এ দাবীর সমর্থনে খতীব কুস্তুলানী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লেখেন, আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে ঐ দিনটিকে বিশেষ মহত্ত্ব দান করেছেন। ঐ দিনের ঐ বিশেষ সময়ে কোন মুসলমান। ঐদিন আল্লাহ তাআলার কাছে ভাল কিছু চাইলে আল্লাহ তাআলা তা দান করেন। অতএব যে শুভদিন ক্ষণে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে দিনটির মহত্ত্ব কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লামা সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি "রিসালায় মাবসূতে" উল্লেখিত দাবীটিকে প্রমাণ করেছেন। অতএব কেউ ইচ্ছা করেন তাহলে সে পুস্তক দেখতে পারেন। মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা সাধারণভাবে ও অসাধারণভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে এবং অনির্দিষ্ট দিনে পালন করা বৈধ হওয়ার কথা অনেক বড় বড় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব তোমরা ন্যায় বিচার করবে এবং নফসের পায়রবী করবে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করার সময় ও প্রশংসা করার সময় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিয়াম করাও মুস্তাহসান। কিয়ামের মূল কথা হল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাজীম করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কিয়াম করার বিষয়টিও দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। একটি বিচার কার্য সম্পাদন করার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ)-কে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বললেন। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যখন মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাও (কিয়াম কর)।

ইমাম বাগাবী ও খাত্তাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ হাদীস দ্বারা সুবিচারক শাসকের প্রতি প্রজাবৃন্দের সম্মান প্রদর্শন কল্পে এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব প্রমাণ হয়। মাকরূহ প্রমাণ হয় না। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যা বিষয়টি লম্বা হওয়ার কারণে উল্লেখ করা হতে বিরত রইলাম।

কিয়াম করা হয় সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কিয়াম করা বিদআতে সাইয়্যেয়াহ বা গুনাহ জনিত বিদআত হয় না। বরং মুহাদ্দিসগণ ও ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের কিয়াম করাকে মুস্তাহসান বলেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুহাদ্দিস ওসমান ইবনে হাসান দিমইয়াতী বলেছেন, কিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা হয়েছে। অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত ভ্রান্ত বিষয়ের ওপর একমত হবে না।

মক্কা শরীফের মুফতী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান লিখেছেন যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনা করা হয় তখন কিয়াম করাটা ইমামদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এ বিষয় কোন ইমামেরই দ্বিমত ও অস্বীকৃতি নেই। অতএব কিয়াম করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে সাহাবী ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসটি একটি ভিত্তিমূল বিশেষ। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যে বিষয়টিকে উত্তম মনে করেন, আল্লাহ তাআলার নিকটও তা উত্তম হিসেবে পরিগণিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কুরআন ও হাদীসের সব স্থানেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাজীম ও সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য হওয়ার কথা বর্ণিত। অতএব উপরোক্ত মীলাদের কিয়াম করা হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লোকদের সম্মান প্রদর্শনের একটি বাস্তব পন্থা এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত বিষয়।

হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, শহরের লোকদের কার্যাবলী ও আচরণ শরীয়তের খেলাপ না হওয়া পর্যন্ত ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু ইউসূফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ সমস্ত ফিকাহবিদগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয়।

পবিত্র মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের সম্মানিত সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এবং ভারত বর্ষের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে কিয়াম করা মুস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অতএব এ আমলটি সনদযুক্ত উত্তম বিষয় ও আমলযোগ্য। মোটকথা সর্বস্থানেই সাধারণ মুসলমানদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়

একটি বিশুদ্ধ দলীল হিসেবে পরিগণিত। অতএব পবিত্র মক্কা-মদীনার ওলামাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ বিষয়টি কেন অবিসংবাদিত দলীল হবে না।

হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পবিত্র মক্কা মদীনার লোকদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রাতের শেষ অর্দ্ধের পূর্বে ফজরের আযান নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পূর্বে দেয়া জায়েয।

কাজী নাসির উদ্দীন আবদুল্লাহ বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে আনোয়ারুত্ তানযীলে লিখেছেন, সর্বশেষ কিরাতই সকলের জন্য গ্রহণীয় কেরাত। এটাই উত্তম মতবাদ। কারণ, পবিত্র মক্কা মদীনার অধিবাসীদের কিরাতই হচ্ছে সর্বশেষ নিয়মের পঠিত কিরাত। অতএব মক্কা মদীনার লোকদের কেরাত পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী দলীল হলে, মিলাদে তাজীমী কিয়াম সুন্নাতের পাবন্দ লোকদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি দলীল হবে। যারা মীলাদ মাহফিলকে বিদআতে সাইয়্যেয়াহ বলে ফতোয়া দেয় যে, এ নিয়মটি উত্তম তিন যুগের কোন যুগে ছিল না। তাদের এ ফতোয়া সরল পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) থেকে ফিরে থাকা ও অস্বীকার করারই প্রমাণ দেয়। এ ফতোয়ার উত্তরে ইতিপূর্বে এ লেখার প্রথম স্তবকে দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। মহান মুফতীগণ মীলাদ ও কিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার অনুকুলে অনেক দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। "উজালাতুন নাফেআহ" "হিদায়াতুন নাজদাইন" ও ইশবাউল কালাম কিতাবে মীলাদ শরীফ ও কিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার অনুকূলে অনেক শক্তিশালী দলীল প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক সুধী মণ্ডলীকে সেসব পুস্তক পাঠ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইতি

(লেখক)

(আবুল বারাকাত রুকনদ্দীন মুহাম্মদ ওরফে তুরাব আলী আফী আনহু)

সেই মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য সমুদয় প্রশংসা নিবেদিত, যিনি হচ্ছেন আদি-অন্ত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য স্বত্ত্বা। আর বিপুল পরিমাণে দুরূদ ও সালাম পাঠ করছি সৃষ্টিকূলের সেরা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি। ইতি

আল্লাহ তায়ালার করুণা প্রার্থী

মুহাম্মদ আবদুল হক আফী আনহু ইলাহাবাদী

এ কিতাবটি সম্পর্কে সমসাময়িক বুযুর্গানে দীন ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের–

প্রশংসা পত্র

(১) আমার ওস্তাদ ও শাইখ মাওলানা শাহ্ আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আর সালাম প্রেরণ করছি তাঁর মনোনীত ও চয়নকৃত মহান বান্দাদের প্রতি। আল্লাহর বান্দা আবুল খায়ের আহমদ এ পুস্তকখানা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করেছে। আল্লাহ তাআলা এ কিতাবের লেখক ও সংকলককে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এ গ্রন্থটি তিনি উত্তমরূপে ও সঠিক পন্থায় সাজিয়েছেন। পূণ্যবান ও নেক্কার মুমিনদের জন্য এ পুস্তক বিরাট উপকারী পুস্তক। জনাব গ্রন্থকার সাহেব এ যুগের একজন বিশিষ্ট মুত্তাকী ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। শুধু কেবল উপমহাদেশই নয় মক্কা মদীনায়ও তাঁর ইলম ও আমলের দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। তিনি নিজেই একটা উদাহরণ। তিনি মুজাদ্দেদীয়া তরীকার এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাঁর বংশ হচ্ছে সিদ্দীকী বংশ। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করি, তাঁকে যেন আল্লাহ তাআলা পরবর্তিকালের লোকদের জন্য একটি মুর্তিমান দলীলে পরিণত করেন। আর তাঁর উত্তম ইলম ও আমলে বরকত দান করেন। আমীন

দস্তখত

(আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ইবনে উমর)

(২) উপমহাদেশের বিখ্যাত অলী আল্লাহ ও শায়খ হযরত মাওলানা শাহ্ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ফারুকী চিশ্তি ও মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত ঃ

এ মহান ব্যক্তি এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখেন ঃ

مولف علامه جامع الشریعت والطریقت نے جوکچه رساله "الدرالمنظم فی حکم عمل مولد النبی الاعظم" میں تحریر کیا وه عین صواب ہے فقیرکا بهی یهی اعتقادہے اور اکثر مشائخ عظام کو اسی طریقه پر پایا ۔ خداوند تعالی مولف کے علم

وعمل میں برکت زیادہ عطا فرماوے ۔ العبدہ الضعیف فقیر امداد اللہ الچشتی الصابری عفی اللہ عنہ ۔

শরীয়ত ও তরিকতের মূর্তিমান প্রতীক জনাব গ্রন্থকার সাহেব "আদ্ দুররুল মুনাজ্জম ফী হুকমে আমলে নবীয়িল আযম" গ্রন্থে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন তা বাস্তব সত্য, সঠিক ও নির্ভুল। এ ফকীরও এরূপই আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা পোষণ করে। আর অধিকাংশ মাশায়েখে ইজামকেও এ পথেই পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থকারের ইলম ও আমলে অধিক পরিমাণে বরকত দান করুন, এ দোয়া করি। আল্লাহর দুর্বল বান্দা ফকীর ইমদাদুল্লাহ চিশ্তি সাবেরী আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করুন। আমীন

দস্তখত

উপরোক্ত দু'মনীষী ছাড়া সেকালের আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজাম এ কিতাবে বর্ণিত মীলাদ ও কিয়ামকে সমর্থন করে সারগর্ভ বিবৃতি ও প্রশংসা পত্র লিখেছেন। পুস্তক আকারে বড় হয়ে যাবার ভয়ে সেগুলো অনুবাদ করা থেকে বিরত রইলাম। এসব মহাত্মাগণের মধ্যে হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী, হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ মুহাদ্দিসে গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা সাইয়্যেদ হামজা সাহেব, আনোয়ারে সাতেআ গ্রন্থের লেখক হযরত মাওলানা আবদুস সামি সাহেব, হযরত মাওলানা কায়েমুদ্দীন আহমদ রিজবী আজীমআবাদী সাহেব, এবং হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব ও হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির জামাতা প্রমুখের প্রশংসাপত্রও বিদ্যমান।

পরিশিষ্ট

মূল কিতাবে কোন পরিশিষ্ট নেই। আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এবং প্রচলিত মীলাদ কিয়ামের পক্ষে উপমহাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন মনীষী ও ওলীআল্লাহদের অভিমত এখানে পরিশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করছি। সর্বাগ্রে হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির "ফায়সালায়ে হাফ্ত মাসায়েল" কিতাব থেকে মীলাদ ও কিয়াম বিষয়ক মাসয়ালাটির বঙ্গানুবাদ পেশ করছি।

প্রথম মাসয়ালা

মওলুদ শরীফের বিষয়

(১) বিশ্বের মানবকূল শিরমণি মানবকূলের পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের গৌরব ও বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল জন্ম বিষয় আলোচনা করা যে, ইহকাল ও পরকালের খাইর, বরকত ও সফলতার কারণ, তাতে কারোরই কোন দ্বিমত নেই। দ্বিমত রয়েছে কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ও শর্তাবলী সম্পর্কে। এগুলোর মধ্যে বড় বিষয়টি হচ্ছে মওলুদ শরীফে কিয়াম করার বিষয়। কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম কিয়াম করতে নিষেধ করেন। তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসকে দলীল রূপে পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে "প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রান্ত"। আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মওলুদ শরীফে কিয়াম করার অনুমতি দেন। তাদের দলীল হচ্ছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনার ফযীলত ও বরকত। (এ ভিত্তিতেই তারা কিয়াম করাকে জায়েয বলেন।)

ইনসাফের কথা হল দীনী বিষয় নয়– এমন নিয়ম-নীতি কর্মকে দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাকে বিদআত বলা হয়। যেমন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী দ্বারা প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন নতুন কাজ সৃষ্টি করে যা আমাদের ধর্মে নেই তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বিষয়। সুতরাং এই বিশিষ্ট জিনিস ও বিষয়গুলোকে যদি কোন ব্যক্তি ইবাদাতে মাকসুদা মনে না করে। বরং সেগুলোকে মুবাহ মনে করে কিন্তু এর উপকরণ ও কার্যকারণগুলোকে ইবাদাত গণ্য করে। আর কার্যকারণেব রূপটিকে মুসলিহাত বা উপকারী ভাবে, তাহলে তা বিদআত হয় না। যেমন কিয়াম করাকে স্বত্তাগত দিক দিয়ে ইবাদাতরূপে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর জীবন চরিতের আলোচনাকে ইবাদাত মনে করে। আর এ ইবাদাতের জন্য একটি বাস্তব কার্যক্রম স্থির করে নিল। যেমন সম্মান প্রদর্শনের আলোচনাকে সর্বদাই মুস্তাহসান মনে করে। কিন্তু কোন উপযোগীতার প্রেক্ষিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী আলোচনার একটি সময় নির্ধারণ করল। যেমন জন্ম কাহিনী আলোচনা সব সময়ই করাকে মুস্তাহসান মনে করে। কিন্তু এ উপযোগীতা ও

সার্বক্ষণিক সুবিধার জন্য বা অন্য কোন উপকারের প্রেক্ষিতে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ নির্ধারণ করে নেয়। উপকারিতার বিশদ বিবরণের ক্ষেত্রেই মতানৈক্যতা বিদ্যমান এবং তা দীর্ঘ বিষয়ও। সব স্থানের উপযোগীতা ও উপকারিতা এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। মৌলুদ শরীফের বিভিন্ন কিতাবে এসব উপকারিতা ও উপযোগীতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিতভাবে কেউ অবহিত না থাকলে তাদের জন্য ঐসব পুস্তক অনুকরণ যোগ্য। তার জন্য এসব উপযোগীতা ও উপকারিতাই যথেষ্ট। এহেন অবস্থায় বিশেষিতকরণ প্রয়োজন নেই। ইবাদাত বন্দেগী ও মুরাকাবাকে খাস করা এবং মাদ্রাসা ও খানকার রসম রেওয়াজকে খাস করা এ ধরনের কাজের মধ্যেই শামিল। এসব খাসকৃত বিষয়গুলোকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে (মাকসুদে) পরিণত করলে যেমন নামায রোযাকে করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলো বিদআত কাজ। যেমন এই বিশ্বাস পোষণ করা হল যে, নির্দিষ্ট তারিখে যদি মওলুদ শরীফ পাঠ না করা হয় বা কিয়াম না করা হয় অথবা সুঘ্রাণ না ছড়ানো হয় কিম্বা মিষ্টান্নের ব্যবস্থা না হয় তাহলে ছওয়াবই হয় না। এ ধরনের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কেননা এটা হয় তখন শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করা। যেমন মুবাহ কাজকে হারাম ও ভ্রান্ত মনে করা দোষণীয়। মোটকথা উভয় অবস্থায়ই সীমা লঙ্ঘন করা হয়।

আর যদি এ বিষয়গুলোকে শরীয়তের ওয়াজিব বা অপরিহার্য বিষয় মনে না করে বরং বরকত লাভের জন্য জরুরী মনে করে। যেমন কিছু কিছু আমলের ক্ষেত্রে খাস করা হয়। তা না করলে বিশেষ ক্রিয়া ফল লাভ হয় না। যেমন কোন কোন আমল দাড়িয়ে করা হয়। তা বসে বসে করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। এ দিক দিয়ে মওলুদ শরীফে কিয়াম করাকে জরুরী ভাবা হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে এসব আমলের সৃষ্ট বাস্তব ফল বা কাশফ বা ইলহাম।

এমনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অথবা অন্য কোন অন্তর্দৃষ্টিবাদী ব্যক্তির কথামত কোন কর্মের বাস্তব আনুষ্ঠানিক রূপকে বরকত লাভের কার্যকারণ মনে করা হয়। আর এ অর্থে কিয়াম করাকে জরুরী মনে করে তাহলে এ বিশেষ ক্রিয়া ফল কিয়াম করা ব্যতীত লাভ হবে না। সুতরাং এটাকে বিদআত বলার কোনই হেতু নেই। এটা হচ্ছে একটি বাতেনী বিষয়ের প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা। এ বিষয়টি হাল ও অবস্থাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। শুধু ইঙ্গিত ও অনুমানের ভিত্তিতে কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা ভাল নয়। যেমন কিছু কিছু লোক কিয়াম বর্জনকারীদেরকে ভর্ৎসনা করে ও বাঁকা চোখে দেখে। তাদের এহেন আচরণ অর্থহীন। কেননা মীলাদ শরীফে কিয়াম

করা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়াজিব নয়। অতএব ভর্ৎসনা করা হবে কেন? বরং তাদের এ ভর্ৎসনা দ্বারা বাধ্য করার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বাধ্য করা সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, বাধ্য করণ দ্বারা মুস্তাহাব কাজও গুনাহের কাজে পরিণত হয়। কিন্তু সকল ভর্ৎসনা ও নিন্দা দ্বারা এ কিয়াস করা ঠিক নয় যে, এ ব্যক্তি কিয়াম করাকে ওয়াজিব মনে করে। কেননা, ভর্ৎসনা ও নিন্দার অনেক কারণ থাকে। কখনো তা ওয়াজিব মনে করে। কেননা, ভর্ৎসনা ও নিন্দার কারণ এটাও হয় যে, বাঞ্ছিত কর্মটি ভর্ৎসনাকারীর সঠিক ধারণা বা ভ্রান্ত ধারণায় কোন সম্প্রদায়ের খারাপ আকিদার নিদর্শন রূপে স্থির করা। সে এ কর্মটি দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, সে লোকও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। এ কারণে সে ভর্ৎসনা করে। যেমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি কোন মজলিসে আগমন করলে তখন উপস্থিত সব লোক তার সম্মানে দাঁড়ালো। কিন্তু এক ব্যক্তি বসে রইল। তখন তাকে এ কারণে নিন্দা করা হয় না যে, তুমি শরীয়তের একটি ওয়াজিবকে বর্জন করেছ। বরং এ কারণে নিন্দা করা হয় যে, তুমি মজলিসের আদব ও নিয়মের বিরোধীতা করেছ।

যেমন ভারতে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে, তারাবীর নামাযে কুরআন মজীদ খতম করার পর মুসল্লীদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। কেউ মিষ্টান্ন বিতরণ না করলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়, নিন্দা করা হয়। কারণ সে কেবল মাত্র একটি পুণ্যময় প্রথা পরিত্যাগ করেছে। যেমন কোন এক যামানায় বাহক্কে বলাটা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খাস ছিল। এখন না জেনে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বাহক্কে বলতে শুনে এ ধারণায় তাকে ভর্ৎসনা করে যে, এ ব্যক্তিও ঐ ধরনের লোক। আর এর দ্বারা তার অন্যান্য আকীদা বিশ্বাসকে প্রমাণ করে তার বিরোধীতা করা হয়। মোটকথা ভর্ৎসনা ও নিন্দা করাকে ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস পোষণের দলীল প্রমাণ করা খুবই কষ্টকর বিষয়। মনে করুন কোন সাধারণ ব্যক্তি মীলাদ শরীফে কিয়াম করাকে ফরয বা ওয়াজিব রূপে বিশ্বাস রাখে। তাহলে তার ক্ষেত্রে এ আকিদা বিশ্বাসটি বিদআতে পরিণত হবে। আর যারা এরূপ আকীদা পোষণ করে না, তাদের ক্ষেত্রে এটি হবে মুবাহ ও মুস্তাহসান বিষয়। যেমন কিছু কিছু ধর্মীয় কট্টরপন্থী লোকেরা অলি আল্লাহর কবর যিয়ারত শেষে পিছনে উল্টো চলাকে জরুরী বিষয় মনে করে। তাহলে উল্টো হাটা কি সকলের ক্ষেত্রে বিদআত হবে? কিছু কিছু আলেম ব্যক্তি মুর্খ লোকদের মীলাদ অনুষ্ঠানে বাড়াবাড়ি দেখে এবং মউযু হাদীস বর্ণনা করতে শুনে ও নাচগান করতে দেখে সব মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদআত বলা কি ইনসাফের পরিপন্থী নয়? যেমন কিছু কিছু ওয়ায়েজ মউযু হাদীস বর্ণনা করেন। অথবা কোন ওয়াজ মাহফিলে

নারী পুরুষের সংমিশ্রণের কারণে কোন অপকর্ম ঘটে। তাহলে কি সমস্ত ওয়াজ মাহফিল নিষিদ্ধ করতে হবে?

এখন মীলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হওয়ার আকীদাটি সম্পর্কে আলোচনা করব। এ আকীদাকে কুফরী শিরকী আকিদা বলা সীমা লঙ্ঘনের শামিল। কেননা, শরীয়তের দলীল ও যুক্তির বিচারে এটি হওয়া সম্ভব। বরং কোনো কোনো স্থানে এ বিষয়টির বাস্তবায়নও হয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন হয় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মীলাদ মাহফিল হওয়াটা কিভাবে অবগত হলেন এবং কয়েকটি স্থানে একই সময় কিভাবে তাঁর আগমন হবে? এ প্রশ্ন ও সন্দেহটি খুবই দুর্বল। তাঁর ইলম ও আধ্যাত্মিকতার বিশালতা শরীয়তের দলীল প্রমাণ ও কাশফ দ্বারা প্রমাণিত। এসব দলীলের সম্মুখে এটা খুবই ক্ষুদ্র বিষয়। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের কাছে এটা অসম্ভব বিষয় নয়। আর এটাও হতে পারে যে, তিনি নিজ স্থানেই অবস্থান করছেন। কিন্তু মধ্যবর্তী পর্দাকে অপসারিত করা হয়। মোটকথা এ বিষয়টি সর্বদিক দিয়ে সম্ভাব্য বিষয়। এর দ্বারা তাঁর সম্পর্কে ইলমুল গায়েব জানার বিশ্বাস পোষণ অপরিহার্য হয় না। ইলমুল গায়েব হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য। কেননা ইলমুল গায়েব হচ্ছে তা যা আল্লাহ তাআলার সত্তার দাবী। আর আল্লাহ তায়ালা অন্যকে যা কিছু অবহিত করেন, তা তাঁর স্বত্তাগত বিষয় নয়। তা হচ্ছে কার্যকারণগত (সববী) বিষয়। আর সৃষ্টির পক্ষে তা জানা সম্ভব, অসম্ভব নয়। বরং বাস্তবে তা হয়ত বটে। অতএব সম্ভাবনাময় বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস রাখা কিভাবে শিরকী ও কুফরী হতে পারে?

অবশ্য প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবায়ন হওয়া অপরিহার্য নয়। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা দলীল প্রমাণের দাবী রাখে। যদি কেউ দলীল প্রমাণ পায়, যেমন তার নিজের কাছে কাশফ হওয়া অথবা কাশফ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি অবহিত করে তাহলে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা বৈধ। অন্যথায় এটি হবে দলীল প্রমাণ বিহীন একটি ভ্রান্ত ধারণা। আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে ফিরে আসা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এরূপ ধারণা পোষণ করা কোনক্রমেই শিরক ও কুফরী হতে পারে না।

অতএব এ মাসয়ালা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা হলো উপরে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ফকীরের অভ্যাস হচ্ছে মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করা। বরং আমি মীলাদ মাহফিলে অংশ গ্রহণকে বরকত লাভের মাধ্যম মনে করে প্রতি বছর মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করি। আর এ মাহফিলে কিয়াম করে আত্মার প্রশান্তি ও মহব্বতের স্বাদ অনুভব করি।

এ ব্যাপারে আমাদের এ কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত যে, এ বিষয়টি হচ্ছে একটি ইখতেলাফী বিষয়। প্রত্যেক গ্রুপের কাছেই শরীয়তের দলীল বিদ্যমান। যদিও দলীলের মধ্যে শক্তিশালী ও দুর্বলতার পার্থক্য রয়েছে। যেমন অধিকাংশ শাখা-প্রশাখা জনিত ইখতেলাফী বিষয় হয়ে থাকে। সুতরাং বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য হচ্ছে তারা তাহকীক করে যা কিছু পেয়েছেন তদানুযায়ী আমল করা। আর প্রতিকূল গ্রুপের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং তাদেরকে ঘৃণা ও তুচ্ছতার দৃষ্টিতে অবলোকন না করা। আর ফাসেক ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত না করা। বরং এ মতানৈক্যতা ও ইখতেলাফকে হানাফী ও শাফেঈদের মত মনে করবে। পারস্পরিক মহব্বত পোষণ ও সালাম কালামকে জারি রাখবে। আর একে অপরকে বাতিল বলা ও বহাস করা থেকে বিরত থাকবে। বিশেষ করে বাজারী লোকদের মত তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এটা ওলামাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ। এ ধরণের মাসয়ালায় কোন ফতোয়া লিখবে না এবং ফতোয়ার পক্ষে দস্তখতও করবে না। এ সব করা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। একে অপরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যেমন কিয়াম বিরোধী ব্যক্তি যদি কিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়, তখন এ মীলাদ মাহফিলে কিয়াম না করাই উত্তম। যদি কোন ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। আর কিয়াম করার সময় কিয়াম বিরোধী ব্যক্তিও তখন কিয়ামে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ লোকদের দ্বারা যা কিছু বাড়াবাড়ি হয় তা থেকে বিরত থাকতে কোমলভাবে নিষেধ করবে। তাদেরকে বিরত থাকতে বলা তাদের জন্য বেশী উপকারী। যে ব্যক্তি নিজেই মীলাদ শরীফ ও কিয়ামে অংশ গ্রহণ করে, সেখানে কোন ব্যক্তি মীলাদ কিয়ামের বিরোধী থাকলে তাকে জোরজবরদস্তী করা ঠিক নয়। তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবে না। বিরোধী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সেখানের নিয়ম কানুনের ও প্রথার বিরোধীতা না করা। আর যেখানে কোন অভ্যাস ও প্রথা নেই সেখানেও তার বিরোধী হওয়ার রূপটি প্রকাশনা করা উচিত।

মোটকথা ফেৎনা থেকে আত্মরক্ষা করাই এর দলীল। যারা মীলাদ ও কিয়ামকে জায়েয মনে করে তারা বিরোধীদের বিরোধীতাকে ব্যাখ্যা দিয়ে মেনে নেবে। মনে করবে হয় তাদের কাছে জায়েয হওয়ার দলীল প্রমাণ পৌঁছেনি অথবা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিয়াম করতে নিষেধ করছে। কোনো কোনো স্থানে তারা আসল কাজটি করতেও নিষেধ করে এবং তা থেকে বেঁচে থাকে। যদিও এ কর্মপন্থা অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয় না। আর যারা কিয়ামের বিরোধী

তারাও জায়েয মনেকারীদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়ে মনে করবে সম্ভবত তাদের কাছে জায়েয বলেই প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা মহব্বতের অতিশয্যে উঠে কিয়াম করেন। আর মুসলমানদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণের তাগিদেই তারা লোকদেরকে কিয়াম করার আহবান জানায়।

সাধারণ লোকের কর্তব্য হচ্ছে, যে আলেম ব্যক্তিকে দীনদার পরহেযগার ও হক্কানী মনে করবে তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী আমল করবে। প্রতিকূল গ্রুপের লোকদের সাথে বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা করবে না। বিশেষ করে সে গ্রুপের আলেমদের সাথে বেআদবী করা ছোটমুখে বড় কথা বলার নামান্তর। মনে রাখবে হিংসা ও গীবত দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট হয়। এসব বিষয় পরিত্যাগ করবে এবং শত্রুতা পোষণ ও একদেশদর্শী মনোবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা করবে। আর এ ধরনের বিতর্কমূলক বিষয়বস্তু সম্বলিত পুস্তক কিতাবাদি কখনো পাঠ করবে না। কেননা, এগুলো পাঠ করার দায়িত্ব হচ্ছে আলেমদের। সাধারণ লোকেরা এগুলো পাঠ করলে আলেমদের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয় এবং মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এখানে কিয়ামের বিষয় যা কিছু লেখা হয়েছে তা কেবল এ বিষয়টির ক্ষেত্রেই নয়। বরং অধিকাংশ ইখতেলাফী মাসায়েল, যেমন মুসাফাহা, ঈদের মাঠে মুআনাকা করা, ওয়াযের পর মুসাফাহা করা, ফজর ও আছর নামাযের পর এবং পাঞ্জেগানা নামাযের পর মুসাফাহা করা, পাঞ্জেগানা নামাযের পর হাতবুসী ও কদমবুসী করা ইত্যাদি বিষয়সহ অন্যান্য যেসব বিষয়ে সমাজে শোরগোল ও বিতর্ক চলছে সেসব ক্ষেত্রেও উল্লেখিত কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলবে।

(২) এ যুগের কাবা শরীফের সাবেক ইমাম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইবনে আলুবী মালেকী আল হোসাইনী সাহেব স্বলিখিত "আল্ ইহতিফাল বিযিকরী মুত্তলুদিন নব্বীয়িশ্ শরীফ" কিতাবে হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে মিলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন। আর তিনি নিজে মিলাদ অনুষ্ঠান করেন ও কিয়াম করেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবটির বাংলা অনুবাদ ঢাকার ৫৮/১ প্যারীদাস রোডস্থ ছারছীনা প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশের অবিসংবাদিত আলেম ও ভারত বিখ্যাত মুফতী ও ফকীহ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস ও মুফতী, ঢাকার বায়তুল মুকাররম মসজিদের পহেলা খতীব হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী ও বরকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মীলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহসান ও মুস্তাহাব

কাজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি মীলাদ শরীফের একখানা কিতাবও উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে "সিরাজুম্ মুনীরা" তিনি আজীবন নিজ হুজরা খানায় প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মীলাদ মাহফিল করতেন এবং তাতে কিয়ামও করতেন। শেষে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মিষ্টান্নও বিতরণ করা হত। তার পরবর্তীতে মীলাদ অনুষ্ঠানের এ ধারাটি বর্তমানেও প্রচলিত আছে।

(৪) বাংলাদেশ বিখ্যাত পীর ছারছীনার হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর খলীফাবর্গ এবং ভারতের ফুরফুরার বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর খলিফাবর্গ মীলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান মনে করে আমল করতেন। তাদের সিলসিলায় এ ধারাটি এখনো প্রচলিত আছে।

মীলাদ শরীফ পাঠের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

ইতিপূর্বে আমরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছি। যেখানে মীলাদ শরীফের দলীলাদি, ফাযায়েল, তাৎপর্য্য ও ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সুধী পাঠকাদের পক্ষে এ সুদীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত করা সময়সাপেক্ষ। তাই নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে মীলাদ ও কিয়াম লিপিবদ্ধ করলাম যাতে পাঠকবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামান্য গুণগান আলোচনা করে দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারী হতে পারেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন শরীফ হতে ধারাবাহিক ভাবে নিম্নের সুরাগুলো ও তৎসহ দুরূদ, সালাম পাঠ করবেন। তারপর তাওয়াল্লুদ পাঠ করতঃ দাঁড়িয়ে কাসীদা পাঠ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সালাত ও সালাম প্রেরণ করবেন। তারপর ইসালে সাওয়াব ও মুনাজাত করবেন। মীলাদ শরীফ পাঠ করার কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। তবে বুযুর্গানে দীন বিভিন্ন ভাবে পাঠ করেন। আমিও তাদের অনুসরণ করে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। মীলাদ শরীফ যেখানেই হোক সেখানেই অযু করে পাক পবিত্র অবস্থায় যাবেন। বিনা অযুতে নাপাক অবস্থায় কখনো মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হবেন না।

মীলাদ শরীফ শুরু

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির্ রাজীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ * اٰمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন। ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাক্বীম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লীন। আমীন।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। যিনি অসীম দয়াময়, অনন্ত দাতা। যিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি। আমরা তোমরাই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক-সরল পথ দেখান, ঐ সকল লোকদের পথে যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথে নয়। আমীন- হে আল্লাহ কবুল করুন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اَللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ *

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ আপনি বলুন! আল্লাহ পাক এক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো জনক (পিতা) নন এবং তিনি কারো হতে জন্ম নেননি ও তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ *

উচ্চারণ ঃ কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন্ শাররি মা খালাক্ব। ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন্ নাফফা-ছাতি ফিল 'উক্বাদ। ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকারিতা হতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের অপকারিতা হতে, গিরাসমূহে ফুঁক দানকারীনীদের অপকার হতে এবং হিংসুকের হিংসা হতে রক্ষার জন্য প্রাতঃকালের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

লা–ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *

উচ্চারণ ঃ কুল আ'ঊযু বিরাব্বিন্ নাস। মালিকিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাসিল্ লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রভু, মানুষের মালিক ও মানুষের মা'বুদের নিকট জিন ও মানব যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনা দেয় তাদের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

লা–ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ লাক্বাদ জা-আকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলাইহি মা-আনিত্তুম হারীছুন আলাইকুম বিলমু'মিনীনা রাউফুর রাহীম। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন। তোমাদের দঃখ কষ্ট তাঁর কাছে কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের কল্যাণের অতিশয় আগ্রহশীল, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল দয়াবান। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (হে রাসূল!) বলে দিন, আল্লাহ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তিনি সুবিশাল আরশের অধিপতি। (সূরা তাওবা)

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ - وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا - إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ মা-কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্ নাবিয়্যীন, ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহু ইউছাল্লূনা আলান্ নাবিয়্যি, ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ছাল্লূ আলাইহি ওয়া সাল্লিমূতাসলীমা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

কাছিদা

১। মদিনাতে শুয়ে আপনি মোদের সালাম শুনতে পান
কেমনে যাব মদীনাতে সে পথ আমায় খুলে দেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

২। যার লাগিয়া কান্দেরে মন সে তো সোনার মদিনায়
স্বপ্ন যোগে দেখতে পাইবা হইলে তাহার দিওয়ানা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

৩। কোথায় রইলেন দয়াল নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া
আপনার এতীম উম্মাত কান্দে নবী নবী বলিয়া।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

৪। আল্লাহ তুমি দয়া করে নছীব কর মদীনা
নবীজীকে না দেখাইয়া কবরেতে নিওনা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

৫। ধন্য গো আমিনা বিবি ধন্য আপনার জিন্দেগী
আপনার-ই উদরে আসলেন আমার দয়াল নবীজী।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ *

ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

কাসিদা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১। ওহে নবীর আশেকান, দরূদ পড় দিয়া মন
হায়াত থাকিতে কভু ভুলোনা ঐ নাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২। ওহে নবী দয়াময় মোদের লাগিয়া
কিয়ামতে ঠাণ্ডা করবেন কাওছার পিলাইয়া।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৩। নবী আছেন কানে শুনি চোখে দেখলাম না
মনে চায় উড়িয়া যাইতে সোনার মদীনা।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪। নবী আমার জিন্দা নবী নবী আমার জান
নবী আমার জীবন মরন নবীজী ঈমান।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাসিদা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

١ - اَلصُّبْحُ بَدَامِنْ طَلْعَتِهِ + وَاللَّيْلُ دُجٰى مِنْ وَفْرَتِهِ

১। আস্‌সুবহু বাদামিন ত্বালাআতিহী
ওয়াল লাইলু দুজা মিন ওয়াফরাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٢ - فَاقَ رَّسُوْلَ فَضْلاًوَّعَلٰى + اَهْدَى السُّبِلَ لِدَلَالَتِهِ

২। ফা–ক্বার রাসূলা ফাদ্বলাও ওয়া আ'লা
আহদাছ ছুবুলা লি দালালাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٣ - نَالَ الشَّرَفَ وَاللّٰهُ عَفَا + عَمَّاسَلَفَ مِنْ اُمَّتِهِ

৩। নালাশ শারাফা ওয়াল্লাহু আফা
আম্মা–ছালাফা মিন উম্মাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪। ٤ ـ سَعَتِ الشَّجَرُ نَطَقَ الْحَجَرُ + شَقَّ الْقَمَرُ بِإِشَارَتِهِ

ছা–আতিশ শাজারু নাত্বাকাল হাজারু
শুক্কাল ক্বামারু বি–ইশারাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٥ ـ كَنْزُ الْكَرَمِ مَوْلَى النِّعَمِ + هَادِيْ الْأُمَمِ لِشَرِيْعَتِهِ

৫। কানজুল কারামী মাওলান নেয়ামী
হাদিউল উমামী লিশারিয়াতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٦ ـ أَذْكَى النَّسَبِ عَلَى الْحَسَبِ + كُلُّ الْعَرَبِ فِيْ خِدْمَتِهِ

৬। আজকান নাছাবী আলাল হাছাবী
কুল্লুল আরাবী ফী খিদমাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٧ ـ جِبْرِيْلُ أَتَى لَيْلَةَ أَسْرٰى + وَرَبٌّ دَعَا لِلْحَضْرَتِهِ

৭। জিবরীলু আতা লাইলাতা আছরা
ওয়া রাব্বু–দাআ লিল হাদ্বরাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

٨ ـ فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا + فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ

৮। ফা মুহাম্মাদুনা হুওয়া সাইয়্যেদুনা
ফাল্ ইজ্জুলানা লি–ইজা–বাতিহী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়িনা ওয়া হাবীবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়িমান আবাদান।

عَلٰى نَبِيِّكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

আ'লা নাবিয়্যিকা খাইরিল খালকি কুল্লিহিম।

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهِ + كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهِ -

বালাগাল উলা- বিকামালিহি + কাশাফাদ দুজ বিজামালিহী,

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ + صَلُّوا عَلَيْهِ وَاٰلِهِ -

হাসুনাত জামীউ খিছালিহী + সাল্লূ আলাইহি ওয়া আলিহী।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ

আত্বত্বিরিল্লাহুম্মা ক্বাবরাহুল কারীম,

بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ

বিআরফিন শাযিয়্যিম মিন ছালা-তিওঁ ওয়া তাসলীম,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ -

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি।

তাওয়াল্লুদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلٰى اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ - تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ الْمُنَوَّرَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ

اللّٰهُ - وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِاَخْوَالِهِ بَنِىْ عَدِيٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ - وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُّعَانُوْنَ سُقْمَهٗ وَشَكْوَاهُ - وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاجِحِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٌ - وَاٰنَ لِلزَّمَانِ اَنْ يَّنْجَلِىَ عَنْهُ صَدَاهُ - حَضَرَتْ اُمَّهٗ لَيْلَةَ مَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ فِىْ نِسْوَةٍ مِّنَ الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ - وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْبَدْرِ الْمُنِيْرِ نُوْرًا يَّتَلَاْلَاُ سَنَاهُ *

উচ্চারণ ঃ নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম, ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা শাহরানি আ'লা আশহারিল আকওয়ালিল মারবিইয়্যাহ তুউফফিয়া বিলমাদীনাতিশ্ শারীফাতিল মুনাওয়ারাতি আবূহু আবদুল্লাহ, ওয়া কানা ক্বাদিজতাযা বিআখওয়ালিহী বানী আদিয়্যিম মিনাত্ব ত্বা-য়িফাতিন নাজ্জারিয়াহ ওয়া মাকাসা ফীহিম শাহ্‌রান সাক্বীমাইঁ ইউআনূনা সুক্বামাহূ ওয়া শাকওয়াহ।

ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আ'লার রাজিহি তিসআতু আশহারিন ক্বামারিয়াহ, ওয়া আনা লিয্‌যামানি আঁইয়্যানজালিয়া আনহু ছাদাহ, হাদ্বারাত উম্মাহূ লাইলাতা মাওলিদিহী আসিয়াতু ওয়া মারইয়ামু ফী নিসওয়াতিম মিনাল হাদ্বীরাতিল কুদসিইয়্যাহ, ওয়া আখাযাহাল মাখাদ্বু ফাওয়ালাদাতহূ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (কালবাদরিল মুনীরি) নূরাইঁ ইয়াতালালা 'উসিনাহ।

অর্থ ঃ প্রসিদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন তাঁর মাতৃগর্ভে দু'মাস পূর্ণ হল, তখন মদীনা মোনাওয়ারাতে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি (আবদুল্লাহ) তার বনি আদী গোত্রীয় (ফার্নিচার) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভুক্ত মামাদের সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে এক মাস রোগে ভুগছিলেন। তারপর যখন গ্রহণযোগ্য বর্ণনা অনুসারে নয়টি চন্দ্র মাস পূর্ণ হলো এবং তাঁর আগমনী বার্তা প্রকাশ হওয়ার সময় হলো তখন তাঁর

(জন্মের) শুভাগমনের পবিত্র রাতে তাঁর মায়ের সকাসে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহিয়সী নারীদের পূত পবিত্র সমাবেশ। এদের মধ্যে ছিলেন পূণ্যময়ী আছিয়া ও মারইয়াম। এ সময় তাঁর প্রসব প্রক্রিয়া শুরু হলো এবং (মা আমেনা) পূর্ণিমার চাঁদের মত আলো ঝলমল শিশু প্রসব করলেন।

কিয়াম

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٌ + صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ + সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

يَانَبِى سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

আরবী কিয়াম

(١) طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ

ত্বালাআল বাদরু আলাইনা + মিন ছানিআতিল ওয়াদায়ি

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَا دَاعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা + মাদাআ লিল্লাহি দায়ী।

يَانَبِى سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

(٢) اَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ

আশরাক্বাল বাদরু আলাইনা + ওয়াখ্তাফাত মিনহুল বুদূরু

مِثْلَ حُسْنِكْ مَارَاَيْنَا + قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِى

মিছলাহুসনিক মা রাআইনা + ক্বাত্তু ইয়া ওয়াজহাস্ সুরূরী।

يَانَبِى سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

(٣) اَنْتَ شَمْسٌ اَنْتَ بَدْرٌ + اَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرِى

আনতা শামসুন আনতা বাদরুন + আনতা নূরুন ফাওক্বা নূরী

اَنْتَ اِكْسِيْرُوَغَالِىْ + اَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِى

আনতা একসীরুওঁ ওয়া গালী + আনতা মিছবাহুছ ছুদূরি।

يَانَبِى سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

(٤) يَاحَبِيْبِى يَامُحَمَّدٌ + يَاعَرُوْسُ الْخَافِقَيْنِ

ইয়া হাবীবী ইয়া মুহাম্মদ + ইয়া আরূসাল খাফিক্বাইনি

يَامُؤَيَّدْ يَامُمَجَّدْ + يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ

ইয়া মুআইয়্যাদ ইয়া মুমাজ্জাদ + ইয়া ইমামাল ক্বিবলাতাইনি।

يَانَبِى سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

(৫) مَنْ يَّرٰى وَجْهَكَ يُسْعَدْ + يَاكَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ

মাইঁয়্যারা ওয়াজহাকা ইউসআদ + ইয়া কারীমাল ওয়ালিদাইনি

حَوْضُكَ الصَّافِى الْمُبَرَّدْ + وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ

হাওদ্বাকাছ্ ছাফিল মুবাররাদ + বিরদুনা ইয়াওমান্ নুশূরী।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

বাংলা ক্বিয়াম

১। ডেকে নেন আমায় মদীনায় + বিফলে জীবন বয়ে যায়।
হাজার থাকি ভাবনায় + কেমনে যাব মদীনায়।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

২। যেতে যদি পারতাম মদীনা + বলিতাম মনের বেদনা
দেখিতাম নয়ন ভরিয়া + করিতাম শীতল কলিজা।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

৩। আপনাকে যেজন দেখিবে + জাহান্নাম হারাম হইবে
আমাদের আশা দেখিতে + দিওয়ানা বানান দীদারে।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

৪। মদীনায় যাবেন হাজীরা + যিয়ারত করবেন রওজা
আমাদের নছীব হল না + পাঠালাম সালাম মদীনায়।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

৫। কোথায় রইলেন নবী লুকাইয়া + মোদেরে এতীম বানাইয়া
হে নবী মোদের লাগিয়া + দেখা দেন উম্মাত বলিয়া।

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

৬। নবী না হয়ে দুনিয়ায় + না হয়ে ফেরেশতা আল্লাহর
হয়েছি উম্মত আপনার + তার তরে শুকুর বেশুমার।

يَانَبِىْ سَلاَمٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلاَمٌ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা + ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

يَاحَبِيْبُ سَلاَمٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা + সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা।

